গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১ ১৩৭৮, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

'গ্রন্থাগারের' নতুন পদক্ষেপ ও পরিষদের প্রথম সভাপতি

গ্রন্থাগার পত্রিকার আরও একটি বছর পূর্ণ হল। বর্তমান সংখ্যা নিয়ে শুরু হল পত্রিকার একবিংশতি বর্ষের যাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র রূপে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পত্রিকার অবদান কতটুকু সে বিতর্কে না গিয়ে একথা সহজেই বলা যায় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন—এই তিনের মধ্যে এক সহজ যোগসূত্র বজায় রাখতে গ্রন্থাগার পত্রিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। কেবলমাত্র আন্দোলনের মুখপত্র রূপেই নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী ও তত্ত্বের আলোচনা, রাজ্যের গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলী পরিবেশন ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সংবাদাদি প্রকাশ করে, গ্রন্থাগার পত্রিকা তার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি করেছে। এ বছর থেকে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ইংরাজী সারসংক্ষেপ ও পরিষদ কথার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করে পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বাড়ানো হয়েছে।

কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও গ্রন্থাগার পত্রিকা তার বহুমুখী কার্যধারাকে বিস্তৃত করার সুযোগ পায়নি। মুদ্রণ ও কাগজের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং তদনুযায়ী বিজ্ঞাপণ সংগ্রহের অভাব পত্রিকাকে আর্থিক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে প্রয়োজন সদস্যগণের সক্রিয় সহযোগিতা। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁরা খুব সহজেই বছরে অন্তত দুটি করে বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার পত্রিকা তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের মুখপত্রকে সজীব করে তুলতে পারেন। নিজেদের প্রয়োজনেই পত্রিকাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশে সহযোগিতা করতে প্রত্যেকে এগিয়ে আসবেন এ আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। গত বছরের ভুলত্রুটি সংশোধন করে আগামী

প্রকাশন সমূহ সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে, গ্রন্থাগার পত্রিকা একটি অত্যাবশ্যকীয় মুখপত্র হয়ে উঠুক, নতুন সংখ্যার সূচনায় এই-ই কামনা।

নতুন বছরের প্রারম্ভে গ্রন্থাগার পত্রিকার একবিংশতি বর্ষের প্রথম সংখ্যার সূচনায় আমরা স্মরণ করি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, তাঁর জন্মতিথিতে। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁর কাব্য প্রতিভার দ্যুতিতেই আলোকিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত মানব প্রেমিক ও শিক্ষা সংস্কারক। শিক্ষাকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম করে তুলতে তিনি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকার করেছেন। গ্রন্থাগারের সঙ্গে কবির ছিল অন্তরঙ্গ যোগসূত্র, গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর ছিল এক অতি উচ্চ ধারণা। গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে বলেছেন, 'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।' ২৫শে বৈশাখ কেবলমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন হিসাবেই নয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধার জন্মদিন হিসাবেও তাই স্মরণীয়।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩২)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅনাথনাথ বসু বাংলায় নিম্নলিখিত ভাষণ পাঠ করেন :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কোন যোগ্যতাই আমার নাই। তবুও আপনারা আমাকে এই সম্মান দিয়াছেন। বিনম্র হৃদয়ে কুন্ঠিতচিত্তে আপনাদের এই দান আমি নত মস্তকে গ্রহণ করিলাম। যদি অযোগ্যতার জন্য এই গুরুভার দায়িত্ব বহনে আমার কোন ত্রুটি ঘটে তাহার জন্য আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন, কারণ তাহার কিছুটা দায়িত্ব আপনাদেরই।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলিতে গিয়াই প্রথমে একটি পুরাতন স্মৃতি মনে জাগিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। বন্ধুর সহিত পুরী গিয়াছি। মধুসূদন তীর্থ তখন সেখানে গোবর্ধন মঠে শঙ্করাচার্য। এককালে মহাপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল ও জ্ঞান তপস্যার কেন্দ্র হিসাবে গোবর্ধন মঠের যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন বহু বিদ্যার্থী জ্ঞানান্বেষণে গোবর্ধন মঠে আসিয়া মধুসূদন তীর্থের পদতলে শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পর বহু দিন চলিয়া গিয়াছে। মধুসূদন তীর্থ এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, গোবর্ধন মঠের পুরাতন গৌরব আর নাই, সেখানে এখন আর বিদ্যার্থী ও সাধকদের ভিড় হয় না।

এই মঠের সরস্বতী ভবন অর্থাৎ গ্রন্থাগার একদিন বিখ্যাত ছিল। একদিন বহু জ্ঞান পিপাসুর জ্ঞানার্জনে তাহা সহায় হইয়াছিল। আমাদের আগ্রহ হইল সেই সরস্বতী ভবন একবার দেখি। কিন্তু শুনিলাম বহু দিন হইতেই সেই সরস্বতী ভবনের দ্বার বন্ধ, সেখানে তালা দেওয়া, সেখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। কত চেষ্টা করিলাম, কত লোককে ধরিলাম, এমন কি মধুসূদন তীর্থের নিকটও আবেদন করিলাম। তিনি এখন জরাজীর্ণ স্থবির, কোন কথাই শোনেন না। অবশেষে প্রস্তাব করিলাম আমরা গ্রন্থগুলির সূচী করিয়া দিব। তাহাতে কাজ হইল। বহু দিনের রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কিন্তু কি দৃশ্য দেখিলাম! প্রকাণ্ড একটি কক্ষ পুঁথিতে ঠাসা, বহু দিনের অব্যবহারে অপব্যবহারে পুঁথিগুলি ইতস্তত অযত্ন রক্ষিত, উই আর ইঁদুরের অত্যাচারে বহু পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। চোখে জল আসিল। যে হতভাগা দেশ এই মহামূল্য রত্ন এইভাবে অযত্নে নষ্ট হইতে দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কি হইবে!

কল্পনানেত্রে দেখিতেছি নালন্দা মহাবিহারের গ্রন্থাগারগুলি—রত্ননিধি, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। গ্রন্থাগারের কী সুন্দর, কী সার্থক নামকরণ! যুগের পর যুগ শত শত বিদ্যার্থী রত্নের সন্ধানে সেখানে আসিয়াছে, তপস্যা করিয়া সে রত্ন লাভ করিয়াছে, জীবন ধন্য করিয়াছে, গ্রন্থাগারকে ধন্য করিয়াছে। গ্রন্থাগারের এই তো চরম সার্থকতা।

গ্রন্থাগার জ্ঞানতপস্যার সাধন, যেখানেই এই সাধনা আছে সেখানেই গ্রন্থাগার আছে। বিদ্যার কেন্দ্রের সহিত গ্রন্থাগারের এই অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ট যোগ গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব।

যখন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন যেখানে যেখানে অধ্যাপকের বাস ছিল সেখানে সেখানে পুঁথি সংগ্রহ বা গ্রন্থাগার ছিল। আমাদের জীবনে সে ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। ত্রিশ বৎসর আগেও এই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরিতে গিয়া পনের দিনের মধ্যে শত শত পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, শত শত পুঁথি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদেরও সেই গোবর্দ্ধন মঠের সরস্বতী ভবনের পুঁথিগুলির অবস্থা। এককালে তাহাদের কত সম্মান, কত যত্ন ছিল, কত লোক সেগুলির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করিত, অধ্যয়ন অধ্যাপন করিত। আজ সেদিন আর নাই। আজ পুঁথিগুলির মর্য্যাদা বুঝিবে এমন লোকেরও অভাব ঘটিয়াছে। কোথাও কোথাও দেখিয়াছি তাহাদের পূজা হয়, কিন্তু সে তো পাষাণের পূজা, দেবতার প্রাণহীন কাঠামোর পূজা, পুঁথির যথার্থ ও একমাত্র পূজা তো তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার, সে ব্যবহার শেষ প্রায় হইয়া গিয়াছে, সে পূজা করিবে এমন পূজারী আর নাই।

কিন্তু দুঃখ করিব না। পুরাতনের পরিবর্তে যে নূতন ব্যবস্থা আসিয়াছে সেখানেও গ্রন্থাগারের এই ধারা অব্যাহত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে, বিদ্যার কেন্দ্রে কেন্দ্রে সে ধারা চলিয়াছে, শুধু চলে নাই, অতীতের তুলনায় পুষ্টিলাভও করিয়াছে।

মনে পড়িতেছে আমাদেরই যুগের এক জ্ঞানতপস্বীর কথা যিনি এইভাবে সারা জীবন গ্রন্থাগারের মধ্যে জ্ঞান সাধনা করিয়া দিন কাটাইয়াছেন এবং এখনও কাটাইতেছেন। তিনি আপনাদের এই মালদহ জেলারই লোক। আমি আমার পরম পূজনীয় আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বলিতে গিয়া হঠাৎ শান্তিনিকেতনের একটি ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। তখনও শান্তিনিকেতনে বিদ্যুৎ আসে নাই, পাকা দালানও বেশী হয় নাই। শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে ছাত্রাবাসে আমরা কয়েকজন বাস করি। বহু দিন দেখিয়াছি সারাদিন গ্রন্থাগারে লেখাপড়া করিবার পর বৈকালিক ভ্রমণ ও সান্ধ্যকৃত্যাদি সারিয়া শাস্ত্রী মশায় একটি লণ্ঠন হাতে লইয়া নির্জন গ্রন্থাগারে আবার তাঁহার আসনটিতে আসিয়া বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। ক্রমে রজনীর প্রথম যাম অতীত হইল, আশ্রমের বেশীর ভাগ লোকই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন অথবা শয়নের আয়োজন করিতেছেন। তখন তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লণ্ঠনের বাতিটি কমাইয়া দিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন। গ্রন্থাগারের মর্য্যাদা ইঁহারাই জানেন।

আবার এখনও দেখিয়াছি বিদ্যার কেন্দ্রে গ্রন্থাগারের দ্বার নানা বাধাসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ অথবা সেখানে গ্রন্থের আদর নাই। গ্রন্থাগারের দ্বার বাধাকীর্ণ করিয়া রাখার একটি মাত্র অর্থ হইতে পারে। যেখানে সে ব্যবস্থা সেখানে গ্রন্থের ব্যবহারের চেয়ে গ্রন্থ রক্ষা করার উপর নজর বেশী। ইহা কৃপণের মনোভাব, ইহার দ্বারা গ্রন্থাগারের সার্থকতা ব্যাহত হয়, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে না। গ্রন্থের যে আদর নাই সেটা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষে হইয়াছে। আমাদের এই পাঠ্যপুস্তক সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা এমনই বিচিত্র যে

এখানে পরীক্ষাফললুব্ধ ছাত্রদল গ্রন্থ না পড়িয়া গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে, গ্রন্থের পরিবর্তে গ্রন্থের কঙ্কালের আদর করে। সুতরাং তাহারা যদি গ্রন্থাগারের মর্যাদা না বোঝে, পাঠ্যাতিরিক্ত অন্য কোন গ্রন্থের মূল্য না দেয় তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া একদা রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বক্তাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—'বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই, বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো।'

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি যে কতখানি সত্য তাহা আমরা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। তাই আজ চারিদিকে শিক্ষাসংস্কারের দাবী উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য নানা সংস্কারের সঙ্গে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উপর বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। আশা করিতেছি যখন কমিশন পরিকল্পিত শিক্ষাসংস্কার দেশের সর্বত্র প্রযুক্ত ও কার্যকর হইবে তখন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সার্থক হইবে, তখন সত্য সত্যই এদেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থের আদর, মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

এতক্ষণ আমি বিদ্যাকেন্দ্রসম্পৃক্ত গ্রন্থাগারগুলির কথাই বলিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। এগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার নামে সর্বত্র সুপরিচিত।

এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সৃষ্টির সহিত রাজনীতির জগতে লোকতন্ত্রের অভ্যুদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এককালে শক্তি ও সংস্কৃতি দেশের অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। লোকতন্ত্রের অভ্যুদয়ে যে শক্তি দেশের সর্বসাধারণের আয়ত্ত হইল, ধীরে ধীরে দেশের জনসাধারণ সংস্কৃতির অধিকার লাভ করিল। যে জ্ঞান, যে বিদ্যা, যে সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত ছিল তাহাদের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইল। সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্ম তখনই হইল।

সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্ম কাহিনীর এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পিছনে একটি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটি কথা অনতিব্যক্ত অথচ সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে। সে ভাব, সেই কথাটি এই যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিও লোকশিক্ষার বাহন, সেগুলিও অপর যে শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাদেরই সমগোত্র, সমজাত, তাহাদেরই মত বিদ্যার কেন্দ্র। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই তাহাদের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দেওয়াই তাহাদের বড় কাজ, যাহাতে এইভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা জাতীয় সংস্কৃতিকে তাহাদের অবদানের দ্বারা সমৃদ্ধতর সার্থকতর করিয়া তুলিতে পারে।

বিদ্যা অর্জন করিতে হইলে বিদ্যার্থী হইয়া গুরুকুলে আচার্যের নিকট যাইতে হইবে। ইহাই ছিল আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথা, যুগধর্মে কিছুটা রূপান্তরিত হইলেও এই প্রথা আজও চলিতেছে। শুধু প্রাচীনকালে বিদ্যার জন্য শুল্ক দিতে হইত না, আজ সেটা দিতে

হইতেছে। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক যে লোক জীবিকার্জনের জন্য নানা কর্মে ব্যস্ত তাহার বিদ্যার্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই অবসরও নাই, আর বিদ্যার জন্য যে শুল্ক আজ দিতে হয় সে শুল্ক দিবার সামর্থ্যও হয়ত তাহার নাই। সাধারণ গ্রন্থাগার তাহারই বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র; জ্ঞানার্জনের সাধন ও সহায়। সেখানে নিজের চেষ্টায় তাহার নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে, নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে। সেখানে যে সুযোগ সে পায় সে সুযোগ হয়ত জীবনের আরম্ভে নানা কারণে সে পায় নাই। এইভাবে যে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন হয় তাহার মূল্য কি বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যার চেয়ে কম! বরং একদিক দিয়া দেখিলে বলিব এক হিসাবে এই বিদ্যা সার্থকতর, কারণ ইহা সম্পূর্ণই স্বপ্রণোদিত ও স্বোপার্জিত। ইহার সহিত জীবনের ঘনিষ্ট যোগ আছে।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের এই যে রূপ বর্ণনা করিলাম এই কি আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির রূপ? যদি বলি 'হ্যাঁ' তবে অপভাষণ ও অতিভাষণ দোষ ঘটিবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই এখনও পর্যন্ত লোকশিক্ষার বাহন হইয়া ওঠে নাই। ইহার যে ব্যতিক্রম নাই একথা বলিব না; কিন্তু বেশীর ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধেই একথা বলা চলে যে তাহারা লোকশিক্ষার বাহকরূপে তাহাদের যে দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে সচেতন নহে ও সে দায়িত্ব পালন করিবার উপযুক্ত কোন সুকল্পিত কর্মপদ্ধতি তাহাদের নাই। তাহাদের অধিকাংশই ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের খোরাক যোগাইয়াই সন্তুষ্ট।

বিদ্যা বিনোদন বটে কিন্তু সবটাই বিনোদন নহে। আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যদি শুধু পাঠকবর্গের রুচি অনুযায়ী লঘু সাহিত্য যোগাইয়া তাহাদের কাজ সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া মনে করে তাহা হইলে সেটা অন্যায় হইবে, বিশেষ করিয়া আজিকার দিনে। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে, আজ আমরা দেশে লোকতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের সমস্ত কল্যাণশক্তি এই চেষ্টায় নিয়োগ করিতেছি। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে নূতন ভারতবর্ষে যে নূতন লোকতন্ত্রাত্মক সমাজ আমরা গড়িতে চাই তাহা শক্তিশালী ও প্রাণবান করিতে হইলে তাহাকে ব্যাপক লোকশিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

কিন্তু সে লোকশিক্ষা দিবে কে? সে ভার কে লইবে? সে লোকশিক্ষা শিক্ষার যে সাধারণ বাহন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলির সাহায্যে সম্ভব নয়। দেশের জনসাধারণের কতটুকু অংশ সেভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে? বস্তুত লোকশিক্ষার পথ অন্য। এককালে যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী গান প্রভৃতি এই লোকশিক্ষার বাহন ছিল; তখন মুখের কথাই শিক্ষা দিবার প্রধানতম উপায় ছিল, বেশীর ভাগ মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইত। সে ব্যবস্থা আজ মৃতপ্রায়। তাহা ছাড়া নূতন যুগে লিখিত কথার প্রাধান্য হইয়াছে; লিখিত কথার সহায়তায় আজ লোকসমাজকে শিক্ষা দিতে হইতেছে, বহুজনকে সে শিক্ষার আওতায় আনিতে হইতেছে। লোকতন্ত্রের ইহাই রীতি, ইহাই তাহার বিশেষত্ব।

লিখিত কথার সাহায্যে শিক্ষা অর্থাৎ গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষা। সে গ্রন্থের জন্য হয়

বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে নয় গ্রন্থাগারে যাইতে হইবে। ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বস্তুত আজিকার দিনে আমাদের দেশে এই ধরণের লোকশিক্ষা শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিই দিতে পারে। এই শিক্ষা দিবার ভার তাহাদেরই লইতে হইবে।

একাজ করিতে হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কর্মের ধারা কিছুটা পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর করিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিবার আগে প্রথমে তাহাদের এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। এই চেতনা জাগিলে তখন প্রয়োজন হইবে একটি সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতির। সেই কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মের ধারা গঠিত ও চালিত হইবে।

বৎসরান্তে কিছু বই কেনা, সেগুলিকে রক্ষা করা ও সেগুলির লেনদেন করা—ইহাই হইল আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সাধারণ কর্মের ধারা। বই কেনা হয় সাধারণত পাঠক পৃষ্ঠপোষকবর্গের রুচি অনুযায়ী। সে রুচি গঠিত ও শিক্ষিত করিবার দায় গ্রন্থাগারের নহে। প্রচলিত রুচির খোরাক যোগাইলেই তাহার কাজ শেষ হয় কতকটা এই ভাব এই কর্মধারার পিছনে রহিয়াছে।

কিন্তু এভাবে কাজ চালাইলে তো চলিবে না। এখানে সবটাই চিত্তবিনোদনের জন্য, শিক্ষার আয়োজন এখানে কোথায়? অবশ্য একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় বার আনা পাঠক লঘু সাহিত্যপাঠের জন্যই পাঠাগারে যান। যতদিন উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য রচনার প্রধানতম মাধ্যম থাকিবে ততদিন, লঘুই বলি গুরুই বলি, বেশীর ভাগ পাঠকই সেই শ্রেণীর রচনাই পাঠ করিবেন। মিষ্টান্নের উপর লোভ নাই, মিষ্টান্ন ফেলিয়া পুষ্টির জন্য অন্য আহার্য চায় এমন লোক মেলা ভার। এমন অবস্থায় মিষ্টান্নকেও পুষ্টিকর করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার পাশে অন্য পৌষ্টিক আহার্য সাজাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

সুতরাং আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে সহজে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য নানা শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ রাখিতে হইবে। কিন্তু শুধু ভাল ভাল গ্রন্থ রাখিলে বা কিনিলেই চলিবে না। সেগুলির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহাদের দিয়া পড়াইতে হইবে এবং এইভাবেই তাহাদের অলক্ষ্যে অনতিগোচরে পাঠকগণের রুচি মার্জিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইহার জন্য মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারে আলোচনাসভা, পাঠসভা প্রভৃতির আয়োজন করিতে হইবে, সেখানে ভাল গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, আরও অনেক কিছু করিতে হইবে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সময় এখন নহে। হয়ত আপনাদের অনেকেই এবিষয়ে অবগত ও অবহিত আছেন। আমার উদ্দেশ্য শুধু আজিকার পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের এই গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশের লোককে কিছু পরিমাণ সচেতন করিয়া দেওয়া। স্বকল্পিত সেই কর্তব্য পালন করিতে গিয়া যদি কোন ধৃষ্টতা করিয়া থাকি তবে আপনারা মার্জনা করিবেন।

আমি কল্পনা করি আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটিই এইভাবে নূতন রূপ গ্রহণ করিবে ও লোকশিক্ষার সক্রিয় ও সার্থক কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। সেখানে শুধু পুস্তকের লেনদেনই হইবে না, সেগুলি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইবে, সেখানে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার প্রাচীন সাধনগুলিরও আয়োজন থাকিবে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরে বৎসরে সাংস্কৃতিক মেলার কল্পনা করা কি একান্তই অলীক স্বপ্ন? আমার তো মনে হয় না।

সাধারণ গ্রন্থাগারের এই যে রূপান্তরের পরিকল্পনা আমি এখানে দিলাম তাহা আপনাদের অনুমোদন লাভ করিবে কিনা জানি না। আমার নিবেদন এই যে এদেশে লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছি একমাত্র লোকশিক্ষার ভিত্তিতেই তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আর লোকশিক্ষার প্রকৃষ্টতম সাধন হইল এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি। সুতরাং তাহাদের রূপান্তর ও কর্মধারার পরিবর্তন আজ বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইয়াছে। সেগুলি যেদিন সত্যসত্যই লোকশিক্ষার সক্রিয় ও সার্থক সাধন হইয়া উঠিবে সেইদিনই আমাদের দেশে নূতন সমাজের ভিত্তি পত্তন হইবে, প্রকৃত লোকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে।

সম্মেলনের এই বৎসরের কার্যসূচীতে একটা অভিনবত্ব দেখা যায়। পূর্ব হইতেই পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সম্মেলনের আলোচনার্থ উপস্থিত ও তৎসম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য গ্রন্থাগার সম্পর্কীত কয়েকটি বিষয় বাছিয়া লইয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে উহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার ভার দেন। সেই প্রবন্ধগুলি যথারীতি পঠিত ও আলোচিত হইলে উহার, ভিত্তিতে যে প্রস্তাবের মুসাবিদা করা হয় তাহাই কিঞ্চিৎ রদ বদলের পর সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে আলোচনার জন্য তিনটি প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল। ১। পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ ব্যবস্থা—লেখক শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তাহার পুস্তক নির্বাচন —লেখক সংস্কৃত কলেজের এর গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়। ৩। শিশু-সাহিত্য ও পত্রিকা—লেখক 'বঙ্গশ্রীর' সম্পাদক শ্রীরণজিৎ কুমার সেন। এছাড়া গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এবং গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন কর্মীদের সমস্যা সম্বন্ধে প্রথমে বলেন শিবপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এই সম্মেলনেই প্রথম স্থান পাইল।

প্রথম দিনের অধিবেশনান্তে শ্রীঅনাথনাথ বসুর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা চলে। পরে 'যুগান্তরের' বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর সভাপতিত্বে গত বারের সম্মেলনের মত একটি জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

জনসভার শেষে শ্রীঅনাথনাথ বসুর সভাপতিত্বে 'পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ ব্যবস্থা' নামক প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে

ক্রমান্বয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন কর্মীদের সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তাহার পুস্তক নির্বাচন' নামক প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হয়। সর্বশেষে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় "শিশু সাহিত্য ও পত্রিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠের অধিবেশন। লেখক শ্রীরণজিৎকুমার সেনের অনুপস্থিতিতে শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ সর্বসমক্ষে প্রবন্ধটি পড়িয়া শোনান।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয় :

গ্রন্থাগার আইন—

১। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় ও জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসামরিক ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র খাতে যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর করা হউক।

২। এই সম্মেলনের ইহাই সুচিন্তিত অভিমত যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বিনা খরচে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা দিবার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৩। উপযুক্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগ আয়োজন করা উচিত ইহাই এই সম্মেলনের অভিমত।

৪। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে বিধান পরিষদের সভ্য শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচিত খসড়া গ্রন্থাগার আইনটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রয়োজনবোধে এই খসড়া আইনের পরিবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া উচিত অথবা পরিষদের উচিত একটি ভিন্ন খসড়া আইন এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা। এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরিষদ প্রতিষ্ঠান সভ্যদের মতামত গ্রহণ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও সংযোগ ব্যবস্থা—

এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার অধিকরণের সৃষ্টি করা হউক ও এই অধিকরণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় রাজ্যের ব্যয়বরাদ্দে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করিবেন।

গ্রন্থাগার সংযোগ ও সংগঠন কর্মীদের সমস্যা—

১। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে পশ্চিমবঙ্গ জেলা সামাজিক শিক্ষা পরামর্শদাতা পরিষদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্তত একজন প্রতিনিধি লওয়া হউক।

২। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা পরিষদের সহিত সম্পর্কের সর্তাদি নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপ যে সমস্ত জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছে সেগুলিকে অনুমোদিত সংস্থারূপে স্বীকার করিবেন এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত।

৩। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠান সদস্যদের মতামত গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত জেলায় জেলা পরিষদ অবর্তমান সেই সমস্ত জেলায় ইহা গঠন করিবেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও তাহার পুস্তক নির্বাচন—

১। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে প্রতিটি বিদ্যালয় উহার গ্রন্থাগার পরিচালনার নিমিত্ত একজন পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিবেন।

২। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে প্রতি সপ্তাহের বিদ্যালয় কার্য তালিকায় প্রতি শ্রেণীর জন্য দুই ঘণ্টা ছাত্রদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হউক।

৩। এই সম্মেলনের অভিমত এই যে ছাত্রদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অধিক সংখ্যায় উপযুক্ত পুস্তকাবলী প্রকাশিত হউক।

শিশু সাহিত্য ও পত্রিকা -

১। এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রতি ওয়ার্ড-এ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার এলাকায় শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হউক।

২। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে ইহার প্রতিষ্ঠান সভ্যদের তত্ত্বাবধানে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

ক্রমশঃ

Library movement in Bengal (32)
: Gurudas Bandyopadhyay

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবাকার্য

সত্যব্রত সেন

অনুলয় সেবাকার্য যাকে ইংরেজীতে বলা হয় রেফারেন্স সার্ভিস, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এর এতটুকুও সুযোগ আছে কিনা তার আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, আধুনিক গ্রন্থাগার সারা ভারতে শিক্ষা প্রসারের ও দেশোন্নয়নের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত। কাজেই গ্রন্থাগার, গ্রন্থের সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম পর্যায়ে এখন আর নেই। তবে পাঠক নিয়ন্ত্রণ নানা প্রকারে আছে।

এই পাঠক নিয়ন্ত্রণ কথাটি উল্লেখ করতে গিয়ে কারা কারা আধুনিক গ্রন্থাগারের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পাঠক হতে পারে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশের ৭০ ভাগ যখন নিরক্ষর তখন, এই ৭০ ভাগই গ্রন্থাগারের পাঠক সমাজের বাইরে থাকবে তা অনেকে মনে করতে পারেন। কিন্তু আসলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ব্যাপক অর্থে ঐ নিরক্ষর সমাজ ও পাঠক। তারা পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটিয়ে উৎপাদনাদির কাজে নিযুক্ত হতে পারেন না বটে, কিন্তু শুনে ও দেখে জ্ঞানার্জন করতে ও কার্যক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে সক্ষম। এরা নিরক্ষর, মূর্খ না। এছাড়া, অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন শিশু পাঠক আছে যারা খেলতে খেলতে পড়ে, দেখে এবং শেখে। আরও তিনটি সম্প্রদায়ের পাঠক আছে। এক, স্কুল কলেজের ছাত্র; দুই, শিক্ষিত চাকুরীজীবী এবং তিন, গবেষক পাঠক। অবসর জীবনযাপন করছেন, এমন বৃদ্ধ পাঠকও আছে।

এই পাঁচ সম্প্রদায়ের পাঠকের সকলের জন্য গ্রন্থাগারের দ্বার আমাদের দেশে এখনও খোলা নেই। অর্থনৈতিক সামর্থের প্রশ্নে অনেক পাঠকই এদিকে আকর্ষণ বোধ করেন না। অথচ সকলের কথা চিন্তা করেই সব সাধারণ গ্রন্থাগারই, বিশেষত গ্রামীণ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত।

এটুকু ভূমিকার পর আমরা এখন' গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অনুলয় সেবাকার্যের প্রসঙ্গে আসতে চাই এবং প্রসঙ্গতই বলতে চাই, গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবাকার্যের প্রয়োজন আছে এবং সুযোগ ক্রমশঃ সৃষ্টি করা সম্ভব। অনেক দামী দামী পুস্তক এবং গ্রন্থাবলী গ্রন্থাগারের বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না, "রেফারেন্স" ষ্ট্যাম্প দিয়ে আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হয়। অবশ্য উক্তরূপ পদ্ধতির অনুসরণ অনুলয় সেবা কার্যানুরূপ একথা বলা ঠিক হবে না। কেননা অনুলয় সেবা কার্যের আসল কথাটিই হচ্ছে সহানুভূতিসহ ব্যক্তিক সেবা, পুস্তক শুধু আলাদা করা নয়। এই অনুলয় সেবাকার্যের জন্য প্রয়োজন, পাঠক ও পাঠকের জিজ্ঞাসা ছাড়াও দরদী বিজ্ঞপ্রায় গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মী, এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরণের পুস্তক। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবাকার্য প্রসঙ্গে এইসব উপাদানের কথা একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করা দরকার।

শতকরা শিক্ষিতের হার পশ্চিমবঙ্গে ৩০ জন হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীন গ্রন্থাগারকে ঘিরে যে পাঠক আছে, তা আর না বললেও চলে। উপরের অনুচ্ছেদে এবিষয় আলোচনা কিঞ্চিত করেছি।

পাঠকের জিজ্ঞাসাও আছে এবং সে জিজ্ঞাসাও বহুমুখী। কেননা দেশ আমাদের এখন অনুন্নত। অনুন্নত বলতে অপত্তি থাকলে বলা যাক উন্নয়ণশীল—উন্নত কিছুতেই নয়। কাজেই বিবিধ প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক কার্যসূচী বিভিন্ন স্তরে অনুসৃত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের জিজ্ঞাসা অফুরন্ত। এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগার সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার, একথা বিজ্ঞজন স্বীকৃত।

এর পর প্রশ্ন হচ্ছে দরদী দক্ষ গ্রন্থাগারিক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে আছে কিনা। "Considerable amount of understanding, fact, sympathy and the feeling tone" সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পেতে হলে উপযুক্ত বেতন, সহকর্মীর উপযুক্ত সংস্থান দরকার। কিন্তু সেদিকে নজর রেখে গ্রন্থাগার কর্মী মনোনয়ন ও কর্মীর মানোন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে কি? দুঃখ প্রকাশ করে বলতে হয়, না। গ্রামের "অকর্মণ্য" ছেলেটিই এই গ্রন্থাগারিক পদের উপযুক্ত একথাই মনে করা হয়েছে। এই "অকর্মণ্য" ছেলেটির মধ্যেও যে সমাজ সেবার আকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল তাকে সে সম্মানও দেওয়া হয়নি—কেননা অকর্মণ্যতা কেটে যাবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য যে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন, তার ব্যবস্থাও সময়মত করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের সুযোগ খুবই সামান্য। বেতন মর্যাদা তো হতাশব্যঞ্জক একটি করুণ ছবি। মানসিকতার দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছে এমন গ্রন্থাগারিকরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোকে বুকের রক্ত জল করে আগলে আছেন, যদি কোন সুদিন আসে এই আকাঙ্ক্ষায়।

উপযুক্ত সহকর্মী পাওয়া তো এখনও দিবাস্বপ্ন। একজন পিয়ন দেওয়া আছে। ঐ যথেষ্ট। ছুটিতে গেলে, উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে না—গ্রন্থাগারিকের কাজটি উপযুক্ত ভাবে কেউ করে!

কাজেই গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে দু'চার বিশ জন দরদী কুশলী গ্রন্থাগারিক থাকলেও সেই দু'চার বিশ জনের উপর ভরসা করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে নেই, একথা বলা ঠিক।

তারপর প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান কার্যের উপযুক্ত পুস্তক ভাণ্ডারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। একথা প্রায় সুবিদিত যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থভাণ্ডার যে ভাবে সাধারণত গড়ে ওঠে তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানভিত্তিক নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তদুপরি এখনও বাংলা ভাষায় অনুসন্ধান কাজের উপযুক্ত পুস্তকও যথেষ্ট প্রকাশিত হয়নি।

তবু জানবার চেষ্টা করা যেতে পারে, (১) অভিধান, (২) বিশ্বকোষ, (৩) ডাইরেক্টরী

(৪) বর্ষপঞ্জী. (৫) পঞ্জিকা, (৬) জীবনী অভিধান (৭) ভৌগলিক অভিধান, গেজেটিয়ার বা ভ্রমণ সহায়তাদানকারী কোন পুস্তক গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলিতে আছে কিনা।

উত্তরে জানা যাবে, (১) অভিধান আছে—ইংরেজী থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজী। কিন্তু ইংরেজী থেকে ইংরেজী, বা বাংলা থেকে বাংলা অভিধান অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই আছে কি নেই, যা আছে তার মধ্যে অধিকাংশই আবার অল্পদামী পুস্তক। তবুও ঐ ধরণের পুস্তকে কাজ যে মোটমুটি চলে না তা নয়। থাকা উচিত, সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত বঙ্গীয় শব্দকোষ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের বাংলা ভাষার অভিধান, রাজ শেখর বসুর চলন্তিকা, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত অভিধানগুলি প্রভৃতি।

(২) বিশ্বকোষ বা Encyclopeadia জাতীয় গ্রন্থ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে প্রত্যাশা করা বৃথা। যদি কারও কাছ থেকে দানে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, ভাল, নয়ত, জেলা গ্রন্থাগার বা তদ্রূপ বড় গ্রন্থাগারের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রেখে এই গ্রন্থ সাহায্য করতে হবে পাঠককে। নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ, বাংলায় একটি অনবদ্য সৃষ্টি হওয়া সত্বেও আজ আর মুদ্রিত হয় না বা পাওয়া যায় না। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতকোষ এদিক থেকে অনেকখানি সহায়ক গ্রন্থ হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগার সকলে এখনও তা সংগ্রহ করেনি। সরকারেরই উচিত এই গ্রন্থটি ক্রয় করে প্রত্যেক গ্রন্থাগীরে অন্তত, গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোতে বিতরণ করা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রকাশিত ছোটদের বিশ্বকোষ গ্রন্থটিও সংগ্রহ করা উচিত।

(৩) ডাইরেক্টরী প্রায় কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই নেই। অথচ **Directory of Universities and Institutions of Higher Learning, Hard Book on Training facilities in West Bengal, West Bengal Library Directory** প্রত্যেকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রাখা উচিত।

(৪) এস, আর, সেন প্রকাশিত বাংলা বর্ষপঞ্জী সম্ভবত অধিকাংশ গ্রন্থাগারে আছে। তবে সংগ্রহ করতে অধিকাংশ গ্রন্থাগারই বিলম্ব করেন, যা হওয়া উচিত নয়। এই পুস্তকটিতে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও কাজ চলে যায়। এই সঙ্গে রাখা উচিত, ভারতসরকার প্রকাশিত **India-a Reference Annual.** এই পুস্তকটি বোধ হয় কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই নেই।

(৫) পঞ্জিকাকে অমুলয় সেবাকার্যের উপযুক্ত হিসাবে গ্রামে অনেকে ভাবতেই অস্বস্তি বোধ করবেন।' কাজেই গ্রন্থাগারে রাখার কথা তো ওঠাই শক্ত। অথচ প্রতি বছরেরই পঞ্জিকাটি যথা সময়েই কেনা উচিত প্রতি গ্রন্থাগারে।

(৬) গ্রামীণ গ্রন্থাগারে জীবনী অভিধান বড় একটা রাখা হয় না। সাধারণ অভিধানের সঙ্গে যা আছে তা দিয়ে এবং এক ব্যক্তিক জীবনী গ্রন্থ যা আছে তা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। অথচ দুটি জীবনী অভিধান বাংলায় আছে একটি, সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত জীবনী অভিধান, আর একটি শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের জীবনী কোষ। প্রথমটিতে স্বর্গত প্রায় ৫০০ ভারতীয় মণিষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টি অবশ্য স্বতন্ত্র ধরণের

—রামায়ণ মহাভারত, পুরাণাদিতে উল্লিখিত চরিত্রাবলীর জীবনী পাওয়া যাবে। এছাড়া INFA প্রকাশিত Indian who's who 1969 পুস্তকটি, সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত, Indian writers who's wh -টি রাখা উচিত প্রতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে, অবশ্য ভারতকোষ থাকলে, জীবনী বিষয়েও সাহায্য হবে সন্দেহ নেই।

(৭) ভৌগলিক অভিধান, Gazetteer বা ভ্রমণ বিষয়ে সহায়তাদানকারী পুস্তক, প্রকৃতপক্ষে কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই বোধহয় নেই। অথচ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবজ্ঞান ভারতী বাংলায় একটি সুন্দর ভৌগলিক অভিধান। এটি অবশ্য রাখা উচিত। Distr ct Census Hand book সংগ্রহ করা উচিত যদিও এটি ঠিক gazetteer বলতে যা বোঝায় সেরূপ গ্রন্থ নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার পালাপার্বণ ও মেলা নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত করেছেন এটি সংগ্রহ করা উচিত। ভ্রমণ বিষয় অনুলয় সেবাকাযের উপযুক্ত বাংলায় কোন বই চোখে পড়েনি। এক সময় "বাংলা ভ্রমণ" নামে যে একটি পুস্তক চোখে পড়েছিল, তা আর প্রকাশিত হতে দেখছি না। Fodor's Guide to India পুস্তকটি মূল্যবান হলেও, গ্রামীণ জনসাধারণ উপকৃত হবেন স্বল্পই। সম্ভাব্যক্ষেত্রে রাখা উচিত। এ ছাড়া, বিভিন্ন সরকারের ট্যুরিস্ট ব্যুরো প্রকাশিত কাগজপত্র যোগাড় করে পুস্তকাকারে বাঁধিয়ে রাখলে ভাল হয়। বিস্তৃত একটি মানচিত্র পুস্তকেরও এসব গ্রন্থাগারে অভাব।

(৮) গ্রন্থপঞ্জীর ব্যবহার গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এখনও গড়ে ওঠে নি। গ্রন্থপঞ্জী রাখার মত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত, নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা ও বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী উল্লেখযোগ্য। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রতি তিনমাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হলে প্রতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই সংগ্রহ করলে ভাল হয়। ইংরেজী সংস্করণও রাখা উচিত। তবে অর্থ সঙ্কুলানের প্রশ্ন আছে অবশ্য।

এ ছাড়া, ট্রেনের সময় তালিকা, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান, বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা, Dictionary of Indian History, বাংলার প্রবাদ প্রবচন, প্রভৃতি পুস্তক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে রাখা উচিত। সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলার ইতিহাস, সমর সেনের বিজ্ঞানে ইতিহাস, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এবং রবীন্দ্র জীবনী চারখণ্ড অবশ্যই থাকা উচিত। গ্রামের চাষবাসের সহায়তার জন্য কোন কৃষি বিজ্ঞানের ভাল পুস্তকও রাখতে হবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে। ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ইত্যাদি বিশিষ্ট বাংলার লেখকের গ্রন্থাবলী এবং বাংলা রামায়ণ মহাভারতাদি সংগ্রহ করে রাখাও উচিত। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ গ্রন্থাবলী কিছু কিছু থাকলে অন্যান্য পুস্তকগুলি সংগ্রহে তেমন যত্ন নেই।

এই অবস্থায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবাকার্য বা অনুসন্ধান দেওয়ার কাজ কিভাবে প্রত্যাশা করা যাবে ?

প্রত্যাশা আরও দুরন্ত এই কারণে যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দিকটি সঠিকভাবে বিবেচিত হয় না। মানে বিভিন্ন সাহিত্যিকের কিছু গ্রন্থাবলী কেনা এবং সেগুলোকেই অমূল্য সেবাপুস্তকরূপে গ্রন্থাগারে সযত্নে গচ্ছিত রাখা হয়। এছাড়া ২০ টাকার বেশী কিংবা ২৫ টাকার বেশী সে যে বইই হোক না কেন, দামের ভিত্তিতে অমূল্য সেবা পুস্তক হিসাবে গণ্য করে বিশেষভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে। এ ধরণের ব্যবস্থা তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

বলা বাহুল্য মূল সমস্যা কিন্তু অর্থনৈতিক। গ্রন্থাগার পরিচালকদের প্রাচীন ধারণাকে নবীকৃত করতে হলে যে প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ দরকার তা উপযুক্ত অর্থ সাহায্যপুষ্ট না হলে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি, গতানুগতিক পথেই চলতে বাধ্য হবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত পথের নির্দেশ এখানে দেখা যাবে কম। দুঃখের কথা আজও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক ক্রয় বাবদ কোন অনুদান সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন না। পুস্তক কেনা বিষয়েই এক বিরাট গোঁজামিল কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে। কাজেই অমূল্য সেবাকার্য গ্রামীণ গ্রন্থাগারে যদি আজও সমস্যা মুক্ত হবার পথ না পায় তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

Reference Service is Rural Library
: Satyabrata Sen

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বাঙ্গালী গ্রন্থাগারিক

বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মূলে যাঁদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। অথচ তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়। তার মূল কারণ, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আজও সংগ্রহ করা যায় নি। সম-সাময়িক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন তথ্যনির্ভর ধারণা থেকেই আমাদের সমগ্র মানুষটিকে কল্পনা করে নিতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নাম জড়িত। তিনি ছিলেন গ্রন্থকার ও কোষকার, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী, সমাজ সেবী, বিদ্যোৎসাহী ও একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগারিক হিসাবেই ছিল তাঁর সর্বাধিক পরিচিত। নব্য বাংলার প্রথম বাঙ্গালী গ্রন্থাগারিকের দুর্লভ সম্মানে তাঁকে ভূষিত করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরুতেই বাংলাদেশে আধুনিক রীতিসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অগ্রদূত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা। মূলতঃ শাসনকার্যের সুবিধার্থে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে এর প্রতিষ্ঠা হলেও, বাংলা দেশে রেণেশাঁস বা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মূলে এর অবদান অনস্বীকার্য। গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্লীর উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা এবং কিছু সংখ্যক প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ বিদেশী রাজকর্মচারীর উপর এর পরিচালনা ও শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু তাঁদের প্রধান সহযোগী ছিলেন এ দেশীয় পণ্ডিতেরাই। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে কলকাতায় প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যা চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুরু হয় বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা। এর ফলে জাতীয় মানসে যে প্রাণধারা সঞ্চারিত হতে থাকে পরিণতিতে তাই একদিন দেশজোড়া নবজাগরণের উপযোগী উর্বর ভূমি গড়ে তোলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই কর্মধারার মূলে যে কয়জন সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীর অবদান ছিল, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর তাঁদেরই অন্যতম।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, একটি বিধিসম্মত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে। ভারতবর্ষে এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক গ্রন্থাগার (Institutional Library)। প্রাচ্য ভাষায় পুঁথি ও গ্রন্থ ছিল এর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হাণ্টার (William Hunter) এর গ্রন্থাগারিক ও ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। আজ পর্যন্ত তদানীন্তন কালের যে সকল তথ্য ও দলিল পাওয়া গেছে তাতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের আগের কোন ঘটনার সূত্রে মোহনপ্রসাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় নি। কবে কোথায় তাঁর জন্ম, কোথায় শিক্ষা কিছুই জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায়, তাঁকে যখন গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন

তিনি শিক্ষায় মান ও বয়সের মাপকাঠিতে উভয়তঃ পরিণতি লাভ করেছেন। অন্যথায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই কর্মভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতেন না। কলেজে যোগদানের সময় তাঁর বয়স অন্ততঃ ত্রিশের সীমানায় পৌঁছনো স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁর জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক নাগাদ হওয়া সম্ভব।

হাণ্টার গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নেবার পর এটিকে একেবারে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হন। একাজে মোহনপ্রসাদ ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক। কলেজ গ্রন্থাগারের অগ্রগতির অনেক মূল্যবান তথ্য **Home Miscellaneous, no. 559-565 (1802-1818): Proceedings of the College of Fort William**—এই পর্যায়ের সরকারী দলিলে খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সময় কলেজ গ্রন্থাগার পরিচালনায় দেখা দিত নানা সমস্যা, আর তা নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই বিচিত্র কর্মধারায় মোহনপ্রসাদ ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

কলেজ গ্রন্থাগারের সঙ্গে মোহনপ্রসাদ দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন পর্যন্তও যে তিনি কলেজের 'Native Librerian' হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, রোবাকের গ্রন্থের শেষে তার উল্লেখ আছে। [T. Roebuck, 'Annels of the College of Fort William' (1819), Appendix—P. 51] ইতিমধ্যে অবশ্য ১৮১২/১৩ খৃষ্টাব্দে হাণ্টারের মৃত্যুর পর লকেট (Lockett) কলেজের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। লকেট কলেজ কাউন্সিলের Assistont Secretary-ও ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলেজ গ্রন্থাগার তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। এই সময় থেকেই কলেজ গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়। কলকাতার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের (Public Library) গৌরব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারের প্রাপ্য। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতপটে সমসাময়িক ইতিহাসে পুনশ্চ মোহনপ্রসাদের নামোল্লেখ পাই। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দেই মারকুইস্ হেষ্টিংস কলেজ গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৩০মে তিনি মোহনপ্রসাদ ঠাকুরকে কলেজের যাবতীয় প্রাচ্য ভাষার পুস্তকের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়নের ভার দেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গভর্ণর জেনারেল দপ্তর থেকে কলেজের ইউরোপীয় ও প্রাচ্যভাষার সমস্ত গ্রন্থেরই সূচীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ আসে। বই সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে যাতে জনসাধারণকে বই ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করারও নির্দেশ আসে। বিলাতে কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর চার্লস গ্রাণ্টও (Charles Grant) এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর কলেজ গ্রন্থাগারিক লকেট তাঁর প্রতিবেদনে ঘোষনা করেন যে কলেজের সমস্ত গ্রন্থ ও পুঁথির সূচীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের দ্বার কেবলমাত্র ইউরোপীয়ই

নয়, ভারতীয় শিক্ষিত জনসাধারণের জন্যও উন্মুক্ত হোক। লকেটের ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, গ্রন্থতালিকার প্রথমাংশ ছাপা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর অবশিষ্ট অংশ, পুঁথির সম্পূর্ণ তালিকা সহ, কয়েকদিনের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হবে। এই গ্রন্থতালিকায় ৮৩৪১টি বই (বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী বর্গীকরণ সহ) ও দু'লক্ষ টাকা মূল্যের ২৯৯৪টি পুঁথি অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশের প্রথম বিধিবদ্ধ কলেজ ও সাধারণ গ্রন্থাগারের এই সূচীকরণ ও বর্গীকরণের বিরাট কাজে মোহনপ্রসাদের অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর এই গ্রন্থাগারের পুঁথি-সংগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

লকেট তাঁর প্রতিবেদনে একথাও বলেন যে গ্রন্থের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হলে গ্রন্থাগারের কর্মী-সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বেতনবৃদ্ধিও প্রয়োজন। বাংলাদেশে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর গুরুত্ব এভাবেই ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করে। রোবাকের গ্রন্থের শেষে উল্লেখ আছে যে কলেজে মোট তিনজন Native Librarian ছিলেন : মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, অক্টোবর ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ; Muoluvee Ikram Ulee, অক্টোবর ১৮১৮ খৃঃ থেকে ও Moonshee Ghoolam Huedar, সেপ্টেম্বর ১৮০১ খৃঃ থেকে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর হেস্টিংস লকেটের এই প্রতিবেদন পরিপূর্ণভাবে অনুমোদন করে ও সেদিন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গ্রন্থাগারটি রূপান্তরিত হয়ে ভারতের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে প্রথম বাঙ্গালী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

গ্রন্থাগারের কাজে তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পরেও আর কতদিন যুক্ত ছিলেন তা' সঠিক জানা যায় না। তবে কিছু পরোক্ষ প্রমাণাদি থেকে মনে হয় এর কিছুদিন পরেই তিনি অর্থসংকটে পড়েন ও কলকাতা ত্যাগ করে শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন :

"শ্রীরামপুর নিবাসী কালিদাস মৈত্র তাঁর 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১২৬২ সাল) পুস্তকে লেখেন :—শ্রীরামপুরে শ্রীযুত হুলেনবর্গ সাহেব বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সহকারে তত্রস্থ বিচারালয়ে ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছিলেন, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরও কলিকাতা হইতে এই নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (পৃঃ ৯৫)

হুলেনবর্গ ১৮২২ খৃঃ শ্রীরামপুরের গবর্ণর হন এবং ১১ই মে ১৮৩৩ তারিখে মারা যান। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে মোহনপ্রসাদ যে শ্রীরামপুরে ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ।"

মোহনপ্রসাদের জীবনের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা যায় না।

সমসাময়িক কালে মোহনপ্রসাদ যে একজন বিশেষ সম্মানীয় পণ্ডিত বিদ্যোৎসাহী

ব্যক্তি হিসাবে কলকাতার সমাজে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। নব্যবাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হিন্দু কলেজের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এই হিন্দু কলেজের বিদ্যালয় বিভাগের উদ্বোধন হয় ২০শে জানুয়ারী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। এই উপলক্ষ্যে গড়ানহাটার ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে যে সভানুষ্ঠান হয় তাতে সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন। যদিও একই সময়ে কলকাতা রাজভবনে অপর একটি অনুষ্ঠান থাকায় বিশিষ্ট ইংরাজ পুরুষেরা ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তবে অগ্রগণ্য বাঙালী পণ্ডিতেরা অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যেমন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ সিংহ, প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকায় মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের নামও পাওয়া যায়। [S.C. Majumdar & G. N. Dhar, ed., 'Presidency College Register' 1927 ; Calcutta Monthly Journal, Jan. 27, 1817.]

একজন বিশিষ্ট কোষকার ও গ্রন্থকার হিসাবেও মোহনপ্রসাদ সুবিদিত। তাঁর রচিত ও সংকলিত কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় :

1. Vocabulary, Bengalee and English, for the use of Students, by Mohun Persaud Takoor, Assistant Librarian in the College of Fort William. Calcutta: Printed by Thomas Hubbard, at the Hindoostanee Press. 1810.

অক্টেভো আকারের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা (২০০+২)। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর কলেজে অনুষ্ঠিত 'Ninth Public Disputations in the Oriental Languages'— উপলক্ষ্যে কলেজের visitor লর্ড মিন্টো তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন :

'In the mean time, a Vocabulary, Bengalee and English, a work useful to be committed to memory by Students commencing the study of this language, has been published by Mohun Prusad Thakoor, a learned Native attached to the College.' (Roebuck , p. 258.)

মোহনপ্রসাদ এই শব্দকোষটি উৎসর্গ করেছেন উইলিয়ম কেরীকে। উৎসর্গপত্রের তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৮১০। সুতরাং দেখা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের ছাব্বিশ মাসের মধ্যেই তিনি এই শব্দকোষ প্রকাশ করেন। বাঙালীর লেখা এটিই প্রথম বাংলা-ইংরেজী শব্দকোষ। এটি ছাপা হয় হিন্দুস্থানী প্রেসে, যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন কলেজ গ্রন্থাগারিক হাণ্টার। তিনি তাঁর সহকারী গ্রন্থাগারিকের ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আস্থাশীল ছিলেন বলেই তাঁর বইটি প্রকাশ করেন। জনসাধারণও তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যাশী ছিলেন কারণ তাঁদের অগ্রিম চাঁদায় টাকাতেই এর

মুদ্রণ খরচ চালান হয়। মোট ১৮৪ জন অগ্রিম গ্রাহকের মধ্যে যে ১২ জন বিদ্যোৎসাহী বাঙালী ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন প্রভৃতি। ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, রাজ্য, ব্যবসা বাণিজ্য, গাছপালা, ওষুধপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত প্রচলিত বাংলা শব্দ ও সঙ্গে রোমান অক্ষরে লিখিত তার বাংলা উচ্চারণ ও ইংরেজী অর্থ এতে সংকলিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হল :—

OF TRADE AND COMMERCE 87

ডাক	Dak,	Post,
ডাকের খরচ	Daker Khoroch,	Postage.
হিসাব	Hishab,	Account.
রওয়ানা	Row-ana,	Passport.

দীর্ঘকাল বইটির চাহিদা ছিল। Calcutta School Book Society-র গ্রন্থাগারে ছাত্রদের জন্য এই বইটি রাখা হয়। [C. S. B. S 3rd Report 1820, Appendix IV] এর ২য় সংস্করণ ১৮১৫ খৃঃ ও গোবিন্দচন্দ্র করের সম্পাদনায় ৩য় সং ১৮২৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়। পুনর্মুদ্রিত ৩য় সং (১৬৬ পৃঃ) Sanders, Cones Co. কর্তৃক ১৮৫২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্লভ বইটি (১ম সং) সংগ্রহ করে, প্রথম এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। [বসুমতী : আশ্বিন ১৩৭৪]

2. A Vocabulary, Ooriya and English.—By Mohun Persaud Takoor, 1811.

অক্টেভো আকারের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪+৫ শুদ্ধিপত্র। জনসাধারণের দেওয়া অগ্রিম চাঁদার টাকায় এটি ছাপা হয়। মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৬৪, তার মধ্যে বাঙালী মাত্র দু'জন। কোম্পানী কিনেছিলেন ১০০ কপি। মোহনপ্রসাদ বইটি উৎসর্গ করেন কেরীকে, উৎসর্গপত্রের তারিখ ১লা জুলাই, ১৮১১, স্থান—কলকাতা। বইটির একটিমাত্র কপি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাতে মুদ্রাকরের কোন নামোল্লেখ পাওয়া যায় না, হয়ত সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছিঁড়ে গেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত একটি Bibliography-তে উল্লেখ আছে, এটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা।

রোবাকের গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৮) এর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে : 'The Ooriya Language is the vernacular dialect of the Province of Orissa ; and as no Dictionary or Vocabulary of it has been yet printed, the present work will be of considerable utility. The compiler is well qualified for his undertaking, being a good English Scholar ; besides his knowledge of several other languages, Asiatic and European.'

টমাস রোবাক কলেজ কাউন্সিলের Asst. Secretary হিসেবে অনেকদিন কাজ করেছেন। কিছুদিন তিনি Acting Secy.-ও ছিলেন। সুতরাং একই স্থানে কর্মসূত্রে রোবাকের সঙ্গে মোহনপ্রসাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। মোহনপ্রসাদের বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা সম্বন্ধে রোবাকের ঐ উক্তি তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য সমসাময়িক কালে একই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও ছিলেন ওড়িয়া ভাষায় পারদর্শী। তথাপি প্রথম ওড়িয়া-ইংরেজী শব্দকোষ রচনার ভার পড়ে মোহনপ্রসাদের উপর।

3. A choice Selection of the most amusing Tales from the Persian, with the Rules of Life, compiled from gladwin's Persian Classicks. To which is added, A Dictionary, comprising All the words contained in the Tales and Rules, with their interpretations in Bengalee, by MOHUNPERSAUD TAKOOR, Assistant Librarian in the College of Fort William, Calcutta : Printed at the Times Press, 1816. [পৃ: সংখ্যা ১২৬]

এই গ্রন্থ Calcutta School Book Society-র আনুকূল্য লাভ করে। সোসাইটির গ্রন্থাগারে ও ছাত্রদের ব্যবহারার্থে এটি সংগৃহীত হয়। [C. S. B S. : 2nd Report, 1819 & 3rd Report, 1820, App. IV.]

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের এক ডাইরেক্টরী প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণী পরিষদে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যাঁরা এখনো এই সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাননি তাঁরা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ডাইরেক্টরীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা কাম্য।

পরিষদ ভবন
১৫মে, ১৯৭১

ডাইরেক্টরী উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার পত্রিকা এবং প্রকাশন সমিতির সভা

গত ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ পরিষদ ভবনে শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার পত্রিকা এবং প্রকাশন সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ২৮শে ডিসেম্বরের সভার বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হওয়ার পর গ্রন্থাগারের প্রচ্ছদ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে স্থির হয় যে প্রচলিত প্রচ্ছদের অপেক্ষা উচ্চমানের কোন প্রচ্ছদ না পাওয়ায় শ্রীখালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদই ১৩৭৮ সালের জন্য বহাল থাকবে। সম্পাদকের প্রস্তাবক্রমে এবং সহ সম্পাদিকা ও অন্যান্য সকলের সমর্থনে স্থির হয় যে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীর এক ইংরাজী সংক্ষিপ্তসারও প্রকাশিত হবে প্রতি সংখ্যা গ্রন্থাগার পত্রিকার সঙ্গে।

সভায় স্থির হয় যে ডঃ আদিত্য ওহদেদার প্রণীত 'গ্রন্থবিদ্যা'র সংস্করণ ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু প্রদত্ত সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা প্রকাশনের জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হবে এবং মুদ্রণ ও কাগজের মূল্যের বৃদ্ধিতে গ্রন্থাগার পত্রিকার চাঁদার হার বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। এই হার পত্রিকার গ্রাহকদের জন্য ৬ টাকার স্থলে ১০ টাকা, পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যের জন্য ৪ টাকার স্থলে ৫ টাকা এবং প্রতিষ্ঠানগত সদস্যের জন্য ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা করার প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত তিনকড়ি দত্ত স্মারক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বিচারের জন্য স্থির হয় যে (ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে বিচারক মণ্ডলী গঠিত হবে, (খ) প্রতি বৎসরেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে, (গ) মৌলিক প্রবন্ধই কেবল বিবেচিত হবে, (ঘ) ধারাবাহিক প্রবন্ধ যে বৎসর শেষ হবে সেই বৎসর বিচার্য হবে, (ঙ) স্বেচ্ছায় নাম প্রত্যাহারকারীগণ, বিচারকগণ এবং পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে পদকপ্রাপ্ত লেখকগণের প্রবন্ধ বিবেচিত হবে না, এবং (চ) অনুবাদ ও সম্পাদকীয় বিবেচিত হবে না। উপরোক্ত নিয়মাবলী অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হবে।

এই সভা আরও প্রস্তাব গ্রহণ করে যে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য পরিষদের একজন বেতনভুক কর্মীকে নিয়োজিত করতে কার্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হবে। শ্রীমতী গীতা মিত্র প্রস্তাব করেন যে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের নির্দিষ্ট অন্তত দুইদিন পরিষদে আসা প্রয়োজন। অতঃপর সভার কার্য শেষ হয়।

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতির সভা

গত ৮ই মে ১৯৭১ পরিষদ ভবনে বেতন ও পদমর্যাদা সমিতির এক সভা হয়। সভায় স্থির হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য বেতন কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের প্রস্তাবিত সুপারিশ উপেক্ষা করে যে বেতনহার প্রবর্তন করেছেন সেই সম্পর্কে রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হবে এবং সর্বস্তরে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এক বিস্তারিত স্মারকলিপিও পেশ করা হবে। সভায় আরও স্থির হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বেতনক্রমের প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হবে।

সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আবেদন ক্রমে আগামী ২৩শে মে পোষিত গ্রন্থাগার সমূহে কর্মবিরতি ও ২রা জুন গনডেপুটেশনের যে ডাক দেওয়া হয়েছে তার সমর্থন জানান হয়।

বেসরকারী ও পোষিত মহাবিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগারিকদের জন্য ঘোষিত অন্তর্বর্তীকালীন অতিরিক্ত বেতন দেওয়ার বিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিষদ থেকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের পর যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রস্তাবিত বেতনক্রম দেওয়ার ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্য সরকারের শিক্ষা সচিবের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করেছেন।

পুস্তক পর্যালোচনা

TRIPURANA : a select and annotated bibliography on Tripura ; Compiled & edited by K. K Bhattacharyee & S. C. Choudhury. Agartala, Tripura Library Association, 1970. 33 p. Rs. 3/-

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরার শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রগতির পরিপূরক হিসাবে তথ্যমূলক গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। ত্রিপুরার উপর গবেষণা করার জন্য ত্রিপুরা সংক্রান্ত গ্রন্থাদির সন্ধান করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই কারণে ত্রিপুরা গ্রন্থাগার পরিষদ ত্রিপুরার উপর একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের প্রচেষ্টা সুরু করেন। প্রায় এক দশকের উপর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সঙ্কলকদ্বয় ত্রিপুরার সমাজ-সাহিত্য-শিক্ষা সংস্কৃতি-অর্থনীতি-ইতিহাস ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের উপর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু পুস্তক পুস্তিকা সম্বলিত এই গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করতে সমর্থ হন।

প্রকাশনার কাজ দ্রুততর করার জন্য পুস্তিকাটি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে সাধারণ বিষয় থেকে শিক্ষা এবং দ্বিতীয় ভাগে শিলালিপি থেকে ইতিহাস পর্যন্ত আছে। ডিউই দশমিক বর্গীকরণের নীতি অনুযায়ী সমগ্র গ্রন্থপঞ্জীটি বিষয় শিরোনামে তালিকাভুক্ত। বিষয় শিরোনামের পর লেখকের নাম অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। প্রত্যেকটি সংলেখে লেখকের নাম, আখ্যা, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার স্থান ও তারিখ, মানচিত্র, অলঙ্কার-চিত্রাদি, পৃষ্ঠা, মাপ ও মূল্য দেওয়া আছে। সংক্ষিপ্ত চিহ্নে যে ভাষায় লেখা তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেখানে পত্রিকা-গ্রন্থাদি থেকে কোন প্রবন্ধ নেওয়া হয়েছে, সেখানে সেই পত্রিকা ও গ্রন্থাদির নাম ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীর শেষে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণানুক্রমিক লেখক ও আখ্যা সূচী আছে।

গ্রন্থটি একটি তথ্যমূলক গ্রন্থ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান সঙ্কলন। ত্রিপুরার উপর গবেষণাকারীদের কাছে এটি একটি মূল্যবান সহায়িকা হিসাবে কাজ করবে। এখানকার উল্লেখিত প্রত্যেক পুস্তক-পুস্তিকার সঙ্গেই গ্রন্থাদির বিষয় সম্পর্কে আরও বিশদ পরিচয় দিলে গবেষণার অনেক বেশী সুবিধা হতো। স্বদেশে ও বিদেশে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, কোষগ্রন্থ, সরকারী প্রকাশন প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থে যেখানেই ত্রিপুরার সম্বন্ধে কোন কিছু প্রয়োজনীয় ও কার্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সমস্তই সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই দিক থেকে গ্রন্থপঞ্জীটির ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে সঙ্কলকদ্বয়ের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় নানা অসুবিধার দরুণ তাঁরা গ্রন্থপঞ্জীটির জন্য সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতে পারেননি। এই কারণে এটিকে "নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী" আখ্যা দিয়েছেন। এ কথা সত্য যে গ্রন্থপঞ্জী বেশীর

তার ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই সংকলনের এটা কোন ত্রুটি নয়। ত্রিপুরার ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে, ততোধিক ক্ষুদ্র সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রন্থাগার পরিষদের এই মহতী প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অন্যান্য গ্রন্থাগার পরিষদকে প্রেরণা যোগাবে। আমরা আশা করি যে সময় সময় এর সংস্করণ প্রকাশ করে এটিকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীতে পরিণত করা হবে।

[সহ-সম্পাদিকা]

গ্রন্থাগারিকের উপর দুর্বৃত্তদের হামলা

দেশবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

গত ৩রা মে ধুবুলিয়া দেশবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীজুড়ান বিশ্বাস কর্মরত থাকাকালীন অবস্থায় একদল দুর্বৃত্ত শ্রী বিশ্বাসকে আক্রমণ করে। শ্রী বিশ্বাসকে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দুজন শিক্ষকও আহত হন। জুড়ান বিশ্বাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় কৃষ্ণনগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক।

নিত্যানন্দ গ্রন্থাগার, চেতলা, কলিকাতা।

গত ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চেতলায় নিত্যানন্দ গ্রন্থাগারের কর্মী সুকুমার চক্রবর্তী গ্রন্থাগারে কর্মরত অবস্থায় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তিনি সাহানগর হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং পাঁচ বৎসরের অধিক এই গ্রন্থাগারে কাজ করেছিলেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

চিত্তরঞ্জী স্মৃতি পাঠাগার, মহাত্মা গান্ধী রোড

গত ১৪ই এপ্রিল পাঠাগার অঙ্গণে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র।

১৫ই এপ্রিল উক্ত পাঠাগারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব ও প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী অরুণা লাহিড়ী।

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা।

গত ৪ঠা মে পূর্ব জার্মানীর কনসাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য তথ্যের একটি 'সেট' জাতীয় গ্রন্থাগারে উপহার দেন। ১৯২৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বার্লিন থেকে লেখা কবিগুরুর একটি চিঠিও এই সঙ্গে দেওয়া হয়। কবিগুরুর ১৪০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এই উপহার প্রদত্ত হয়েছে।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রীডিং রুম

সম্প্রতি পাঠাগার কর্তৃক আয়োজিত এক সাধারণ বিশেষ সভায় সভ্যগণ ও পল্লী-বাসীগণ মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজের বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কোচবিহার

পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, কোচবিহার শাখা

গত ১৯শে এপ্রিল ১৯৭১, বুধবার, গ্রন্থাগার কর্মীদের ২০ দফা দাবীর ভিত্তিতে স্থানীয় সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের অফিসের সামনে ৮ ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান ধর্মঘট সাফল্যের সাথে পালিত হয়। এই অবস্থান ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন কর্মচারী সমিতির তরফ থেকে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে ভাষণ দেন।

এই অবস্থান ধর্মঘটচলাকালীন সময়ের মধ্যে সমিতির তরফ থেকে একটা স্মারক লিপি জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক মহাশয়ের নিকট পেশ করা হয়। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহাশয় এই দাবীগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং এই স্মারক লিপিটি কার্যকর করার জন্য Chief Inspector of Social education মহাশয়ের নিকট পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (গ্রামীণ পাঠাগার) পোঃ মানকর।

গত ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে এই গ্রন্থাগারের চতুর্বিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বিল্বগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগার পোঃ বরবেলগ্রাম।

গত এপ্রিল মাসে বিল্বগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করা হয়। এই রজত জয়ন্তী উৎসবের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে যথাক্রমে বর্ধমান জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহাশয়, বিল্বগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং স্থানীয় চিকিৎসক শ্রীঅভয়পদ রায় মহাশয় সভাপতিত্ব পদ অলংকৃত করেন।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার এবং রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ি।

গত ১১ই এপ্রিল, বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার এবং রামরঞ্জন পৌরভবনে পরলোকগত হরিকিঙ্কর সামন্ত মহাশয়ের প্রতিকৃতি স্থাপন উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ও প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা, শ্রীসমরেন্দ্রলাল বসু মহাশয়। সভার উদ্বোধন করেন বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়।

হাওড়া

বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী।

ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর ১৯৭১-৭২ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দাস, সহ সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রণবকুমার সিন্হা এবং সহ সম্পাদক শ্রীতপনকুমার রায়চৌধুরী।

সবুজ গ্রন্থাগার, পোঃ পাঁতিহাল।

গড বালিয়া নিবাসী (অধুনা কলিকাতা নিবাসী) শ্রীমতী সুশীলা মান্না সবুজ গ্রন্থাগারে আলমারি এবং বই ক্রয় বাবদ ৮৩৬'০০ টাকা দান করেছেন।

সারস্বত লাইব্রেরী, মাকড়দহ।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১, সারস্বত লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্র, উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। এই উপলক্ষে চারদিন ব্যাপী নানাবিধ আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা ভট্টাচার্য

বার্তা-বিচিত্রা

কোলন বর্গীকরণের অনুবাদ

ডঃ রঙ্গনাথনের কোলন বর্গীকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। গবেষণা এবং বিজ্ঞানের বিস্তারের ক্ষেত্রে কোলন বর্গীকরণের চাহিদা বেড়েই চলেছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭২ সালে ৭ম প্রকাশন প্রকাশিত হবে। রঙ্গনাথনের কোলন বর্গীকরণের ইতিমধ্যে হিন্দি, মারাঠী এবং গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলি ছাড়াও ১৯৩৬ সালে চীনা ভাষায়, ১৯৫৩ সালে পোল্যাণ্ডের ভাষায়, ১৯৫৫ সালে জাপানী ভাষায় এবং ১৯৭০ সালে রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার State Committee of Soviet Ministers for the Science & Technology কর্তৃক কোলন বর্গীকরণের অনুবাদ অনুমোদিত হয়েছে।

ভারতে শিক্ষিতের হার

বর্তমান বছরের পরিসংখ্যায় দেখা গেছে যে গত দশকে শিক্ষিতের হার তেমন বাড়েনি। দেশের প্রায় ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি আজও অশিক্ষিত।

অধিকাংশ রাজ্যেই শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু বাড়ছে বটে তবে দেখা যাচ্ছে আসাম একমাত্র ব্যতিক্রম। সেখানে ১৯৬১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৯.১৯ শতাংশ। ১৯৭১ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২৮.৭৪ শতাংশ।

আনন্দ পুরস্কার

এ বছর আনন্দ পুরস্কার পেলেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসত্যজিৎ রায়। আনন্দ বাজার, হিন্দুস্থান ষ্টানডারড এবং দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর এই আনন্দ পুরস্কার দেওয়া হয়।

রবীন্দ্র পুরস্কার—বিজ্ঞান বিষয়ে

বিজ্ঞান বিষয়ে এবার রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ। তাঁর 'মহাকাশ পরিচয়' গ্রন্থটির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র পুরস্কার—সাহিত্যে

সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরী তাঁর 'এখনই' উপন্যাসের জন্য ১৯৭০-৭১ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত তার "এ ষ্টাডি অব উম্যান অব বেঙ্গল" রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে অকাত পুরস্কার

এবারের "শিশির কুমার পুরস্কার" পেয়েছিলেন স্বর্গত কবি নরেন্দ্র দেব; মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। শিশু সাহিত্যের জন্য সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীকামাক্ষাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

এবারে উল্টোরথ পুরস্কার লাভ করেছেন কবি দক্ষিণারঞ্জন বসু। উল্টোরথ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বৎসরই একজন কবিকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

পাবনার প্রাচীন গ্রন্থাগার ধ্বংস

নবগঠিত বাংলা দেশে পাক ফৌজের ধ্বংসাত্মক অভিযানের ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত গ্রন্থাগারের নাম বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে। তার মধ্যে পাবনার এক শত বছরের প্রাচীন 'অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী গ্রন্থাগার'টি পাক ফৌজের মর্টারের আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। এই গ্রন্থাগারের প্রাচীন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও তথ্য সম্বলিত দুষ্প্রাপ্য সহস্রাধিক গ্রন্থরাজি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থাগারেই ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পাবনা জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন পাবনা জেলা কমিটির সম্পাদক।

'ডিভাইন কমেডি'র নতুন সংস্করণ

প্যারিসের সাম্প্রতিক প্রদর্শনীতে মহাকবি দান্তে রচিত Divine Comedy এর এক ক্ষুদ্রতম সংস্করণ দেখতে পাওয়া গেছে। গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত। বইখানির আকার মোটে আধ ইঞ্চি। পাতা ৫০০-এর কিছু বেশী।

পুলিৎজার পুরস্কার

ওয়াশিংটন নিবাসী জেমস্ এল, হোগল্যাণ্ড তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বৈশিষ্ট্যের উপর লেখা প্রবন্ধের জন্য এবছর আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্য, শিল্প ও সাংবাদিকতায় প্রদত্ত এই পুরস্কারের মূল্যমান একহাজার ডলার। সাহিত্যে এবার কেউ এ পুরস্কার পাননি। নিউইয়র্কে প্রকাশিত নাটক "The effect of Gamma rays on man in the Moon Marigolds" বইটির জন্য পল জিন্দেলও পুরস্কার পেয়েছেন।

ইতিহাস বিভাগে জেমস ম্যাকগ্রেগরী বার্ণস তাঁর "Roosevelt : The Soldier of Freedom" নামক বইয়ের জন্য এবং কবিতা বিভাগে উইলিয়ম এস, মেরুউন, তাঁর "The carriers of laddders" বইয়ের জন্য এবারের পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেছেন।

সঙ্কলয়িত্রী : ঊষা গুহঠাকুরতা

বিয়োগ পঞ্জী

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—

বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক, অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় গত ১১ই এপ্রিল ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। বাংলা ভাষায় তিনি ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে সাহিত্য-চিন্তা, বাংলা-বিচিন্তা, রবীন্দ্রনাথের বলাকা, রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী, রবীন্দ্রনাথের মহুয়া, আসন্ন, এরা দুজন ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নরেন্দ্র দেব—

প্রখ্যাতনামা কবি নরেন্দ্র দেব গত ১৯শে এপ্রিল ৭১ কলকাতায় ৮৩ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৮৮৮ সালের ৭ই জুলাই কলকাতায় ঠনঠনের দেব পরিবারে নরেন্দ্র দেব জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র দেব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সাহিত্য সাধনা সুরু করেন। কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সমধিক হ'লেও সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। তাঁর রচিত গরমিল, আকাশ কুসুম, যাদুঘর, খেলার পুতুল, মানুষের মন ইত্যাদি উপন্যাস বসুধারা, কাব্যদিপালী ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ, অনেক দিনের কথা, আনন্দমেলা, ইত্যাদি কিশোর সাহিত্য বিখ্যাত। কাব্যানুবাদের মধ্যে তাঁর কবিকৃতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায় মেঘদূত ও রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের মধ্যে। নাট্য বিষয়ক সাপ্তাহিক "নাচ ঘর" পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক, প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'বায়স্কোপের' পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম পরিচালক এবং কিশোর পত্রিকা 'পাঠশালার' সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিশু সাহিত্য পরিষদ, শরৎ সাহিত্য সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর কাউন্সিল সভার শেষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় 'সাহিত্যের বাজার' সম্পর্কে তিনি এক বক্তৃতা করেন। শিশু সাহিত্যের কৃতিত্বের জন্য তিনি 'ভুবনেশ্বরী পদক' এবং 'মৌচাক' পুরস্কার এবং বর্তমান বৎসরে শিশির পুরস্কার (মরনোত্তর) লাভ করেছেন।

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 1 : April-May, 1971 (Baisakh, 1378 BS.)

[A new section in English is introduced in the Granthagar for our non-Bengali readers from this issue. The English abstracts of the articles published in the respective issue and the news of the Association covering the period of the issue, will be incorporated in the English section. The necessity of this section has been long felt and we hope, introduction of this would satisfy the need of many of our readers.

To uplift the standard of the monthly organ of the library movement, eminent personalities in the field of library science are requested to focus their new thoughts through the articles of the Granthagar. Authors are also requested to send the abstracts of their own articles, only to have a dip into the depth of the subject dealt with.

Suggestions and creative criticisms are always solicited for the betterment of the periodical. —Editor]

New stride of the 'Granthagar' and the first president of the Association
Editorial

The 'Granthagar' has completed another eventful year and from this issue starts its 21st year. As the organ of the Bengal Library Association, it has been endeavouring to devote itself to the advancement of Library Science and Library Movement in West Bengal. To depict and disseminate the manifold activities of the Association and the Library Workers of West Bengal it needs expansion ; but the increasing cost of production has been a stumbling block towards that end. But despite the financial odds it has been ventured to add an English section, incorporating the abstracts of the articles and the Association News.

Leaving aside the odds of the last year, the 'Granthagar' intends to start a new to keep pace with the needs of the readers.

* * *

The first issue of the new year also pays its homage to Rabindranath Tagore in his birth day, the 25th Baisakh, not as the poet of the century but also as the 1st president of Bengal Library Association. The poet was one of the pioneers in library movement, and he had a high notion about the library. In the memory of poet Tagore the Association pays its tribute to their 1st President.

Library Movement in Bengal (32)
by Gurudas Bandyopadhyay

This instalment of the commentary of events, concerning library movement in Bengal, incorporates mainly the thought—provoking spech of Sri Anath Nath Bose, president of the 11th Bengal Library Conference, held in Maldah in the year 1954. Sri Bose highlighted the role of the academic libraries of different strata in proper preservation of the invaluable manuscripts of the past handed down to us and dissemination of their thought contents as well as in acting as a supplementary agent of class-room education. He also dwelt eloquently on the emergence of people's democracy as a socio-political creed and the pivotal role the public libraries can play in proper utilisation of this gift of history by acting as a forum for mass-education

The papers of the conference included :

(i) Organisation and co-ordination of libraries in Bengal by Sri Phanibhusan Ray and Sri Sambhu Nath Banerjee ; (ii) Libraries of the secondary schools and their system of book selection by Sri Vijaya Nath Mukherjee . (iii) Juvenile literature and periodicals by Sri Ranjit Kr. Sen. Besides the above, a discussion on Library Legislation was inaugurated by Sri Pramil Ch. Bose and was presided over by Sri Anath Nath Bose. Many notable personalities took part in the discussion of the above topics and various important resolutions were adopted.

[P. 3] K. B.

Reference Service in Rural Libraries
by Satyabrata Sen

In this article the author evaluates the scope of reference service in the rural libraries. He throws light on the common practice about the reference service prevailing in the rural libraries—where most of the books are kept in seggregation, without being used by the readers. The stock of the reference books is also very insignificant—comprising o a few Dictionareis, some of the complete works of a few selected authors and some biographies of important personalities. But the author opines that to have atleast a sizeable reference service desk, the rural libraries should have the following books for reference purposes; viz., Dictionaries of English to Bengali, English to English, Bengali to Bengali, & Bengali to English Encyclopaedia, Directory, Year Book, Almanac. Biographical Dictionaries, Geographical Dictionaries, Gazetteer and even the Railway Time Table. But only the reference tools will not serve the purpose. There should be the trained librarian too.

The author concludes that there are lacuneas in purchasing of books, selections of staff and in the method of payment to the staff. If

all these shortcomings are iradicated then, and then only the reference service in the rural libraries may function satisfactorily.

[P. 11] B. C.

The First Bengali Librarian of the 19th Century
by Barunkumar Mukhopadhyay

This article resuscitates from oblivian Mohanprosad Tagore, the first Bengali Librarian of the 19th century, a polyglot and glossarist and one of the 19th century intellectuals who contributed to the genesis of the renaissant Bengal.

In the year 1807 in the month of October, Mohanprosad was appointed the Assistant Librarian of the Fort William College. He was the first Bengali of the 19th century to assume the post of librarian of an Institutional library which was thrown open to public later in the year 1818. His erudition and mastery over English and various Indian languages have been reflected through his following works ;

(i) Vocabulary, Bengalee and English, for the use of the students, 1810 ; (ii) A vocabulary, Ooriya and English, 1811 ; (iii) A choice selection of the most amusing tales from the persian, with the Rules of life, compiled from Gladwin's persian classics, 1816.

[P. 16] K. B.

Association Notes

Meeting of the 'Granthagar' and Publication Committee.

On the last 30.4.71 a meeting of the 'Granthagar' and Publication committee was held at the Association Building, with Shri Nirmalendu Mukherjee on the chair. Important resolutions adopted in the said meeting included:

(i) An English section, incorporating English Abstracts of the articles published in the 'Granthagar' and the Association News, would be added to the 'Granthagar' from the Baisakh Issue, 1378 (April-May, 1971) ; (ii) The Executive Committee would be requested to do the needful to expedite the publication of the new edition of 'Granthavidya' by Dr. Aditya Ohdedar and 'Sushil Ghose Memorial Lecture', delivered by Sri Pramil Ch. Bose. (iii) In order to meet the mounting cost of production of the ,Granthagar' a proposal for the Enhancement of subscription rates by Rs. 4,-, Re. 1/- and Rs. 2/- for the subscribers of the 'Granthagar', personal a institutional members of the Association respectively, would be placed before the Executive Committee for its consideration. (iv) Set of rules for the selection of the best article of the year, published in the 'Granthagar, was framed and would be placed before the Executive Committee for ratification. [P. 22] K. B.

Meeting of the Pay and Status Committee

The Pay & Status Committee met on the 8th of May with Sri Jatish Dasgupta on the chair to discuss the situation arising out of the unilateral decision of the State government regarding the library workers within the perview of the Pay Commission. The meetiug decided to launch an organised agitation in association with other mass organisations It also supported the Cease-work programme of the workers of the Sponsored Libraries. Regading the pay & status of workers of the University & College libraries the meeting decided to represent the case to the respective Vice Chancellors and to convene a conference of concerned employees. The resolution was forwarded for consideration of the Executive Committee of the Association. [P. 23] A. G.

News from the libraries

Birbhum : Vivekananda Granthagar & Ramranjan Town Hall ; **Burdwan** : Billwagram Kishore Sangha Pathagar ; Pallimangal Library. **Calcutta** : Chinmoyee Smriti Pathagar ; National Library ; Saileswar Library & Free Reading Room. **Cooch Behar** : West Bengal Govt. Sponsored Library Employees Association. **Howrah** : Bantra Public Library ; Sabuj Granthagar ; Saraswata Library. [P. 26]

News & Views

Translation of the Colon Classification ; Rate of education in India ; Ananda Award ; Tagore Award ; Other awards in Bengali literature ; Destruction of the library of Pabna District ; Edition of the 'Divine Comedy' ; Pulitzer Award. [P. 28]

Obituaries

Amiyaratan Mukhopadhyay ; Narendra Deb. [P. 30]

গ্রন্থাগার

বার্ষিক সূচীপত্র

বিংশ খণ্ড : বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৭

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদিকা

শ্রীমতী গীতা মিত্র

কলিকাতা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩৭৮

গ্রন্থাগার ঃ নির্ঘণ্ট

বিংশ খণ্ড : ১৩৭৭

১ম সংখ্যা	বৈশাখ	১-৩০ পৃষ্ঠা
২য় ,,	জ্যৈষ্ঠ	৩১-৬৮ ,,
৩য় ,,	আষাঢ়	৬৯-১১৮ ,,
৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা	শ্রাবণ-ভাদ্র	১১৯-১৮৮ ,,
৬ষ্ঠ ,,	আশ্বিন	১৮৯-২৩৬ ক)* ,,
৭ম ,,	কার্তিক	২৩৭-২৬০ ,,
৮ম ,,	অগ্রহায়ণ	২৬১-২৮৮ ,,
৯ম ,,	পৌষ	২৮৯-৩৪২ ,,
১০ম ,,	মাঘ	৩৪৩-৩৭২ ,,
১১শ ,,	ফাল্গুন	৩৭৩-৪৩৬ ,,
১২শ ,,	চৈত্র	৪৩৭-৪৭৮ ,,

*মুদ্রণের ভুলবশতঃ কার্তিক সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পরিবর্তে ২৩৭ হতে আরম্ভ হওয়ায় পাঠকদের পূর্ববর্তী সংখ্যা অর্থাৎ আশ্বিন সংখ্যায় ২৩৭ ও ২৩৮ পৃষ্ঠার পরিবর্তে যথাক্রমে ২৩৬(ক) ও ২৩৬(খ) এইভাবে সংশোধন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্দেশিকা

১ম অংশ : লেখক ও আখ্যাসূচী : বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা প্রভৃতি পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : বিষয়সূচী : নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধ বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : বিভাগসূচী : 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভাগের নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত, যথা, গ্রন্থাগার সংবাদ, চিঠিপত্র, পত্রিকা পর্যালোচনা, পরিষদ কথা, বার্তা-বিচিত্রা, নিয়োগপঞ্জী ও সম্পাদকীয়।

সঙ্কলনে : শীলা চক্রবর্তী ও গীতা মিত্র।

লেখক ও আখ্যা সূচী

বিষয় সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

হাওড়া

হুগলী

চিঠিপত্র

বার্তা-বিচিত্রা

বিয়োগ পঞ্জী

পত্রিকা পর্য্যালোচনা

পরিষদ কথা

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক —বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়　　সহ-সম্পাদিকা— গীতা মিত্র

বর্ষ ২১, সংখ্যা ২　　১৩৭৮, জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকের বেতন ও পদমর্যাদা

বর্তমান প্রগতির যুগে এবং বিজ্ঞান ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গ্রন্থাগারিকের অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকার কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি বা স্বীকৃতি যে সায়শঃই কার্যক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না, তারও নজির রয়েছে প্রচুর। শিক্ষা ক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের আবশ্যিকতা সম্পর্কে অনেকের আপত্তি রয়েছে। যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্যালয়ে বীক্ষণাগার (Laboratory) গড়ে ওঠে, অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রায়ই গড়ে ওঠে না। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়মানুযায়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার না থাকলে অনুমোদন দেওয়া হয় না। তাই অনেকটা অনুমোদন লাভের জন্যই বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে অপরিকল্পিত গ্রন্থাগার; অথচ সেই তুলনায় বীক্ষণাগারের প্রতি আগ্রহ অনেকেরই বেশী থাকে, যদিও বীক্ষণাগারের চেয়ে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ব্যাপক ও বহুমুখী।

শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করলেও অনুরূপ বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী যে হারে বেতন ও পদমর্যাদার অধিকারী, একই রূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ অতিরিক্ত বৃত্তিকুশলী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিকেরা শিক্ষকের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদার অধিকারী নন। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য বেতন কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে যে বেতনহার প্রবর্তন করেছেন, তাতেও শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমদৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা হয়নি। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যাঁর ন্যূনতম যোগ্যতা BA/Bsc/B Com/(Hons) তাকে যদি ৩০০—৬০০ টাকা বেতনক্রম দেওয়া হয় তা হলে কোন হিসাবে একজন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক যাঁর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষকের সমতুল এবং অতিরিক্ত যোগ্যতা

হিসাবে বৃত্তিকুশলী শিক্ষাও রয়েছে তাঁকে টা: ২১০—৪৪০ হিসাবে বেতন দেওয়া হয়। একজন শিক্ষককে কোন এক বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হলেই চলে কিন্তু সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের প্রায় সমস্ত বিষয়ের উপরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের চেয়ে একজন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কার্যসীমা আরও ব্যাপক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় শিক্ষকের বেতনের তুলনায় গ্রন্থাগারিকের বেতন আরও বেশী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কেবলমাত্র এইটি নয়। সব রকমের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের খাম খেয়ালীতে গ্রন্থাগারিককে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার অধিকারও দেওয়া হয় না। যদিও শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের তথা গ্রন্থাগারিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা সেখানে শিক্ষকের অনেক কম। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও পদমর্যাদার সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব না হতে পারে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের মনোবৃত্তির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যথায় সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে।

সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকদেরও অনুরূপ ভাবে কাজে লাগান হয়। জনসাধারণকে নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা যে অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তথাপিও সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকগণ উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদার অধিকারী নন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তুলনায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক দুরবস্থায় দিন কাটান, যার ফলে তাঁরা হীনমন্যতায় ভোগেন আর গ্রন্থাগারের কাজ ব্যাহত হয়। সরকারী গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। একই পদে আসীন থাকার ফলেও বিভিন্ন সংস্থায় কার্যরত বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম ও পদমর্যাদা বিভিন্ন, যদিও উভয় স্থানেই ন্যূনতম যোগ্যতার কোন তারতম্য নেই।

সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে সামাজিক জীবনে গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা তুলনামূলক ভাবে সীমিত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় গ্রন্থাগারকে আজও আমরা সমাজের অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় পরিণত করতে পারিনি। ব্যাঙ্ক, পরিবহন সংস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার মত অত্যাবশ্যকীয় সংস্থারূপে যেদিন গ্রন্থাগার সমূহ সমাজের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে, সেদিনই গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার তার পদমর্যাদায় আসীন হতে পারবে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৩)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের (১৩৬১ বঙ্গাব্দের) ২৪শে এপ্রিল (১১ই বৈশাখ) শনিবার ইউনিভার-সিটি ইনস্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পরিষদের সভাপতি এবং শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট-এ গ্রন্থাগার দিবস পালনার্থ এক জনসভার আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু এই জনসভার উদ্বোধক এবং যুগান্তরের সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর অনিবার্য অনুপস্থিতিতে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বেই সভার কাজ চলিয়াছিল। শ্রীকেশবন সর্বপ্রথমে পরিষদের পক্ষ হইতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে কেবল নির্দিষ্ট দিবস পালন বা সম্মেলন করিলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সারা রাজ্য ব্যাপী গড়িয়া তুলিবার জন্য দরকার নিরলস কর্মীর যাঁহারা দেশের দূরতম স্থানে গিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার সাফল্যও এইরূপ কার্যপদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু নীচের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

'সরকার গ্রন্থাগারকে দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লউন এবং জনমতের ভিত্তিতে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করিয়া সমগ্রদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও ব্যাপক করিবার কাজে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করুন।'

'রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার অঞ্চলস্থ অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এবং বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি লইয়া উপযুক্ত উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং প্রয়োজনীয় সুচিন্তিত আইনাদি প্রণয়নপূর্বক দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করিয়া তুলুন।'

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রথম প্রতিষ্ঠা হইতে সেই সময় পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থাগারগুলিকে সংঘবদ্ধ এবং গ্রন্থাগারের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করার জন্যই গ্রন্থাগার দিবস পালনের ব্যবস্থা। বিদেশী সরকারের আমলে যে কাজ হওয়া কঠিন ছিল আজিকার স্বাধীন দেশে তাহা সহজসাধ্য। সরকার গ্রন্থাগারের দিকে কিছু দৃষ্টি দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার চেষ্টা যেন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। আজ গ্রন্থাগার মুষ্টিমেয় লোকের জন্য হইলে চলিবে না। আজিকার গ্রন্থাগারে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকিবে।

তাঁহার বিশ্বাস যেহেতু রাষ্ট্রীয় শক্তিই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি সেহেতু রাষ্ট্রীয় শক্তি দেশের জনশক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সাফল্য লাভ করিবে।

বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন যে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে যে প্রস্তাব প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা সুচিন্তিত ও আমাদের সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধান প্রচলনের দশ বৎসরের মধ্যে যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে তাহা সফল করিতে হইলে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করার প্রয়োজন আছে। সফল গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে জনসাধারণকে সর্ববিষয়ে অবহিত রাখা এবং তাহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ বাড়াইয়া তোলা। ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছাড়া ইহা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে সাধারণত জনসাধারণের সাহায্যে। শুধু গ্রন্থাগার আইন পাস করাইয়া ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয় নাই। গ্রন্থাগার আইনেরও প্রয়োজন আছে। অতঃপর তিনি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে আইন বিধান পরিষদে উপস্থিত করিতে যাইতেছিলেন তাহার বিবরণ দিয়াছিলেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগারের মূল্য এখনও সকলে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের ন্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে উত্তেজনা না থাকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে লোকের ভিড় কম। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক সুযোগ নাই সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ কত প্রয়োজনীয়। তিনি আশা করেন অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু গ্রন্থাগারের উন্নতির একটি পরিকল্পনা করিবেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজিকার যে প্রস্তাব তাহা সর্বনূ্যন প্রস্তাব। এ বিষয়ে সরকার, কলিকাতা পৌরসভা ও অন্যান্য পৌরসভায় দায়িত্ব রহিয়াছে। গ্রন্থাগার আইনের সঙ্গে কর ধার্যের কথা উঠিয়াছে। কর ধার্য না করিয়া দেশের ধনীদের অর্থ সাহায্যেও এই কাজ করা যায়। তিনি আশা করেন শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক আনীত গ্রন্থাগার আইন দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করিতে হইলে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং দেশীয় ভাষায় যাহাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক রচিত হয় তাহার প্রতি পরিষদ এই বৎসর বিশেষ নজর দিয়াছিলেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিকে কোন্ কোন্ শব্দে প্রকাশ করিলে ঐগুলি সমভাবে বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা নিরূপণ করাই প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিভাষার একটি প্রথম তালিকা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছিল শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্তী।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের (১৩৬১ বঙ্গাব্দের) ৮ই এপ্রিল (২৫শে চৈত্র) শুক্রবার, ৯ই এপ্রিল, (২৬শে চৈত্র) শনিবার ও ১০ই এপ্রিল (২৭শে চৈত্র) রবিবার খিদিরপুর হেমচন্দ্র

পাঠাগারের আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বহু পাণ্ডুলিপি সমন্বিত যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন "বসুমতীর" সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। শ্রীবলাইভূষণ পাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক ছিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার পূর্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দুইটি দীপাধারে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই রাজ্যের ঘরে ঘরে অনির্বাণ জ্যোতিতে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত থাকুক এই দীপশিখা দেশবাসীর সেই আকাঙ্ক্ষারই দ্যোতক। গ্রন্থাগারসমূহকে সত্যসত্যই আলোক বিকিরণের আগার বা জ্ঞানভাণ্ডার বলা হইয়াছে। কাজেই এই গ্রন্থাগারের অচলায়তন না হইয়া সচলায়তনই হওয়া উচিত।

মহাকবি শেক্সপীয়ার গ্রন্থাগারকে তাঁহার রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। জগতে নানা মুনির নানা মত। গ্রন্থাগারই জনগণকে নানা মতের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ দিয়াছে। গ্রন্থাগারে গিয়া পাঠক নিজ পছন্দানুযায়ী বই পড়িতে পারে। তিনি শুনিয়াছেন যে গান্ধীজী টলস্টয়-এর লেখা পড়িয়া অত্যধিক প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থাগারের সুরম্য ভবন থাকুক বা পুস্তক প্রদর্শনের কাচের সুদৃশ্য আধার থাকুক ইহার প্রতি তাঁহার ততটা আগ্রহ নাই। পুস্তকের সদ্ব্যবহার হয় ইহা দেখিলেই তিনি খুশী। রাজ্য সরকার গ্রন্থাগারকে প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কোথায় সাহায্য দিলে যথাযথ কাজে লাগিবে তাহা স্থির করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে বেসরকারী সহযোগিতা সরকারের সহায়ক হইতে পারে এবং ঠিক পথে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রসার সাধন হউক ইহাই তিনি দেখিতে চান। পশ্চিমবঙ্গের নয় শত গ্রন্থাগার একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের মধ্যে সংহত হইলে সরকারের পক্ষেও গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য দেওয়া সহজ হয়। তিনি আশা করেন গ্রন্থাগারগুলিকে একত্র করিবার ব্যাপারে গ্রন্থাগার সম্মেলন একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করিবে।

তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে সরকারী দপ্তরখানায় পুরান নথীপত্র দৈনন্দিন প্রশাসনের ব্যাপারে কোন কাজে আসে না কিন্তু ইতিহাসের গবেষকদের পক্ষে মূল্যবান বহু তথ্য তাহাদের মধ্যে আছে। দপ্তরখানায় স্থানাভাব থাকায় গবেষকরা যাহাতে এখানে আসিয়া নথীপত্র ঘাঁটাঘাটি করিতে পারেন তাহার জন্য সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সেই জন্য তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারে এই নথীপত্র অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন।

তিনি শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছেন যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অধিগম্য দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান পুস্তকের সংগ্রহালয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্তমানে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। পরিষদের এক প্রতিনিধিমণ্ডলী সম্প্রতি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া উহার বাড়ীঘরের জীর্ণাবস্থা এবং উপযোগিতা হ্রাসের কথা জানাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, যেভাবেই হউক

পরিষদ ইহার জীবনীশক্তি হারাইয়াছে। ইহার প্রতিকারার্থ কি করা যায় তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত তিনি পরিষদে নিজেই একবার যাইবেন বলিয়া সভায় সকলকে জানান।

সম্মেলনের সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, 'আজ বঙ্গদেশ বিভক্ত, ফলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে বাঙ্গালী আজ বিচ্ছিন্ন। বাঙ্গালার সকল আন্দোলনের উত্তরসাধকদের কর্মভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ। সেই দেশ আজ পূর্ব পাকিস্তান। মুসলমানরা সেখানে সংখ্যায় অধিক ব'লে রাজনীতি ও ধর্মনীতির নিয়ামক। কিন্তু সব স্বীকার করে নিয়েও একথা বলব এবং তাঁরাও স্বীকার করবেন যে তাঁরা বাঙালী, বাঙ্গালা ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা, সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁদের অংশ ছিল এবং আছে। সুতরাং বঙ্গীয় এই শব্দ সাংস্কৃতিক দিক দিয়া উভয় দেশের সাধারণ শব্দ।

'সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যে বাঙ্গালীর এই ভেদকে কোন পক্ষই মেনে নেয়নি এবং নেবে না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমানের যুগ্ম সাধনালব্ধ ধন। তার মধ্যে ভেদ আনতে পারে এমন শক্তি কারও নেই। এখানে একটা অবান্তর কথা উত্থাপন করছি। আরবের ইসলাম যেখানে গিয়েছে সেখানে শুধু তার ধর্ম প্রবিষ্ট হয়নি তার ভাষালিপি পর্যন্ত চালু হয়েছে। সমস্ত উত্তর ভারতে যে লিপি প্রবর্তিত হয়েছিল তা আরবী। সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ—সর্বত্রই এই লিপি উর্দু নামে চলেছে। একমাত্র বাঙ্গালা দেশে আরবী লিপি চালু হয়নি। একমাত্র বাঙ্গালী মুসলমানরা সেই লিপি গ্রহণ করেনি। বাঙ্গালা হরফে তারা বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এবং আজও পূর্ববঙ্গে তার অনুশীলন চলছে। অথচ সমগ্র ইসলামী জগতের কোন রাজ্যে আড়াই কোটি মুসলিমের বাস নেই। বাঙ্গালীর এই সংস্কৃতি ও সাহিত্য অবিভাজ্য। আর সব বিষয়ের ভাগাভাগি হয়েছে, হ'ক কিন্তু বাঙ্গালী এইখানে থাকবে অজেয়।

'বাঙ্গালার বাইরে আজ বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এবং যারা সেই সব প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে তাদেরও নিত্য স্মরণ রাখতে হবে যে তারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষাভাষী, বাঙ্গালা সাহিত্য থেকে তাদের জীবনরস আহরণ করতে হবে। আপনারা অবগত আছেন কানাডার ফরাসীর সংখ্যা নগণ্য নয়। তাদের ভাষা ও সাহিত্যকে জবরদস্তি করে কেউ নষ্ট করতে পারেনি।

'একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার স্থাপনের চাহিদা ব্যাপক হয়নি। মুষ্টিমেয় উৎসাহী যুবক এই কাজ নিয়ে আছে, জনসাধারণ তাদের পেছনে নেই। তার কারণ অতি স্পষ্ট। যেখানে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা গত আদমসুমারী মতে শতকরা ১৬ জন সেখানে লেখাপড়া চর্চা করে এই শ্রেণীর লোক আরও কত কম তা নিজেদের আশেপাশে দৃষ্টিপাত করলেই জানতে পারি।

'গ্রন্থাগার ও জনগণের মধ্যে যোগ স্থাপন করবেন গ্রন্থাগারিক। বইর গুদামের জমাদারগিরি করা তাঁর কাজ নয়। পাঠককে বইয়ের কাছে, বইকে পাঠকের কাছে এনে

দেবেন। বর্তমান গ্রন্থাগারের অনেক টেকনিক্যাল (আঙ্গিক) কাজ আছে। সে সব দরকারী নিশ্চয়ই। কিন্তু সব থেকে বড় কাজ পাঠককে বইতে যুক্ত করা।

'আজকাল প্রায়ই শুনি কমিউনিষ্ট সাহিত্যে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। যদি যায় তো কি করতে পারেন? কমিউনিষ্টদিগকে তো ভারত সরকার একটা দল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাকে তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা কি সেই রকম করে সস্তায় সুন্দর বই সরবরাহ করছি? মহাত্মাজীর জীবনী ছশ টাকায় বিক্রয় হয়। তাঁর অন্যান্য বইয়ের দামও কম নয়। তারপর তার ছাপাই এবং ছবি কি আকর্ষণ করতে পারে? নূতন বিদ্যার্থীদের সামনে আমরা কি দিচ্ছি?

'আজকাল যুগ এসেছে বৃহত্তের। কত লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরী কত বড় বাড়ীতে কত হাজার বা লক্ষ বই আছে তাই নিয়ে পাল্লা চলেছে। কিন্তু আমাদের দরিদ্র দেশ। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রাষ্ট্রীয় ভাষার যাবতীয় বই সংগৃহীত হ'ক কিন্তু সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে যে সব গ্রন্থাগার আছে বা হবে তাদের জন্য অপরিমিত সংখ্যায় প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'অধিকাংশ লাইব্রেরীই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। আর বার আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না। ব্যবহারযোগ্য অল্প চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আপন অহঙ্কার বৃদ্ধির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়। লাইব্রেরী অত্যন্ত বেশী বড় হলে কোন লাইব্রেরীয়ান তাকে সত্য ভাবে, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেইজন্য আমি মনে করি বড়ো বড়ো লাইব্রেরী মুখ্যতঃ ভাণ্ডার, ছোটো ছোটো লাইব্রেরী ভোজনশালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ভোগে ব্যবহারে লাগে।'

সভাপতির ভাষণান্তে পর পর পাঁচটি আলোচনা সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা'। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজশিক্ষা কর্মচারী শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। প্রবন্ধলেখক ছিলেন শ্রী এম, এন, রায় ও শ্রী এস, কে, মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'গ্রন্থাগার আন্দোলনে বৃত্তিকুশলীর ভূমিকা।' জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারের ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার 'গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিসংখ্যান' বিষয়ক অপর একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী কেশবন। তৃতীয় অধিবেশনে শ্রী এম, এল, বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষায় 'গ্রন্থাগারের স্থান' নামক একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। বঙ্গবাসী কলেজের-এর অধ্যক্ষ প্রশান্তচন্দ্র বসু ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধিবেশনের পর কলিকাতা পৌরসভায় পৌরপ্রধান শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। এই সভায় শ্রী কেশবন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন

যে ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর এবং জগতের প্রধান শহরসমূহের মধ্যে প্রখ্যাত শহরের একটি পৌরসভা আছে বলিয়া দাবী করিবার অধিকার নাই। প্রত্যেক পৌরসভারই আর্থিক অসচ্ছলতা থাকে কিন্তু যত অসুবিধাই থাকুক না কেন কলিকাতার পৌরসভা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন ও অর্থের সংস্থান করিতেই হইবে। সভাপতি পৌরপ্রধান ইহার উত্তরে বলেন যে কলিকাতার শহরে পৌরসভা হইতে দেড়শত গ্রন্থাগারকে অর্থসাহায্য দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় পৌরসভা গ্রন্থাগার স্থাপন করিলে এই দেড়শত গ্রন্থাগারের অর্থসাহায্যের সঙ্কোচ সাধন করিতে হইবে। যাহা হউক তিনি ইহা প্রকাশ করেন যে কলিকাতা পৌরসভার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপনের এক পরিকল্পনা আছে এবং এই বৎসর একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইতে পারে।

চতুর্থ অধিবেশন হয় শ্রীব্রজেশবনের সভাপতিত্বে। শ্রী এস, বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীর সমস্যা' নামক প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া সভায় আলোচনা চলে। পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন সরকারী চিত্রকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইহাতে সাহিত্যিক, প্রকাশক, সম্পাদক এবং চিত্রকরদের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। এই প্রদেশে পুস্তক প্রকাশন ও পঠনপাঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, শৈলেন্দ্রকুমার গুহরায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও দক্ষিণারঞ্জন বসু।

অতঃপর সমাপ্তি অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়াছিলেন।

সমগ্র বাংলার গ্রন্থাগার অনুরাগীরা সমবেত হয়েছেন এখানে। জাতির সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গ্রন্থাগার এক শক্তিশালী মাধ্যম। সেই মাধ্যমকে জাতিগঠনের মত মহৎ কর্মে নিয়োজিত করতে হলে চাই সাহস, চাই ধীরস্থির পদক্ষেপ। আপনারা সকলে সমন্বিত হয়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছেন। এ আজ অতি আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরীও পাঠককে তৈরী করে তোলে'। কথাটা চিন্তা করবার। পাঠকের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কতটুকু? কেবল কি বই এর আদানপ্রদান এই সম্পর্কের ভিত্তি? তা নয়। পাঠক আসবেন বই পড়তে, তাঁর রুচিকে নানাভাবে আমাদের পরিচালিত করে নিয়ে যেতে হবে।

নদী উৎসারিত হ'ল শৈলশিখরে, মিলন হ'ল তার বিশালতার মাঝে সাগরে। কত বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্র অনুভূতি। পাঠক হ'ল নদী। পুস্তকের শৈলশিখরে তাঁর বোধের ভাণ্ডার উৎসারিত হবে, নিষ্পত্তি হবে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারে মিলিত হয়ে। গ্রন্থাগার নিয়ে যাবে তাকে মিলনের পথে। নদীর ক্ষেত্রে ঠিক ভূমার মত—ভূমা যেমন পথ করে দেয় কল্লোলিনীকে। গ্রন্থাগার পরিচালকের দায়িত্ব ভূমার দায়িত্ব। এই বিরাট দায়িত্ব শিরোভূষণ করে পাঠককে তৈরী করে তুলতে হবে। তবেই হবে গ্রন্থাগারপ্রীতির সার্থকতা।

গ্রন্থাগার যে বইয়ের তাকের সমষ্টি নয় একথা আপনাদের সম্মুখে বলার অর্থ কথাটির পুনরুক্তি করা। তবু আমি আজ এই অনুষ্ঠানে তা করব। সকল সত্য মেনে নিলেও একথা বলতে লজ্জা নেই যে আজও আমরা পুস্তকের সংগ্রহ ঠিকমত ক'রে উঠতে পারি নাই। জাতিগঠনের মন্ত্র যখন আমাদের কণ্ঠে, ব্রত যখন আমাদের শিক্ষা বিকিরণ অর্থাৎ লক্ষ্য যখন আমাদের সকলের এক তখন পথের ভাবনা কি? গ্রন্থাগারিক গ্রন্থকীট না হতে পারেন কিন্তু গ্রন্থ সঞ্চয়নের সুরটি থাকবে জানা। গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের সম্পর্ক হবে বীণার সঙ্গে বীণাবাদকের, বেসুরো বীণা বাজবে না, বাজাতেও পারবে না সাধক।

আর একটা কথা মনে পড়ল। আমাদের দেশের মত দেশে অক্ষর পরিচয় করানোর দায়িত্ব গ্রন্থাগার নিতে পারে কিনা? পারে, কিন্তু কতদূর তা বাস্তবে সম্ভব হয়েছে আজ পর্যন্ত তা গভীরভাবে চিন্তা করবার। আনন্দের কথা আমাদের জাতীয় সরকার এ ব্যবস্থার প্রসার সাধন করেছেন। কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। আপনারা গ্রন্থাগারকে ভালবাসেন, আপনাদের অন্তরের স্নেহরসে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে আজ গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট, গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত গতিতে। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে নিরক্ষতার অভিশাপকে উৎপাটিত করে ফেলার মহৎ কর্তব্য আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এইসব "মূঢ় ম্লান মূখে" ভাষা যোগাবার জন্য কর্মীদল এগিয়ে আসুক।

উপস্থিত সুধীজনকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।

সম্মেলনে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছিল তাহা এই।

১ গ্রন্থাগারসমূহকে সমাজশিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলা এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারার্থ জনগণকে অবাধ সুযোগ দানের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি সমিতি গঠন করুক।

২ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে উপাধিদানের পাঠক্রম প্রবর্তন এবং এতৎ সম্পর্কে অধিকতর সুবিধাদানের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করুক।

৩ সকল প্রকার আঙ্গিক কলাকৌশল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ব্যবহারিক শিক্ষাভিত্তিক হউক।

৪ শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদিগকে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হউক।

৫ শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের একটি পঞ্জী প্রণয়ন করা হউক।

৬ বাংলাভাষায় আকরগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সচেষ্ট হউন।

৭ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গ্রন্থাগার পরিচালনার্থ যথোপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করুক।

৮ প্রকাশকরা পুস্তক প্রকাশনের মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হউন।

৯ সম্মেলনের মতে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সার্থক করিতে হইলে যুক্তিমূলক

শিক্ষাদানের জন্য গ্রামীণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এতদর্থে সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য মঞ্জুর করুন।

১০ সুলভ মূল্যে শোভন সংস্করণের পুস্তক প্রকাশনের জন্য গ্রন্থকার ও প্রকাশকবর্গ সচেষ্ট হউন।

১১ সুলভ মূল্যে পুস্তক প্রকাশনের জন্য সরকার অগ্রণী হউন।

১২ দৈনিক সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে ও সংবাদপত্রের মালিকরা বিবেচনা করুন। তৃতীয় দিবসে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে কিশোর দিবস উদযাপিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহের পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রকাশ

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস, কর্মসূচী ও বাংলা সাময়িক পত্রিকার তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশাধিক বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থাগারের কার্য বিবরণ ও সংগৃহীত সাময়িক পত্রিকার তালিকা 'গ্রন্থাগার' প্রকাশের জন্য পাঠাতে অনুরোধ করছি। সাময়িক পত্রিকার তালিকায় পত্রিকার নামগুলি বর্ণানুক্রমিক এবং কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত আছে তার উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

[সঃ গ্রঃ]

মুদ্রিতগ্রন্থে বাঙলা অক্ষর ও বাঙলাভাষা আবির্ভাবের গোড়ার কথা

প্রবীরচন্দ্র বসু

মুদ্রিত বাঙ্‌লাগ্রন্থের সাথে আমাদের পরিচয় আজ এত সহজ ও নিবিড় যে সহসা মনেই হয় না, এদেশে এমন কোন সময় ছিল যখন এখানে বাঙ্‌লা অক্ষরে মুদ্রিত বই এর অস্তিত্ব ছিল না। অথচ সেদিন প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের দিন নয়, মাত্র প্রায় পৌনে দু'শ বছর পূর্বের কথা। আমাদের দেশে মুদ্রিত গ্রন্থে বাঙ্‌লা অক্ষর সর্বপ্রথম স্থান পায় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড (Nathaniel Brassey Halhed) সাহেবের রচিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে প্রকাশিত বাঙ্‌লাভাষার এক ব্যাকরণ গ্রন্থে।

পদ্ধতি ভিন্ন হ'লেও অতি প্রাচীন কালেও পৃথিবীর কোন কোন দেশে মুদ্রণ প্রথার প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীন দেশে গ্রন্থ মুদ্রণে উৎকীর্ণ ফলকের সাহায্য গ্রহণ করা হ'ত। তৎপরে কোরিয়া, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ চীনের আবিষ্কৃত পদ্ধতি গ্রহণ করলেও চীনের অন্যতম প্রতিবেশী ভারত এ বিষয়ে উদাসীন ছিল। ইউরোপে সঞ্চলন যোগ্য (movable) মুদ্রাক্ষরের সাহায্যে গ্রন্থমুদ্রণ যন্ত্রের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পরেও বহুকাল মুদ্রণ বিষয়ে ভারতবাসীর কোন আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষপ্রান্তে (১৪৯৮ সালে) পর্তুগীজেরা ভারতে আসেন এবং ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ানগরে এদেশে সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে) খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক একখানি গ্রন্থ পর্তুগীজ ভাষায় রোমান হরফে ঐ ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থটি ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

অতঃপর দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে ধীরে ধীরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ও প্রসার হ'লেও বাঙলাদেশে বহু বিলম্বে ছাপাখানার আবির্ভাব হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলাদেশে কোন গ্রন্থ মুদ্রণের সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। হালহেডের বাঙ্‌লা ব্যাকরণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অসামরিক কর্মচারী ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় লেখা বাঙলা-ভাষার এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণের নাম, 'A grammar of Bengal Lang uage'. ইংরেজী ভাষায় লেখা হ'লেও উদাহরণ ও ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক বাঙ্‌লা অক্ষর, শব্দ ও বাক্য বইটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। ১৭৭৮ সালে হুগলী শহরে এণ্ড্রুস সাহেবের ছাপাখানায় এই ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্বে বাঙ্‌লাদেশে অন্যকোন বই ছাপা হয়েছে এমন খবর না থাকায় বাঙ্‌লাদেশে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের গৌরব এই বইখানির প্রাপ্য। তা' ছাড়া বাঙলাদেশ তথা সারা ভারতে মুদ্রিত গ্রন্থে বাঙ্‌লা অক্ষরের প্রথম অন্তর্ভুক্তির গৌরবও এই গ্রন্থই বহন করে।

আশ্চর্যের কথা বাঙ্‌লাভাষা ও বাঙ্‌লা অক্ষর ব্যবহারের প্রয়োজন আমাদের দেশে সব চাইতে বেশী হ'লেও ছাপার হরফে বাঙ্‌লা অক্ষরের ব্যবহার এদেশের বহুপূর্বে বিদেশে মুদ্রিত বিদেশী গ্রন্থেই প্রথম হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুর্দশ লুই (Louis xiv) চারজন বৈজ্ঞানিককে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক কার্যোদ্দেশ্যে (mission) শ্যাম দেশে প্রেরণ ক'রেছিলেন। কার্যশেষে এই চারজন বৈজ্ঞানিক ফরাসী ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে একগ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস শহরে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম, 'অবজার ভাসিয়ঁ ফিজিক এ মতেমাতিক্ পুর স্যারভির আ লিসতোয়ার নাতুঁরেল এ আ লা পারফেক সিঁয়ো দে লাস্‌ত্রোনামি এ দেলা জেওগ্রাফী : আঁ-ভোইয়ে দে-জ আঁদ এ দে লা শিন্ আ লাকাদেমী রোইয়াল দে সিয়াঁস আ প্যারী পার লে প্যার জেযুইত্' (Observations Physiques et Mathematiques pour servir al' histoire naturelle, et a la chine a l' Academie Royale des sciences a Paris, par les Peres Jesuites) বইখানির নামের ইংরেজী অনুবাদ হ'চ্ছে, Physical and Mathematical observations for the use of natural History and for the perfection of Astronomy and geography sent from India & from China to the Royal Academy of sciences of Paris, by Jesuite fathers)। এই গ্রন্থে বাঙলা এবং বর্মী ভাষার অক্ষরের এক চিত্র ছিল। এই চিত্রে বাঙলা অক্ষরের সর্বপ্রথম মুদ্রিত প্রকাশ।

আমাদের দেশে ছাপা হরফে বাঙ্‌লা অক্ষর প্রকাশ হবার পূর্বে বিদেশে বিদেশী গ্রন্থে মুদ্রিত বাঙলা অক্ষরের আরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ১৭২৫ সালে গেওর্গয়াকব কের্ (Georg Jacob Kerr) নামে গ্রন্থাগারের আউরেঙক জেব (Aurenk Szeb) অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব নামে লাটিন ভাষায় রচিত একখানি গ্রন্থ জার্মাণির লাইপৎ সিগ (Leipzig) শহরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অষ্টচত্বারিংশৎ পৃষ্ঠায় ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাঙ্‌লা সংখ্যা মুদ্রিত আছে। তা'ছাড়া একটি চিত্রে বাঙ্‌লা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি এবং বাঙলা অক্ষরে একটি জার্মাণ নাম মুদ্রিত আছে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের য়োহান ফ্রীদ্‌রিখ ফ্রিৎস (Johann Friedrich Fritz) কর্তৃক জার্মাণ ভাষায় লিখিত 'Orientalischer und Ocidentalischer sprachmeister' অর্থাৎ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' নামে এক গ্রন্থ লাইপৎ সিগ শহর থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পূর্বে উল্লেখিত 'কের' সাহেব প্রণীত পুস্তকটিতে ব্যবহৃত বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণের চিত্রটি উদ্ধৃত করা হয়।

জোহান্স যোশুয়া কেটেলের (Johannes Josua Ketelaer) নামে এক ওলন্দাজ লেখক হিন্দুস্থানী ভাষার একখানি ব্যাকরণ ওলন্দাজ ভাষায় রচনা করেন। এই ব্যাকরণে বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দেওয়া আছে। তবে ব্যাকরণ খানির পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ শেষ পর্যন্ত আর মুদ্রিত হয় নি। কিন্তু ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড মিল (Davidius Millius) লাটিন ভাষায় মুসলমান ধর্মমতের সমালোচনা মূলক এক গ্রন্থ (Dissertationes

Selectae) হল্যাণ্ডের লাইডেন শহর থেকে প্রকাশ করেন। ডেভিড মিল তাঁর গ্রন্থে কেটেলের প্রণীত ব্যাকরণের লাটিন অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফার্সি ভাষায় লিখিত হিন্দু আইনের এক গ্রন্থের 'A code of gentoo laws' নামে এক ইংরেজী অনুবাদ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড কর্তৃক লিখিত হয় এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহর থেকে ঐ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে বাঙ্‌লা এবং হিন্দী বর্ণমালায় চিত্র মুদ্রিত আছে।

আমাদের দেশে মুদ্রণের পূর্বে বিদেশে মাত্র বাঙ্‌লা অক্ষরের মুদ্রণ হয়নি বাঙলা ভাষায় লেখা গ্রন্থও আমাদের দেশের পূর্বে বিদেশে মুদ্রিত হ'য়েছে। তবে এই সকল মুদ্রিত বই এর ভাষা বাঙ্‌লা হ'লেও হরফ বাঙ্‌লা ছিল না। সাধারণতঃ রোমান অক্ষরে কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় এই সকল গ্রন্থ লিখিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। প্রধানতঃ বিদেশী পাদরীদের উদ্যোগে এদের প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে পর্তুগীজ পাদরীরা বাঙ্‌লাদেশে আগমন করেন। বাঙ্‌লা-ভাষায় দখল থাকলে বিদেশী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের এদেশে কাজ করার সুবিধা হবে বিবেচনা ক'রে পর্তুগীজ পাদরীরা বাঙ্‌লা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এইভাবে প্রণীত গ্রন্থের অধিকতর প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বাঙ্‌লা পাণ্ডুলিপির মুদ্রণের চেষ্টা হ'তে থাকে। সে সময় বাঙ্‌লাদেশে ছাপাখানা না থাকায় এবং ইউরোপে মুদ্রণের জন্য বাঙ্‌লা অক্ষর না থাকায় ভাষায় রচিত এই সকল গ্রন্থের কোন কোনটি ইউরোপের ছাপাখানায় রোমান হরফে মুদ্রণের জন্য পাদরীরা উদ্যোগী হন। এই ভাবেই সে যুগে বাঙ্‌লা ভাষায় লেখা গ্রন্থের রোমান অক্ষরে ইউরোপে মুদ্রণের উৎপত্তি হয়।

বাঙ্‌লাদেশে পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের প্রথম আমলে ঢাকা জেলায় ভাওয়াল পরগণায় তাঁদের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রের প্রধান পাদরী, 'মানো এল-দা আস্‌সুম্প সাম' (Manoel da Assump-Cam or Assumpcas) পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত একখানা পুস্তকের বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন। বাঙ্‌লায় অনূদিত গ্রন্থের নাম, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—শিষ্যগুরু বিচার' (Creper xastrer arthabhed xi gurur Bichar)। বাঙ্‌লাভাষায় লেখা কিন্তু সমস্তটাই রোমান অক্ষরে ছাপা ৩১৯ পৃষ্ঠার এই বইখানি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে মুদ্রিত হয়। রোমান অক্ষরে আত্মপ্রকাশ ক'রলেও এই গ্রন্থই বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী নামক স্থানে ১৭৩৪—৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকখানি লিখিত হয়। ক'লকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ঐ মুদ্রিত পুস্তকখানির একটি খণ্ডিত অংশ এবং লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই পুস্তকে গুরুশিষ্যের আলোচনার মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের মোটামুটি মূলকথা ও বিশ্বাসসমূহ এবং ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। ব্যাখ্যাকে অধিকতর পরিস্ফুট করার জন্য কতকগুলি উপাখ্যানও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। পুস্তকের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাঙলা ভাষার কিন্তু রোমান অক্ষরে এবং ডানদিকের

পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ ভাষায় বিষয় বস্তু মুদ্রিত আছে। আখ্যাপত্রের গ্রন্থকার হিসাবে পাদ্রি মানো এল দা আসসুম্প সাম এর নাম মুদ্রিত আছে। গ্রন্থটির মূল্যায়নে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন ইহাতে রক্ষিত হইয়া আছে— বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইহা অন্যতম আদি পুস্তক। ইউরোপীয়দের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চার প্রথম যুগে ইহা রচিত—বিদেশীর হাতে বাঙ্গালা রচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন। বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ক সাহিত্যের ইহা এক আদি গ্রন্থ। দুইশত বৎসর পূর্বেকার পূর্ববঙ্গের, ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের, প্রাদেশিক ভাষার সহিত অত্যাধিক মিশ্রিত বাঙ্গালা সাধু ভাষার ইহা সুন্দর নিদর্শন। এবং রোমান বর্ণমালায় পর্তুগীজ ভাষার উচ্চারণ-ধরিয়া লেখা বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদের (তথা পর্তুগীজ ভাষার) উচ্চারণ তত্ত্বের আলোচনায় এই বই অমূল্য"।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পাদ্রী মানো এল-দা-আসসুম্প সাম প্রণীত বাঙলাভাষা সম্পর্কীয় আর একখানা মুদ্রিত বইএর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বইখানি বাঙলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ ও তৎসহ শব্দকোষ। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বাঙালী খ্রীষ্টানদের মধ্যে নিজ নিজ কর্তব্য সহজে এবং যথোপযুক্ত ভাবে পালন করার পক্ষে অন্য পর্তুগীজ ধর্মগুরুদের পক্ষে সহজ এবং সহায়ক হবে বিবেচনা করে গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের প্রথম অংশ পর্তুগীজ ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হ'লেও প্রয়োজন মত বহুস্থানে রোমান হরফে মুদ্রিত বাঙলা শব্দ, বাক্য অথবা বাক্যাংশ সন্নিবেশিত হ'য়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ শব্দ সংগ্রহ। প্রথম অংশের তুলনায় এই অংশটি আকারে বৃহত্তর। এই অংশে এক একটি বাঙলা শব্দ বা কথা রোমান হরফে রোমান বর্ণনানুক্রমে সাজান হয়েছে। প্রতিটি বাঙলা শব্দের পরে ঐ শব্দের পর্তুগীজ প্রতিশব্দ এবং ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। বাঙলা-পর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহের পর পর্তুগীজ-বাঙলা শব্দ সংগ্রহ দেওয়া হ'য়েছে। এই বই এর দুখানা কপি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বইএর আখ্যা পত্রে বই এর নাম দেওয়া আছে, 'Vocabulario em lingua Bengalla & Portugueza' অর্থাৎ বাঙলা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দ কোষ।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' নামে সাময়িক পত্রে (Bengal Past and Present, Vol ix, July—Sept 1914, pages 40 – 63) ক'লকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের ফাদার এইচ হোস্টেন (H. Hosten sg) লিখিত তেইশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম, The three first type printed Bengali books' অর্থাৎ '(সঞ্চলন যোগ্য) অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত তিনখানা বাঙলা বই'। স্পেন দেশের জনৈক ধর্মযাজক, ফাদার থিরসো লোপেসের কাছে তিনি বই তিন খানির বিষয় অবগত হন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত পাদরি মানো এল-দা-আস সুম্প সাম প্রণীত গ্রন্থ দু'খানি এই তিনখানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অপর দু'খানি গ্রন্থ। তৃতীয় গ্রন্থখানি পূর্ববঙ্গের ভূষণার রাজপুত্র ডন এ্যান্টোনিও (Don Antonio) রচিত। ভূষণার রাজপুত্রের এই নামটি

কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নাম নয়। এ বিষয়ে একটি কৌতূহলদীপক কাহিনী প্রচলিত আছে।

কথিত আছে ভূষণার রাজপুত্র তাঁর বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগদস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হন এবং ফাদার মানো এল দা রোজারিও নামে একজন পর্তুগীজ যাজক তাঁকে উদ্ধার ক'রে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময় তাঁকে ডন এ্যান্টোনিও এই খ্রীষ্টীয় নাম দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের এভোরা শহরের গ্রন্থাগারের এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি দেখেন। গ্রন্থের নাম, 'ব্রাহ্মণ—রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল। পুস্তকটিতে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হ'য়েছে। এভোরা শহরে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির আখ্যাপত্র ও প্রস্তাবনার পৃষ্ঠা পর্তুগীজ ভাষায় লেখা। বাকী অন্যসকল পৃষ্ঠার বাঁদিকে আলোচ্য মূল বিষয় বাঙলা ভাষায় কিন্তু রোমান অক্ষরে লেখা এবং ডান দিকে স্বতন্ত্র কলমে পর্তুগীজ ভাষায় বাঙলা অংশের অনুবাদ অথবা সারমর্ম দেওয়া আছে। ফাদার লোপেসের বিবরণ অবলম্বনে লেখা ফাদার হোষ্টেনের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ডন এ্যান্টোনিও প্রণীত বইখানি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিসকো-দা-সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হ'য়েছিল। দুঃখের বিষয় এই বই এর কোন মুদ্রিত কপির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সেজন্য সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি আকারেই এর অস্তিত্ব। অবশ্য এ অনুমান বিচার সাপেক্ষ।

শোনা যায় ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অথবা আরও কয়েক বৎসর পরে বেন্টো ডি, সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা প্রণীত 'প্রশ্নোত্তর মালা' এবং 'প্রার্থনা মালা' নামে দু'খানা বাঙলা বই লণ্ডন শহরে রোমান অক্ষরে ছাপা হ'য়েছিল। কিন্তু এই বইএরও কোন মুদ্রিত কপির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

আমাদের দেশে বাংলা অক্ষরে অথবা বাংলা ভাষায় বইছাপা হবার আগে বিদেশে এ সম্পর্কে কাজের যে সংবাদ এ পর্যন্ত সংগৃহীত হ'য়েছে তার উল্লেখ করা হ'ল। এবার কোন সময়ে এবং কি অবস্থায় বাঙলা অক্ষরে ও বাঙলা ভাষায় লিখিত বই এর মুদ্রণ আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

বাঙলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের অনেক পূর্বে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল সে কথা আগে বলা হয়েছে। ঐ সকল অঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও গ্রন্থ-মুদ্রণের মূলে ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের আগ্রহ। বাঙলাদেশে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে বাঙলা অক্ষর কিম্বা বাঙলা বই ছাপা শুরু হয়। এখানে ধর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও মুদ্রণ প্রয়াসের মূলে প্রধান ও প্রবলতর ছিল। পরে অবশ্য ধর্মীয় কারণ এবং বাঙলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস বাঙলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রসারে প্রভাব বিস্তার করে।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে আসে। বিদেশী

রাজপুরুষদের এদেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভ শাসনকার্যের সহায়ক হবে ব'লে শাসকবর্গের ধারণা হয়। তখন নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড নামে কোম্পানীর একজন সিবিলিয়ান কর্মচারী বাঙলা ভাষা আয়ত্ত ক'রে এই উদ্দেশ্যে বাঙলা গ্রন্থ প্রণয়নে মনোযোগ দেন। স্বদেশীয় সহকর্মীদের বাঙলা শিখবার পক্ষে সহায়ক হবে বিবেচনায় তিনি **A Grammar of Bengal Language** নামে এক ব্যাকরণ রচনা করেন এবং গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বইখানি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করেন। ইংরেজীতে লেখা হ'লেও এই ব্যাকরণে বাঙলা অক্ষর এবং বাঙলা ভাষায় লেখা অনেক উদাহরণ ছিল। তখন পর্যন্ত ছাপাখানায় ব্যবহারের জন্য বাঙলা মুদ্রাক্ষর তৈরীর কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ কোথাও ছিল না। বোল্টস নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক ভূতপূর্ব কর্মচারী এবিষয়ে লণ্ডনে একবার উদ্যোগী হ'য়েছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হননি। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স (পরে স্যর উপাধি প্রাপ্ত) একবার অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে ছেনি দিয়ে কাটা কয়েকটা বাংলা হরফের মুদ্রাক্ষর তৈরী ক'রেছিলেন। হেষ্টিংস সে খবর জানতেন। হালহেড এবং উইলকিন্স দু'জনেই তখন কোম্পানীর হুগলী কুঠির কর্মচারী এবং দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। হেষ্টিংসের আগ্রহে এবং বন্ধুর কাজে সাহায্য হবে বিবেচনায় উইলকিন্স উৎসাহ সহকারে নিজহাতে বাঙলা মুদ্রাক্ষর নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রলেন এবং পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন স্থানীয় কামারের সাহায্য গ্রহণ ক'রলেন। পরবর্তী কালে পঞ্চানন মুদ্রাক্ষর নির্মাণ ও ঢালাই এর কাজে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং কয়েকজন উৎসাহী যুবককে এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এই সম্পর্কে একটি দক্ষ শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ড্রুস (**Andrews**) নামে এক ইংরেজ পুস্তক ব্যবসায়ী (**book_seller**) হুগলীতে এক ছাপাখানা স্থাপন করেন। হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হয় এবং ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এইভাবে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রে বাঙলা অক্ষরের ব্যবহার এই ব্যাকরণে সর্বপ্রথম হয়। কাজেই এদেশে বাঙলা অক্ষর মুদ্রণের আদিস্থানের গৌরব হুগলীর প্রাপ্য। ব্যাকরণখানির একটি কপি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আছে। অতঃপর আইন আদালতের কাজের সুবিধার জন্য অথবা বাঙলা ভাষা শিখবার আগ্রহে ও তাগিদে দেশের অন্যত্র ধীরে ধীরে অন্যান্য বাঙলা বই দু'একখানা ক'রে মুদ্রিত হ'তে লাগলো।

এই সময়ে ক'লকাতায় কোম্পানীর এক প্রেস স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' (**Regulating Act**) অনুসারে ক'লকাতায় যে 'সুপ্রীম কোর্ট' (**Supreme Court**) স্থাপিত হয় স্যর এলিজা ইম্পে (**Sir Elijah Impey**) তার প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। স্যর এলিজা ইম্পে রচিত বিখ্যাত 'কোড অফ্ রেগুলেসন্স' (**Code of Regulations**) এর এক বাংলা অনুবাদ রচনা করেন কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসের জোনাথন ডানকান (**Jonathan Duncun**)। জোনাথন ডানকান পরে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। হালহেডের বাঙলা

ব্যাকরণ মুদ্রণে ব্যবহৃত বাঙলা হরফের সাহায্যে ক'লকাতার কোম্পানীর প্রেসে উক্ত কোড অফ্ রেগুলেসানের বাঙলা অনুবাদ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙলাদেশে বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত দ্বিতীয় পুস্তক এবং বাঙলাদেশে সমগ্রভাবে বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ। এদেশে ছাপা হ'লেও এই পুস্তকের কোন কপি আমাদের দেশে কোথাও আছে ব'লে জানা নেই। লণ্ডন শহরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে গ্রন্থটির মুদ্রিত কপি রক্ষিত আছে।

কোম্পানীর আর একজন সিবিলিয়ান কর্মচারী নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত একখানি বইএর বঙ্গানুবাদ করেন। বইখানি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত হয়। এডমনষ্টোন কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত আর একখানা আইনের বইও ঐ প্রেস থেকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় দু'খানা বাংলা বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একখানা লর্ড কর্ণওয়ালিশ কৃত কোডের হেনরি পিট্স ফর্ষ্টার যে বঙ্গানুবাদ করেন সেই অনুবাদ গ্রন্থটি; অপরখানি এ, আপজন প্রণীত ও ক'লকাতা ক্রনিকেল প্রেসে মুদ্রিত একখানা অভিধান, নাম—'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবুলারি'। অভিধানখানি বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান।

হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য চার্লস উইলকিন্স যে বাঙলা অক্ষর তৈরী ক'রেছিলেন পরে পঞ্চানন কর্মকার তার চাইতে আরও সুন্দর সুন্দর ছাদের অক্ষর তৈরী করেন এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত কর্ণওয়ালিশ কোডের বঙ্গানুবাদের জন্য সেই অক্ষর ব্যবহার করা হ'য়েছিল।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জন মিলার প্রণীত 'The tutor' বা 'শিক্ষা গুরু' নামে এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এদেশীয় লোকদের ইংরেজী ভাষা শিখবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয়। লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে বইটির কপি আছে। কোন কোন লোকের ধারণা বইটি শ্রীরামপুরে ছাপা হ'য়েছে। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীরামপুরে কোন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হবার সংবাদ না থাকায় অন্যেরা শ্রীরামপুরকে বইটির মুদ্রণস্থল হিসাবে স্বীকার করেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন ক'লকাতার কোন ছাপাখানায় বইটি মুদ্রিত হ'য়েছিল।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হেনরি পিট্স ফর্ষ্টার প্রণীত **'A vocabulary in two parts, English and Bengali and vice versa'** পুস্তকের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তকটি ক'লকাতার ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত হয়।

দেখা যাচ্ছে অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ পাদে এদেশের ছাপাখানায় বাঙলা অক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়। কাজেই অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ পাদকে এদেশে বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগ হিসাবে অভিহিত করা যায়। অতঃপর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি পাদরী সাহেবেরা দিনেমার জাতির অধিকৃত শ্রীরামপুর শহরে খ্রীষ্টান মিশনের পত্তন করেন

এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ক'লকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই উভয় প্রতিষ্ঠানের দৌলতে বাঙলা ভাষা এবং বাঙলায় মুদ্রিত গ্রন্থের দ্রুত প্রসার ও প্রগতি আরম্ভ হয়। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে বাঙলায় মুদ্রিত গ্রন্থের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয় ব'লে উল্লেখ করা যেতে পারে। আদি বা প্রথম যুগে প্রধানতঃ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক কারণের তাগিদে ছাপা বাঙলা অক্ষরের এবং মুদ্রিত বাঙলা বই এর প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং সেই প্রয়োজন মিটাবার জন্যে মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ ও আয়োজন হ'য়েছিল। তৎপরে দ্বিতীয় যুগে উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও বাঙলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারের সহায়তার জন্যে এবং বাঙলা সাহিত্যের সৃজন ও প্রসারের তাগিদে বাঙলা গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ অগ্রগতির পথে চ'লতে থাকে। ফলে এ যুগে সংস্কৃতির অগ্রগতির সাথে গ্রন্থ মুদ্রণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হ'য়ে পড়ে।

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করা হ'য়েছে :—

১। পাদ্রি মানো এল-দা আসসুম্পা সাম রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ
—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ও অনূদিত।

২। The Printing Press in India, its beginnings and early development, 1958—A. K. Priolkar.

৩। Early Printing in India, a compilation
—The National Library, Calcutta.

৪। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস।

৫। Bengal Past and Present Vol IX Part I, July-Sept, 1914.

৬। Linguistic Survey of India Vol V, Part I, Vol IX Part I,
—G. A. Grivson.

৭। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ—সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশক টীকা সহ।

৮। ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ—সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত।

৯। History of Bengali Literature 1919—S. K De.

১০। A Grammar of Bengal Language—National Brassey Halhed.

১১। The Life and Time of Carey, Marshman and Ward
—J. C. Marshman.

১২। বাংলা ছাপার হরফের জন্ম কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪৪।

১৩। History of Bengali Language and Literature
—Dinesh Chandra Sen.

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (৭)

রতনকুমার দাস

৪৫৪ বিভূতি গুপ্ত—কামিনী রায়
৪৫৫ বিদিশার—নবকুমার ভট্টাচার্য
৪৫৬ বিমুখ—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৪৫৭ বিরূপাক্ষ—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
৪৫৮ বিশ্বকর্মা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
৪৫৯ বিশ্বপ্রিয়—বিশ্বনাথ সাঁতরা
৪৬০ বিষ্ণু শর্মা—আনন্দচন্দ্র মিত্র
৪৬১ বিষ্ণু শর্মা—প্রমথনাথ বিশী
৪৬২ বিষ্ণু শর্মা—বিত্ত মুখোপাধ্যায়
৪৬৩ বিষ্ণু শর্মা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
৪৬৪ বিষ্ণু শর্মা জুনিয়ার
—পথিকচন্দ্র কবিরত্ন
৪৬৫ বীরবল—প্রমথ চৌধুরী
৪৬৬ বীরভদ্র—সুধীর চট্টোপাধ্যায়
৪৬৭ বীরভদ্র—সুনিতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৬৮ বুক্‌ভুতুম—নির্মল চৌধুরী
৪৬৯ বৃদ্ধ—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪৭০ বৃষকেতু—সুভাষকুমার মণ্ডল
৪৭১ বেতালভট্ট—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
৪৭২ বেতালভট্ট—কালিদাস রায়
৪৭৩ বেতালভট্ট—গৌরকিশোর ঘোষ
৪৭৪ বেতালভট্ট—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
৪৭৫ বেদুইন—দেবেশ রায়
৪৭৬ বৈকুণ্ঠ শর্মা—সৌরীন্দ্রমোহন
মুখোপাধ্যায়
৪৭৭ বৈবাহিক—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৪৭৮ বোধিসত্ত্ব—জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
৪৭৯ বোধিসত্ত্ব—ধনঞ্জয় দাস
৪৮০ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়—রবীন্দ্র ভট্টাচার্য
৪৮১ ব্যবসায়ী—কুমারেশ ঘোষ
৪৮২ ব্যোপদেব শর্মা
—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪৮৩ ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল—হরিশচন্দ্র মিত্র
৪৮৪ ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়
—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৮৫ ভঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৮৬ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর
—কেদারনাথ দত্ত
৪৮৭ ভগবচ্চরণ বিশারদ
—ভগবানচন্দ্র সেন
৪৮৮ ভট্টলোল্লট—অরিন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়
৪৮৯ ভট্টারক—অনিলকুমার চক্রবর্তী
৪৯০ ভবঘুরে—সমীন্দ্রকুমার হোড়
৪৯১ ভার্গব চৌধুরী
—কমল মল্লিক চৌধুরী
৪৯২ ভাদু ভাই—রামকৃষ্ণ ভাদুড়ী
৪৯৩ ভানু সিংহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৯৪ ভাবকুমার প্রধান—সজনীকান্ত দাস
৪৯৫ ভারত পুত্রম—পরেশচন্দ্র সাহা
৪৯৬ ভাড়ু দত্ত—অমৃতলাল বসু
৪৯৭ ভাস্কর—ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ
৪৯৮ ভাস্কর উপাধ্যায়
—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৯৯ ভাস্কর বসু—অরুণ বসু
৫০০ ভিনদেশী—নারায়ণ চৌধুরী
৫০১ ভীম ভাদুড়ী—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৫০২ ভীষ্মদেব খোসনবীশ
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫০৩ ভৃগু-আচার্য—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য
৫০৪ ভৃগু জাতক—দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য
৫০৫ ভ্রমর—অপূর্বকুমার সাহা
৫০৬ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০৭ ভ্রমণকারী বন্ধু—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৫০৮ ম-ব-ম—মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য
৫০৯ মুকুটাচরণ মিত্র—রামতারণ
সান্যাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ
৫১০ মর্জিনা—কুমারেশ ঘোষ
৫১১ মদনানন্দ মোদক—কৃষ্ণধন দে
৫১২ মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল
—অশোক চট্টোপাধ্যায়
৫১৩ মধুদি—ইন্দিরা দেবী
৫১৪ মনকুসুম—রাধারঞ্জন ধর
৫১৫ মঞ্জুলা মিত্র—ফাদার পি. ফাঁলো
৫১৬ মল্লিনাথ—নরেন্দ্র দেব
৫১৭ মহাস্থবির—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
৫১৮ মহুয়া—মানিকলাল সিংহ
৫১৯ মাঠব্য—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
৫২০ মাধব্য—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
৫২১ মানবেন্দ্রনাথ রায়—নরেন ভট্টাচার্য
৫২২ মানবেন্দ্র সুর—নরেন্দ্র দেব
৫২৩ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২৪ মামাবাবু—অনিলেন্দ্রনাথ মিত্র
৫২৫ মালীবুড়ো—যুধিষ্ঠির জানা
৫২৬ মাষ্টার মশায়
—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২৭ মিনাচ—কমলানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫২৮ মীরাটলাল—হরিদাস ঘোষ
৫২৯ মুকুটাচরণ মিত্র—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
৫৩০ মুকুল—অমলেন্দু ঘোষ
৫৩১ মুকুল—বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩২ মৃগলমুনি—সরিৎশেখর মজুমদার
৫৩৩ মুন্সী নামদার
—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
৫৩৪ মুসাফির—অবিনাশ সাহা
৫৩৫ মুসাফির—নরেন্দ্রনাথ রায়
৫৩৬ মুসাফির—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫৩৭ মৃত্যুজিৎ—নচিকেতা মুখোপাধ্যায়
৫৩৮ মৃত্যুঞ্জয়—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
৫৩৯ মৃত্যুঞ্জয় শর্মনা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
৫৪০ মেঘনাদ গুপ্ত—প্রসাদ দাস রায়
৫৪১ মেঘনাদ শক্র এম, এ
—দেবেন্দ্রনাথ সেন
৫৪২ মেঠুড়ে—অমিয়কুমার বসু
৫৪৩ মৈনাক—শৈলেশকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪৪ মোল্লা দো পেঁয়াজা
—আমিনুর রহমান
৫৪৫ মোহন—বিশ্বমোহন সান্যাল
৫৪৬ মোহমুদ্গর—নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী
৫৪৭ মৌমাছি—বিমল ঘোষ
৫৪৮ মৌলা দো পেঁয়াজি
—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়
৫৪৯ মৌলানা কাফি খাঁ—নির্মল সেনগুপ্ত
৫৫০ যজ্ঞেশ্বর দেবশর্মা
—রণজিৎকুমার চক্রবর্তী
৫৫১ যম দত্ত—যতীন্দ্রমোহন দত্ত
৫৫২ যাযাবর—বিনয় মুখোপাধ্যায়
৫৫৩ যুগান্তর চক্রবর্তী
—অমিতাভ চক্রবর্তী
৫৫৪ যুবনাশ্ব—মনীশ ঘটক

৫৫৫ যোগানন্দ গোস্বামী
—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৫৫৬ যোগানন্দ হংস—যোগেন্দ্রনাথ সাহা

৫৫৭ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৫৫৮ র. ঠা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫৯ র. ল. ব—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৬০ রঙ্গরাজ—বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী

৫৬১ রঞ্জন—নিরঞ্জন মজুমদার

৫৬২ রঞ্জন ভট্ট—মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

৫৬৩ রঞ্জিৎ ভাই—রঞ্জিৎ সিংহ

৫৬৪ রত্ন বণিক—মনোজিৎ বসু

৫৬৫ রত্নাকর—সরোজিৎ বাগচী

৫৬৬ রবি রায়—রবিরঞ্জন রায়চৌধুরী

৫৬৭ রবিরাহু—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৫৬৮ রবীন্দ্র কবিরাজ
—ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

৫৬৯ রবীন্দ্র গুপ্ত—ভবানীশঙ্কর সেনগুপ্ত

৫৭০ রমন গুপ্ত—রমনেন্দু গুপ্ত

৫৭১ রসরাজ বর্মা—নরেন্দ্রনাথ বসু

৫৭২ রা. কৃ—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

৫৭৩ রাজসিংহ—কার্তিকচন্দ্র আঢ্য

৫৭৪ রাজা সাজা—প্রবীর মুখোপাধ্যায়

৫৭৫ রাণা বসু—অমিয় কুমার বসু

৫৭৬ রাণী দেবী—অনুরূপা দেবী

৫৭৭ রামকান্ত সেন—আনন্দনাথ রায়

৫৭৮ রামচন্দ্র দাস—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৫৭৯ রাম দাস—রাজা রামমোহন রায়

৫৮০ রামধন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

৫৮১ রামরত্ন মুখোপাধ্যায়
—রাজা রামমোহন রায়

৫৮২ রামশর্মা—নবকৃষ্ণ ঘোষ

৫৮৩ রামশর্মা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫৮৪ রায় পিথৌরা—সৈয়দ মুজতবা আলি

৫৮৫ রাহু—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৫৮৬ রাহুল—রামেন্দ্র দেশমুখ্য

৫৮৭ রুদ্রকিশোর—শঙ্কর মিত্র

৫৮৮ রুধক মিশির—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

৫৮৯ রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায় আম
—মোহিতলাল মজুমদার

৫৯০ রূপচাঁদ পক্ষী—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

৫৯১ রূপদর্শী—গৌরকিশোর ঘোষ

৫৯২ রূপাখী রায়—অধীর দাস

৫৯৩ রৈবত—অজিতকুমার দত্ত

৫৯৪ ললিতাদিত্য
—চৌধুরী মনোয়ারা হোসেনা

৫৯৫ লামা—অমল হোম

৫৯৬ লীলাময় দে—প্রফুল্লকুমার দে

৫৯৭ লীলাময় রায়—অন্নদাশঙ্কর রায়

৫৯৮ লুনারিস—পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৯৯ লেখরাজ সামন্ত—প্রেমেন্দ্র মিত্র

৬০০ লেখরাজ সামন্ত
শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়

৬০১ লোপামুদ্রা—মুকুল মৌলিক

৬০২ শঙ্কর—মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৬০৩ শঙ্কর উপাধ্যায়
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৬০৪ শঙ্কর উপাধ্যায়
—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

৬০৫ শঙ্করনাথ রায়—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য

৬০৬ শঙ্করাচার্য—ভবানী মুখোপাধ্যায়

৬০৭ শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী
—উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ক্রমশঃ

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

বাংলা দেশের সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি গ্রামীণ গ্রন্থাগার। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগে এখনও বাংলা দেশের গ্রামগুলিতে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ন্যূনতম দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করতে সক্ষম হননি ; সেই পবিত্র দায়িত্ব এখনও পালন করে চলেছেন কিছু উদ্বুদ্ধ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত নিষ্ঠা এবং নিরলস সাধনা দিয়ে।

হুগলী-বর্দ্ধমান সীমান্তের কাছে জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার এ' বছর তার অস্তিত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ ক'রলো। পাঠাগারের এই সুবর্ণ জয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হ'লো গত ১৫ই এবং ১৬ই মে। ১৫ই মে গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও সভার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্দ্ধমান সদর মহকুমা শাসক শ্রীঅশোক চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বর্ধমানের জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং জেলা পঞ্চায়েত অধিকারিক শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়া সেই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় জলসা এবং বাউলগান।

১৬ই মে'র প্রথম অনুষ্ঠান ছিল গ্রন্থাগার ও সাহিত্য সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আদিত্যপ্রসাদ মজুমদার এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শ্রীসুধীর অধিকারী। শ্রীমতী নীলা করের কোরাসগীতি দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। গ্রন্থাগার এবং তার সমস্যাদি নিয়ে আলোচনায় স্থানীয় বহু গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দুরবস্থার চিত্র এবং অতি সীমিত সামর্থ্যে সুষ্ঠু পুস্তক নির্বাচননীতি আলোচনায় প্রাধান্যলাভ করে। সাহিত্যালোচনায় প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় বর্তমান বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে গ্রামীণ সাহিত্যিকদের স্থান এবং তাঁদের সমস্যা ; এছাড়া ছিল সাহিত্যে অতি-আধুনিকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের স্বরচিত কবিতা পাঠ। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীরায়চৌধুরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য রাখেন। সভাপতি শ্রীমজুমদার তাঁর ভাষণে সভায় উপস্থাপিত বক্তব্যগুলির আলোচনা করেন এবং তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন পাঠাগার সভাপতি জামালপুরের উন্নয়ন অধিকারিক শ্রীপ্রদীপকুমার রায় এবং পাঠাগারের বর্ষীয়ান সম্পাদক শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এরপর প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়।

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে রক্ষিত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, প্রথম

আমলের বাংলা মুদ্রণ এবং শ্রীযুক্ত শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা এবং বর্ধমান সম্পর্কিত সাধারণ কিন্তু চিত্তাকর্ষক সংবাদের মূল্যবান সংকলন সকলের অবাক এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া প্রদর্শনীতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রন্থাগার এবং সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যের সুষ্ঠু পরিবেশনও প্রশংসা অর্জন করে।

সমগ্র উৎসব যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সযত্ন তত্ত্বাবধানের চিহ্ন বহন করেছিলো তাঁরা হলেন জামালপুরের উন্নয়ন অধিকারিক শ্রীপ্রদীপকুমার রায় এবং চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহরায়।

১৩২৬ সালে মাত্র ২৫ খানা বই নিয়ে যে পাঠাগারের জীবনযাত্রা সুরু হয়েছিল, আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তার পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১১ হাজারেরও বেশী। এ ছাড়া আছে মিউজিয়ম বিভাগে গবেষকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় আকর্ষণীয় সংগ্রহ। যাঁর অক্লান্ত সাধনায় এই সুদূর পল্লীতে এই জ্ঞান-মন্দির বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের দর্শনীয় হয়ে উঠেছে তিনি হলেন এই গ্রন্থাগারের সম্পাদক শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়। আজ এই পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তীতে তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৩০৬ সালের ২৪শে ফাল্গুন শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি গ্রামে একটি পাঠাগার স্থাপনে উৎসাহী হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাখনলাল দের (যাঁর স্মৃতি অক্ষয় রাখার জন্য পাঠাগারের নামকরণ হয়) নিকট পাঠাগার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজহাতে গেঁথে তোলা ঘরে ১৩২৬ সালে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন তার নাম ছিল Student Club & Library. ১৩২৮ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। ইতিমধ্যে শিবসাধন বাবু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বি. এস. সি. পড়া অসমাপ্ত রেখে ১৯২৫ সালে হুগলী কালেক্টরীতে চাকুরীতে যোগদান করেন। পরে শারীরিক কারণে একাজে ইস্তাফা দিয়ে ১৯২৮ সালে অমরপুর কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং ১৯৬৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তাঁদের এই গ্রামের পাঠাগারটিকে আদর্শ পাঠাগারে পরিণত করা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি যেখানে যা কিছু দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় জিনিষ দেখতেন সংগ্রহ করতেন। তাঁর সংগৃহীত সেইসব বস্তুই গ্রন্থাগারের মিউজিয়ামটিকে দুষ্প্রাপ্য বস্তু সম্ভারে পূর্ণ করেছে। বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে অর্থ, গৃহ নির্মাণের জিনিষপত্র, পুস্তকাদি ভিক্ষা করে সযত্নে তাঁর প্রতিদিনের শ্রমে যে গ্রন্থভাণ্ডার তিনি গড়ে তুলেছেন আজ তাঁর সাতাত্তোর বছর বয়সেও পাঠাগারের মঙ্গলের চিন্তা একদিনের জন্যও ত্যাগ করেননি। পত্র-পত্রিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-অংশ আজও তিনি পাঠাগারের সংগ্রহশালায় দিয়ে যাচ্ছেন, যা পরবর্তীকালে এই গ্রামের সাংস্কৃতিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হয়ে থাকবে। ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য করেন। ১৯৪৪ সালে বর্ধমান রাজ কলেজে এবং ১৯৫০ সালে

এশিয়াটিক সোসাইটি হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রদর্শনীতে তিনি পাঠাগারের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ নিজ দায়িত্বে প্রদর্শিত করে প্রদর্শনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেন। পাঠাগারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিভিন্নভাবে গ্রন্থাগারের প্রচার করেছেন। তাঁর চেষ্টায় ও উৎসাহে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠাগার যোগদান করে। তাঁর আমন্ত্রণে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ পাঠাগারে আগমন করেন, পাঠাগারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার হয়, সম্প্রতি আকাশবাণী মারফৎও প্রচারিত হয়েছে। আজকে এই পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তীতে পাঠাগারের স্রষ্টার দীর্ঘজীবন ও পাঠাগারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

[গ্রন্থনা ও পরিবেশনা : সহ-সম্পাদিকা ও
শ্রীঅজয় ঘোষ

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের এক ডাইরেক্টরী প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণী পরিষদে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যাঁরা এখনো এই সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাননি তাঁরা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ডাইরেক্টরীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা কাম্য।

পরিষদ ভবন
১৫মে, ১৯৭১

ডাইরেক্টরী উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পুস্তক পর্যালোচনা

Bengali literature in English : a Bibliography, by Jagmohan Mukherjee.
Calcutta, M. C. Sarkar & Sons, 1970. Rs. 8·00 P.

গত কয়েক বছরে এ-দেশে বেশ কয়েকটি ভালো রেফারেন্স বই বেরিয়েছে। প্রচেষ্টাগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে-গুলি ব্যক্তিনির্ভর, একক অথবা বহু।

জগমোহন মুখার্জীর আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীটি এ রকম একটি প্রচেষ্টা। এ-গ্রন্থপঞ্জীটিতে ১৯৬৭'র জুন মাস পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় অনূদিত বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস ও কিছু জীবনী ও প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একক প্রচেষ্টায় সীমিত থাকার অনিবার্য কারণে সাময়িক পত্রে বা বিক্ষিপ্ত সংকলনগুলিতে প্রকাশিত অনুবাদগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে ৬৭'র জুলাই থেকে ৬৯'র ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত অনুবাদগুলির একটি সংযোজনও দেওয়া হয়েছে। রেফারেন্সের কাজের দিক থেকে এ-গ্রন্থপঞ্জীটি যথেষ্ট উপকার করবে। কারণ প্রচলিত বানান অনুসারে বর্ণানুক্রমে সাজানো মূল লেখকের নামের নীচে অনূদিত শিরোনাম, মূল শিরোনাম, অনুবাদকের নাম, প্রকাশ স্থান, প্রকাশক প্রকাশকাল ইত্যাদি তথ্যগুলি সরবরাহ করা হয়েছে। এ-ছাড়া টীকাতে মূল গ্রন্থের প্রকাশকাল। সংকলনগুলির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির মূল শিরোনাম ও অনূদিত শিরোনাম এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হয়েছে।

বিচ্যুতি যে ঘটেনি তা নয়। যেমন লাল বিহারী দে'র Folktales of Bengal ও Bengal Folk Stories. এ-দুটির ভূমিকা বাংলা লোক কাহিনী অনুবাদের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। এবং বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের গ্রন্থপঞ্জীতে যে-কারণে "মৈমনসিংহ গীতিকা"'র অনুবাদ স্থান পায় ঠিক সে-কারণেই এ-দুটি বাদ যাওয়া উচিত নয়।

সেই একঘেয়ে কথাটি বলে শেষ করি। এ-রকম কোষগ্রন্থ যতো বেরোয় ততো ভালো।

—অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

পরিষদ কথা

মহাবিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রস্তাবিত বেতনক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সাক্ষাৎকার

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজ সমূহের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে U. G. C. Pay Scale চালু করা সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবীদাওয়া সম্বলিত এক স্মারকপত্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসচিব সমীপে পেশ করা হয় (উক্ত স্মারকপত্রের একটি অনুলিপি এই সঙ্গে দেওয়া হোল)। এছাড়া ঐ স্মারকপত্রে উল্লেখিত নিম্নলিখিত দাবীদাওয়া সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদলও গত ২১শে মে ১৯৭১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপশিক্ষা সচিব শ্রীপি, সি, মুখার্জীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়:

১। ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা ছাড়াই কলেজ কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সংশোধিত বেতনক্রমের সুযোগ দান,

২। গ্রন্থাগারের সকল স্তরের বৃত্তি কুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রে U. G. C. প্রকল্প চালু করা;

৩। ১-৪-৬৬ তারিখের পর নিয়োগপ্রাপ্ত সকল স্তরের বৃত্তি কুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্প চালু করা;

৪। কলেজের সকল বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রেই ৩০০—৮০০ বেতনক্রম চালু করা;

৫। রাজ্য সরকার সমস্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ কলেজের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মীদের নাম সুপারিশ করার জন্য অবিলম্বে নির্দেশ দিন।

উক্ত সাক্ষাৎকারে মাননীয় উপশিক্ষাসচিব বলেন যে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এছাড়া অন্যান্য দাবীগুলি সম্পর্কে তিনি সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার আশ্বাস দেন। আলোচনাসূত্রে আরও জানা যায় যে যেসমস্ত কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদ নেই কিন্তু সহ গ্রন্থাগারিক বা অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মী নিযুক্ত আছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও যাতে U. G. C. বেতনক্রম চালু করা হয় সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Memorandum on the implementation of U.G.C. Pay Scales for Library workers in Colleges.

(Submitted by the Bengal Library Association)

1. The U.G.C. recommended certain pay scales for College & University staff during the Second and Third Plan periods. These pay scales were equivalent to the teachers of Colleges and Universities. For

lack of initiative on the part of College and University authorities and the State Government, these scales were not implemented during the Second and Third Plan periods. Those scales were further revised with effect from 1-4-1966 by the Ministry of Education, Government of India (vide Circular No. F. 29-20/66-U. 1. dt. 6th September, 1968). The Education Department, Government of West Bengal in its circular No. 171 (6) Edn (U) dt. 25th April, 1969 asked the authorities of the State Universities to forward names of the University librarians and other professional staff. The Education Directorate of the Govenment of West Bengal in its circular No. $\frac{\text{1077 (167) UGC}}{\text{4C-2 UGC/69}}$ dated 7th December, 1970 requested similarly the Secretaries of Governing Bodies of different Colleges (Private and Sponsored) to forward the names of their Librarians with recommendations for the improved Pay Scales. We are concerned here about the implementation of the above mentioned circular regarding library staff of college libraries,

2. In the Government of India, Ministry of Education's circular No. F. 29-20/66-U. 1 dt. 6.9.1968 referred to above, following minimum qualifications and pay scales were prescribed for college librarians :

> Minimum Qualifications : M.A./M. Sc./M. Com. plus one year Dip. Lib. Sc./B. Lib. Sc. In case of existing staff B.A./B. Sc./B. Com. plus one year Dip. Lib. Sc./B. Lib.Sc. with ordinarily at least five years experience as Librarian.

Pay-Scale recommended Professional (Jr.) Rs. 300-25-600.

3. But in the State Government's circular No. $\frac{\text{1077 (167) UGC}}{\text{4C-2 UGC/69}}$ dt. 7.12.1970 in respect of the implementation of the U.G.C. Pay Scales for College Librarians, circular No. F. 1-38/69-U. 1 dt. 21.8.70 of the G/I, Ministry of Education was quoted. The contents of this circular are as follows :

"In ammendment of the seheme contained in Appendix I to this Ministry's letter dated 6th September, 1968, it has been decided that Central Assistance would be admissible for grant of the prescribed scale 1966-71, to the following categories of Librarians in the Colleges and Universities, who were in position as on April 1, 1966 (including those appointed subsequently against posts which remained vacant for NOT MORE THAN SIX MONTHS as on that date) **without either insisting on the prescribed educational qualifications or screening them through the expert Committees**". (Underlined by us)

4. The Education Directorate of the State Government has given

the **benefit of this scheme to those librarians who had five years of experience as on 1-4-1966**, whereas in the **ammended scheme** **communicated vide G/I,** Ministry of Education & Youth Services Circular No. F. 1-38/69-U. 1 dt. 21.8.1970 referred to in the para preceding, it has been stated that the benefit of this scheme should be given to all "Librarians who were in position as on April 1, 1966 (including those appointed subsequently against posts which remained vacant for NOT MORE THAN SIX MONTHS as on that date), **without either insisting on the prescribed educational qualifications, or screening them through the expert committee**". It is thus clear that the question of '5 years experience' as is being raised by the State Government is quite irrelevant in relation to the latest circular. We do not understand why this question of "5 years experience" has been raised afresh. Therefore we place our following demands for the immediate consideration of the State Government.

(i) **Library staff, recommended by the College authorities should be given the benefit of this scheme irrespective of the fact whether they have "5 years experience" or not.**

(ii) It has been stated in the U.G.C. circular that only those college librarians who were in position as on April 1, 1966 (including those appointed subsequently against posts which remained vacant for NOT MORE THAN SIX MONTHS on that date) will get the benefit of this scheme. As a result, large number of College Librarians who have joined after 1-4-1966 (or after 1-10-1966) will be deprived of the benefit of this scheme. Many new colleges have been established subsequently during last 3/4 years. If the scope of the scheme is not extended to those who were appointed after 1-4-1966, staff of all these institutions will be deprived of it. So, we, **demand that the scope of this scheme should also be extended to those appointed subsequently after 1-4-1966 or 1-10-1966 as it has been dodc in the case of teachers, who were appointed after 1-4-1966.**

(iii) At present, scope of the scheme has been extended only to those holding the designation as Librarians. As a result, large number of professional staff holding the position of Deputy Librarian, Assistant Librarian and other professional persons are being deprived of the benefit of this scheme. We as professional people, firmly believe that all staff, professionally qualified and performing professional duties. come within the category of Librarians. This is also the practice in all progressive countries. Can we think of a big college library, teaching Hons. subjects, managed by only one professional staff? Let us

cite a case. Muralidhar Girls' College is a big college having seven Hons. subjects. The college has a fairly good library. Realising the importance of organising good library service, the college has created the post of Deputy Librarian. The present incumbent fulfils all required conditions as stated in the U.G.C. circular and the case was forwarded to the D.P.I. by the college authority with there recommendations. The State Government has refused to extend the benefit on the plea that it is only open to college librarians. Such is the case in many other colleges. So, **we demand, that the scope of this scheme should be extended to all professionally qualified library staff who are performing professional duties.**

(iv) The U.G.C. circular has equated the pay scale of College Librarian to that of College Teacher. The State Government has introduced an integrated pay scale for college teachers which is Rs. 300-800. **In conformity with the spirit of U.G.C. circular, we demand that this integrated pay scales should be introduced in case of library staff also.**

(v) It has been reported to us that inspite of the U.G.C. Circular some local authorities are hesitants to forward the names of college library staff for reasons best known to them. These staff fulfil the required conditions. The local authorities have nothing to say agianst them uptil now. We presume that only for their indifferent attitudes, their names are not being forwarded to the D.P.I. **We demand that there should be regular pressures by the State Government on college authorities to forward the names of college library staff with recommendation for the extension of the U.G.C. benefit.**

Summarising, we again state our demands regarding implementation of U.G.C. Pay Scale for college library staff as follows :—

(1) All library staff recommended by the College authority be given the U.G.C. pay scales without raising the question of 5 years experience keeping the Government of India's latest circular in view.

(2) The U.G.C. scheme be extended to all professional staff appointed after 1-4-1966.

(3) The scope of this scheme be extended to all professionally qualified staff of colleges.

(4) The integrated pay scale of Rs. 300-800 also be given to all professionally qualified library staff.

(5) The State Government should exercise its influence over local authorities directing so that names are forwarded as early as possible.

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ১৫ই মে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও পরে শ্রীফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে গত ১লা এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। অতঃপর সংগঠন ও সংযোগ সমিতির সচিব শ্রীসত্যব্রত সেন উক্ত সমিতির সভায় গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। (১) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নতির জন্য জেলাশাখার মাধ্যমে জেলাস্তরে সম্মেলন ও সভা আহ্বান করা প্রয়োজন, (২) জেলা শাখায় গৃহীত সদস্যদের চাঁদার সম্পূর্ণ অংশই পরিষদে প্রেরণ করতে হবে, পরিষদ থেকে শাখা কমিটি সমূহকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হবে, এবং (৩) মহকুমা ভিত্তিক সম্মেলনেরও আয়োজন করতে হবে। উক্ত সুপারিশ সমূহ কার্যনির্বাহক সমিতি অনুমোদন করেন।

অর্থ ও হিসাব সমিতির সচিবের বিবরণ অনুযায়ী স্থির হয় যে বাৎসরিক হিসাব সম্পূর্ণ হলেই তা হিসাব পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা হবে। গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন সমিতির সচিব শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমিতিতে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিও সভায় অনুমোদিত হয়। (১) গ্রন্থাগার পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধি করে ৬ টাকার স্থলে ১০ টাকা করা হবে। (২) ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যের চাঁদা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি গঠনতন্ত্র উপসমিতির নিকট প্রেরণ করা হবে। এ ছাড়াও বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি, গ্রন্থাগার ভবন সমিতি, ডাইরেক্টরী উপসমিতি ও গঠনতন্ত্র উপসমিতি সমূহের কার্যাবলী ও বিবরণী সভায় পেশ করা হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভা সম্পর্কে স্থির হয় যে হিসাব সম্পূর্ণ হলেই এ সম্পর্কে কর্মসচিব বার্ষিক বিবরণী তৈরী করবেন এবং পরবর্তী কোন সভায় তা অনুমোদনের জন্য আলোচিত হবে। জেলাশাখা কমিটির কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে অনুমোদিত নিয়মাবলী জেলাশাখা কমিটি সমূহকে প্রেরণ করা হবে। গঠনতন্ত্র উপসমিতির সুপারিশাবলীর সর্বশেষ সংস্করণ নথীভুক্ত করা হয়। সভায় ৭৮ জন নতুন সদস্যের আবেদনপত্র অনুমোদন করা হয়। গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক প্রত্যেক সমিতির সচিবকে তাঁর সমিতির কার্যবিবরণী 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশার্থ যথাসময়ে প্রেরণ করতে অনুরোধ জানান।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২৯শে মে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ১৫ই মে তারিখের বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে আগামী জুলাই-আগষ্ট মাসে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গ্রন্থাগার কর্মীগণের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্পর্কে রাজ্য বিধানসভায় এক গণডেপুটেশন-এর ব্যবস্থা হবে এবং এই সম্পর্কে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

করা হবে। এই সম্পর্কে লিখিত স্মারকলিপি ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহের পত্রও অনুমোদিত হয়।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত তিনকড়ি দত্ত স্মারক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুমোদিত হয়। (১) প্রতি বৎসরই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। (২) সম্পাদকীয়, অনুবাদ, পুস্তক পর্যালোচনা, বিয়োগপঞ্জী, সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার সংবাদ, পরিষদ কথা, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকের নিকট পত্র, পরিভাষা কোষ, বিশেষ আলোচ্য প্রবন্ধ (ফিচার) প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধসমূহ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। (৩) ধারাবাহিক প্রবন্ধ যে বৎসর শেষ হবে সেই বৎসর বিবেচিত হবে (৪) 'গ্রন্থাগারে'র চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের একমাসের মধ্যে যাঁরা তাঁদের প্রবন্ধ বিবেচনা করতে ইচ্ছুক নন বলে জানাবেন তাদের প্রবন্ধ বিবেচনা করা হবে না। (৫) বিচারকগণের প্রবন্ধ (যে বৎসর বিচারক থাকবেন) ও যাঁরা একবার পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের প্রবন্ধ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না।

পরিষদের গত ১৯৭০ সালের হিসাব অনুমোদিত হয়। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে M. Lib. Sc. পাঠক্রম প্রবর্তিত হতে চলেছে সেই সম্পর্কে সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও Academic Council এর প্রত্যেক সদস্যের নিকট পরিষদের বক্তব্য পেশ করা হবে।

গ্রন্থাগার কর্মী নিগৃহীত

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ইউনিট সম্পাদক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী জানাচ্ছেন যে গত ২৯শে আগষ্ট ১৯৭০ তারিখে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ৪ জন কর্মী, শ্রীতপনচন্দ্র দে, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীশেখনাথ সিং ও মহঃ করিমকে ২৬, ২৭ ও ২৮শে আগষ্টের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণের জন্য গ্রন্থাগার থেকে জনৈক সহকারী গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। উক্ত কর্মিদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার সময় গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীগণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানান। তাঁরা সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরীকে উক্ত কর্মীগণকে P. R. Bond-এ ছাড়িয়ে আনতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী উক্ত কর্মচারীদের P. R. Bond-এ ছাড়িয়ে আনার বদলে থানা থেকে C R.P. ডেকে আনেন এবং Police-এর সাহায্যে বাড়ী পালিয়ে যান। পরবর্তী কালে শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী D.P.I. এর কাছে তদ্বির করে উক্ত চারজনকে Suspend করেন। উক্ত চারজনকে আজও কাজে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরী।

৫নং ডেহি এন্টালি রোড।

অদ্বৈত আশ্রম (রামকৃষ্ণ মিশন) পরিচালিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে।

বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা—৮৬১৪, বাঁধানো পত্রিকা—৫৩৯, সাময়িক পত্রিকা—৮৮ ও সদস্য সংখ্যা—৫২০।

গত বছরে (এপ্রিল ১৯৭০—মার্চ ১৯৭১) পাঠকদের মোট ১৪,৯৬৫ খানি বই দেওয়া হয়। এর মধ্যে পাঠকক্ষে ২,৮৭৯ খানি ও বাড়িতে ১২,০৮৬ খানি বই দেওয়া হয়। পাঠকদের দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ৪১ জন। গ্রন্থাগারে একটি শিশুবিভাগ আছে।

বর্ধমান

কৈথন মিলন পাঠাগার

পোঃ কৈথন।

গত ১৮ এপ্রিল পাঠাগারের সাধারণ সভায় কাটোয়া ব্লকের সমাজশিক্ষাধিকারিক মহাশয়কে সভাপতি, শ্রীসৈয়দ নূরুল হোসেনকে সহ সভাপতি, শ্রীদেবপ্রসাদ নন্দীকে সম্পাদক এবং আরও ১০ জনকে নিয়ে ১৯৭১-৭২ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি পাঠাগারের জন্য এক সংবিধান রচনা করেন এবং তা সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার

পোঃ বহড়ান।

গত ১৫ই মে, ১৯৭১, রবীন্দ্র-জন্মদিবস পালন উপলক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আলোচনা ও অরুণ দে লিখিত 'ওরা জাগছে' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকে অংশ গ্রহণকারীরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠাগারের যুগ্মসম্পাদক।

বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার।

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর।

গত ২৮শে বৈশাখ ১৩৭৮, পল্লীমঙ্গল সমিতি সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণে অধ্যক্ষ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী ও ডঃ রামদুলাল বসু—উভয়ে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ' মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়।

শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ সাধারণ পাঠাগার

পোঃ কেশবপুর।

গত ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৮, গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমহাদেব ঘোষ। সভায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় আসক্তির কথা আলোচনা করেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন

পোঃ সিউড়ী।

গত ২৫শে বৈশাখ সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্র পাঠাগার—রবীন্দ্র স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক ডক্টর হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী।

বেড়গ্রাম পল্লী সেবানিকেতন গৌরীবালা স্মৃতি গ্রাম্য পাঠাগার

পোঃ বেড়গ্রাম।

গত ২২শে বৈশাখ বেড়গ্রাম পল্লী—সেবানিকেতন গৌরীবালা স্মৃতি গ্রাম্য গ্রন্থাগার ও পল্লী সেবানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের যুগ্ম পরিচালনায় বাংলাদেশ সংহতি দিবস এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীতরুণ রায় বাংলা দেশের বর্তমান বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ছাত্রগণও এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন।

মেদিনীপুর

রবীন্দ্র পাঠাগার

পোঃ মহিষাদল।

রবীন্দ্র পাঠাগারে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিশু সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীমনোজ দত্ত ও অধ্যাপক পীযূষ চক্রবর্তী। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডল উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার

পোঃ পাঁতিহাল।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে সবুজ গ্রন্থাগারের রজতজয়ন্তী বর্ষ

উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টায় এক সভা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত আদিনাথ মান্না মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল মহাশয়। জনগণের প্রতি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস আলোচনা হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রামীণ জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ জানান।

উক্ত সভায় আবৃত্তি, গান এবং ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত 'স্নেহের জয়' নাটক মঞ্চস্থ হয়। গ্রন্থাগারের গ্রাহকবৃন্দ উক্ত নাটকে অংশ গ্রহণ করে উপস্থিত জনসাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করেন। নাটকটির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহ মুরারি মাইতি মহাশয়। সভার শেষে গ্রন্থাগারিক সমবেত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ গ্রন্থাগার ভবনে শিবরাত্রি উপলক্ষে সারারাত্রিব্যাপী গান, আবৃত্তি, মূকাভিনয়, হাস্যকৌতুক, ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত 'আগাছা' এবং রাজদূত রচিত 'পিস্তল' নাটক দু'খানি গ্রন্থাগারের গ্রাহকবৃন্দের অংশগ্রহণে মঞ্চস্থ হয়। সভার শেষে গ্রন্থাগারিক সমবেত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান।

সঙ্কলয়িত্রী : শ্রীমতী উষা গুহঠাকুরতা

বার্তা-বিচিত্রা

ওয়ারশ আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী

UNESCO-র উদ্যোগে নিকোলাস কপার্নিকাসের ৫০০তম জন্মবার্ষিকী এবং আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর উপলক্ষে ১৬ই মে থেকে ২৩শে মে পর্যন্ত—ষোড়শ আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে (১৯৭২) ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ায় ২০টি দেশের ২৭০টিরও বেশী সংস্থা এ পর্যন্ত অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছে। ৬০ হাজারেরও বেশী গ্রন্থপঞ্জী এই প্রদর্শনীতে থাকবে। বিজ্ঞান এবং কারিগরী বই এই প্রদর্শনীতে অগ্রাধিকার পাবে। ভারত এবং জাপানের প্রকাশকবর্গ এই বছরেই প্রথম এই আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করবে।

'জয় বাংলা' সাহিত্য পুরস্কার

বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রদত্ত 'জয় বাংলা' সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে। এই বৎসরই এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া হয়। এবং এরপর প্রতি বছরেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

লিনডন বি জনসন গ্রন্থাগার

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে অষ্টিনে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লিনডন বি জনসনের নামে ১০০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে শ্বেত পাথরের এক গ্রন্থাগার নির্মিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে জনসনের রাষ্ট্রপতিপদে থাকাকালীন বিভিন্ন নথীপত্রের সমাবেশ হয়েছে। সর্বমোট ৩১০ লক্ষ কাগজপত্র এখানে স্থান পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির সব কয়টি টেলিফোন বার্তার হিসাব, দৈনন্দিন কার্যসূচী, আহার ও বিশ্রামের নিয়মাবলী, সরকারী কর্মচারীদের প্রতি রাষ্ট্রপতির নির্দেশাবলী ও ১০ লক্ষাধিক ফুট দৈর্ঘের মাইক্রোফিল্ম করা সরকারী কাজকর্মের হিসাব রয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট এই বাড়ীতে ১০ লক্ষেরও অধিক সরকারী ফটোগ্রাফ এবং ৬০০ টেপ করা সাক্ষাৎকার এখানে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও ৩০ লক্ষের অধিক নথীপত্র আজও 'অত্যন্ত গোপনীয়' চিহ্ন দিয়ে আলাদা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হ্যারী মিডলটন। গ্রন্থাগার ভবনটি নির্মাণকার্যে তত্ত্বাবধান করেছেন লেডী বার্ড জনসন। গত ২১শে মে ২৪০০জন অভ্যাগত অতিথির সমাবেশে গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন হওয়ার কথা।

লোটাস পুরস্কার

মস্কো থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'লিতারে তুরনায়া গেজেট' এশিয়ার লেখকদের জন্য প্রতি বছর 'লোটাস পুরস্কার' দিয়ে থাকেন। এ বছর এই পুরস্কার পেয়েছেন দিল্লীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক বচ্চন বা হরিবন্‌স্ রায়।

ল্যাটভিয়ায় রবীন্দ্র-চর্চা

সোভিয়েতে রচনাবলীর প্রকাশ সংখ্যার দিক থেকে রুশ ফেডারেশনের পরই ল্যাটাভিয়ার স্থান। ১৯১৩ সাল থেকে এখানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অনূদিত হচ্ছে। ৯ খণ্ডে এখানে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে প্রকাশিত গবেষণাপত্র ও গ্রন্থাদির সংখ্যাও অনেক। এবার রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে ল্যাটাভিয়ার তরুণ ভাষাবিদ ভিকতর ইভবুলিস ওখানকার সাহিত্য-পত্রিকায় সরাসরি বাংলা থেকে অনূদিত রবীন্দ্র-কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেছেন।

গ্রীসে প্রথম গ্রন্থাগার পরিষদ

১৯৬৯ সালে এথেন্সে গ্রীসের গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। ঐ বছর নভেম্বর মাসে পরিষদে প্রথম কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হয়। এই পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে George M. Cacouris এবং M. Kyriacos—Delopoulus.

জ্যামাইকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

জ্যামাইকার বিখ্যাত দৈনিক Daily Gleaner জ্যামাইকার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে অতিরিক্ত ১৬ পৃষ্ঠার এক সংস্করণ প্রকাশ করেছে। এই থেকে এদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ২৬০টি অঞ্চলের অধিবাসীদের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়ার জন্য এখানে শহরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শাখা গ্রন্থাগার, গ্রন্থবিনিময়-কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এমন কি দূর-দূরান্তের বাসিন্দাদের জন্য মাশুলবিহীন ডাকযোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত। এই গ্রন্থাগারগুলির সামগ্রিক পুস্তকসংখ্যা ৪৮১,০০০ এবং সভ্য সংখ্যা ২৯৬,০০০। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬ ভাগের এক ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে। ১৯৬৮-৬৯ সালে এখানে ১,৭০০,০০০ গ্রন্থ বিনিময় হয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রথম স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে সুরু হয়েছিল। এখনও ১৪১টি গ্রন্থ বিনিময় কেন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি স্বায়ত্তশীল বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। এই বোর্ড বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও পরিকল্পনা রচনা করে। সরকারের আর্থিক সাহায্যেই এই বোর্ড গ্রন্থাগার পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করে। এই কারণে সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তির জন্য এদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনাগুলি সরকারের অনুমোদনের জন্য এই বোর্ড প্রতি বছর সরকারের নিকট পাঠায়।

সংকলয়িত্রী : শ্রীমতী ঊষা গুহঠাকুরতা

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নতির আন্দোলন সফল করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান

আমাদের দাবী—

১। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

২। শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়।

৩। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৪। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের শতকরা ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়

৫। বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দান।

৬। কলিকাতার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৭। মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন করে গ্রন্থাগার ভবনের উপর হতে পৌর করের অবসান।

৮। গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দান।

কর্মসূচী :—

১। জেলায় জেলায় সর্বস্তরে গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা।

২। জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং দাবীগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা।

৩। জেলায় জেলায় দাবীগুলির সমর্থনে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ।

৪। জুন-জুলাই মাসে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কনভেনশন।

৫। জুলাই-আগষ্ট মাসে বাজেট অধিবেশন কালে বিধানসভার নিকট গণডেপুটেশন।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ ভবন
১০ই জুন, ১৯৭১

GRANTHAGAR

VOLUME 21 NUMBER 2 : MAY-JUNE, 1971 (JAYSTHYA, 1378 BS.)

Pay & Status of the Librarians : Editorial

Librarians of to-day are to play a pivotial role to keep pace with the modern development of science and knowledge. But the Librarians have not yet been recognised in the society as the personalities of other professions. Same is the case of Libraries too. A laboratory in the school or college is given more emphasis than the library of the institution. The Librarian of the institution is also not getting the pay and status at per with that of the teacher of the institution. As regards the status, the librarian, who has sometimes got the qualification more than that of a teacher, is not considered to be a member of the Academic Council of the institution.

The pay and status of the Librarians in different departments of the Government vary like anything. The Librarians of the public libraries are not treated according to their desired status. These are only because that the libraries have not yet proved themselves as the indispensable organisations of the society. [P. 31] B. C.

Library Movement in Bengal by Gurudas Bandyopadhyay

This instalment of commentary of events pertaining to library movement in Bengal covers important conferences and conventions during the period 1954-55.

Annual General Meeting of Bengal Library Association held at University Institute on 24th April, 1954, elected Sri Provat Kr. Mukhopadhyaya and Sri Promode Ch. Bandyopadhyaya as the President and Secretary of the Association respectively.

In observance of the Library Day, on 19th August, 1954 a public Meeting was held at University Institute with Sri Vivekananda Mukhopadhyaya. editor of the Jugantar, on the chair and the meeting was inaugurated by Sri Pannanlal Bose, the Minister for Education of the State Govt. Vice-president of the Association Sri Pramil Ch. Bose tabled a resolution requesting the state govt. to form an advisory body to plan for a library service for the state in collaboraation with the Central Govt. and eminent Librarians and Educationists. Sri Nirmal Ch. Bhattacharjee, a Member of the Legislative Council of the state, highlighted the role of public libraries in eradicating illiteracy and read out in the meeting the draft of the bill for Library Legislation for the state which was to be placed by him before the Legislative Council.

Bengal Library Conference held on 8th April, 1955, convened by Kidderpore Hemchandra Pathagar, got Sri Provat Kr. Mukhopadhyaya, ex-librarian of Biswavarati, on the chair and Honourable Chief Minister of West Bengal, Dr. B. C. Roy as inaugurator. An exhibition, displaying a good number of manuscripts, was inaugurated by Sri Hemendra Prosad Ghosh, editor of the Basumati. Dr. Roy in his speech expressed the state govt.'s desire to render financial help to the public libraries and emphasised on the need for the formation of a central body to coordinate the activities of the public libraries. Papers presented for discussion in the conference were ;

(i) 'Role of library in social education', by Sri M. N. Roy and Sri S. K. Mukhopadhyaya.

(ii) 'Statistics in Library Movement', by Dr. Aditya Ohededar.

(iii) 'Place of library in school and college education', by Sri M. L. Bandyopadhyaya.

(iv) 'Problems of the library workers in West Bengal', by Sri S. Bandyopadhyaya. [P. 33] K. B.

Bengali alphabets in printed books and early phase of emergence of Bengali Language by Pramil Ch. Bose

This article traces the history of advent and use of Bengali type in printed matter and throws light on the evolution of modern Bengali language,

Historically, the first use of Bengali type was made in foreign lands and in printed books in foreign languages. A French book, entitled 'Observations physiques et Mathematiques pour servir a l' histoire naturelle, et a la Chine a l' Acadmie Royale des Sciences a Paris' ; by four French scientists, published in Paris in the year 1692 under the auspices of Louis XIV, incorporated replica of Burmese and Bengali alphabets. That was the maiden appearance of Bengali alphapets in print. 'A Gramar of Bengal Language' by Nathaniel Brassy Halhead, published in the year 1778 was the first book printed in Bengal wherein Bengali type was used. Although the work was in English, it used many Bengali alphabets, words and even sentences as examples and illustrations.

The first printed books in Bengali language also made their debut in foreign land by the efforts of the Missionary Fathers in Bengal as a means to propagate Christanity but types used therein were Roman. A book, entitled 'Creper Xastrer orthabed Xi Guru Bichar', tr. into Bengali from portugese by Manoelda Assumpcam, the principal father

of the Mission at Bhowal in the district of Daoca, was printed in Roman in the year 1743 in Lisbon. This book demands the pride of position of the first printed book in Bengali language. In the same year and by the same author a Bengali-Portugese glossary, entitled, 'Vocabulary en lingua Bangalla & Portugueza', was published in Lisbon.

Unlike other parts of India the predominant factor behind the advent of printing press in Bengal was political rather than religious. Halthead's 'A Gramar of Bengal Language', alluded to above, was published so that the English speaking civilians of the Company could learn Bengali for the facility of administration ; The first printed book in Bengal, in Bengali and in Bengali type was a Bengali translation of Sir Elijah Impey's 'Code of Regulations ; by Jonathdn Duncan, an empaloyee of the Company's Civil Service, in the year 1785. That was the begining. The series of works that followed included Bengali translations of important codes and laws and Anglo-Bengali glossaries.

[P. 41] K. B.

Pseudonymns in Bengali Literature by Ratankumar Das

This article is an attempt to an exhaustive enurmeration of pseudonyms and the corresponding real names of the authors in Bengali literature. This would be of much use to the librarians and literateures as well. This instalment starts from Bibhuti Gupta and incorporates 290 pseudonyms. [P. 49] K. B.

Association Notes

Memorandum on the implementation of UGC pay scales for library workers in colleges.

This memorandum was submitted by the Bengal Library Association to the Education Secretary of the Govt. of West Bengal. The text of the memorandum has been incorporated in the main section of this number. In addition of submitting the memorandum as above, the Association also submitted a memorandum to the Deputy Secretary of the State Government at the time of deputation, and discussed (i) about the introduction of revised payscales to the Librarians of the colleges without insisting on the 5 years' experience ; (ii) to implement the UGC payscales to all the professionally qualified staff ; (iii) to introduce the payscales to the staff who were employed after 1.4.66 ; (iv) to introduce the payscales of Rs. 300-800/- to all the professionally qualified staff of the institution. The Deputy Secretary of the Govt. assured that he would look into the matter.

The meeting of the Executive Committee

On the 15th May, evening, under the chairmanship of Shri Anath Bandhu Dutta, the meeting of the Executive Committee was held. At the outset of the meeting the secretary read out the minutes of the last meeting and that was approved. The meeting also admitted the proposals that (i) for the improvement of the library system, district conference should be convened through the district Committees of the Association ; (ii) the amount collected from the new members by the district committee should be deposited to the Association in full. The meeting also approved the enhancement of annual rate of subscription from Rs. 6 to Rs. 10/- to the ,Granthagar' Accepting 78 new applicants as the members of the Association, the meeting was concluded with a vote of thanks to the chair.

The Meeting of the Executive Committee

Shri Mangalprasad Sinha presided over the meeting of the 29th May. With the approval of the minutes of the last meeting, the meeting also approved the proposal of organising a depution before the Legislative Assembly and of collecting mass-signature for the implementation of different demands of the Association. The meeting approved the norms of selecting the best article published in the Granthagar to award Tincori Dutta Memorial prize. The annual accounts of the Association was approved to send the same for audit. [P. 57] B. C.

News from the Libraries

Birbhum : Bergram Palli Sevaniketan Gouribala smriti gramya Pathagar ; Vivekananda Granthagar & Ramranjan Town Hall. **Burdwan** : Baharan Palli Unnayan Samity Gramin Pathagar ; Baidyanathpur Pallimangal Samity Sadharan Pathagar ; Kaithan Milan Pathagar ; Srerampore Tarun Sangha Sadharan Pathagar. **Calcutta** : Adwaita Ashrama Library. **Howrah** : Sabuj Granthagar. **Midnapore** : Rabindra Pathagar.

News & Views

Warsaw International Book Fair ; Jai Bangla Award ; Lindon B. Johnson Library ; Lotus Award ; Tagore-Study in Latavia ; The Library Association in Greece ; Library system in Jamaica.

Book Review

Bengali literature in English : a Bibliography by Jagmohan Mukherjee ; reviewed by Shri Abhijit Mukhopadhyay.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক —বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৩ } { ১৩৭৮, আষাঢ়

সম্পাদকীয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তন

গ্রন্থাগারিকতায় যাঁরা যুক্ত তাঁদের কাছে এ সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তিত হতে চলেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ডিপ্লোমা পাঠক্রম প্রবর্তনের দীর্ঘ ২৫ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, এ প্রচেষ্টা অনেক দেরীতে হলেও প্রশংসনীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যতম প্রধান ও প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতর পাঠক্রম প্রবর্তনে কর্তৃপক্ষের এতদিনের ঔদাসীন্যের পক্ষে কোন যুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। স্নাতক পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীদের বারংবার অনুরোধ, রাজ্যের গ্রন্থাগারকর্মী সমূহের মুখপাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বছরের পর বছর ধরে আবেদন নিবেদন সবই এতদিন চাপা পড়েছিল কোন কুম্ভকর্ণের নিদ্রার আড়ালে তার কোন হদিস নেই। তথাপি আজকের সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দবহ।

কিন্তু এ আনন্দ কতক্ষণের? যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হতে চলেছে তাতে সামগ্রিকভাবে এবং সর্বপ্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁরাই যাঁরা এতকাল স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তনের জন্য চাতক আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন—সেই সব গ্রন্থাগার কর্মীরাই। প্রথমত যে পাঠক্রমের সুপারিশ কর্তৃপক্ষ করেছেন তা দুই বৎসরের পাঠক্রম, যা ভারতের অন্যান্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে এই শিক্ষণ ব্যবস্থা পূর্বেই প্রবর্তিত হয়েছে) ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পাঠক্রম মাত্র একবৎসরের এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশও তদনুরূপ। দ্বিতীয়ত সাধারণ পাঠক্রমে স্নাতক হওয়ার পর আর দুই বৎসরের পাঠক্রম শেষ করলেই যেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাওয়া যায় সেখানে স্নাতক স্তরের পর একবৎসরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রম শেষ করলে কেন আবার দুই বৎসরের পাঠক্রমের ব্যবস্থা? অর্থাৎ স্নাতক হওয়ার

পর সর্বসাকুল্যে আরও তিনবৎসরের পাঠক্রম শেষ করলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাওয়া যাবে। প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম কেন এই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে ?

তদুপরি বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা তো সান্ধ্যকালীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা কখনই একবৎসরের (যদি হয়) সবেতন ছুটি পাবেন না এবং তাঁদের পক্ষে হয়তো কোনদিনই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবেনা। এবং সবশেষে যাঁরা স্নাতক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রম শেষ করেছেন তাঁদের কাছে দুই বৎসরের পাঠক্রম পাঠ্যের পুনরাবৃত্তিই মাত্র হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখকরা যেতে পারে যে কর্তৃপক্ষ নাকি যাঁরা স্নাতকস্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রম গ্রহণ করেননি তাঁদেরও সরাসরি স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছেন। ঘটনা যদি সত্য হয়, এর চেয়ে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত সুপারিশ আর হতে পারে না। কারণ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে যখন বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেখানে এই শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ না করেই কিভাবে কেউ সরাসরি উচ্চস্তরে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান ? বিদ্যালয়স্তরে বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় হিসাবে না থাকলে যেমন স্নাতকস্তরে বিজ্ঞানের পাঠক্রমে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয় এবং স্নাতকোত্তর স্তরে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে এই সুযোগ দেওয়া সম্ভব ?

সর্বশেষে স্নাতকস্তরের পাঠক্রম প্রবর্তনের ২৫ বৎসরেরও বেশী অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষালাভের সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও বৃত্তিকুশলী। এবং পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বৎসর গড়ে ২০০ জন করে শিক্ষার্থী, যখন পাশ করে বের হচ্ছেন সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকবে আশা করা যায় এবং সর্বোপরি শিক্ষকের ও ছাত্রদের সমানুপাতিক হারও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হবে নিশ্চয়ই।

এ আশা গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী, ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের আশা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা—সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের আশা ও দাবীকে নস্যাৎ করে দেবে। সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকের দাবীকে উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষ কার স্বার্থ রক্ষা করতে চলেছেন-এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। আর দীর্ঘ ২৫ বছরের দাবীকে উপেক্ষা করলে তার ফলশ্রুতিও কি খুব সুখকর হবে ?

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতই মার খাচ্ছেন সর্বভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে। এ অবস্থায় তাঁদের প্রতি এই ইচ্ছাকৃত অবিচার কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে যাঁরা নিযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের কাছেই প্রশ্ন উঠবে তাঁরা তাঁদের স্বার্থ রক্ষার্থে কতদূর সচেষ্ট হবেন। আবেদন নিবেদনে যেখানে কোন ফল হয় না সেখানে দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা কোন পথে যাবেন ? সামগ্রিকভাবে যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যুদস্ত সেখানে নতুন করে অহেতুক অশান্তি ডেকে আনা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আমরা তাই আশা করছি এতদিনের দাবী যা ন্যায্য দাবী এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনেরও সুপারিশ, তাকে নিশ্চয়ই যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৪)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের (১৩৬২ বঙ্গাব্দের) ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৮ই ভাদ্র) রবিবার পরিষদের সংবিধান সংশোধিত হয়। এই সনের ১৯শে আগষ্ট কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট-এ পালিত গ্রন্থাগার দিবসে যুগান্তরের সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বয়স্ক শিক্ষা অধিকারের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন :

'রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছে।

'এই সভা মনে করে যে সরকারের এই সর্বাত্মক গ্রন্থাগার পরিকল্পনার সাফল্য বিচক্ষণ গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ, বিভিন্ন বেসরকারী গ্রন্থাগারের সক্রিয় সহযোগিতা, কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের দলগঠন ও তাহাদের যথাযথ নিয়োগের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

'এই সভা মনে করে যে জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যের বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, গ্রন্থাগারিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারের এই প্রচেষ্টার সহিত সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা রাজ্যের সমগ্র শক্তিকে তাঁহাদের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে নিযোজিত করুন।'

প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া শ্রী বসু পরিষদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে কিছু সরকারী সাহায্য লাভ করিলেও পরিষদ প্রধানত সদস্যদের চাঁদা ইত্যাদির সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। পরিষদ নীরবেই কাজ করিতেছে এবং সরকার ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি বিভিন্ন সমস্যার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও সরকার প্রভৃতি কেহই পরিষদকে কার্যকরী স্বীকৃতি দেন নাই। আমেরিকার প্রভূত বিত্ত আছে তথাপি সহযোগিতাকেও সেই দেশ প্রাধান্য দিয়া থাকে।

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ খুবই আনন্দদায়ক কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ না করা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে দৈনিক কার্য ছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বুনিয়াদী কার্য করেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হয়। বাংলা ভাষার সমস্ত পুস্তকের সংবাদ এক জায়গায় পাওয়া যায় এরূপ কিছু তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কর্মীদিগের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

শ্রীকেশবন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলি যে প্রকৃত জনসাধারণের গ্রন্থাগার নয় তাহা না বলিলেও চলে। আজও কলিকাতায় কোন পৌর গ্রন্থাগার নাই। কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার থাকিলেও তাহাতে কখনও পৌর গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদের বিভিন্ন দানের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় বলেন দেশের অজ্ঞ জনসাধারণই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধির পথে—স্কুল কলেজ-এও তাহাই। কিন্তু এই জাগ্রত বুভুক্ষার ভোজ্য পদার্থ গ্রন্থাগারেই থাকে। সেইজন্য গ্রামাঞ্চলে ছোট গ্রন্থাগারের সৃষ্টি করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের দুই হাজার ইউনিয়ন-এর প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া গ্রন্থাগার সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। ইহার উপর প্রতি জিলায় জিলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সর্বোপরি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনই শেষ উদ্দেশ্য।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগার দিবস জাতীয় জীবনের পবিত্র দিনগুলির অন্যতম। অন্নদানের ন্যায় জ্ঞানদানের সীমা নাই। জাতি তাহার শিক্ষা ও গ্রন্থের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। গণতন্ত্র ও সুস্থ জীবনকে গড়িয়া তুলিতে গ্রন্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে লেখাপড়ার মনোভাব গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। একটি জাতিকে গড়িতে তাহার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারণ দরকার। সুতরাং চাঁদা দ্বারা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে কিছু মাত্র বাধা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের (১৩৬২ বঙ্গাব্দের) ১৬ই অক্টোবর (২৯শে আশ্বিন) রবিবার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতার ষ্টুডেন্ট্‌স্ হলে যে বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পুনরায় সভাপতি ও শ্রীফণিভূষণ রায় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পরিষদের পরিচালিত গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় এই বৎসর ৫৯ জন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রীমতী বীথিকা সান্যাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছিল শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের (১৩৬২ বঙ্গাব্দের) ১৩ই এপ্রিল (৩০শে চৈত্র) শুক্রবার এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের (১৩৬৩ বঙ্গাব্দের) ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) শনিবার মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমা সহরে কাঁথি ক্লাব-এর আমন্ত্রণে বীরেন্দ্র স্মৃতিসৌধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও শ্রীশরদিন্দু দাস সম্পাদক ছিলেন। সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। উদ্বোধক হইয়াছিলেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এবং প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবন। দেড় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিম্নলিখিত ভাষণ দেন :

সমাগত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী !

গ্রন্থাগার পরিরক্ষণ ও পরিবর্ধনের মধুব্রত লইয়া আজ আপনারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত-ভাগে অবস্থিত এই কাঁথিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাদের কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহা আমি জানি না। শুধু এইমাত্র আকাঙ্ক্ষা করি আমার উক্তির ভিতর দিয়া যেন কাঁথির অগণ্য জনসাধারণের উৎসুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

সমুদ্রসম্ভূত এই কাঁথি। শুধু সংগ্রামে নয়, সংস্কৃতিতেও এই ভূখণ্ডের একটি গৌরবময় পরিচিতি রহিয়াছে। এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিবারও একটি ইতিহাস আছে। এই প্রচেষ্টার প্রথম ধারাটি দেখা যায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনায়। দ্বিতীয় ধারাটি হইল এই অঞ্চলের ইতিবৃত্ত রচনা। আর, এই প্রচেষ্টার তৃতীয় ধারার বিশিষ্ট ভূমিকাটিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এই অঞ্চলের ছোট ও বড় বিভিন্ন গ্রন্থাগার।

এই গৌরব অর্জনের পুরোভাগে যে প্রতিষ্ঠানটি রহিয়াছে তাহার নাম রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর সহরে ইহার প্রতিষ্ঠা। বৈপ্লবিক মন্ত্রের দীক্ষাগুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসুই ইহার স্থাপয়িতা ও প্রথম সম্পাদক।

উল্লেখ করিতে হয় কাঁথি ক্লাব-এর কথা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে কাঁথির সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র রূপে কাঁথির জনসাধারণের উদ্যোগে এই ক্লাব-এর সূচনা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় ক্লাব-এর নিজস্ব একতলা গৃহ ; ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে উহা দ্বিতল গৃহে পর্যবসিত হয়। সেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল কাঁথিবাসীর জীবনবিকাশনার কার্যে ইহা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

কাঁথি ক্লাব এর কথা বাদ দিলে কাঁথি সহরে এবং মফস্বলের পল্লীতে পল্লীতে ছোট বড় অসংখ্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে মীর্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি। প্রাচীনতায়, আয়তনে এবং কার্যকারিতায় যে কোন পল্লীর পক্ষে ইহা একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলিতে হয় যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জীবনীশক্তিতে দুর্বল ও অক্ষম। স্বল্পগভীর প্রেরণার পাথেয় লইয়া ইহাদের জন্ম, কিন্তু শিশু অবস্থাতেই ইহাদের বার্ধক্য আসিয়া গ্রাস করে, নামমাত্র নিয়ম রক্ষা করাই তখন ইহাদের কাজ হইয়া উঠে। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যয়ন অনুধ্যানের যে উষ্ণ স্পন্দন তাহা কেবল কল্পনারই চিত্র থাকিয়া যায়। আমার মনে হয় এই ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে বর্তমানের কঠিন জীবিকাসংগ্রাম, সংগঠন শক্তির অভাব এবং নবতর আলোক প্রাপ্তির অসুযোগ। এমনি করিয়া গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি যেভাবে ত্বরান্বিত হইয়া উঠিতে পারিত তাহা হইতে পারিতেছে না উপরি উক্ত তিনটি কারণেই।

পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শেষোক্ত দুইটি অসুবিধা দূরীকরণের ব্রত লইয়া এই দশম সম্মেলনে উপনীত হইয়াছেন আমাদের দ্বারদেশে। কাঁথি তথা সমগ্র মেদিনীপুরের জনসাধারণকে, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে আমি আহ্বান

জানাইয়া বলি আমরা যেন পারি এই সুযোগকে বরণ করিয়া লইতে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত যুক্ত হউক কাঁথি এবং তাহার ছোট বড় যাবতীয় গ্রন্থাগার; সর্বোপরি পরিষদের এই আন্দোলন অচিরেই জয়যুক্ত হউক আজিকার শুভ সজ্জনবাসরে এই আমার একান্ত কামনা।

আপনাদের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাবিনম্র অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

উদ্বোধনপ্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে এই সম্মেলনের আয়োজন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিয়মিত কর্তব্য। এই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মিগণ এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সালতামামি করেন, আগামী বৎসরের কর্মপদ্ধতি স্থির করেন। তাই, তাঁহার মতে এই সম্মেলন উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে না।

কাঁথির গৌরবোজ্জল ইতিহাস, কাঁথিবাসিগণের সহৃদয় আতিথেয়তা ও বন্ধুবাৎসল্যের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এইস্থানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় একটি নূতন কর্মপদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে এই বিশ্বাস ও আশা তাঁহার আছে।

পরিষদকে ইহার বাল্যে ও কৈশোরে যাঁহারা সেবা করিয়াছেন তাঁহাদের একজন হিসাবে তিনি আজ ইহার অগ্রগতি দেখিয়া আনন্দিত। পরিষদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বাস্তবদৃষ্টি নিয়া আলোচনা করিলে হয়ত খুব বেশী কিছু হইয়াছে একথা বলা যাইবে না। কিন্তু পূর্বেকার অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার বর্তমান প্রগতি লক্ষ্য করিয়া আশার বাণী খুঁজিয়া পাইবেন।

দেশের সদ্যসাক্ষর এমন কি নিরক্ষরদের জন্য যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে একথা আজ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা খুব আনন্দের কথা। কিন্তু আজ সময় আসিয়াছে পরিষদের সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের ও প্রকাশকদের ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার। বই লেখা না হইলে গ্রন্থাগারে কি রাখা হইবে? সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের সামনে উপস্থিত করিতে পারিলে ফল হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। রাজ্য সরকার যদি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে কার্পণ্য না করিয়া থাকেন তবে এই গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য দিতে কার্পণ্য করিবেন কেন?

সম্মেলন উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী সভায় পঠিত হইয়াছিল: ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন, ইংলণ্ড-এর লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক, মস্কো-র লেনিন লাইব্রেরীর আধিকারিক, অ্যামেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি, ওয়াশিংটন-এর লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, ইংলণ্ড-এর স্পেশ্যাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মসচিব, ক্যানাডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মসচিব, অস্ট্রেলিয়ার লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পরিকল্পনা কমিশন-এর ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,

অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সচিব ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন, মাদ্রাস লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, কলিকাতার পৌরপ্রধান শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকারের আধিকারক ডঃ পরিমল রায়, বোম্বাই-এর পিপলস্ লাইব্রেরী-র গ্রন্থাগারিক, দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী-রআধিকা রিক শ্রীকালিয়া এবং যুগান্তরের সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
বিশেষ সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

আগামী ২২ আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে পরিষদ ভবনে। বিশেষ সাধারণ সভার পর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক বিবরণী, পরীক্ষিত হিসাব, নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র, এবং বিশেষ সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ ডাকযোগে প্রেরণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত বিবরণী যথাসময়ে না পেলে সদস্যদের পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিষদ ভবন,
তাং ১৫ জুলাই, ১৯৭১

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দশমিক বর্গীকরণের (১৬শ সং) ব্যবহারিক প্রয়োগ

জ্ঞানকে (knowledge)সীমাহীন বিশ্বের সাথেই তুলনা করা চলে। জ্ঞান অসীম অনন্ত। মানব জীবনের প্রথম থেকেই চেষ্টা চলেছে এই অসীম জ্ঞানের রাজ্যকে আয়ত্বে আনার। গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে এই অনাদি অনন্ত অসীম জ্ঞানকে আয়ত্বে আনার জন্য মানুষ নিরলস চেষ্টা করে চলেছে। এ জ্ঞানেরও যেমন শেষ নেই, মানুষের জানার তৃষ্ণারও তেমনি নেই নিবৃত্তি।

গবেষক ও বিজ্ঞানীরা যখনই জ্ঞানের কোন নতুন তথ্য জানতে পারেন বা বুঝতে পারেন তখনই তাঁরা তাঁদের সেই নতুন উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনের (Document পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি) মাধ্যমে। জ্ঞান তথা বিষয় সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের এই অসংখ্য প্রকাশনকে নিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও তথ্য বিজ্ঞানীরাও গভীরভাবে ভাবিত। এইসব প্রকাশনের সংখ্যা আজ এক বিস্ফোরণাত্মক আকার নিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের এইসব অসংখ্য প্রকাশনকে যদি সুসংবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজিয়ে না রাখা যায় তাহলে গবেষণার তথা অনুসন্ধানের কাজ প্রতিপদে হবে ব্যাহত, জ্ঞান রাজ্যের কোন নতুন তথ্য বা সত্যকে জানা কিংবা পুরনো কোন উপলব্ধিকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার কাজ হবে বিঘ্নিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন কি করে জ্ঞান ও তথ্য সমন্বিত এই অসংখ্য প্রকাশনকে এমন কোন উপযোগী পদ্ধতিতে সাজান যায়, যাতে তথ্য ও প্রকাশনকে যতদূর সম্ভব অল্পসময়ে গবেষক ও পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি 'বর্গীকরণ' (Classification) পদ্ধতি—যার সাহায্যে বিষয় সম্বলিত বিভিন্নধরণের প্রকাশনকে বিষয় অনুযায়ী উপযোগী-ভাবে (useful and helpful sequence) সাজান ও সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্গীকরণ তালিকায় (classification schedule) ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্ন (symbol or notation) এই সংরক্ষণ ও সাজানোর কাজে প্রধান সহায়ক। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, দুরধিগম্য জ্ঞানের এক একটি কণিকামাত্র গবেষকের চিন্তায় অনুশীলিত হয়ে কতগুলি সুসংবদ্ধ নিয়মের বাঁধনে যখন আমাদের কাছে ধরা দেয় তখনই আমরা তাকে বলি বিষয় (subject)। সুতরাং জ্ঞান নয় প্রকাশনের অন্তর্গত বিষয়কে নিয়েই বর্গীকরণের কাজ।

আধুনিক বর্গীকরণ (Library classification) পদ্ধতির শুরু প্রায় শতবর্ষপূর্বে (১৮৭৩ খৃঃ) আমেরিকার মেলভিল ডিউই আবিষ্কৃত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি (Decimal classification) আবিষ্কারের সাথে সাথে। বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতির মধ্যে সবপ্রাচীন এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটি তার নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি সত্বেও আজও সর্বজনপ্রিয় ও অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত। জ্ঞান জগতের বিপ্লবের সঙ্গে তাল রাখার জন্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে আরও উন্নত ও আধুনিক

বর্গীকরণ পদ্ধতি। ইউনিভার্সাল ডেসিমেল ক্ল্যাসিফিকেশন (UDC) রঙ্গনাথন আবিষ্কৃত কোলন ক্ল্যাসিফিকেশন (CC) আধুনিক ও উন্নত বর্গীকরণ পদ্ধতির অন্যতম উদাহরণ।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল সর্বপ্রাচীন ও বহুল প্রচলিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ব্যবহারিক দিক (Practical aspects of Dewey Decimal classification) সম্পর্কে প্রথম শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যেহেতু আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষায়তনগুলিতে এই বর্গীকরণ পদ্ধতিটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পড়ান হয় সেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্যবহারিক দিকটি তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, বর্গীকরণ বা দশমিক বর্গীকরণের তাত্ত্বিক দিক (Theory) সম্পর্কে কোন আলোচনার সূত্রপাত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কিভাবে বিষয় সম্বলিত প্রকাশনের জন্য প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত বিষয় সংখ্যা (class number) তৈরী করা যায় তা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে:

১ **মূল শ্রেণী বিভাগ** (main classes) এবং **তার বিভাজন পদ্ধতি** (process of divisions)।

২ **দৃষ্টিকোণ বা প্রকার বিভাগ** (Common Form Division)

৩ বিষয় (subject), **দৃষ্টিকোণ** (Form Division), **স্থান বা দেশের** (Geographical Division) সংমিশ্রনে বিভিন্ন প্রকাশনের জন্য বিষয় সংখ্যা (class number) গঠন পদ্ধতি।

৪ **দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী** যেমন, ভাষা (400), সাহিত্য (800), ইতিহাস (900) ও সাধারণ শ্রেণী (000) সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা।

৫ **ব্যবহারিক বর্গীকরণের কয়েকটি মূল নীতি** (দশমিক বর্গীকরনের পরিপ্রেক্ষিতে)।

১ মূল শ্রেণী বিভাগ (main classes) এবং তার বিভাজন পদ্ধতি

আমরা পূর্বেই বলেছি প্রতীক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্নের (Notation) সাহায্যে বর্গীকরণ তালিকা (schedule) রচিত হয়। ডিউই তাঁর দশমিক বর্গীকরণ তালিকার জন্য 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই মোট দশটি আরবিক সংখ্যাকে (Arabic numerals) প্রতীক চিহ্ন হিসেবে বিভিন্ন বিষয় নির্দেশক তালিকা তৈরী করেন।

সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে (universe of subject) ডিউই একটি এককক (unit) হিসেবে ধরে তাকে দশ ভাগে ভাগ করেন ব্যবহারিক প্রয়োগের সুবিধার জন্য। এই দশটি ভাগ হল 0 এবং 1 থেকে 9.
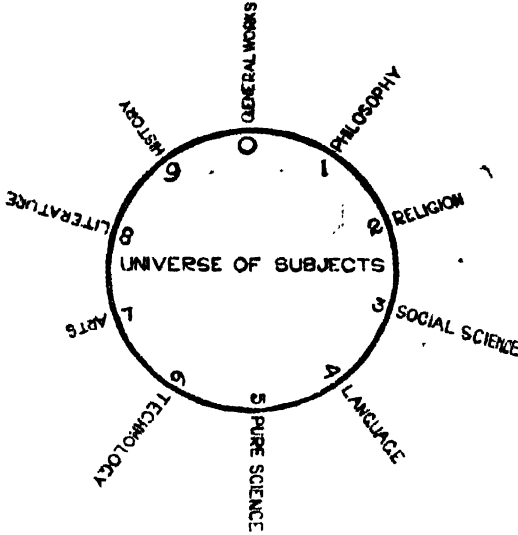
এই প্রত্যেকটি ভাগ এক একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বুঝাবার জন্য সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 1 দর্শন, 2 ধর্ম, 3 সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। এবং যে সমস্ত বিষয়কে এই ৯ ভাগের কোন ভাগেই ফেলা যায় না সেইসব বিষয়কে একত্র করে ডিউই নাম দিলেন সাধারণ শ্রেণী (General works) এবং বর্গীকরণ তালিকায় একে প্রথমে স্থান দিলেন 0 দ্বারা চিহ্নিত করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ডিউইর নির্দেশ অনুযায়ী মূল বিষয় মোট দশটি এবং বিষয়গুলিকে এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা (One digit figure) না রেখে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা (Three digit figure) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পরে দুটি 0 শূন্য যোগ করে। মূল বিষয় সংখ্যা কোন অবস্থাতেই তিন সংখ্যার কম হবে না অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপটি দাঁড়াল এই রকম :

0 General works সাধারণ শ্রেণী	000	5 Pure Science বিজ্ঞান	500
1 Philosophy দর্শন	100	6 Technology প্রযুক্তি বিজ্ঞান	600
2 Religion ধর্ম	200	7 The Arts ললিত কলা, ক্রীড়া	700

3 Social Sciences সমাজ বিজ্ঞান	300	8 Literature সাহিত্য	800
4 Language ভাষা	400	9 History ইতিহাস	900

জ্ঞান তথা বিষয়ের এই প্রথম দশ ভাগকে (000—900) ডিউই বলেছেন First Summary বা প্রথম বিভাজন। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়কে আবার ৯ ভাগ করা হয়েছে। যেমন,

300 Social Sciences
310 Statistics
320 Political Science
330 Economics
340 Law
350 Public administration
360 Social welfare
370 Education
380 Public Services & utilities
390 Customs & Folklore

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগকে বলা হয় Second Summary বা দ্বিতীয় বিভাজন। একই ভাবে তৃতীয় পর্যায়ে আবার প্রতিটি বিষয়কে ৯ ভাগ করা হয়েছে। এই তৃতীয় পর্যায়ের ভাগকে বলা হয় Third Summary বা তৃতীয় বিভাজন। যেমন,

330 Economics
331 Labour economics
332 Financial economics
333 Land economics
334 Co-operation & Co-operatives
335 Economic ideologies
336 Public finance
337 Tariff policy
338 Production economics
339 Income & wealth

শিক্ষার্থীদের Second Summary যতদূর সম্ভব মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। মুখস্থ করে নয়, নিয়মিত চর্চার সাথে সাথেই রপ্ত হবে। পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে—(১) কোন বিষয় সংখ্যা (Class number) তিন সংখ্যার বেশী হলেই প্রথম তিনসংখ্যার পরে একটি দশমিক চিহ্ন বসবে, যেমন—331·2 ; 491·44

(২) তিন সংখ্যার পরে শেষ সংখ্যা হিসাবে কখনই 0 (শূন্য) বসবে না। অনেক ক্ষেত্রেই দুটি বিষয় সংখ্যা জোড়া দেবার সময় শেষ সংখ্যাটি 0 হতে পারে, সেক্ষেত্রে শেষের শূন্যটি সযত্নে পরিহার করতে হবে। যেমন, Bibliography on mathematics

016+51ϕ=016·51

২ দৃষ্টিকোণ বা প্রকার বিভাগ (Form Division)

মূল বিষয় তালিকা ছাড়াও দশমিক বর্গীকরণে একটি সহায়ক তালিকা রয়েছে যাকে বলা যেতে পারে বিষয়ের দৃষ্টিকোণ, বা আঙ্গিকরূপ বা প্রকার বিভাগ (Common Form Division)।

অনেক প্রকাশনই এক বা একাধিক বিষয়কে আশ্রয় করে প্রকাশিত। প্রকাশনের অন্তর্গত এইসব বিষয় কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে কিংবা বিষয়টি কিভাবে বা কি আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা বোঝাবার জন্ত এই সহায়ক তালিকা—যা যে কোন বিষয় সংখ্যার (class number) সাথে যুক্ত হতে পারে।

দৃষ্টিকোণগুলি কখনই বিষয় নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হবে না—কোন বিষয়-সংখ্যার সাথে যুক্ত হলে তবেই এরা অর্থবহ। প্রয়োজনে যে কোন বিষয়ের সাথেই এদের ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্যই এই প্রয়োজন যখন একান্ত অপরিহার্য বলে মনে হবে, একমাত্র তখনই এদের ব্যবহার করা উচিত।

ডিউই এই তালিকার নাম দিয়েছেন Common Form Division। এই তালিকায় 01—09 এই ৯টি প্রধান ভাগ রয়েছে (D C., P. 89—93)।

01 Philosophy & Theory
দর্শন, তত্ত্ব (কোন বিষয়ের)

02 Hand book & Outlines
চুম্বক, সংক্ষিপ্তসার (ঐ)

03 Dictionary & Encyclopaedia
অভিধান, কোষগ্রন্থ (ঐ)

04 Essay & Lectures
প্রবন্ধ, বক্তৃতা (ঐ)

05 Periodicals
সাময়িকী, সাময়িক পত্রিকা (ঐ)

06 Organigation & Societies
সমিতি, সংগঠন (কোন বিষয়ের)

07 Study & Teaching
শিক্ষা, পাঠ ও শিক্ষণ (ঐ)

08 Collections & Polygraphy
সংকলন, সংগ্রহ (ঐ)

09 History & Local treatment
ইতিহাস ও আঞ্চলিক বিভাগ (ঐ)

পর্যায়ক্রমে এগুলি আরও বিশদভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন,

07 Study & teaching
071 Schools
072 Research & Experiment
074 Museums & Exhibits
075 Collecting
076 Problems & Questions
078 Equipment for study teaching use
079 Competitions

২১ Form Division (FD) গুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন,

Form Division

দৃষ্টিকোণ বা প্রকার বিভাগ

Outer form	Inner form
True form	More or less subject aspect or nature
রূপধর্মী বা প্রকারধর্মী	বিষয়ধর্মী
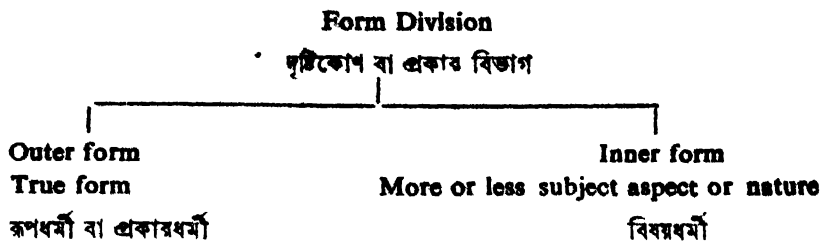
02, 03, 04, 05, 06 ও 08 এই দৃষ্টিকোণ বাচক সংখ্যাগুলিকে রূপধর্মী (outer form) হিসেবে এবং 01, 07, 09—এই দৃষ্টিকোণ বাচক সংখ্যাগুলি প্রায় বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বিষয় ধর্মীরূপে (subject nature বা inner form) চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দুটি দৃষ্টিকোণ (FD) কখনই একত্রে একই বিষয়ের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। সে রকম সম্ভাবনা দেখা গেলে দুটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে বিষয় ধর্মী (01, 07, 09) দৃষ্টিকোণকেই বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে 02—06 ও C8 প্রভৃতি রূপধর্মী দৃষ্টিকোণগুলিকে বাদ দিয়ে প্রয়োজনে 01, 07, C9 প্রভৃতি বিষয়ধর্মী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করতে হবে। যেমন :

Some essays on philosophy of science 501

এখানে, মূল বিষয় science		500
	দৃষ্টিকোণ essay	04
	,, philosophy	01

science—এই বিষয়টির দুটি দৃষ্টিকোণ (FD)—04 essay হচ্ছে outer form এবং 01 philosophy হচ্ছে inner form। সুতরাং মূল বিষয় science এর সাথে দৃষ্টিকোণ হিসেবে 01 philosophy যুক্ত হবে, 04 essay নয়।

কোন ক্ষেত্রে বিষয় তালিকায় (schedule) বিষয় সংখ্যার (Class number) সাথেই দৃষ্টিকোণ (FD) সুপ্তভাবে উল্লিখিত থাকে। সেসব ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের ব্যবহার কোন প্রকারেই যুক্তি সঙ্গত নয়। যেমন History of Printing 655·1 এখানে মূল বিষয় Printing এবং history তার দৃষ্টিকোণ হওয়া সত্ত্বেও 655·1 এই বিষয় সংখ্যার পরে আর 09 (FD—history) এই দৃষ্টিকোণ যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, 655·1 এই বিষয় সংখ্যার দ্বারাই Printing ও তার ইতিহাস উভয়কেই বোঝান হয়েছে (DC., P. 812)।

২২ সাধারণত দৃষ্টিকোণ (FD) বোঝাতে একটি মাত্র 0 ব্যবহার করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক 0 ব্যবহৃত হয়। কখনো 00 বা 000 পর্যন্ত শূন্য ব্যবহার করতে হয় যাতে সম্পূর্ণ দুটি আলাদা ধরণের প্রকাশনের (Document) একই বিষয় সংখ্যা

(Class number) না হয়ে যায়। এ বিষয়ে পরবর্তী বিষয় সংখ্যা গঠন (Class number construction) পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে [দেখুন, ৩২ : বিষয় + দৃষ্টিকোণ]।

৩ বিষয় (S), দৃষ্টিকোণ (FD), স্থান বা দেশের (GD) সংমিশ্রণে বিষয় সংখ্যা গঠন পদ্ধতি (Construction of Class Numbers)

কোন প্রকাশনের অন্তর্গত বিষয়কে বর্গীকরণ করার সময় আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই কয়েকটি মানসিক স্তর অতিক্রম করি; বিষয়টি বিশ্লেষণ করে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসি এবং বিষয়টিকে কোন বর্গীকরণ তালিকায় (Classification Schedule) ঐ বিষয়টিকে নির্দেশিত করে এরূপ একটি সাংকেতিক সংখ্যায় (Notational Plane) রূপান্তরিত করি। দশমিক বর্গীকরণের ক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়ার আমরা অনুসরণ করে থাকি।

ডিউই অনুসরণে বিষয় বিশ্লেষণ (Subject analysis) করলে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলি পাওয়া যায় :

৩১ **একটি বিষয়ের জন্য বিষয় সংখ্যা গঠন** (Construction of Class Number for simple Subject) (Subject = S)

৩২ • **বিষয় এবং দৃষ্টিকোণ সহযোগে বিষয় সংখ্যা গঠন (বিষয় + দৃষ্টিকোণ)** (Construction of Class Number for simple Subject and Form Division) (Subject + Form Division বা S + FD)

৩৩ * 'Divide like'—এই নির্দেশের সাহায্যে (বিভিন্ন বিষয়ের জন্য) নতুন বিষয় সংখ্যা গঠন (বিষয় + বিষয়)

(Construction of Class Number for various subjects with the help of 'Divide like' device) (Subject + Subject বা S + S)

৩৪ * বিষয় এবং স্থানসংখ্যা বা ভৌগোলিক বিভাগ সহযোগে বিষয় সংখ্যা গঠন (বিষয় + স্থান)

(Construction of Class Number for Subject and Geographical Division) (Subject + Geographical Division বা S + GD)

৩৫ বিষয়, দৃষ্টিকোণ ও স্থানসংখ্যা বা ভৌগোলিক বিভাগ সহযোগে বিষয় সংখ্যা গঠন (বিষয় + দৃষ্টিকোণ + স্থান কিংবা বিষয় + স্থান + দৃষ্টিকোণ)

(Construction of Class Nnmber for Subject, Form Division and Geographical Division) (Subject + Form Division + Geographical Division বা S + FD + GD/S + GD + FD)

৩৫কে পূর্বোক্ত ৩২ এবং ৩৪ এই দুটি পর্যায়ের মিশ্রিতরূপ বলা যেতে পারে। মূলত সুষ্ঠু বর্গীকরণ সর্বতোভাবে নির্ভর করছে উপরোক্ত বিষয় বিশ্লেষণের ৩২, ৩৩, ৩৪ (তারকা চিহ্নিত) এই তিনটি পর্যায়ের সাথে সম্যক পরিচিতির উপর। প্রথম শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এবিষয়ে চর্চা করতে হবে।

৩১ একটি বিষয়ের জন্য বিষয় সংখ্যা গঠন

কোন প্রকাশনের আলোচ্য বিষয় শুধু একটি মাত্র বিষয়কে নিয়েই আলোচিত হলে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। যেমন, **Child Psychology 136·7, An Introduction to Physics 530, Elementary Chemistry 540, History of India 954.**

চেষ্টাকরুন—1. **History of Bangla Desh** 2. **Indian Philosophy.**

৩১ বিষয় এবং দৃষ্টিকোণ সহযোগে বিষয় সংখ্যা গঠন (বিষয়+দৃষ্টিকোণ বা Subject + Form Division/S+FD)

দৃষ্টিকোণ (FD) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি একটি প্রকাশনের বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকারে আলোচিত হতে পারে। বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত এই অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয়েছে দৃষ্টিকোণ। এসব ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু ছাড়াও এই দৃষ্টিকোণ বা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও বিষয় বিশ্লেষণের সময় বিচার্য বিষয় হবে এবং তারজন্য দৃষ্টিকোণ সহায়ক তালিকার (Common form division) সাহায্য নিতে হবে। বর্গীকরণের সময় **প্রথমে মূল বিষয়ের বিষয় সংখ্যা বসবে পরে যুক্ত হবে দৃকোণ সংখ্যা।** যেমন,

Dictionary of abnormal Psychology 132 03, এখানে প্রকাশনের বিষয়বস্তু **abnormal Psychology,** কিন্তু বিষয়টির প্রকাশ **dictionary** বা অভিধানের আকারে। সুতরাং বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এর রূপটি হবে : **S+FD**

Subject + Form Division

Abnormal Psychology (S) + Dictionary (FD)

132+03

দুয়ে মিলে এর লেখ্য সাংকেতিক রূপ বা বিষয় সংখ্যা **(Class number)** হবে—**132·03**

৩২১ ইতিপূর্বে দৃষ্টিকোণ সহায়ক তালিকা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি দৃষ্টিকোণ বোঝাবার জন্য সাধারণতঃ একটি 0 ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে একের বেশী দুই 00 বা তিন 000 ব্যবহার হতে পারে। বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা যাক। **History Class** এ কোন দেশের ইতিহাসের সময়ের বিভিন্নতা (**Period division**) বোঝাতে দৃষ্টিকোণের মতই 01—09 সংখ্যাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। স্পষ্টতই এরা **form division** নয় কিন্তু **form division** ও **period division** এর পাশাপাশি ব্যবহারে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের জটিলতা পরিহারের জন্যই প্রয়োজনে **form division** এর সাথে 00 বা 000 ব্যবহার করা হয়।

৩২১১ 00 শূন্যের ব্যবহার

English Tudor history 942·05 এখানে 942 ইংলণ্ডের ইতিহাস আর 05 কিন্তু

form division এর periodical (পত্রিকা) নয়; এই 05 ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের (Tudor Period) Period division বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে (DC., P. 1092)

942 England (history of)
.01 Early history
·02 Norman Period
·05 Tudor Period
·06 Stuart Period

এবার দেখা যাক আসল সমস্যা কোথায়। ধরা যাক গ্রন্থাগারে একটি পত্রিকা রাখা হল—যার নাম A Periodical on English history. এটির বিষয় বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াচ্ছে—ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি পত্রিকা।

Subject + Form Division
English History (S) + Periodical (FD)
942 + 05

অর্থাৎ—942·05। এটা কি করে হয়? দুটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রকাশনের জন্য বিষয় সংখ্যা একই হচ্ছে :—Periodical on English history 942·05

942·05 = 942 + 05 English Tudor history
(Period Division)
942·05 = 942 + 05 Periodical on English history
(Form Division)

এই ধরণের সমস্যা বা জটিলতা এড়াবার জন্যই Form Division-এর আগে অতিরিক্ত একটি 0 যোগ করতে হবে। যেমন,

Hist. of England
↓
942·05 = 942→ +05 Tudor Period
↓
942·005 = 942→ +005 Periodical

তাহলে ইতিহাসের Period division আর Form Division এর মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকছে না।

দ্বিতীয়ত ; ডিউই শিডিউলের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে Form Division ব্যবহার প্রসঙ্গে নির্দেশ থাকে "Use 001—009 for form division" যেমন 070 News Paper journalism (DC., P. 121) এর নীচে নির্দেশ রয়েছে—'Use 070·0 – 070·04 for form divisions'। এখানে 070-র সাথে (FD) এর 01—04 পর্যন্ত অতিরিক্ত একটি 0 যোগ করতে হবে। কিন্তু 05—09 পর্যন্ত কোন অতিরিক্ত 0 যোগের প্রয়োজন নেই। (দেখুন, DC., P. 121—123)

070 Newspaper journalism

070·1 The Press

070·2 Ownership and control

070·3 Business managent of newspapers and periodicals

070·4 Editorial management of newspaper and periodical

উপরের বিষয় সংখ্যাগুলি (class numbers) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শেষের '—' চিহ্নিত সংখ্যাগুলি কেউই দৃষ্টিকোণ (FD) নয়। এরা প্রত্যেকেই Newspaper journalism এর অন্তর্ভুক্ত উপবিভাগ (subdivision)। সুতরাং এক্ষেত্রে (FD) এরজন্য 00 ব্যবহার করতে হবে। যেমন,

070 Newspaper Journalism

070·01 Philosophy of newspaper Journalism

070·02 Handbook of ,,

070·03 Dictionary of ,,

070·04 Essays on ,,

এরপর কিন্তু Periodical এরজন্য আর 005 হবে না। কারণ (FD) এর 05 (Periodical) এর সাথে কোন বিষয় সংখ্যার সংঘর্ষ হচ্ছে না। যেমন,

070 5 Periodical on journalism

·6 Annual report of the Journalists Association

·7 Study & teaching of journalism

·9 History of newspaper & journalism

বিশ্লেষণ করুন

১ A handbook of Bible 220 02

২ Study & teaching of British History 942·007

৩ U S Govt. : an encyclopaedia 353·003

চেষ্টা করুন

১ Some essays on Bible

২ Indian History : an encyclopaedia

৩ Some essays on World War 1

০২১২ Form Division এ 000 শূন্যের ব্যবহার

শিডিউলের কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্দেশ আছে—"Use 0001—0008 for form division"। অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিষয় সংখ্যার সাথে (FD) ব্যবহার করতে হলে একটি 0-র পরিবর্তে তিনটি 000 শূন্য ব্যবহার করতে হবে। এ ধরণের একটি উদাহরণ

352 Administration of local Govt. (DC., P. 303)। এখানে (FD) এর সাথে 0 বা 00 ব্যবহার করলে অপর কোন প্রকাশনের বিষয়সংখ্যার সাথে মিলে যেতে পারে—তা যাতে না হয় সেজন্যই এই নির্দেশ। এবার উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক—

Local govt. 352 (DC., P. 303)

উদা: ১ Local govt. in Europe 352·04 (DC., P. 304)

উদা: ২ Local govt. elections 352 004 (ঐ)

এখন ধরুন একটা বই আপনার গ্রন্থাগারে এলো Essays on local govt.—এর জন্য বিষয় সংখ্যা কি হবে ? বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াচ্ছে, মূল বিষয় local govt. এবং বিষয়টির প্রকাশ কতগুলি প্রবন্ধ বা রচনার মাধ্যমে। পাঠককে আপনার জানান প্রয়োজন যে, এই প্রকাশনটির বিষয়বস্তু কতগুলি প্রবন্ধ বা রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত। সুতরাং বর্গীকরণে এর রীতি হবে—(S+FD)

Subject (S)+Form Division (FD)

Local govt.+Essays

352+04=352·04

Form Division এর সাধারণ রীতি অনুযায়ী প্রকাশনটির জন্য 352·04—এই বিষয় সংখ্যাই হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু উপরের ১নং উদাহরণের (Local govt. in Europe 352·04) সাথে মিলে যাচ্ছে। আবার, এই মিল এড়াবার জন্য অতিরিক্ত আর একটি 0 যোগ করলেও ২নং উদাহরণের (Local govt. elections 352·004) সাথে মিলে যাচ্ছে। এ ধরণের মিল যাতে না হয় তার জন্যই 352-র নীচে (DC., P. 303) নির্দেশ রয়েছে "Use 0001—0008 for form division"। এই নির্দেশ অনুসরণে বিষয় সংখ্যাগুলি হবে—

Local govt.	352
Essays on local govt.	352 0004 (Form Division)
Local govt. elections	352·004
Local govt. in Europe	352·04

বিশ্লেষণ করুন

1. Handbook of local govt. 352·0002
2. A Periodical on local govt. 352·0005

চেষ্টা করুন

1. City administration : a directory.
2. An Encyclopaedia on local govt.

৬৩ Divide like—এই নির্দেশের সাহায্যে নতুন বিষয় সংখ্যা গঠন (Construction of Class Number with the help of 'Divide like' device)

তত্ত্বগত দিক থেকে এবিষয়ে ব্যাপক এবং বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এবং সুযোগ রয়েছে। এখানে আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করছি এবং আমরা জানি ডিউই তাঁর শিডিউলে সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয়ের জন্যই একটি করে নির্দিষ্ট বিষয় সংখ্যা স্থির করে দিয়েছেন। কোন প্রকাশন বর্গীকরণের সময় আমাদের প্রয়োজন হবে প্রকাশনের বিষয়বস্তু নির্দেশক বিষয় সংখ্যাটি শিডিউলে কোথায় নির্দিষ্ট হয়েছে, তা খুঁজে বের করা এবং প্রকাশনটির জন্য সেই বিষয় সংখ্যা ব্যবহার করা।

বর্গীকরণের সময় আমরা দেখি একটি প্রকাশনে একাধিক বিষয় সংযুক্ত হয়ে নতুন একটি বিষয় সৃষ্টি করেছে, কখনও বা দুই বা ততোধিক বিষয় সংখ্যা পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে প্রকাশনের অন্তর্গত বিষয়ের গভীরতা অনুযায়ী বিষয় সংখ্যাটিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। এক বা একাধিক বিষয় সংখ্যার সাহায্য নিয়ে নতুন বিষয়-সংখ্যা গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা ডিউই শিডিউলে দেখতে পাই :

(১) কখনও কখনও একটি বিষয়কে আর একটি বিষয়ের অনুরূপ ভাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, 491·44 বাংলা ভাষাকে 420 ইংরাজী ভাষার অনুরূপ ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। এইক্ষেত্রে এ ধরণের নির্দেশ দেওয়ার মূল কারণ হল শিডিউলের আয়তন ও পৃষ্ঠা কমানো। আর একটি কারণ হল, এই দুটি শ্রেণীর বিভাজনের ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। তাই একটি ক্ষেত্রে বিভাজন তালিকা দেখিয়ে অন্যক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে ভাগ করতে বলা হয়েছে।

(২) আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বিষয় সংখ্যাকে, অন্য একটি বিষয় সংখ্যার সাহায্য নিয়ে, আরও প্রসারিত করা হয়েছে, এবং তার বিভাজনকে (Division) সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা যায় বিষয় বিভাজন পদ্ধতি বা Subject Device। এক্ষেত্রে যেহেতু দুই বা ততোধিক বিষয় সংখ্যার সংযোজন হচ্ছে, সেহেতু এই পদ্ধতিকে Synthetic Device ও বলা চলে।

এই ধরণের বিষয়সংখ্যা সংযোজনের কতগুলি নির্দেশ শিডিউলে দেওয়া হয়েছে। এইসব নির্দেশ বর্গীকরণের সময় হুবহু এবং যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে, একটি প্রকাশনে একাধিক বিষয় আলোচিত হলেই বর্গীকরণে বিষয় সংখ্যা গঠনের মাধ্যমে তা দেখান যাবে তা অবশ্যই নয়। একমাত্র তখনই এক বা একাধিক বিষয়-সংখ্যার সাহায্য নিয়ে নতুন কোন বিষয়সংখ্যা গঠন করা যাবে, যখন শিডিউলে সে ধরণের পরিষ্কার নির্দেশ থাকবে।

শিডিউলে এই ধরণের নির্দেশগুলি থাকে 'Divide like' এই কথার উল্লেখে। Divide like-এর প্রয়োগ বা ব্যবহারকে আমরা Synthetic Device বলেও অভিহিত করতে পারি।

Primary Sequence (PS) ও Secondary Sequence (SS)

শিডিউলে বিষয় সংখ্যাগুলি বাঁদিকে থাকে এবং কোন প্রকাশনের বিষয়সংখ্যা গঠনের জন্য প্রথমত আমরা এই সংখ্যাগুলিরই সাহায্য নিয়ে থাকি—এদের বলা যেতে পারে Primary Sequence (PS)। কোন কোন ক্ষেত্রে এই Primary Sequence (PS) এর নীচেই লেখা থাকে 'divide like……'। এইসব divide like এর সাহায্য নিয়েই গঠিত হয় নূতন বিষয় সংখ্যা। Divide like-র নির্দেশ অনুযায়ী যে বিষয়-সংখ্যা Primary Sequence (PS) এর সাথে যুক্ত হয়, তাকে বলা যেতে পারে Secondary Sequence (SS)। উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক—

336 26 Custom duties (D. C., P. 272) (P S)

336·266 duties on Specific commodities (P S)

Divide like 000—999 (SS)

এখানে দেখুন, Custom duty-র জন্য নির্দিষ্ট বিষয়সংখ্যা 336·26 হচ্ছে (PS) এবং নির্দেশবাচক 'divide like 000 999'-র সাহায্যে যে বিষয়সংখ্যা (PS)-র সাথে যুক্ত হবে তাকে বলা যায় (SS)। (PS)-এর সাথে (SS)-র এই সংযুক্তির ব্যাপারটি প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে জটিল মনে হতে পারে—চর্চাই এর একমাত্র সমাধান।

Divide like-র বিভিন্ন প্রকার ও তাদের প্রয়োগ

Divide like-র প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক্রমশঃ
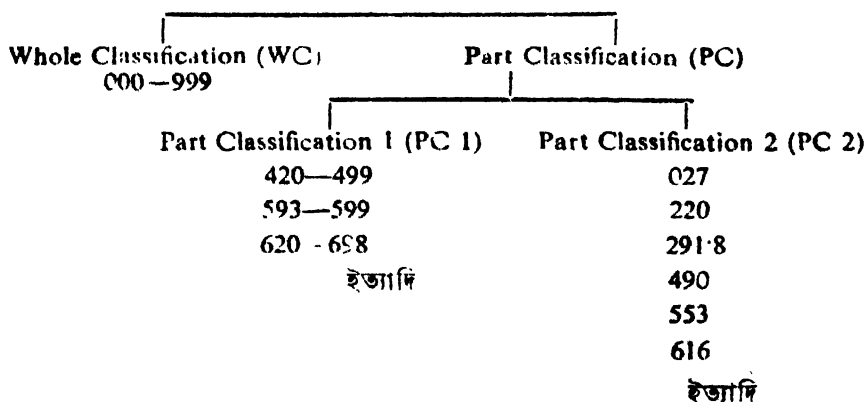
পত্রিকা পর্যালোচনা

সহযোগী পত্রিকা—"ঘোষণা"—

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী সংসদের মুখপত্র "ঘোষণা"র প্রথম সংখ্যা ১লা মে প্রকাশিত হয়েছে। কোন একটি গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পত্রিকাটি মূলতঃ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন সংক্রান্ত পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের দাবী দাওয়া আন্দোলনের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে এর প্রকাশ। "ঘোষণা"র ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। পত্রিকায় 'গ্রন্থাগারের আসন্ন কর্মী নিয়োগ প্রসঙ্গে', 'সেনট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর কর্মীদের পদমর্যাদা', বেতন ও অন্যান্য সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে। আমরা আশা করি যে পত্রিকাতে শুধু কর্মীদের বেতন পদমর্যাদা ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া নিয়েই আলোচনা করা হবে না, তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের পাঠকদের নানা সমস্যা ও গ্রন্থাগারটিকে আদর্শ গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তোলার পথে যে সব বাধা বর্তমান ও সেই বাধা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে ভবিষ্যতে আলোচনা করা হবে এবং পত্রিকাটি ১লা মে তারিখের তাৎপর্য অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামিল হয়ে সেই আন্দোলনকে জোরদার করতে সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা প্রার্থনা করি যে বাংলার পত্রপত্রিকার অকাল মৃত্যুর সংক্রামক ব্যাধি যেন একে স্পর্শ না করে এবং নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম না থাকায় মুখপত্রটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। আশা করি পরবর্তী সংখ্যায় এই সম্পর্কে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

—গীতা মিত্র

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বার্ষিক বিবরণী ১৯৭০

[পূর্ববর্তী সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হল]

বার্ষিক সাধারণ সভা—

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও বার্ষিক নির্বাচন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২রা অক্টোবর তারিখে পরিষদভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি যাঁরা পরিষদের কার্যধারা ও আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়: কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন মৈত্র, আত্রেয়ী মণ্ডল ও হিমানী ঘোষ।

(বার্ষিক সাধারণ সভা ও কাউন্সিলের প্রথম সভায় নির্বাচিত কাউন্সিল, কার্যনির্বাহক সভা এবং বিভিন্ন উপসমিতিতে নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে)। সভায় মেসার্স জর্জ রীড এণ্ড কোং হিসাব পরীক্ষক এবং শ্রীমতী গীতা মিত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সহসম্পাদিকা মনোনীত হন। বিগত বৎসরে কাউন্সিলের ৩টি এবং কার্যনির্বাহক সভার ১৪টি অধিবেশন হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—

পরিষদের উদ্যোগে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ২৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৭-২৯শে মার্চ ১৯৭০ তারিখে নদীয়া জেলার বড় আন্দুলিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আই. এস. আই.'র মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীজীবানন্দ সাহা এবং উদ্বোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। [সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

গ্রন্থাগার দিবস, বার্ষিক সমাবর্তন ও পুনর্মিলন উৎসব

বার্ষিক সমাবর্তন ভাষণ ও পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। এই বছরে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকারের জন্য শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তীকে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় পদক দেওয়া হয়।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। [উপরে উল্লিখিত অনুষ্ঠানের বিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে]

জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ—

জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশ অনুসারে ১৪ থেকে ২০শে নভেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের আহ্বান পরিষদের পক্ষ থেকে জানান হয়।

বক্তৃতা, আলোচনা চক্র ও সাধারণ সভা

(১) ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ তারিখে পরিষদ ভবনে সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু প্রথম বক্তৃতা দেন। সভাপতিত্ব করেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

(২) বিশিষ্ট ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক মিঃ জর্জ চ্যাণ্ডেলারকে ১০ই এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে পরিষদ ভবনে সম্বর্ধনা জানান হয়। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়।

(৩) পরিষদ ও বিপিনচন্দ্র পাল ইনস্টিট্যুটের যুগ্ম উদ্যোগে বিপিনচন্দ্র পালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বাংলার নবজাগরণ ও বাংলাদেশে মুদ্রণের আদি যুগ সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি এস. কেশবন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী জ্ঞানাঞ্জন পাল, প্রমীলচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক দীপঙ্কর সেন। বিপিনচন্দ্র পালের একটি প্রতিকৃতি তাঁর পুত্র শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল পরিষদকে দান করেন।

(৪) ২রা অক্টোবর বার্ষিক সভা কালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ঐ উপলক্ষে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি প্রতিকৃতি তাঁর বংশধর শ্রীদিলীপকুমার মিত্র পরিষদকে দান করেন।

[উল্লেখ্য যে বিপিনচন্দ্র পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বহুমুখী ভূমিকা ছাড়াও, তাঁরা গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন]

(৫) পরিষদ ও 'ইয়াসলিকে'র যুগ্ম উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তীর অকাল মৃত্যুতে ১৩ই এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে পরিষদ ভবনে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন উপসমিতির কাজের বিবরণী—

(ক) **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ**—পরিষদ ভবনে শিক্ষণ কার্য শুরু হয়েছে। ৩৩তম শিক্ষাকালীন বর্ষে শিক্ষণকার্যকে অধিকতর ব্যবহারিক করা হয়েছে। বিগত বছরের পরীক্ষার জন্য ১৫৭ জন প্রার্থী নাম তালিকাভুক্ত করেন, ১৩৮ জন পরীক্ষা দেন এবং ১১০ জন পাশ করেন। পাশের হার শতকরা ৮১·১ জন।

(খ) **পরিষদ ভবন**—কেন্দ্রীয় সাহায্যের দ্বারা পরিষদ ভবনের ও ক্লাশরুমের

আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং পরিষদ ভবনে জল ও পাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর্থিক অভাবের জন্য পরিষদ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

(গ) **গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন**—গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচ্য বৎসরে 'পত্রপত্রিকা' ও 'সম্মেলন' সম্পর্কে দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রধান সমস্যা হ'ল ভালো প্রবন্ধ সংগ্রহ ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সমস্যা। আর্থিক অসুবিধার ফলে এই বছরে পরিষদের পক্ষ থেকে কোন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

(ঘ) **পরিষদ গ্রন্থাগার**—পরিষদ ভবনে সংগঠিত গ্রন্থাগার এখন ছাত্রছাত্রী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা বহুল পরিমানে ব্যবহৃত। কিছু নূতন পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সংযোজন করা হলেও, অর্থের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তুর সংযোজন সম্ভব হয়নি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা দান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

(ঙ) **সংগঠন ও সংযোগ**

বিভিন্ন জেলায় জেলায় সম্মেলন করে জেলা শাখা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুচবিহার, মালদহ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দার্জিলিং জেলায় শাখা গঠিত হয়েছে এই বৎসরের মধ্যে। পরিষদের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জেলায় এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সভায় যোগদান করেন। সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের পূর্বে জেলায় জেলায় সম্মেলন করা, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা ইত্যাদি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

(চ) **বেতন ও পদমর্যাদা**

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রচুর পরিমাণ চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে, বিভিন্ন ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। [এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী পরে উল্লেখ করা হয়েছে।]

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার দাবীগুলি জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্য পরিষদের উদ্যোগে ৮ই আগষ্ট ১৯৭০ তারিখে ষ্টুডেন্টস্ হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের এক কনভেনশন অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীসমূহের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। [এই সভার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রস্তাবসমূহ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।]

পরিষদ অন্যান্য গণসংগঠনের সাথেও প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং কয়েকটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচীও গ্রহণ করেছে।

(ছ) অর্থ ও হিসাব

পরিষদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়ণের জন্ত এবং হিসাবরক্ষা ও পরীক্ষার কাজ দ্রুততর করার জন্ত কতকগুলি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(জ) গঠনতন্ত্র সংশোধন

গঠনতন্ত্র সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে সংশোধন সম্পর্কিত বক্তব্যগুলি পেশ করা হবে।

(ঝ) গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী

পঃ বঃ গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী সঙ্কলনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রশ্নমালা তৈরী করে ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পাঠানো শুরু হয়েছে।

সভ্য সংখ্যা

১৯৭০ সালে নূতন সদস্যের হিসাব

আজীবন	ব্যক্তিগত	প্রতিষ্ঠানগত	মোট
১৭	৩২২	৩৬	৩৭৫

১৯৭০ সালের শেষে সর্বসমেতের সদস্যের হিসাব

আজীবন	ব্যক্তিগত	প্রতিষ্ঠানগত	মোট
৯৯	৯৩৭	৩৭১	১৪০৭

সর্বভারতীয় সম্মেলন ও সভা

সভাপতি, কর্মসচিব ও কার্যনির্বাহক সভার তিনজন সদস্য এবং পঃ বঃ হতে বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি দল ২রা থেকে ৫ই নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সেমিনারে যোগদান করেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায় কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের নিকট কি বক্তব্য পেশ করা উচিত তা পরিষদের পক্ষ থেকে পেশ করেন কর্মসচিব এবং বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতির আহ্বায়ক।

পরিষদের ১৯৭০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

৫ই ফেব্রুয়ারী—বিধানসভার সম্মুখে অবস্থানরত প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী নিয়ে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৪-১৫ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু কর্তৃক সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা দান।

১৯-২১শে ফেব্রুয়ারী—মহাকরণের সম্মুখে অবস্থানরত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে যুগ্মভাবে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবীতে গণডেপুটেশনে অংশগ্রহণ।

২৭-২৯শে মার্চ—নদীয়া জেলার বড় আন্দুলিয়াতে ২৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

২৮শে মার্চ—বড় আন্দুলিয়াতে কাউন্সিল সভা।

১০ই এপ্রিল—বিশিষ্ট ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক মিঃ জর্জ চ্যাণ্ডলার কর্তৃক "গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো" সম্পর্কে বক্তৃতা দান।

১৩ই এপ্রিল—পরিষদ ও 'ইয়াসলিকে'র যুগ্ম উদ্যোগে নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে শোকসভা।

৮ই আগষ্ট—গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্য কনভেনশন।

১২ই আগষ্ট—কলকাতার মেয়রের কাছে ডেপুটেশন এবং কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত কয়েকটি দাবী নিয়ে আলোচনা।

২০শে আগষ্ট—দিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং কয়েকটি দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ।

২১শে আগষ্ট—(ক) দিল্লীতে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের নিকট পরিষদ ও ইয়াসলিকের যুগ্ম উদ্যোগে স্মারকলিপি পেশ।

(খ) ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে দিল্লীতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ।

২২শে আগষ্ট—দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জাতীয় কনফেডারেশনের সভায় যোগদান। আলোচ্য বিষয়—কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের নিকট স্মারক-লিপি পেশ।

২৩শে আগষ্ট—দিল্লীতে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায় যোগদান। আলোচ্য বিষয়—কেন্দ্রীয় কমিশনের নিকট সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্মারকলিপি পেশ।

৭ই সেপ্টেম্বর—ব্যাপক বন্যার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রস্তাবিত গণঅভিযান স্থগিত, কিন্তু রাজ্যপালের নিকট গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে স্মারকলিপি পেশ।

১৪-২০শে সেপ্টেম্বর—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পাঠক্রমের পরীক্ষা।

২৯শে সেপ্টেম্বর—রহড়ার ট্রেনিং কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা।

২০শে অক্টোবর—বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

২৫শে অক্টোবর—পরিষদ ভবনে কাউন্সিল সভা।

২রা-৫ই নভেম্বর—বাঙ্গালোরে ইয়াসলিক সেমিনারে যোগদান।

১৪-২০শে নভেম্বর—জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপন।

২৮শে নভেম্বর—পরিষদ ও বিপিনচন্দ্র পাল ইনষ্টিটিউটের যুগ্ম উদ্যোগে বিপিনচন্দ্র পালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী পালন। বাংলায় নবজাগরণ ও বাংলাদেশে মুদ্রণের আদি যুগ সম্পর্কে আলোচনা চক্র।

২রা ডিসেম্বর—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে হামলার প্রতিবাদে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার দাবীতে যুগ্ম কনভেনশনের আয়োজন ও অংশগ্রহণ।

৬ই ডিসেম্বর—এ বি পি টি এ আয়োজিত গণতান্ত্রিক কনভেনশনে অংশগ্রহণ। গয়লগাছায় কাউন্সিল সভা।

১৯শে ডিসেম্বর—(১) রাজ্য বেতন কমিশনের অধিকাংশের সুপারিশ কার্যকর করা সম্পর্কে যুগ্ম সভা ও গণডেপুটেশনে অংশগ্রহণ।

(২) পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব।

২০শে ডিসেম্বর—গ্রন্থাগার দিবসের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু। কেন্দ্রীয় জনসভার অনুষ্ঠান। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ।

২৩শে ডিসেম্বর—শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন এবং পরিষদের জেলা শাখা গঠন।

২৫শে ডিসেম্বর—পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলন এবং উক্ত দুটি জেলায় পরিষদের জেলা শাখা গঠন।

[—কর্মসচিব]

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

- আপনি কি লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী পেয়েছেন ?
- প্রশ্নাবলী না পেলে পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
- যাঁরা প্রশ্নাবলী পেয়েছেন তাঁরা যথাশীঘ্র সেগুলি উত্তর সহ ফেরত পাঠান।

পরিষদ ভবন ডাইরেক্টরী উপসমিতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, লিব্ শিক্ষাক্রম সম্পর্কে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্য

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক কর্মী-ছাত্র-শিক্ষকদের একটা দীর্ঘদিনের দাবী মিটতে চলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, লিব্, এস সি শিক্ষাক্রম চালু হতে চলেছে। মোটামুটিভাবে জানা গিয়েছে যে দু'বছরের দিবাকালীন শিক্ষাক্রম (course) হিসাবে এটা প্রবর্তিত হতে চলেছে। স্বভাবতই গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে (যাঁদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার দাবী জানানো হচ্ছিল) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসাবে কিছু বক্তব্য জানাতে চান এবং এই মর্মে কর্তৃপক্ষের কাছে লেখেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা বিভিন্ন সময়ে উপাচার্য, সহযোগী উপাচার্য (Pro-Vice-Chancellor), রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ডীন, বিভাগীয় প্রধান প্রভৃতির কাছে তিনদফা চিঠি লেখা সত্ত্বেও ন্যূনতম সৌজন্যমূলক পত্রপ্রাপ্তির স্বীকৃতিটুকু জানানোও প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন নি—সাক্ষাৎকারের সময় দেওয়া তো দূরের কথা।

তাই শেষ পর্যন্ত পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের প্রত্যেক সভ্যের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন জানান হয়েছে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার জন্য। তাছাড়া পরিষদের দাবীসমূহের সমর্থনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগারকর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক ছাত্র শিক্ষক শিক্ষানুরাগী মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছে।

এম, লিব শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা' মোটামুটি এই :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় সংস্থার সুপারিশকে সর্ব ভারতীয় নীতি হিসাবে স্বীকার করা হয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (University Grants Commission) সুপারিশে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে ডিপ্/বি লিব্ পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একবছর স্থায়ী এম্ লিব্ শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতবর্ষের যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্ লিব চালু আছে—দিল্লী, বেনারস এবং চণ্ডীগড়—এই সুপারিশকে অনুসরণ করে মর্যাদা দিয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম এম্, লিব্ শিক্ষাক্রমও (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) এক বছর মেয়াদের। দু'বছরের এম্, লিব্-এর প্রস্তাব স্পষ্টতই U. G. C. সুপারিশের পরিপন্থী। তাই পরিষদ দাবী করে এই শিক্ষাক্রমের মেয়াদ এক বছরের হওয়া উচিত।

(২) দু' বছরের এম্ লিব-এর প্রস্তাব কার্যকরী হলে এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অসহায়ের মতো মার খেতে বাধ্য হবেন কারণ একমাত্র এখানেই এবং একমাত্র এই বিষয়েই স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তর উপাধির জন্য তিনবছর ব্যয় করতে হবে (স্নাতকোত্তর ডিপ্/বি লিব্ এর এক বছর আবশ্যিক)। সুতরাং এই ছাত্রস্বার্থ পরিপন্থী প্রস্তাবের পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে।

(৩) এই অঞ্চলের কোন নিয়োগকর্তা—সরকারী বা বেসরকারী তার কোন কর্মীকে দু'বছরের জন্য ছুটি দেবেন না, আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি একবছরের ডিপ/বি লিব্-এর নৈশ ক্লাস করতেও অনুমতি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কাজেই এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে গ্রন্থাগার কর্মীরা এই উচ্চশিক্ষার সুযোগ কিছুতেই পাবেন না—যেটা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অবিবেচনাপ্রসূত।

(৪) গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে এটা অবশ্যই একটি বৃত্তিগত শিক্ষাক্রম (Professional Course), গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই এখানে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য এবং তাদের সুবিধার্থে এটাকে নৈশ শিক্ষাক্রমের রূপ দিতে হবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এম্ লিব এর জন্য যে পাঠক্রম (syllabus) সুপারিশ করেছেন, আবশ্যিকভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা' অনুসরণ করতে হবে কারণ সেটাই সর্বভারতীয় মানের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌছানোর একমাত্র উপায়।

(৬) ছাত্র শিক্ষক আনুপাতিক হারের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে সুপারিশ করেছেন, সেটা কার্যকরী করাও একান্ত প্রয়োজন বলে পরিষদ মনে করে।

(৭) যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ বিভাগ খোলার দীর্ঘ ২৫ বছর পরে এম্ লিব শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হতে চলেছে, পরিষদ মনে করে প্রাথমিক স্তরে আসনসংখ্যা খুব কম হওয়া উচিত নয়।

পরবর্তীকালে গত ৯ই জুলাই শিক্ষাবিষয়ক সহকারী উপাচার্যের (Pro-Vice Chancellor, Academic) কাছে পরিষদ কর্মসচিবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এ সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য পেশ করেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নি।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২৬শে জুন সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পরিষদ ভবনে শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ২৯শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সভায় স্থির হয় যে হিসাব পরীক্ষকের পরীক্ষিত হিসাব সময়মত পাওয়া গেলে আগামী ২২ শে আগষ্ট সাধারণ সভা আহ্বান করা হবে। ঐ দিনই এক বিশেষ সাধারণ সভাও অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়।

অতঃপর গঠনতন্ত্র ও সংশোধন উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাবিত সংশোধন সভায় পেশ করা হয় এবং তা বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করার জন্য অনুমোদিত হয়। অতঃপর সভার কাজ শেষ হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ১৭ই জুলাই পরিষদ ভবনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গত ২৬শে জুনের সভার বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সভায় সাধারণ সভার নির্দিষ্ট তারিখ প্রয়োজনে পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্মসচিবকে ন্যস্ত করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য পেশ করা হয় এবং তা যথাযথভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুমোদিত হয়।

সঙ্কলনে : অজয় ঘোষ।

হরিদাস রায় ও হিমানী ঘোষ স্মারক পদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহসভাপতি এবং কমার্শিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায় তাঁর পিতা হরিদাস রায় ও উক্ত গ্রন্থাগারের সহকর্মী হিমানী ঘোষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্থানাধিকারীকে স্বর্ণপদক দেওয়ার জন্য উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার টাকা হিসাবে দান করেছেন। ১৯৭০ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। এ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী অনুসূয়া সেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী এই স্মারক পদক পাবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

উত্তরায়ণ সাধারণ পাঠাগার

গত ২৭শে মে ১৯৭১ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। সম্পাদকরূপে শ্রীপ্রভাস কুমার মিত্র এবং গ্রন্থাগারিকরূপে নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীপ্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র মৈত্র সারকুলেটিং লাইব্রেরী

গত ২৯শে মে ১৯৭১, এই পাঠাগারে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীননীগোপাল রায়। সম্পাদক শ্রীরঞ্জিত পাল ১৯৭০-৭১ সালের সম্পাদকীয় কার্য বিবরণী পাঠ করেন—এই বিবরণী থেকে এই গ্রন্থাগারের একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৭১—৭২ সালের জন্য একটি কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। এই কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে সর্বশ্রী ননী-গোপাল রায় এবং রঞ্জিত পাল।

বর্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর চতুর্বিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ই জুন। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগারের সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রছাত্রী দ্বারা অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠান ও ক্রীড়া বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের সমাজ সেবামূলক কার্যাদি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বিমলেন্দু পণ্ডিত।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ি

গত ৩০শে জুন সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে, সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত। বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী।

মেদিনীপুর

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

গত ২৮শে জুন, ১৯৭১, সোমবার, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে সন্ধ্যা ৬টায় "বন্দেমাতরম্" স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্রীপ্রতিনাথ চক্রবর্তী এবং তমলুক কলেজের অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ সরকার প্রধান অতিথিরূপে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দর্শন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আলোচনায় আরও যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণ আইনজীবি ও সাহিত্য রসিক শ্রীহরিসাধন সরকার এবং 'প্রদীপ' সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া

জুজার সাহা শক্তি পাঠাগার

গত ২২ শে জ্যৈষ্ঠ জুজার সাহা শক্তি পাঠাগারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীননীলাল দাস এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীরামচন্দ্র মান্না।

হুগলী

তিলক সাধারণ পাঠাগার, ভাণ্ডারহাটী

গত ১৩ই জুন পাঠাগারের পক্ষ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জে, এন বল এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল।

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

'ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার' (ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক) নামক পুস্তক প্রণেতা শ্রীমনোনীত সেন কলকাতার গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কিছু বই আমাদের দিয়েছেন। যে কোন গ্রন্থাগার, সম্পাদকের আবেদন সহ প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমাদের পরিষদ ভবন থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

[সাঃ গ্রঃ]

বার্তা-বিচিত্রা

ইউনেস্কো মস্রাম পুরস্কার

মাদ্রাজে ইউনেস্কো মস্রাম আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আণ্ডার সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী সি, ভি, নরসিংহম মাদ্রাজের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী ভি, থিল্লাইনায়গমকে ইউনেস্কো মস্রাম পুরস্কার প্রদান করেন। 'তামিল মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একজন কৃতী শিক্ষকরূপে এবং যুব আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সাংবাদিকতার জন্য পুরস্কার

প্রবীণ সাংবাদিক ভিক্ষু চমনলাল ভারতীয় সাংবাদিকদের জন্য নয়টি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী দিল্লীর কোন এক সংবাদপত্রে ৬০,০০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছে যার সুদ থেকে বছরে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। ১,০০০৲ টাকার একটি প্রথম ও ৫০০৲ টাকা করে ৮টি পুরস্কারের মধ্যে দুটি সংবাদসংস্থার সাংবাদিক এবং দুটি মহিলা সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

মালয়লাম বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী

কেরালা সাহিত্য আকাদেমী (ত্রিচুর) প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত মালয়লাম বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছেন। এজন্য ত্রিচুর, ত্রিবান্দ্রম এবং কেরালার অন্যান্য জায়গায় একসঙ্গে কাজ চলেছে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এই কাজের জন্য ১৯২০ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত কিছু প্রাচীন বইয়ের xerox কপি বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন।

চতুর্দশ শতকের সঙ্গীত মহাকাব্য

কেরলের ডঃ পি, কে, নারায়ণ পিল্লাই 'রামকথা পত্নু' নামক রামায়ণের উপরে লিখিত চতুর্দশ শতকের একটি সঙ্গীত মহাকাব্যের তালপাতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন। এর লেখক আইয়িপিল্লা আসান। এই লেখক-এর ভাই আয়ান পিল্লাই আসান কর্তৃক মহাভারতের উপরে লেখা অনুরূপ একটি রচনার জন্যও কেরলে অনুসন্ধান চলছে।

পি, ই, এন এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্যকরী সমিতি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে কবি, প্রবন্ধকার ও গল্প লেখক সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার (পি, ই, এন,) বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৭১ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে : সভাপতি—ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-

সভাপতি—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন্দ্রলাল বসু, কর্মসচিব—শ্রীগোপাল ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী, সদস্য—সর্বশ্রী শিবকুমার ঘোষ, আশাপূর্ণা দেবী, কে. এম লোধা, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, হীরেন রাহা, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং চিন্ময়ী দেবী।

যুগোস্লাভ বর্গীকরণ আলোচনা চক্রে অধ্যাপক এ, নীলমেঘন

যুগোস্লাভ সেন্টার ফর টেকনিক্যাল এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশনের উদ্যোগে হারসেগ নোভি-তে ২৭শে জুন থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছে—বিষয়বস্তু: সার্বদশমিক বর্গীকরণ ও অন্যান্য সূচীকরণ ভাষার সম্পর্ক (UDC in relation to other indexing languages)। এই সম্মেলনে লেখক ও বক্তা হিসাবে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে ডি, আর, টি, সি'র প্রধান অধ্যাপক এ, নীলমেঘন গত ২৬শে জুন যুগোস্লাভিয়া রওনা হয়েছেন। সেখানে তিনি 'সার্বদশমিক বর্গীকরণের তাত্ত্বিক বনিয়াদ: প্রয়োজন এবং প্রয়োগ' (A Theoretical Foundation for UDC : its needs & formulation) নামক একটি প্রবন্ধ উপস্থিত করেছেন। এছাড়া, উদ্যোক্তাদের ইচ্ছানুযায়ী অধ্যাপক নীলমেঘন আলোচনা চক্রে এই প্রসঙ্গ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর ব্যাখ্যায় বক্তব্য রাখেন।

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

তেলেগু কবি শ্রীবিশ্বনাথ সত্যনারায়ণকে ১৯৭০ সালের ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। শ্রীসত্যনারায়ণ রচিত শ্রীমদরামায়ণ কল্পবৃক্ষমু মহাকাব্যের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ টাকা।

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী ডঃ বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ একজন বিশিষ্ট আধুনিক তেলেগু লেখক। এর আগে ডঃ সত্যনারায়ণকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। 'বিশ্বনাথ মধাকারালু' নামীয় কবিতা সংগ্রহের জন্য তিনি সাহিত্য একাদেমী পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর রচিত বই এর সংখ্যা ৮০টিরও বেশি। এর মধ্যে রয়েছে ৬০টি উপন্যাস, ১২টি কবিতার বই, ৫টি নাটক ও ৫টি সমালোচনা সাহিত্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম গ্রন্থাগার

তিরুপতিতে ভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফিল্মের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শুধু ফিল্মের গ্রন্থাগার এই প্রথম।

সঙ্কলয়িত্রী: ঊষা ভট্টাঠাকুরতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব্., এস্‌. সি (১৯৭০) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী (গুণানুক্রমে)

১ শ্রী রিয়াজুর রহমান খান
২ „ অজয়কুমার ঘোষ
৩ „ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী
৪ „ পান্নালাল দাশগুপ্ত
৫ „ শ্যামলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
৬ „ বল্লরী বসু
৭ „ শিপ্রা গুপ্তা
৮ „ তারকনাথ চক্রবর্তী
৯ „ কল্প মজুমদার
১০ „ নির্মলকুমার চক্রবর্তী
১১ শ্রী শুক্লা গোস্বামী
১২ „ প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য
১৩ „ রাধাবল্লভ পাল }
„ বরুণকুমার বসু }
১৫ „ শ্যামলকুমার রায়চৌধুরী
১৬ „ সন্তোষকুমার দাস
১৭ „ সুনীলকুমার বসুমল্লিক
১৮ „ রবীন্দ্রনাথ পয়রা
১৯ „ জয়া বসু

দ্বিতীয় শ্রেণী (ক্রমিক সংখ্যানুসারে)

শ্রী সুজিতকুমার সুর
„ গীতা দাস
„ অজয়কুমার ঘোষাল
„ নারায়ণচন্দ্র পাল
„ দিলীপকুমার মজুমদার
„ নমিতা মুখোপাধ্যায়
„ অমিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ লক্ষ্মী রায়চৌধুরী
„ রমেন আচার্য
„ অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ সুবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস
„ লীলা ভট্টাচার্য
„ সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ রায়
„ অনঙ্গভূষণ রায়
„ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মীরা সেনগুপ্তা
শ্রী শুক্লা চৌধুরী
„ গৌরী রায়
„ ননীগোপাল দে
„ রঞ্জিতকুমার হাজরা
„ মায়া দাশগুপ্ত
„ গৌরচন্দ্র বসাক
„ বিনয়ভূষণ দত্ত
মহঃ জামাত আলি
„ তীর্থঙ্কর ঘোষাল
„ দেবকুমার চৌধুরী
„ অলি বসু
„ শাসনপ্রিয় শ্রমণ
„ বিশ্বনাথ কাঁড়ার
„ বলরামচন্দ্র কুণ্ড
„ দিলীপকুমার মল্লিক
„ ভূপালচন্দ্র মোহান্ত

শ্রী অঞ্জলি দাস
„ অশোককুমার নন্দী
„ মানিকচন্দ্র হেমব্রম
„ পূবালী বসু
„ যূথিকা কোলে
„ এ, এস, বাবু
„ অসিতা রায়
„ রুমা মাইতি
„ কেশবচন্দ্র দে
„ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রী শতক্রশোভন চক্রবর্তী
„ [illegible]মোহন চক্রবর্তী
„ কল্যাণী রায়চৌধুরী
„ শুভ্রা পাল
„ প্রদ্যোৎকুমার রায়চৌধুরী
„ নীলোৎপলা সেনগুপ্ত
„ লীলা সামন্ত
„ গীতা সাহারায়
„ প্রদীপ মিত্র
„ দেবদাস ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন

গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানান হইতেছে যে আর্থিক অসুবিধার জন্য পরিষদ ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হইতেছে না। এ কারণ প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ পরিষদ ভবন নির্মাণ কল্পে তাঁহাদের দান একান্ত কাম্য।

পরিষদ ভবন
২০ জুলাই, ১৯৭১।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

GRANTHAGAR

VOLUME 21 : NUMBER 3 : JUNE-JULY, 1971 (ASAR, 1378 BS.)

Introduction of M. Lib. Sc. course in the University of Calcutta : Editorial

The introduction of M. Lib. Sc. course in the University of Calcutta is no doubt a news of appreciation to the people of library science. Though the course is going to be started after a long period of 25 years from the introduction of Dip. Lib. Sc. course, still this may be appleuded by dint of the axiom, 'it is better late than never'. But the scheme of the course recommended by the authority of the University is not at all satisfying to the concerned people because of the fact that the course will have the tenure of two years, is of day course, and is open for the graduates who have not even the basic professional qualifications. These are the systems which are nothing but contradictory to the wishes of the persons concerned. [P. 69] B. C.

Library movement in Bengal by Gurudas Bandyopadhyay

This instalment of restrospective commentary on library movement in Bengal encompases the salient events during the year 1955-56.

On 19th August, 1955, in observance of the Library Day, a meeting was held at the University Institute. Shri Vivekananda Mukhopadhyay, the Editor of the Yugantar, presided over the meeting and Shri Nikhil Ranjan Ray, the Chief Inspector of the Directorate of Adult Education, Govt. of West Bengal, was the guest-in-chief. Shri Pramil Chandra Bose, on behalf of the Association, hailed the project for Library service for West Bengal undertaken by the State Government. Shri Ray inspelling out the project mentioned that the prime object of the project was to provide library service for each of the 2000 Unions in West Bengal.

On 14th April, 1956, Bengal Library Conference was held at Birendra Smriti Saudha at Kanthi in the District of Midnapore, under the auspices of Kanthi Club. The Chairman and Secretary of the reception committee were Shri Iswarchandra Mal and Shri Saradindu Das, respectively. The Conference was presided over and inangurated by Shri Pramil Chandra Bose, Librarian of the University of Calcutta and Dr. Niharranjan Ray, respectively.

The chairman of the reception committee in his speech highlighted the contribution made by different libraries of the districts in the cultural history of Kanthi.

Dr. Roy emphasised on the necessity of a joint venture by Bengal Library Association creative writer and publishers to tide over the problem of publication of good books. [P. 71] K. B.

Periodical Review

'Ghosana' : the weekly organ of the National Library Employees, Association ; revieweded by Sm. Gita Mitra.

Association Notes

Annual Report of the year 1970

In the Annual report of the year 1970 the synopsis of the workings of the Library Association is stated. Names of the office-bearers, the Standing Committees and Sub-Committees along with the audited statement of Accounts are the information incorported in the report. The chronological workings of the Association during the year 1970 is the special feature of the annual report added this year.

M. Lib. Sc. in Calcutta University and B. L. A.

After several communications on behalf of the Bengal Library Association to the officials of the Calcutta University viz. the Vice-Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Registrar, Dean of the faculty of Library Science and the head of the department of Library Science regarding the proposed "2 year day time" M. Lib. Sc. course went unheeded, the Association has recently issued a personal appeal to all members of the Senate, Syndicate and Academic Council of the Calcutta University requesting their intervention in amending the proposal for the sake of justice to the longstanding demands of library movement in the state regarding the matter. Moreover, a joint effort on the part of the B. L. A. and the National Library Employees Association seeks to collect signatures of professional people of the state in favour of the demands. The Association calls for a one-year evening course with in the Syllabus and the student-teacher ratio conforming to the recommendations of the University Grants Commission. The memorandum also points out that (a) any proposal for a two-year M. Lib. Sc. coure is contrary to the clear and categorical recommendations of the U. G. C. for one-year post-Dip/B Lib. M. Lib. course (b) as no employer would spare his worker for a two-year whole-time course, any such proposal would severely affect the interest of library workers in the state ; and (c) as the M. Lib. Sc. course is going to be introduced about 25 year after the Dip. Lib course, the number of seats should be reasonably greater at the initial stage.

Executive Committee Meetings

The Executive Committee of the Association met on the 26th June at the Association Building with Shri Ajit Kumar Mukhopadhyay in the chair. It was decided that the Annual General Meeting of Association would be held on the 22nd August, 1971, if the audited report is received in time. It was the recommendations of the Constitution Review Committee decided that to be placed before the Extra-ordinary Annual General Meeting for formal approval.

On the 17th July, the Excutive Committee also met with Shri Ajitkumar Mukhopadhyay on the chair. It was decided that in case of unavoidable circumstances the Secretary may change the date of the Annual General Meeting from the 22nd to the 29th August The proposals drafted in response to the report of the National Library Review Committee were also approved to be placed to the concerned body. [P. 97] B. C.

News from the Libraries

Birbhum : Vivekananda Granthagar & Ramranjan Town Hall, Suri. **Burdwan** : Pallimangal Library. **Calcutta** : Rabindra Maitra Circulating Library ; Uttarayan Sadharam Pathagar. **Hooghly** : Tilak Sadharan Pathagar, Bhandarhati. **Howrah** : Jujar Saha Sakti Pathagar. **Midnapur** : District Library, Tamluk.

News & Views

UNESCO Mandram Award ; Prizes for Indian Journalists ; Bibliogaaphy of Malayalam Books ; Musical Epic of the Fourteenth ; Century ; Executive Committee of the P. E. N, West Bengal ; Prof. A Neelameghan at the Yugoslav symposium on Classification ; Bharatiya Jnanapith Prize, 1970 ; Film Library in a University.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৪ } { ১৩৭৮, শ্রাবণ

সম্পাদকীয়

বাঙলা সাহিত্যের ক্রমাবক্ষয়

সরকারী হিসাব মতে পৃথিবীর প্রধান ভাষা সমূহের মধ্যে উৎকর্ষতায় বাঙলা সাহিত্যের স্থান ষষ্ঠ। আমরা এই আনন্দ নিয়েই আছি। কারণ থেকে থেকে বাঙলা সাহিত্যের যে ঢল নামে তার বন্যায় আর সব ভেসে যায়। কিছুদিন আগে এই রকম এক জোয়ার এসেছিল 'মিনি' পত্রিকার। সে জোয়ারে ভাটা পড়েছে, ভাঙন ধরেছে সে উদ্দীপনায়। কারণ ঝাঁকে ঝাঁকে প্রকাশিত 'মিনি' পত্রিকার মাত্র কয়েক খানিই আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে কোনক্রমে। বাঙলা সাহিত্যের জোয়ার আবারও আসছে আগামী মাস থেকে। শারদীয়া সংখ্যার। অজস্র অসংখ্য পত্র পত্রিকা ইত্যাদি মাথা ফুঁড়ে উদয় হবে সাহিত্য দরবারে। অসংখ্য নামী, দামী, অনামী ও বেনামী লেখক লেখিকার লেখায় বাঙলা সাহিত্যের আসর হয়ে উঠবে জব জমাট। যারাই বাইরে থেকে এগুলি দেখেন তাঁরাই বলেন, হ্যা বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি হচ্ছে বটে! কিন্তু সত্যিই কি তাই? একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এই সব মরসুমী সাহিত্যের মধ্যে সত্যিকারের সাহিত্য খুব সামান্যই আছে। পূজা সংখ্যার অধিক সংখ্যক গল্প, উপন্যাস দেওয়ার জন্য প্রকাশকরা নামী নামী লেখক লেখিকাদের নিয়ে যে ভাবে 'টাগ অব ওয়ার' করে সাহিত্য মন্থন করেন তার ফলে অমৃত ওঠার চেয়ে জর্জরিত বাসুকীর মুখনিঃসৃত হলাহলের পরিমানই বাড়ে। অধিকাংশ লেখকই তাই রাত জেগে কোনক্রমে অর্ডার মাফিক একটা রচনা খাড়া করেন যার মধ্যে লেখকের চিন্তা ভাবনা খুব কম অংশই থাকে। দোষ লেখকের নয়, দোষ অবস্থার। পাইকারী হারে লিখলে কোনটাই রসোত্তীর্ণ হতে পারে না।

এছাড়া বাকী সব রচনাই নতুন ও কাঁচা হাতের সাহিত্য প্রয়াস। ছাপার অক্ষরে নাম দেখতে প্রায় সকলেরই ভাল লাগে। তাই পূজার মরসুমে দলে দলে নতুন নতুন সাহিত্যিক তাঁদের তথাকথিত সাহিত্যের ভাণ্ডার নিয়ে বিভিন্ন প্রকাশকের শরণাপন্ন হন। এই সব লেখকরা পুরানো কিছু লেখা কাট ছাঁট করে বা অন্যকোনখানের সঙ্গে জোড়া তালি দিয়ে কোন রকমে একটা কিছু খাড়া করেই প্রকাশের জন্য হন্যে হয়ে ওঠেন। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অন্য অন্য সময়ে তাদের লেখা প্রকাশিত না হলেও পূজা সংখ্যায় বিচিত্র সেজেগুজে আত্মপ্রকাশ করে। আর এই সব লেখকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গড়ে ওঠে বেশ কিছু সংখ্যক 'পত্রিকা প্রকাশক গোষ্ঠী।' একটা লেখা শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশের আশায় অনেকেই ২০/২৫ টাকা দিতে রাজী থাকেন এবং যার সবটাই প্রকাশকের পকেটে যায়। এই ভাবে লেখা আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপনও দেখা যায় খবরের কাগজে 'নতুনদের লেখা চাই' স্তম্ভে।

নামী লেখকদের নাম নিয়ে এবং তাঁদের সাহিত্যকৃতির সুনাম নিয়ে কালোবাজারীও চলে অহরহ। প্রকাশকরা নামী লেখককে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে দেন। তারপর চুক্তি হয় কত ফর্মার উপন্যাস হলে কতটাকা দেবেন। লেখক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় টাকা নেন কিন্তু সময়ে সব লিখতে না পারলেও যার যেমন তাগাদা সেই অনুসারে ফর্মা তৈরী করেন। অন্যদিকে বিভিন্ন নামী লেখকদের টাকা অগ্রিম দেওয়ার পরই প্রকাশক বিভিন্ন এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং যে বইয়ে যত বেশী নামী লেখকের তালিকা থাকে সেই বইয়ের কাটতি তত বেশী হবে বলে এজেন্টরা সেই অনুপাতে আগাম টাকা জমা দেন। এইভাবে আগাম টাকা জমার পরই শুরু হয় আসল খেলা। লেখক তাঁর খুশীমত কোন রকমে দায়সারা গোছের দায়িত্ব মুক্ত হন, আর প্রকাশকও লেখকের নাম কটা ছাপাতে পারলেই খুশী, পত্রিকায় নামী লেখকের দামী কোন লেখা থাকুক আর নাই থাকুক। ফলে ক্রমান্বয়ে পত্রিকার দাম বাড়ে অথচ মান বাড়েনা। বাড়তি টাকা দিয়ে পাঠকদের মনের ঘাটতি থেকে যায়। আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাঙলা সাহিত্য। যা চিরায়ত সাহিত্য না হয়ে সাহিত্যের ক্রমাবক্ষয়ই টেনে আনে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলেও দেখা যায় বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচার ক্ষীণতর হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হিসাবে প্রকাশকরা বলবেন কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই খরচা বেড়েছে। তাই বই প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। এ একটা প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু অপর পক্ষে একথাও স্বীকার করতে হবে যে ভাল সাহিত্য প্রকাশের চেয়ে সস্তা দরের চনমনে বই প্রকাশের দিকে অনেক প্রকাশকই আগ্রহী। যার ফলে ভাল সাহিত্য রচনা স্বীকৃতি না পেয়ে ক্ষণস্থায়ী লেখাই বাজারে বাড়ছে।

বাঙলা সাহিত্যকে এই দুরবস্থায় ঠেলে দিতে পাঠকদের দায়িত্বও কম না। ভাল বই আজকাল প্রায়ই বেশী মূল্যের হয়ে থাকে, স্বভাবতই অনেকের পক্ষে তা কেনা সম্ভব হয় না। কিন্তু চেষ্টা করলে সহজেই ঐ সব বই বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে পড়তে পারেন সকলে। এ কথা সত্য শারদীয়া সংখ্যায় বেশ কয়েকটি উপন্যাস, গল্প কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বেশ সস্তায় পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অনেক হলেও, গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রায় কিছুই থাকে না। তার সঙ্গে সহযোগিতা করে সস্তাদরের কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা, সব মিলিয়ে এক সস্তা দরের সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের মিছিল এগিয়ে চলেছে ক্রমাবক্ষয়ের পথে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৫)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মেলনের সভাপতি শ্রী প্রবীরচন্দ্র বসু তাঁহার নিম্নলিখিত মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন।

বন্ধুগণ,

আপনাদের সাদর আহ্বানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতির সম্মানিত আসন গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছি একান্ত কুণ্ঠিতচিত্তে এবং সঙ্কোচ সহকারে। এই আসনের সম্মান লাভের বা মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত যোগ্যতা আমার নেই সে বিষয়ে আমি অবহিত আছি। আমাকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের কর্মিসম্প্রদায়কে আপনাদের প্রীতি ও অনুরাগ জ্ঞাপন যে এই আহ্বানের উদ্দেশ্য, অনুমানে তা বুঝতে পারি। আজ সেজন্য ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের গৌরববৃদ্ধির আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারিনি। আপনাদের সকলের সমবেত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় আমি আস্থাশীল। সেই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সভাপতির দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা করবে এই বিশ্বাস মনে দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলার দান সর্বজনবিদিত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতির প্রাচীনত্বে মেদিনীপুর গৌরবান্বিত। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার আছে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই জেলার রূপনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার সম্ভবত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্যামানন্দ, বাংলা সাহিত্যের দিক পাল কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বনামধন্য মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বীর রমনী মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ মেদিনীপুরের সন্তানদের প্রতিভা, কর্মশক্তি ও দেশপ্রেম এই জেলার গৌরববৃদ্ধি করেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঋষি রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বাংলার বহু মনীষীর নামের সাথে মেদিনীপুরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলার কাহিনীতে দেখি, সমুদ্রতটে নিবিড় বনমধ্যে নবকুমারের যখন পথভ্রান্তি জন্মিল তখন অনন্ত সমুদ্রের জনহীন তীরে কপালকুণ্ডলা তাকে স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধালেন, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এবং কল্পনার কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে এই মেদিনীপুরের পথের সন্ধান দিলেন। কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে নেমে এসে আমরা দেখি, জাতীয় জীবনে সমস্যাসঙ্কুল বহু দুর্যোগের পথে মেদিনীপুর বহুবার এগিয়ে এসেছে কপালকুণ্ডলারই মত দেশবাসীকে পথ দেখাতে। একদা এই মেদিনীপুরের পথ বেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। মহামনীষীদের পদধূলি মণ্ডিত মেদিনীপুর জেলার ভূমিস্পর্শে নিজেকে আজ কৃতার্থ মনে করি আর আশা রাখি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহাসন্ধিক্ষণে কাঁথিতে অনুষ্ঠিত এই গ্রন্থাগার সম্মেলন মেদিনীপুরের পূর্ব কৃতিত্বের ধারা বজায় রেখে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যলাভের নিশ্চিত পথের সন্ধান দিতে সমর্থ হবে।

ক্রমবিবর্তন প্রাণবন্ত গতিশীলতার নিদর্শন। ক্রমবিবর্তনের পথে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ নবরূপ পরিগ্রহের দ্বারদেশে উপনীত। এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তর যে সময়ে ঘটে সেই সময়কে আমরা বলি সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণের পথ ঠিকমত বেছে নিতে পারা না পারার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এই প্রচেষ্টার সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা। কাজেই আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আজকের এই সন্ধিক্ষণের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে রূপ এবং ধারার সাথে আমরা এযাবৎ পরিচিত, তার উৎপত্তি ও বিকাশের মূলে পাশ্চাত্য আদর্শের সক্রিয় প্রভাবের কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসায় এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে আমাদের দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কোন দেশ বা জাতির পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও অন্যনিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার যুগ বহুদিন গত হয়েছে। একের প্রভাব অন্যকে আজ বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত করে। এক দেশের আন্দোলন অন্য দেশে পৌঁছে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এহেন অবস্থায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম বাহন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারা এদেশে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে ক্ষুণ্ণ বা আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কার্যকারণের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই এটা ঘটেছে। আর এর প্রয়োজনও নিশ্চয়ই ছিল। কাজেই একেই প্রসন্ন মনেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। নানা বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্য ধারাকে আমাদের দেশে এপর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের নিন্দাবাদ না করে আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার" কবির এই উক্তি আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদিন যাবৎ পশ্চিমের আদর্শের উপহার উভয় করপুটে গ্রহণ করেছি। এবার কবির পরবর্তী উক্তির—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'—তাৎপর্য গ্রহণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। অন্ধভাবে শুধু পাশ্চাত্যের অনুসরণ না করে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা সঙ্গত ও সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হ'লে কোন্ পথে তা করণীয় এসব কথা এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের এবার স্থির বুদ্ধিতে চিন্তা ও আলোচনা করার প্রয়োজন হয়েছে। এই সূত্রে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বর্তমান অবস্থাও পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। এই সব দেশের কাছ থেকে আমাদের নূতনভাবে গ্রহণ যোগ্য কিছু থাকলে যাতে তাকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি এই উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনের এই তাগিদ্ গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের সূচনার আভাস দেয়।

এককালে গ্রন্থাগার ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনের বিচরণক্ষেত্র। গণতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রসার এবং জনগণের সচেতন সমাজের আবির্ভাব ও ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে সাথে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হতে লাগল বহুতর ব্যক্তির জন্য ধীরে ধীরে। আগেকার দিনের গ্রন্থাগার স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির মনের আনন্দের খোরাক যোগাত অথবা তাঁদের গবেষণার কাজে মালমসলা যুগিয়ে দিত। নবযুগের গ্রন্থাগার তার জ্ঞান ও আনন্দ মহলের দরদালানের দরজা খুলে উদাত্তস্বরে স্বাগত জানায় সর্বজনের উদ্দেশ্যে। এই আহ্বান জানান হয় পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, স্ত্রীপুরুষ, বালবৃদ্ধ, অন্ধ চক্ষুষ্মান, রোগী নীরোগ নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর সকল স্তরের লোককে—কারও সাথে কারও প্রভেদ না রেখে। বিশেষ শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা আর সর্বশ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকের জন্য আয়োজন ও ব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপকতা ও জটিলতাসংক্রান্ত যে বিরাট পার্থক্য আছে তা সহজেই অনুমেয়। গভীর ও ব্যাপক পরিধি বিশিষ্ট এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সামঞ্জস্য সাধন সহজ কথা নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই দুরূহ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য অব্যাহত চেষ্টা চলেছে। আর পাশ্চাত্ত্য দেশের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও আয়োজনকে অতিক্রম করে অধিকতর ব্যাপকভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি। এদিক দিয়েও আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের যুগ পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি।

আমাদের দেশের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনাকাল হতে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের মূলে কাজ করছে প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগ। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে রাজ্য সরকার সমূহ এবিষয়ে কিছুটা অগ্রণী হয়েছেন। ফলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এখন সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় ও সংযোগ সাধনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। চতুর্দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে।

এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই বিচিত্র অবস্থায় পটভূমিতে আমরা সম্মিলিত হয়েছি কাঁথিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দশম অধিবেশনে। আশা করি এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সকল বিষয়ের বিচার—বিশ্লেষনান্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের নিমিত্ত যুগোপযোগী এমন এক বাস্তব কার্যসূচী নির্ধারণ করবেন যা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে জটিল অবস্থাকে আয়ত্তে আনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ভবিষ্যতে চিরদিন প্রেরণা যোগাবে এই আন্দোলনের কর্মীদের মনে ও প্রাণে।

দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় এদেশের জীবনাদর্শের বা চিন্তাধারায় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এতদিনের অনুসৃত পাশ্চাত্ত্য দেশের গ্রন্থাগার নীতির আশু পরিবর্তন সাধন প্রয়োজনীয় ও সম্ভব কিনা তা আপনারা বিবেচনা করুন। বাহ্যিক চাকচিক্য অপেক্ষা অন্তর্নিহিত গুণের

সমাদর করাই ভারতীয়দের সনাতন নীতি। বহু ভণ্ড-তপস্বী গেরুয়া বসন ব্যবহার করে জেনেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের গেরুয়াবসনের প্রতি এত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ কেন? তার কারণ মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ ত্যাগকে ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর গেরুয়াবসন এই ত্যাগের প্রতীক, তাই গুণের সমাদরের জন্যই এই শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ।

এদেশের সাধারণ মানুষ যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ তাকে সবার উর্দ্ধে স্থান দিতে চায়। এই তাদের শিক্ষা, এই তাদের সনাতন ধর্ম। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কি তার ব্যতিক্রম হবে?

• গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা কোথায়? তার অস্তিত্বের প্রকৃত সার্থকতা কিসে? সংগৃহীত গ্রন্থরাজীর স্ফীত কলেবরের পরিধি যদি এই মর্যাদা বা অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হয় তাহলে গ্রন্থাগার স্থাপনের অন্তর্নিহিত মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থের প্রকৃতি এবং তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের যথার্থ মূল্য। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞা পাশ্চাত্য দেশে যে জানা নেই এমন নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না। কার্যত সংখ্যার আধিক্যই প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের উপরেও আধিপত্য করে। যেখানেই আপনি যান গ্রন্থাগারের কথা উঠলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবেন প্রশ্ন হবে, 'আপনার গ্রন্থাগার কত বড়?' ভাবের ঘরে চুরির অবকাশ না রেখে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ সংজ্ঞার কার্যকরী স্বীকৃতি দান সত্যই কি সম্ভব নয়? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গৃধ্নুতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে।......সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয়, একথা মনে থাকে না।' আমার তো মনে হয় ভ্রান্ত নেশার মোহ কাটিয়ে আমাদের দেশের চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি আমাদের গ্রন্থাগার জগতে এই সংজ্ঞার বাস্তব স্বীকৃতি দিতে পারি যে 'গ্রন্থাগারের আকার অপেক্ষা সেথায় সংগৃহীত গ্রন্থাদির প্রকৃতি এবং তার সম্যক সদ্ব্যবহারই গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের যথার্থ মাপকাঠি,' তাহলে শুধু সত্যকেই সম্মানের আসন দেওয়া হবে না, গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে এবং গ্রন্থাগারের জন্য যে সময়, শক্তি অর্থ নিয়োজিত হয় তার অনেক অপচয় নিবারণ হবে এবং ঐ উদ্বৃত্ত সময়, শক্তি ও অর্থ গ্রন্থাগারের সত্যিকারের উন্নতির জন্য নিয়োগ করা সম্ভব হবে। গ্রন্থাগারের সার্থক অস্তিত্বের এই সংজ্ঞাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যথার্থ হিতসাধন করা হবে বলে আমি মনে করি।

নীতির কথা ছেড়ে দিয়ে এবার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে পাশ্চাত্য রীতির সাথে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য বিধানের কোন অবকাশ আছে কিনা

আপনারা বিচার করে দেখতে পারেন। আমাদের দেশ এখনও পল্লীপ্রধান। আজকের দিনের গ্রন্থাগার সাক্ষর, নিরক্ষর, ধনী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই জ্ঞান ও আনন্দ পরিবেশনের আবশ্যক ব্যবস্থা রাখতে চায় নিজের তত্ত্বাবধানে। কিছুদিন পূর্বেও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আনন্দ পরিবেশন করা হ'ত যাত্রা, কথকতা, কবিগান ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের দেশের পল্লী-গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও মাধ্যমে পল্লীর অর্ধশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকদের জন্য দেশের সেই পুরান পরিবেশ সৃষ্টি করা কি একেবারেই অসম্ভব? গ্রাম্য গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে পল্লীবাসীর মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে পল্লীর নিজস্ব প্রাচীন উপায়গুলিকে, আবশ্যকবোধে আধুনিকরূপে পরিবর্তিত ক'রে গ্রহণ করতে পারলে এবং গ্রন্থাগারকে পল্লীবাসীদের সকল সম্প্রদায় অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে পল্লীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যও সহজে সফল হবে একথা উল্লেখ করা হয়ত বাহুল্য।

সাদাসিধা জীবনযাত্রার ও উচ্চ চিন্তা এদেশের আদর্শ ছিল। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে পার্থিব ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় এবং সম্ভবত সঙ্গতও নয়। পার্থিব ঐশ্বর্য অর্জনের চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রতি যদি একান্ত আসক্তি না জন্মে তাহলে মানুষ অনেক ক্ষোভ, অনেক দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। বস্তুতান্ত্রিক জগতের জাঁকজমক ও জৌলুস সাধারণ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। এই জাঁকজমক ও জৌলুসের আড়ালে আসল বস্তুর পরিচয় অনেক সময় অজ্ঞাত থেকে যায়। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারের বাহ্যিক জাঁকজমক ও জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি সর্বত্র পাশ্চাত্য আদর্শে চলবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের পল্লীর গ্রন্থাগারে অথবা সহরের অনেক বিত্তহীন গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্য ব্যয়বহুল টেবিল, চেয়ার অথবা অন্যান্য দামী আসবাব পত্র রাখা কি একান্তই অপরিহার্য? এদের পরিবর্তে অধিকতর সুলভ মূল্যে দেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা কি সম্ভব নয়? যেখানে ভাল রাস্তার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই সেখানে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য মোটরচালিত মূল্যবান যানের ব্যবস্থা অপেক্ষা অন্য কোন সুলভ ব্যবস্থা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয়? গ্রন্থাগারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় প্রথা ও ব্যবস্থার প্রভাব স্থানীয় জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগারকে নিজস্ব বস্তু বলে গ্রহণ করবার পক্ষে কি অধিকতর সহায়ক হয় না। এবং ব্যয়ের দিক দিয়েও এই ব্যবস্থা কি সুলভতর হয় না? দেশে নানাভাবে নানা দিক দিয়ে গ্রন্থাগারের আয়োজন ও ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন তাঁদের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করি।

গ্রন্থাগার পরিচালনের বিদেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে নানা ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যা বা বাস্তব অবস্থায় উপযোগী করে তোলার প্রয়োজনের কথাও আপনারা

ভেবে দেখবেন আশা করি। মোট কথা এতদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিদেশী ধারার স্রোতেই আমরা ভেসে চলেছি। এবার কিছুটা আত্মস্থ হবার সময় এসেছে। বিদেশের যা কিছু ভাল এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই বরং পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ প্রয়োজনের কথা একেবারে ভুলে থাকলে চলবে না। সেদিকেও সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি রেখে উভয়ের মধ্যে প্রয়োজন মত সামঞ্জস্য সাধন ক'রে আমাদের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় এই আমার অভিমত। আর সেজন্য মাত্র পাশ্চাত্ত্য আদর্শে মোহগ্রস্ত না হয়ে প্রাচ্যের এবং বিশেষ ক'রে আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ সমস্যার প্রতি অবহিত হবার কথা উল্লেখ করেছি। হয়ত আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আমার অনেক উৎসাহী বন্ধুর বিরাগ-ভাজন হলাম। তাই এবার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পাশ্চাত্ত্য প্রবাহের ভাল দিকগুলির কিছু কিছু যা আমাদের দেশে গ্রহনযোগ্য হতে পারে তার কথা উল্লেখ করব।

বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আর সীমাবদ্ধ লোকের সেবায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। জগদ্ব্যাপী গণচেতনার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের দাবী আজ স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবে দেশের সর্বত্র সব শ্রেনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে অথবা অনতিকাল মধ্যে অনুভূত হবে। শুধু গ্রন্থের সাহায্যে আজকের এই চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের যেখানে কার্যত নিরক্ষর ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে সেখানেও গ্রন্থ ব্যতীত চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আরও নানা বস্তুর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে গ্রন্থাগারের—বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের মাধ্যম হিসেবে। আমাদের দেশে যেখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের থেকে বহুগুণ বেশী সেখানে সর্বসাধারণকে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যথা ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছবির সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমাবেশের প্রয়োজন আরও বেশী। এদিক দিয়ে আমরা এখনও বেশী দূর অগ্রসর হতে পারি নি। আধুনিক গ্রন্থাগারের নানাবিধ সাজসরঞ্জাম ও উপায় যে পরিমাণ ও যেভাবে আমাদের গ্রহণ করা সম্ভব তার জন্য এখন হতেই অনুসন্ধান ও প্রস্তুতি প্রয়োজন যদি গণতান্ত্রিক গ্রন্থাগারের সাফল্য আমাদের কাম্য হয়।

বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্নভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও লেনদেনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে পাশ্চাত্ত্যের ধনী দেশের গ্রন্থাগারে। আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে কত রকম ভাবে পারস্পরিক সাহায্যের লেনদেনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে তা নির্ণয় ক'রে তদ্বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা করলে তা সময়োপযোগী হবে এবং এদেশে গ্রন্থাগারের মারফত জনসেবার আয়োজন দ্রুত পরিপুষ্ট হবে ব'লে মনে করি। এবিষয়ে আপনারা অবকাশমত চিন্তা ও আলোচনা করে ব্যবস্থা করলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নাই।

সমাজের সকল স্তরের ও সর্বশ্রেণীর লোককে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হ'লে অন্ধদের গ্রন্থাগার, হাসপাতালের গ্রন্থাগার, গৃহাভ্যন্তরে শয্যাগত রোগী বা অশক্তের গ্রন্থাগার, ছোট শিশুদের গ্রন্থাগার, কিশোর বয়স্কদের গ্রন্থাগার, কয়েদীদের গ্রন্থাগার, কৃষক ও শ্রমিকদের গ্রন্থাগার, নিরক্ষর ও সবেমাত্র অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছে এমন লোকের গ্রন্থাগার, নারী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ও প্রকৃতির যে অসংখ্য গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার-আন্দোলনে অগ্রগামী দেশসমূহে স্থাপিত হয়েছে সেরকমের গ্রন্থাগার আমাদের দেশের উপযোগী ক'রে স্থাপন করা যে প্রয়োজন একথা বলা বাহুল্য। দেশ স্বাধীন হবার পর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দেশকে যুগপৎ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে হলে দেশের চারিদিকে এইসব বিশেষ ক্ষেত্রের উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করা আবশ্যক এবং সেখানে ঐ সব বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তক পত্রিকাদি রাখা প্রয়োজন যাতে ঐসব বিষয়ে নিযুক্ত অনুরাগী ও আগ্রহশীল ব্যক্তি নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির সাহায্য পেতে পারেন। গ্রন্থাগার আজ শুধু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শ পরিবেশনের প্রতিষ্ঠান নয়, দেশ ও সমাজ গঠনের সর্বপ্রচেষ্টার সহায়ক প্রতিষ্ঠানও বটে। একারণ দেশ ও জাতির জীবনে গ্রন্থাগারের মূল্য আজ অপরিসীম। কাজেই দেশব্যাপী সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তব রূপ দান করার সময় উপস্থিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে যে সকল শক্তি ও উপাদান ও পরিবেশের সমন্বয়ের উপর গ্রন্থাগারের অগ্রগতি নির্ভর করে তার প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়েছে। এই সম্মেলনে এবিষয়ে আলোচনা হবে যথোপযোগী এবং সম্ভবত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে একথা জেনে আনন্দিত হয়েছি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের নিমিত্ত নানা দিকে করণীয় বহু উল্লেখযোগ্য কাজ আছে যা এখন এদেশে আদৌ অথবা যথাযথভাবে আরম্ভ করা হয়নি। এ ধরণের কাজগুলি সমস্তই যে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের করণীয় এমন নয় কিন্তু এদের অভাব অথবা এতৎসম্পর্কে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহার অথবা গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিকে ব্যাহত করছে। ইতস্তত দু'একটা বিষয়ের উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আশা করি।

এদেশে যে সব বই নিয়ত প্রকাশ হচ্ছে তার হদিশ পাবার কোন সহজ উপায় নেই। বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত সুনির্বাচিত গ্রন্থের সন্ধান পাবার উপায়ের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়। গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদসহ এদেশে প্রকাশিত গ্রন্থের বিবরণের অভাব প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতিদিন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে! কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে এবিষয়ে একটা বড় অভাব পূরণ হবে

এটাই এখন আশার কথা। সরকারী পরিকল্পনায় এইভাবে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ গ্রন্থ প্রকাশনের পর অতি দ্রুত এই পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রচারিত হবার ব্যবস্থা হবে ইহাই আমরা আশা করি। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হ'লে বহু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থানুরাগী ব্যক্তির উপকার হয়।' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে এবিষয়ে কখন কখন কিছু কিছু কাজ করেছেন বা করছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন স্থায়ী বা নিয়মিত ব্যবস্থা নাই।

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় কত মূল্যবান রচনা আত্মগোপন করে থাকে। সাময়িক পত্রের সূচী প্রণয়ন ও প্রকাশের কোন সন্তোষজনক স্থায়ী ব্যবস্থা হলে দেশের আর একটা বড় অভাব পূরণ হবে। সরকারী সাহায্য বা উদ্যোগ ব্যতীত দেশের বর্তমান অবস্থায় আর কারও পক্ষে এই কাজে হাত দিয়ে সফল হওয়া কঠিন। নিয়মিত সরকারী সাহায্য পেলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে হয়ত একাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে এমন অনেক গ্রন্থাদি থাকা সম্ভব যা তাদের নিজেদের কাজে আসে না, অথচ কোন গ্রন্থাগারে ঐগুলির প্রয়োজন থাকতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ঐ ধরণের গ্রন্থাদি বিতরণ করতে ইচ্ছুক হ'লে কোন্ গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজন থাকতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য অথবা গ্রন্থগুলি উপযুক্ত স্থানে পৌঁছাবার জন্য একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখন সেরকম কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিটিশ ন্যাশান্যাল বুক সেন্টার অথবা ইউনাইটেড স্টেটস বুক এক্সচেঞ্জ করপোরেশন এর মত আমাদের দেশের উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠান শীঘ্র গড়ে না উঠলেও দেশের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান গ্রন্থাগারগুলির সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার পরিষদের মত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলোচনা করে দেখতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশের উল্লেখযোগ্য এবং বড় বড় গ্রন্থাগারে সম্মিলিত গ্রন্থসূচী প্রণয়নের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা তাও ভেবে দেখার মত বিষয়। সম্ভব হ'লে অনেকেই উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগোপযোগী বাঞ্ছিত ব্যবস্থার ফিরিস্তি দীর্ঘতর না করে এবার অন্য বিষয়ে দু'একটা কথা বলতে চাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছে এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ এবিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহ কিছুটা উদ্যোগী হয়েছেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্ত নিষ্ঠা উদ্যম এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে এই প্রচেষ্টার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তার অভাব এবং অর্থসঙ্গতির দৈন্য পরিস্ফুট ছিল। সরকারী প্রচেষ্টায় এই অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম এবং আন্তরিকতার নিশ্চয়তা সব সময়ে থাকা সম্ভব নয়। সরকারী নীতি কার্যকরী করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত

দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রন্থাগারের প্রতি মমত্ববোধ এবং ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল হতে বাধ্য। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার আর একটা সম্ভাব্য অসুবিধা আছে। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আইন সভার গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের উপর বর্তায়। সব সময়ে একই দলের আয়ত্বে এই কর্তৃত্ব থাকবে এমন কথা নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনের ক্ষমতা আসতে পারে। গ্রন্থাগার এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার প্রসার ও পরিচালনের জন্য রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ একটা দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত নীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে শাসনক্ষমতা বিভিন্ন দলের করায়ত্ব হলে এবং তার ফলে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন হ'লে অথবা ক্ষমতায় আসীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগারসমূহকে ব্যবহার করলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমূহ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অথবা সরকারী ব্যবস্থায় পরিচালিত উভয়বিধ গ্রন্থাগারব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দু'দিক আছে। উভয়ব্যবস্থার মন্দ দিকের সম্ভাবনাকে বর্জন ক'রে এবং ভাল দিকের সুবিধাকে গ্রহণ করে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ সরকারী এবং রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় প্রতিনিধিমূলক সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী সদস্য সমন্বিত কোন স্থায়ী সংস্থা গঠন করাই বোধহয় বর্তমান অবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা স্থায়ী ও সুনিশ্চিতভাবে চালু রাখার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে তার সাহায্যে এই অর্থ সংগ্রহ করার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সরকারী তহবিল হতে ঐ বাবদ পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দের নিশ্চয়তা থাকা বিধেয়। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে বিশদভাবে আলাপ আলোচনার পর এবিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য বহুদিনের বিচ্ছিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্টা ও সাম্প্রতিক কালের রাজ্য সরকারের উদ্যম ব্যতীত গত অন্যূন ত্রিশবছর যাবৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। মানুষের বা মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি থাকা সব সময়েই সম্ভব। সে হিসেবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপে হয়ত ত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এবং দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করেও নিজের আত্মসম্মান ও স্বাধীন সত্তাকে জাগ্রত রেখে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের জন্য গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ অসাধারণ ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে এই স্বেচ্ছামূলকভাবে গঠিত পরিষদ যে পরিশ্রম ও কার্য করে এসেছেন এস্থলে তার উল্লেখ না করলে আমার কর্তব্যের হানি হবে বলে মনে করি। এই পরিষদের গঠনতান্ত্রিক কোন কোন ব্যবস্থা এর নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে আমার বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধানমত নির্বাচিত

কর্মিদল কার্যত এক বৎসরের অনেক কম সময়ের জন্য কর্মরত থাকতে পারেন। অধিকতর দীর্ঘকালের জন্য এক এক দল কর্মীকে একটানা কাজ করার সুযোগ না দিলে অল্প সময়ের মধ্যে পুনঃপুন কর্মিদল বদলের সম্ভাবনা কাজের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলে আমার ধারণা। এক এক দল কর্মীর কার্যকাল সুনিশ্চিতভাবে দীর্ঘতর করা সম্ভব ও সঙ্গত কিনা পরিষদের সভ্যরা তা ভেবে দেখতে পারেন।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সচেষ্ট থাকবেন এটা পরিষদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কাজ। বেসরকারী প্রচেষ্টায় এপর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির মূলে বাংলাদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের আগ্রহ এবং গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টা ব্যতীত সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতাও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেও সংবাদপত্র সমূহ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারকল্পে সকল প্রচেষ্টাকে এপর্যন্ত যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং অকৃপণভাবে সাহায্য করে এসেছেন তার জন্য তাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকলের অশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমার সহকর্মী ও সহপন্থী বন্ধুদের অর্থাৎ যাঁরা বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রহণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে দু'এক কথা নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করব। বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি আমাদের দেশে এখনও তার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। তবে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি যে একটা বিশেষ বৃত্তি সে বিষয়ে ক্রমে সর্বত্র একটা সচেতন মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের কার্যকলাপের উপর এই বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্ন বহুল পরিমানে নির্ভরশীল। যে পরিবেশ ও যে সুযোগ সুবিধার মধ্যে কাজ করার অধিকার পেলে আপনারা অর্থাৎ আমার গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা আপনাদের কাজের মূল্য সম্বন্ধে অপরকে অধিকতর সহজে অবহিত করতে পারেন সে পরিবেশ বা সুযোগ সুবিধা আপনাদের অনেকের নেই একথা আমি জানি। বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার যে নানা জটিল ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে অবহিত বা সচেতন না থেকে আপনাদের কাছ থেকে অযৌক্তিক ভাবে এমন বহু বিষয়ের প্রত্যাশা করেন যা বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় আপনাদের পক্ষে মিটান সম্ভব নয় একথা আমি জানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাদের পারিশ্রমিক অপ্রতুল ইহাও সত্য কথা। এরকম অবস্থায় অনেকের মনে এই বৃত্তি সম্বন্ধে বিরক্তি ও হতাশার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু আমি আপনাদের বলব পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন থেকে ধৈর্য না হারিয়ে আপনারা সংঘবদ্ধ হ'ন। সংঘবদ্ধভাবে আপনাদের বৃত্তির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করতে হ'লে জনসেবার মনোবৃত্তি না নিয়ে মাত্র অর্থকরী বৃত্তি হিসেবে এবৃত্তি গ্রহণ করলে জীবনে ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অবশ্যই বরণ করে নিতে হবে। বর্তমান জগতে অর্থোপার্জনের বিষয়ে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। অপ্রতুল আয়ের কথা চিন্তা করে সংঘবদ্ধভাবে অর্থাগম

বৃত্তির অথবা বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে আদৌ অন্যায় নয়। বরং বর্তমানে সেই পথই প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করতে হলে জনসেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত ব'লে গ্রহণ করতে হবে এবং মনকে সেজন্য সম্ভবপর সকল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত করতে ও রাখতে হবে। 'মেঘ পরিষর নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার'—বর্ষার মেঘের এই আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহন করতে হবে গ্রন্থাগারিককে, তবেই তার গ্রন্থাগারিকেরবৃত্তি গ্রহন করা সার্থক হবে। এই সেবাধর্মের আদর্শ পুরোভাগে রেখে আপনারা সংঘবদ্ধ হন। আপনাদের সাফল্য লাভের পথ সহজ হবে।

(ক্রমশ)

গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক

নিয়মাবলী

(১) প্রতি বৎসরই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। (২) সম্পাদকীয়, অনুবাদ, পুস্তক পর্যালোচনা, বিয়োগপঞ্জী, সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার সংবাদ, পরিষদ কথা, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকের নিকট পত্র, পরিভাষা কোষ, বিশেষ আলোচ্য প্রবন্ধ (ফিচার) প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধসমূহ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। (৩) ধারাবাহিক প্রবন্ধ যে বৎসর শেষ হবে সেই বৎসর বিবেচিত হবে। (৪) 'গ্রন্থাগারে'র চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের একমাসের মধ্যে যাঁরা তাঁদের প্রবন্ধ বিবেচনা করাতে ইচ্ছুক নন বলে জানাবেন তাঁদের প্রবন্ধ বিবেচনা করা হবে না। (৫) বিচারকগনের প্রবন্ধ (যে বৎসর বিচারক থাকবেন) ও যাঁরা একবার পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের প্রবন্ধ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না

উপরোক্ত নিয়মাবলী পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির ২২শে মে, ১৯৭১ তারিখের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(সঃ গ্রঃ)

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার : গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার

গরলগাছা, হুগলী

বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৩ সালের কোন এক শুভদিনে গ্রামের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী যুবকের উদ্যোগে 'গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী' নামে এই পাঠাগারটি স্থাপিত হয়। এই সঙ্গে যাঁহাদের প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁহারা হইতেছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সুস্থির বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামকালী লালা, ৺ফনিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ৺ননী-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রামের ৺পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ঘরে এই পাঠাগারের জন্ম হয়। প্রারম্ভে সম্বল ছিল গ্রামবাসী কর্তৃক প্রদত্ত মাত্র কয়েকখানি পুস্তক ও একটি ছোট আলমারী। সূচনা হইতেই স্থানীয় শিক্ষানুরাগীগণের সহযোগিতালাভে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৩০ সালের পর হইতে গ্রন্থাগারটি ক্রমান্বয়ে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে থাকে। কর্মীর অভাব, আর্থিক অনটন, পাঠাগারের গৃহসমস্যা ইত্যাদি সঙ্কট দেখা দেয়। এ সময় পাঠাগারকে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। যাযাবর থাকাকালীন কতিপয় সহৃদয় গ্রামবাসী পাঠাগারকে আশ্রয়দানে সাহায্য করায় ও মাত্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মীর প্রচেষ্টায় পাঠাগারটি তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

১৯৪৫ সাল হইতে পাঠাগার পুনরায় ক্রমোন্নয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বৎসরের কয়েকজন উদ্যমশীল যুবকের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ উপাধিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র এই গ্রামেরই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব বসতবাটী সহ ১৪ শতক জমি তদীয় দৌহিত্রগণ শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোবিন্দকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারকে দান করেন। গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার ভবন 'আশুতোষ স্মৃতি' নামকরণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সহিত এই কৃতি সন্তানের পুণ্যনাম বিজড়িত হওয়ায় গ্রামবাসীগণ বিশেষ গর্ব ও গৌরব অনুভব করে। সহৃদয় গ্রামবাসীগণের অকুণ্ঠ বদান্যতা ও সহৃদয়তার ফলে পাঠাগার ভবনের আমূল সংস্কার সাধিত হয় ও পাঠাগার সংলগ্ন ১০ শতক জমিও ক্রয় করা হয়। ১৯৫১ সাল হইতে গ্রন্থাগার সমাজশিক্ষা খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পাইতে থাকে। সরকারী সাহায্যের সহিত গ্রামবাসী-গনের অর্থানুকূল্য যুক্ত হইয়া গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ও আসবাবপত্র বৃদ্ধি এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে গ্রন্থাগারটির সর্বাঙ্গীন দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৯৫৮ সালে এই গ্রন্থাগারটি রেজিষ্টীকৃত হইয়া উন্নয়নের পথে আর একটি মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপনে সমর্থ হয়। এই বৎসরে গ্রন্থাগারটি কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যান পর্ষদের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার সৌভাগ্য লাভ করে। ইহার ফলে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত 'শিশু মিলনী'টি সম্প্রসারিত হয় এবং ১৯৫৯ সালের প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের 'কিশোর

বিভাগ খোলা হয়। সন ১৩৫৯ সালের ২৫শে মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারটি 'গ্রামীণ পাঠাগার' রূপে (Rural Library) স্বীকৃতি লাভ করে। সরকারী সাহায্যের সহিত সহৃদয় গ্রামবাসীগণের আনুকূল্যে পাঠাগারের নিজস্ব তহবিল যুক্ত হইয়া পাঠাগারের বর্তমান পাঠকক্ষটি নির্মিত হয়। ১৩৬০ সালে সমাজ কল্যান পর্যদের অর্থ সাহায্যে পাঠাগারটির পরিচালনাধীনে একটি 'মহিলা' সেলাই শিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালিত লেডীব্রাবোর্ন ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত। এই কেন্দ্রের বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা ৩২ জন।

১৩৬৪ সালের ২২শে মার্চ পাঠাগারের 'সুবর্ণজয়ন্তী' উৎসবের দিনে সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারক কর্মরূপে গ্রন্থাগারের 'পাঠ্যপুস্তক বিভাগ' (Text Book Library) খোলা হয়। বর্তমানে এতঅঞ্চলের ৩৬ ছাত্রছাত্রী এই বিভাগ হইতে পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছে।

পাঠাগারের বর্তমান পুস্তকসংখ্যা—৬১৭৯, এবং দুইজন আজীবন সদস্যসহ সভ্য-সংখ্যা—৩০১। পাঠাগারের নিঃশুল্ক পাঠক কক্ষে গড়ে ৪০ জন পাঠক উপস্থিত থাকেন। এই পাঠকক্ষে বিভিন্নপ্রকার দৈনিক পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাদি রক্ষিত হয়। পাঠাগারের পত্রিকার তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

বর্তমান চাঁদার হার নিম্নরূপ :—

সাধারণ বিভাগ :—

'ক' শ্রেণী	(একসঙ্গে দুইখানি পুস্তক পাইবার অধিকারী)	— '৭৫	মাসিক চাঁদা
'খ' ,,	১ খানি	— '৩৮	,,
কিশোর বিভাগ		— '১৫	,,
'পাঠ্যসূচী পুস্তক' বিভাগ		— '৫০	,,

গ্রামের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ এই পাঠাগারটি তার সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসরের ইতিহাসে বহু দেশবরেণ্য সুধীজনের পবিত্র পরশে ধন্য! তন্মধ্যে ৺মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু, শ্রী সত্যেন বোস, ৺শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ৺হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ রাধাবিনোদ পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা সাধারণ গ্রন্থাগারের বাংলা সাময়িক পত্রিকার তালিকা

১। জন্মভূমি—পৌষ ১২৯৭ অগ্রহায়ণ—১৩০১।

২। দেশ—২৩ বর্ষ—২৮ বর্ষ।

৩। নব কল্লোল—১৩৬৭—১৩৬৯

৪। নব্য ভারত—১৩১৮

৫। নারায়ন—১৩১৮

৬। পরিচয়—কার্তিক-মাঘ, ১৩১৮, শ্রাবণ—১৩৩৯ ১৩৫৮

৭। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—১৩৫৫, ১৩৬১

৮। প্রকৃতি—১৩১৮

৯। প্রবর্তক—১৩৫৭—১৩৬১

১০। প্রবাসী—১৩২৪—১৩৩৮, ১৩৪২—১৩৪৪, ১৩৫৩—১৩৭১

১১। ব্যায়াম—১৩৫৫—১৩৬১

১২। বিচিত্রা—১৩৪১—১৩৪৪

১৩। বিশ্ববানী—চৈত্র ১৩৫৪, মাঘ ১৩৫৬, ১৩৫৮—১৩৬০

১৪। ভারতবর্ষ—১৩২১—১৩৩৯, ১৩৪২—১৩৪৩, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪, আষাঢ় অগ্রহায়ণ ১৩৫৩—১৩৫৩, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯—১৩৭২

১৫। মানসী ও মর্মবানী—১৩২৫—১৩২৬, ১৩২৮—১৩২৯

১৬। মালঞ্চ—১৩২৩—১৩২৭

১৭। মাসিক বসুমতী—১৩২৯—১২৪৪, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৪৫—১২৫৩। কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৪। ১৩৫৫-১৩৫৮, ১৩৬০-১৩৭৩।

১৮। মৌচাক—১৩৬৬—৬৮

১৯। যমুনা—১৩১৯, ১৩২৫, ১৩২৮—১৩৩০

২০। রণন—বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭

২১। রূপমঞ্চ—বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩৫৩, বৈশাখ-মাঘ ১৩৫৪, কার্তিক-শ্রাবন ১৩৫৭-১৩৫৯, ভাদ্র-শ্রাবন ১৩৫৯—১৩৬১, কার্তিক-বৈশাখ ১৩৬১—১৩৬২

২২। শনিবারের চিঠি—১৩৪৯—১৩৫১

২৩। শিক্ষক—১৩২৭

২৪। শিশুসাথী—১৩৬৬—১৩৬৮

২৫। শুকতারা—১৩৬৫—১৩৬৮

২৬। সচিত্র ভারত—ভাদ্র ১৩৫৬, কার্তিক ১৩৫৮

২৭। সবুজ পত্র—১৩২৫—১৩২৭

২৮। স্বাধীনতা—১৩৬০, ১৩৬৫, ১৩৬৯।

শারদীয়া সংখ্যা—

১। অচলপত্র—১৩৬৬—১৩৬৮

২। অমৃত—১৩৬৮—১৩৬৯

৩। আনন্দবাজার—১৩৫৫—১৩৭৭

৪। কথা সাহিত্য—১৩৬৮—৬৯

৫। গল্প ভারতী—১৩৬৬, ১৩৬৮—১৩৭৭

৬। জনসেবক—১৩৫৯—১৩৬১

৭। জন্মভূমি—১৩৬৩

৮। জাগৃহি—১৩৬৬

৯। দীপালি—১৩৫৬

১০। দেশ—১৩৬১—১৩৭৭

১১। নবকল্লোল—১৩৭৫, ১৩৭৭

১২। পরিচয়—১৩৬৬

১৩। ভারততীর্থ—১৩৬৮

১৪। মধুমাংশ্চ—১৩৬৬

১৫। যুগবানী—১৩৬৮—১৩৭৪

১৬। যুগান্তর—১৩৫৪—১৩৬৬, ১৩৬৮—১৩৬৯

১৭। যুগান্তর কংগ্রেস—১৯৪৮

পুস্তক পর্যালোচনা

Bibliography : in theory and practice by M. L. Chakraborti. Calcutta, World Press, 1971. Price : Rs. 20.00

অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তী লিখিত গ্রন্থটি সম্প্রতিকালে ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'গ্রন্থবিদ্যা' বিষয়টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে কিভাবে থাকবে বা ঐ বিষয়টির কোন কোন দিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই নিয়ে সম্প্রতিকালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়টি পঠনকালে ছাত্রছাত্রীদের বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে প্রধান হল বিষয়টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে সুসংবদ্ধ পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বিশেষ করে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে কোন গ্রন্থ রচনার প্রয়াস এযাবত কাল লক্ষ্য করা যায় নি। ভারতীয় লিখন পদ্ধতির বিকাশ, ভারতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের লিখন বস্তুর ইতিহাস, ভারতের আধুনিক মুদ্রনের প্রসার বা ভারতে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাঠ্য সামগ্রীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হয়।

অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। ছাত্রছাত্রী-দের তিনি গ্রন্থবিদ্যা বিষয়টি শিক্ষা দান করেন। বিষয়টি পঠনে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে তিনি এই গ্রন্থটি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থ সমালোচকের মতে তিনি এই উদ্যোগে সার্থক হয়েছেন। লেখক নিজেই বিনীতভাবে বলেছেন যে গ্রন্থটি "makes no claim to originality of thought" তাঁর লেখার মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাব দূরকরা। অত্যন্ত যত্নসহকারে গ্রন্থবিদ্যার বিভিন্ন দিকগুলি যথা, Physical and Historical Bibliography, Analytical Bibligoraphy, Systematic Bibliography, Bibliographic Organisation and control নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষয়গুলিকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। মূলত বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন।

গ্রন্থকারের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টিকে ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রন্থটি তাই যথেষ্ট সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় উদাহরণ ও চিত্রনের সাহায্যে বক্তব্য উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টা করেছেন তাও অভিনন্দন যোগ্য।

গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে বিবেচনার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি : (১) আধুনিক গ্রন্থ বিদ্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু যে বিষয়টি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের পদ্ধতি, সমস্যা ও প্রয়াস নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত বিষয়গুলি এমনভাবে আলোচিত হওয়া উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের সমস্যাগুলি অনুধাবন করে নিজেরাই গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনে উদ্যোগী হতে পারেন। সোজা কথায় Systematic Bibliography বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। (২) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের যে সব প্রয়াস হয়েছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, তার বিস্তৃত বিবরণ থাকা প্রয়োজন। ভারতে গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের কাজ কবে শুরু হয়েছে, কি কাজ হয়েছে, কারা করছে এইসব তথ্যও ছাত্রছাত্রীদের জানা প্রয়োজন (৩) গ্রন্থবিদ্যার বিভিন্ন দিকের ইতিহাস আলোচনা কালেই কেন একটি পরিবর্তন ঘটল সেই ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে অন্যান্য লিখন বস্তু থাকা সত্বেও কোন কাগজের আবির্ভাব হল বা কি কারণে, কোন ঐতিহাসিক—সামাজিক পটভূমিকায় আধুনিক মুদ্রনের বিকাশ ঘটল তার উপর অধিকতর নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়, (৪) গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ যথা আখ্যান পত্র (Title Page), নির্ঘণ্ট (Index) কিভাবে তৈরী করা উচিত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বা পুস্তকের গ্রন্থন নিয়ে ভারতীয় মানক সংস্থা বা বিদেশের বিভিন্ন মানক সংস্থা যে সব সুপারিশ করেছেন তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থবিদ্যা গ্রন্থের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে। সে ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলছে এবং তার অবসানের যে প্রচেষ্টা হচ্ছে তাও তুলে ধরা প্রয়োজন।

গ্রন্থটির মুদ্রন মোটামুটি ভাল হলেও, মুদ্রনে কিছু কিছু ভুল লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থে কাগজের মুদ্রন একটু উন্নত হওয়া প্রয়োজন ছিল। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সস্তায় গ্রন্থটির paper back সংস্করণ প্রকাশ করা যায় কিনা তা চিন্তা করতে প্রকাশককে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির জন্য অধ্যাপক চক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। গ্রন্থটি শুধু ছাত্রছাত্রীদের অভাবই মিটাবে না, এমন কি কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদেরও বহু প্রয়োজনে গ্রন্থটি ব্যবহৃত হবে। গ্রন্থটি প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর দ্বারা সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

—সমালোচক—

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

স্বদেশে

Election, 1971. Calcutta, M. C. Sarkar, 1971. Rs. 4.00

১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য বহুল গ্রন্থ। নির্বাচন পদ্ধতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নির্বাচন প্রার্থী ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য বিবরণ ও সংখ্যা তথ্য সম্বলিত একটি প্রয়োজনীয় রেফারেন্স গ্রন্থ।

Index to the Indian Historical Quarterly 1925—1963 by Sadhu Ram. New Delhi, Vijoy Mohan, 1970. 186 P. Rs. 20.00

Indian Historical Quarterly of Calcutta পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধের সূচি গ্রন্থ। ১৯২৫—৬৩ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি কতগুলি মূল বিষয় শিরোনামে ভাগ করে লেখকের নামে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত। প্রত্যেক সূচিতে লেখক, আখ্যা, খণ্ড, সংখ্যা, এবং পৃষ্ঠার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দেওয়া আছে। ইতিহাসের একটি মূল্যবান রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে এটি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারে রাখা প্রয়োজন। ইতিহাসের শিক্ষক-ছাত্র-গবেষকদের কাছে এটি বিশেষ আবশ্যকীয় পুস্তক। এই প্রবন্ধপঞ্জীটী বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সূচিবদ্ধ হলে এবং সূচির সঙ্গে প্রবন্ধের ব্যাখ্যা-টিকা থাকলে গ্রন্থটি আরও মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হতে পারতো।

Library buildings by P. N. Kaula, Delhi, Vikas. 1971. 238 P. Rs. 36.00

পি, এন কাউলা রচিত গ্রন্থাগার ভবনের উপর এই গ্রন্থটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গ্রন্থপঞ্জীতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমাদের জ্ঞান বিতরণের একটি অতি আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগার ভবনের স্থাপত্য ও নির্মাণ পদ্ধতি যেরূপ হওয়া উচিত লেখক তার বিবরণ দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকার বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক পৃথক মাপ, আয়তন, বিবরণ সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার ভবন নির্মানের ইতিহাস ও বিখ্যাত গ্রন্থাগার ভবনগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বহু রেখাচিত্র, মানচিত্র ও অন্যান্য চিত্রালঙ্কারাদি আছে।

The National Library by P. N. Kaula. Bombay, Somaiya, 1971. Rs. 16.00

১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক থেকে জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থা পর্যবেক্ষন করার জন্য যে সমীক্ষা হয়েছিল, বইটি সেই সমীক্ষার রিপোর্টের একটি সমালোচনা; গ্রন্থাগারের

সমালোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী, কিন্তু কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা ও জাতীয় গ্রন্থাগারকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে তার মন্তব্য ও উপদেশ বাস্তবোচিত নয় বলেই মনে হয়।

বিদেশে

An Index to literature in the New Yorker by R. O. Johnson, Vol I—xv. 1925—40 Metuchen Scarecrow. 1969. 543 p $ 15.

১৯২৫—৪০ সাল পর্যন্ত The New Yorker পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, বিভিন্ন ফিচার, পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের রচনা পঞ্জী ১৭,২৫৭টি সংলেখ লেখকের নামে বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ। ছদ্মনাম লেখকদের নামের আদ্যাক্ষর বা সংক্ষিপ্তনামের একটি তালিকাও আছে।

Library issues : The Sixties; ed. by Eric Moon & Karl Nyren. N. Y. R. R., Bowker, 1970. 400 p $ 12.50.

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিখ্যাত পত্রিকা Library Journal এর ১৯৫৯-৬৮ পর্যন্ত প্রকাশিত ২৫০টি নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়'র সঙ্কলন। চারটি বিশেষ বিষয় অধ্যায়ে প্রবন্ধগুলি বিভক্ত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জগতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় যে সব সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় এই বিশিষ্ট পত্রিকায় লেখা হয়েছে তার একত্র সঙ্কলন নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে একান্ত আবশ্যকীয়। এই গ্রন্থের শেষে ১৯৬৮—৬৯ সালের একটি ঘটনাপঞ্জী আছে।

Libraries, readers and book Selection, ed. by J. S. Kujoth. Metuchen, Scaracrow, 1969. 470 p $ 10.

২৮টি আমেরিকান ও কিছু বৃটিশ পত্র পত্রিকা থেকে সংগৃহীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর ৭৪টি প্রবন্ধের সংকলন। গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক, পুস্তক নির্বাচন, পাঠক ও পাঠরুচি, ইত্যাদি বিভিন্ন মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন। লেখক ও বিষয়সূচী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বইটি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

Modern Dictionary of Sociology by G. Theodorson & A. G. Theodorson. N. Y. Crowell, 1969. 469 p $ 10.

সমসাময়িক সমাজতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্য অনুসন্ধান করে সমাজ বিজ্ঞানে প্রচলিত বহুল পরিমান শব্দ সংগ্রহ করে এই কোষগ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মনস্তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব সংখ্যাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহৃত সমুদয় শব্দ এখানে তালিকাবদ্ধ। See reference এর প্রাচুর্য গ্রন্থটিকে যে কোন লোকের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে।

(The) New Cambridge bibliography of English literature Vol 3 1800—1900. Cambridge University press. 1969.

ইংরাজী সাহিত্যের এই গ্রন্থপঞ্জীটির ৩য় খণ্ডে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থকারের উপর লিখিত গ্রন্থ ও তাদের উপর লিখিত গ্রন্থ উভয়ের বিবরণ আছে। বিংশ শতাব্দীর বহু জীবিত গ্রন্থকারের সন্ধান পাওয়া যাবে। সাময়িক পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(The) Oxford Companion of Art ed. by Harold Osborne, Oxford University press. 1971. 1300 p. £ 6

পৃথিবীর কলাশিল্পের উপর মূল্যবান ও সুবৃহৎ এই সংস্করণ শিল্পানুরাগী ও শিল্পবিশেষজ্ঞ উভয়ের পক্ষেই একটি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য গ্রন্থ। একশ জন বিখ্যাত শিল্পী সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য এখানে রয়েছে। এখানে আমরা ফিনিশ স্থপতি থেকে ১৭শ শতাব্দীর স্প্যানীশ চিত্রকার Zurburn এবং অতি আধুনিক শিল্পী Andy warhol এর পরিচয় পাই। প্রধানতঃ ইউরোপীয় শিল্পের উপর প্রাচ্য শিল্পকলাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য তেমন বিস্তৃত নয়। শিল্পী পরিচয়ে ভারতীয় শিল্পীদের নাম নেই। সাধারণ আলোচনার মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, সিংহলকে আনা হয়েছে, বাংলাদেশের বহু শিল্পকলার কোন উল্লেখ নেই। তবুও শিল্পকলা সংক্রান্ত এরূপ তথ্য বহুল গ্রন্থ বিরল।

Union Catalogue of scientific & technical periodicals in the Libraries of Pakistan. Karachi, P A N S D O C, 1970. 217 p.

পাকিস্তানের ১৮ টি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ৫,০০০ বিজ্ঞান ও কারিগরী পত্রিকার সম্মিলিত সূচি। ১৮টির মধ্যে ১১ টি গ্রন্থাগার করাচী, ঢাকা, লাহোরে অবস্থিত। বিজ্ঞান গবেষকদের কাছে এটি একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

সঙ্কলয়িত্রী : গীতা মিত্র :

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীর সংশোধিত বেতনক্রম

(Extract from the Calcutta Gazette Extraordinary, dated January 25, 1971)

Birla College of Agriculture

		পুরাতন বেতনক্রম	সংশোধিত বেতনক্রম
1.	Asstt. Librarian	Rs. 125—200	Rs. 230—425

Community Development & Extension Service at Headquarters

1.	Librarian		
	(i) With Dip. Lib.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
	(ii) For persons who do not possess the qualification	Rs. 125—200	Rs. 230—425
2.	Store Clerk-Cum-Asstt. Librarian	Rs. 125—200	Rs. 230—425

Directorate of Dairy Development, W. B.

1.	Librarian	Rs. 175—325	Rs. 300—600
2.	Library Assistant		Rs. 145—230

Bengal Veterinary College

1.	Librarian		
	(i) With Dip. Lib.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
	(ii) Otherwise	Rs. 125—200	Rs. 230—425

Directorate of Industries

1.	Librarian With Dip. Lib.	Rs. 200—400	Rs. 300—600

Govt. Industrial & Commercial Museum

Librarian	Rs. 125—200	Rs. 230—425

Ext. Service Projects attached to Govt. Training Colleges

Library Assistant	Rs. 125—200	Rs. 230—425

	পূর্বতন বেতনক্রম	সংশোধিত বেতনক্রম
Hooghly Govt. Training College		
Film Librarian	140—210	Rs. 230—425
Film Library, Education Directorate		
Film Librarian	Rs. 225—475	Rs. 375—650
State Central Library, Calcutta		
1. Assistant Librarian	Rs. 250—550	Rs. 400—750
2. Library Assistant	Rs. 125—200	Rs. 230—425
Jalpaiguri Engg. College		
1. Librarian	Rs. 175—325	Rs. 300—600
2. Asstt. Librarian	Rs. 150—250	Rs. 230—425
3. Library Assistant	Rs. 125—200	Rs. 230—425
Sanskrit College		
1. Library Assistant/ Card Cataloguer	Rs. 125—200	Rs. 230—425
2. Sorters (Library)	Rs. 65—85	Rs. 145—230
College of Leather Technology, Calcutta		
Librarian	Rs. 175—325	Rs. 300—600
College of Textile Technology, Serampore, Hooghly		
Librarian	Rs. 210—400	Rs. 300—600
College of Textile Tech., Berhmpore, Murshidabad		
Librarian	Rs. 175—325	Rs. 300—600
Office of Superintendents of Fisheries		
Librarian		
(i) With Dip. Lib.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
(ii) Otherwise	Rs. 125—200	Rs. 230—425

Directorate of Health Services, (H. Q.)
Rehabilitation, Health, Education &
Social Services

		পূর্বতন বেতনক্রম		সংশোধিত বেতনক্রম
Libn./Asstt. Libn.	i)	Rs. 125—200	i)	Rs. 230—425
	ii)	Rs. 150—250	ii)	Rs. 230—425
	iii)	Rs. 200—400	iii)	Rs. 300—600
	iv)	Rs. 350—525	iv)	Rs. 500—750

Home Dept. : Political
Secretariate Library

Librarian	Rs. 275—650	Rs. 425—825
Sr. Tech. Asstt.	Rs. 225—475	Rs. 375—650
Jr. Tech. Asstt.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
Asstt. Librarians	Rs. 200—300	i) With Dip Lib. Rs. 300—600
		ii) Others Rs. 330—550
Cataloguer	Rs. 150—250	Rs. 230—425
Assistants to Librarian	Rs. 125—200	Rs. 230—425
Reference Asstts.	Rs. 125—200	Rs. 230—425
Mender-cum-Treaters	Rs. 100—140	Rs. 180—350

Information Centre of Calcutta

Librarian		
(i) With Dip. Lib.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
(ii) Otherwise	Rs. 125—200	Rs. 230—425

City Civil & Sessions Court

Librarian		
(i) With Dip. Lib.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
(ii) Otherwise	Rs. 125—200	Rs. 230—425
Librarian-cum-Asstt.	Rs. 125—200	Rs. 230—425

(With higher initial start at Rs. 134)

Board of Revenue

Librarian	Rs. 175—325	Rs. 300—600
Asstt. Libn.	Rs. 125—200	Rs. 230—425

Roads and Building Research Institute

Libn-cum-Museum Curator		
(i) With Dip. Lib.	Rs. 175—325	Rs. 300—600
(ii) Otherwise	Rs. 125—200	Rs. 230—425

ANNEXURE

1. **Revised pay scales for Librarians in different classes of Libraries :—**

Classes of Libraries (1)	Description of the Libraries (2))	Posts (3)	Qualification (4)	Present Scales of pay (5)	Revised Scales of pay (6)
A	(1) Libraries of Institutions where Post Graduate studies or research are carried on ; and where the catalogue strength exceeds 50,000 and the number of journals of learned societies, subscribed and maintained, is more than 40, or (2) Special libraries for maintenance of valuable manuscripts or old records of considerable number.	Senior Librarian	At least a Second Class Honours Degree, or a Second Class Master's Degree with a Diploma in Librarianship, and a Certificate of Proficiency in a foreign language other than English.	Rs. 275-15-350-20-650	Rs. 425-825
B	Libraries other than those included in class A and C	Librarian	At least a Graduate with Diploma in Librarianship	Rs. 200-10-400	Rs. 300-600 with higher initial pay at Rs. 330

Classes of Libraries (1)	Description of the Libraries (2)	Posts (3)	Qualification (4)	Present Scales of pay (5)	Revised Scales of Pay (6)
C	Libraries with effective catalogue strength of less than 10,000—				
	1. Librarians				
	(i) Which require the services of professionally trained personnel ;	Librarian	Graduate with diploma in Librarianship	175-7-245-8-325	300-600
	(ii) Which do not require the services of professionally trained staff	Librarian	... ...	125-3-140-4-200	230-425
	2. Professionally qualified Assistant Librarians and Technical Assistants.		... .	(i) 175-7-245-8-325	300-600
				(ii) 150-5-250	230-425 with higher initial starting at Rs. 275
	3. Other Library Staff such as Cataloguers, Library Assistants, Attendents or Clerks (who carry out routine jobs)		... ...	125-3-140-200	230-425

The revised pay scales for Librarians and Assistant Librarians, etc., will depend on the classes of the Libraries and the nature of the post and their qualifications as detailed in the Annexure.

Librarians and Assistant Librarians in :-

(i) Post-Graduate Basic (Primary) Training College, Banipore.

(ii) Government Colleges (including Training Colleges) (a)

(iii) Institute of Education for Women, Hastings House, Calcutta.

(iv) Junior Basic Training Colleges and Institutes.

(v) Government Schools for Boys and Girls.

(vi) Janata Colleges Kalimpong and Banipore.

(vii) District Central Libraries, Banipore, Kalimpong and Taki. (b)

(viii) State Central Library, Calcutta.

(ix) Bengal Engineering College.

(x) State Library, Cooch Behar.

(xi) Joy Krishna Public Library, Uttarpara. (c)

(xii) Librarian, Birla College of Agriculture.

(a) Librarian, Taki Government College, who is drawing pay in the existing scale of Rs. 200-10-300, as personal to him, shall draw pay in the revised scale of Rs. 330-10-400-15-550 (E B. after 8th stage) as personal to him.

(b) Librarians of these institutions on 250-15-550 as personal to them shall draw pay in the revised scale of Rs. 400-15-490-20-750 (E.B. after 8th and 16th stages).

(c) The existing holders of posts on 200-10-400 on the date of publication of these rules shall draw pay in the revised scale of Rs. 330-10-400-15-580 (E.B. after 8th stage) as personal to them.

REVISED PAY SCALE ANNOUNCED BY THE STATE GOVERNMENT FOR SCHOOL LIBRARIES

Higher Secondary Schools, High Schools, Senior Basic Schools, H.S. Madrasha, Higher Madrashas, and Junior Madrashas	*Existing Scale of Pay*	*Rate of dearness allowance*	*Revised Scale of Pay*
1	2	3	4
Librarians (for H.S. Schools only with description of Libraries and qualifications).			
i) Libraries with an effective Catalogue strength of 10,000 books and above—			
Graduate with Diploma in Librarianship	200-10-400	67·50	270-10-500 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
ii) For Libraries with less 10,000 books—			
(a) Graduate with Diploma in Librarianship)	160-7-223-8-295	67·50	237-7-300-8-404 (Efficiency Bars after 8th 16th stages).
(b) Intermediate with Librarianship Training Certificate	115-3-133-4-185	67·50	190-3-214-4-270-5-275 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).

1	2	3	4
Sponsored Libraries			
District Libraries			
Librarians :			
i) Master's Degree/Honours Degree with Diploma in Librarianship	200-10-450 Plus special allowance of Rs. 25/- P.M.	62·50	270-10-540 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages) plus an allowance of Rs. 25/- P. M.
ii) Graduate with Diploma in Librarianship	167-7-237-8-317 Plus an allowance of Rs. 25/- P.M.	62·50	237-7-300-8-404 (Efficiency Bars after 8th and 16th stages) Plus an allowance of Rs. 25/- P. M.
Library Assistant : School Final Passed with Certificate in Librarianship	115-3-172-4-180	62·50	184-3-214-4-270 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Drivers	100-3-136-4-140	62·50	175-3-214-4-230 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Library Attendant	80-1-85-2-105	62·50	155-1-165-2-185 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Peon, Durwan, Night Watchman, Cleaner	60-1/2-65-1-75	62·50	130-1-145-2-165 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Sub-division & Town Libraries			
Librarians (Graduate with Diploma in Librarianship)	167-7-237-8-317	62·50	237-7-300-8-404 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages)

1	2	3	4
Library Attendant (School Final Pass with Certificate of Librarianship)	115-3-172-4-180	62·50	184-3-214-4-270 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Peon : Book Binder-cum-Durwan : Duftry-cum-Book-Binder : Durwan-cum-Night Guard	60-1/2-65-1-75	62·50	130-1-145-2-165 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Area Library/Rural Library			
Librarian (School Final Pass Certificate or its equivalent with Certificate of Librarianship	115-3-172-4-180	62·50	184-3-214-4-270 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Cycle Peon	60-1/2-65-1-75	62·50	130-1-145-2-165 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Government Sponsored Colleges			
Librarians (who do not come under U. G. C. Scheme).			
i) For Libraries having an effective Catalogue strength of 10,000 and above	260-10-400		330-10-580 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
ii) For Libraries having an effective Catalogue strength of less than 10,000	175-7-245-8-325		300-8-420-10-500 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).

1	2	3	4
School of Printing Technology			
Librarian :—			
(i) For direct recruit	175-7-245-8-325		300-8-420-10-500 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
(ii) For Promotee from Clerical Posts.	200-10-300		330-10-480 (Efficiency Bars after 8th stage).
Library Assistant :—	125-3-140-200		230-4-270-5-350 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Day Students Home			
Superintendent of R. R. Assistants.	200-10-400		330-10-580 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
R. R. Assistants.	125-3-140-4-200		230-4-270-5-350 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Sponsored Engineering Institutions for Diploma			
Librarians :—			
(1) If Promoted from Clerical Service	200-10-300		330-10-480 (Efficiency Bar after 8th stage).
(2) Directly recruited with diploma in Librarianship	175-7-245-8-335		200-8-420-10-500 (Efficiency Bars after 8th & 16th stages).
Library Assistant-	125-3-140-200		230-4-270-5-350 (Efficiency Bars after 8th and 16th stages).

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদিকা—গীতা মিত্র

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৫ ১৩৭৮, ভাদ্র

সম্পাদকীয়

বার্ষিক সাধারণ সভা—আত্মসমীক্ষা

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি অতিবাহিত হলো—গত ২২শে আগস্ট। ঐ দিনই ছিল সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে আহৃত বিশেষ সাধারণ সভা।

বার্ষিক সাধারণ সভাতেই বিগত বছরের কার্যাবলীর মূল্যায়ণ হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আগামী বছরের কাজে ব্রতী হতে হয়। তাছাড়া এই সভা এক বছরের জন্য কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। স্বভাবতঃই এখানে সভ্য-সভ্যাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন—সুস্থ সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির সংখ্যা পরিষদের নিয়মিত কর্মীদের কাছে এক হতাশা এবং আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে। এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঁকি দিতে পারে যে সাধারণ সভ্যেরা কি পরিষদের কার্যপরিচালনায় আদৌ উৎসাহী নন? তাই যদি হয় তবে কি জন্য তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন নিয়মিত পরিশ্রমের পরেও পরিষদের সান্ধ্য অফিসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কার জন্য বিভিন্ন স্মারকলিপি, সাক্ষাৎকার, সভা, বিক্ষোভ, পত্রালাপ? তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের জরুরী প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে যে শ্রম তাঁরা ব্যয় করেন, তার সবটাই কি অপচয়?

এটাই কিন্তু সার্বিক চিত্র নয়, কারণ রোজই বিভিন্ন গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছ থেকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি জানিয়ে যে চিঠিপত্র আসে তাই প্রমাণ করে এই কাজকর্মের প্রশ্নাতীত প্রয়োজনীয়তাকে।

প্রশ্নটা এখানেই। আমরা কি একথা ভুলে যাচ্ছি যেকোন অধিকার এমনিতে আসে না, তা অর্জন করতে হয়—লৌহদৃঢ় সংগঠনের ভিত্তিতে সংগঠিত শক্তিশালী আন্দোলনের আঘাতে। যদি এ ধারণা আমাদের মধ্যে স্থান পায় যে পরিষদের কর্মধারা থেকে, বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে অর্জিত অধিকারের ভাগীদার হওয়াটাই সুবিধাজনক, তাহলে আমরা নিজেদের স্বার্থের মূলেই কুঠারঘাত করবো।

এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে দূর গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারকর্মীদের পক্ষে নিয়মিত পরিষদে আসা বাস্তবত অসম্ভব। একথাও স্বীকৃত যে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী ভূমিকা—তার সাংগঠনিক শক্তি অন্যান্য প্রাদেশিক সংগঠনের চেয়ে বেশী। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে এ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়, অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মত কোন গ্রন্থাগার আইন আমরা এখানে প্রবর্তন করাতে পারিনি; ফলে সমস্যাজর্জরিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও অনিশ্চয়তার কালো থাবায় আবদ্ধ।

আরও একটা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। যেকোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাকর্মীদের পাথেয় সাধারণ সভ্যদের সংগঠনপ্রিয়তা, তাঁদের উৎসাহ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীরা কি সাধারণ সভ্যদের কাছ থেকে প্রেরণার প্রতীক বছরের একটিমাত্র দিনের উপস্থিতিও প্রত্যাশা করতে পারেন না?

এটাও মনে রাখা দরকার যে সাধারণ সদস্যদের পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের প্রতি এই অনীহ দৃষ্টিভঙ্গী তার দাবীগুলিকে দুর্বল করে এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে গেলে প্রত্যেককে এই অনীহার কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে—অবশ্যই।

*   *   *

এবারকার সাধারণ সভায় গ্রন্থাগার পত্রিকার উপর আলোচনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধুবাদ জানাই তাঁদের যাঁরা শুধু উপস্থিত থেকে নয়, সমালোচনার মাধ্যমে এই পত্রিকার মূল্যায়ন করে প্রকাশনের দায়িত্বে যে কর্মীরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদের পরিশ্রমকে সম্মানিত করেছেন; কারণ এই সচেনতা 'গ্রন্থাগারের' সাফল্য সূচিত করেছে।

'গ্রন্থগার' বৃত্তি সম্পর্কে বৃত্তিকুশলীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করে—প্রবন্ধ, আলোচনা, চিঠিপত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। 'গ্রন্থাগারের' মানোন্নয়ণ গ্রন্থাগারবৃত্তির সম্ভ্রম এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতির স্বার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে ভালো লেখা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা। গ্রন্থাগার জগতে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা চিন্তাবিদ্ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বৃত্তিসম্পর্কে তাঁদের চিন্তা প্রকাশের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়, কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে তাঁদের বৃত্তির একমাত্র এই পত্রিকা তাঁদের লেখা থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত অনেক গ্রন্থাগারিক আছেন যাঁরা এই ছোট পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে লেখা বা বিজ্ঞাপন জোগাড়ে নিজেদের প্রভাব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করা দূরে থাকুক, এর ভুলত্রুটি কিংবা গুণাগুণ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে পত্রাঘাত করাও প্রয়োজন মনে করেন না। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি হয় বিজ্ঞাপনের পাতায় ও টাকায়, কিন্তু এ ব্যাপারেও সদস্যদের তৎপরতার অভাব দুঃখজনক। তাই বার্ষিক সাধারণ সভায় বিদায়ী সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে গলা মিলিয়ে বলি, আরও লেখা আরও বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করুন, প্রতিটি কর্মীর মিলিত তৎপরতাই এর একমাত্র উপায়।

আজ এই আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় এসেছে, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচীকে সফল করায় তৎপর হতে হবে, এখনই।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমস্যা ও ছাত্র অসন্তোষ

ডক্টর বিমলকুমার দত্ত

গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব অনেকখানি। হৃদয় সুস্থ ও সক্ষম না থাকলে মানুষ যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে তেমনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ও সক্রিয় না হ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসত্তায় একান্ত অভাব ঘটে।

উচ্চশিক্ষাদান ও গবেষণা দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডারকে অধিকতর পূর্ণ প্রকাশ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের হাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বইপত্র ও তথ্যাদি সরবরাহ ক'রে তাঁদের কাজে সাহায্য করা গ্রন্থাগারের কর্তব্য। সেকারণ উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও গ্রন্থাগার পরস্পরের কাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান ও দান বিশেষ সুস্পষ্ট।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মাত্র ৪টী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তাদের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ এবং এলাহাবাদ ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ চালাত সেজন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির দিকে তাদের সুনজর ছিল না। ১৯১৭ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা ও উন্নয়নের জন্য স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করেন। দীর্ঘ দুই বৎসর তদন্তের পর ১৯১৯ সালে ঐ কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেন যার গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নিয়ে প্রদত্ত মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"From this point of view one of the greatest weakness the existing system is the extra ordinary unimportant part in it which is played by the library." স্যাডলার কমিশন রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কথা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির বা সংস্কার সাধনের জন্য কোন আন্তরিক চেষ্টা করা হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকে শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর এই সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০টি। কিন্তু এই সকল নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়—গ্রন্থাগারগুলির ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন বা কার্যধারা সংস্কারের কোন সুব্যবস্থা করা হয়নি। Indian University Education Commission ১৯৪৯ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন এবং ঐ রিপোর্টে তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হয়—

"While at a few universities the libraries are fairly well stocked 'grants for their up keep are more or less reasonable, arrangments for lending books to teachers and students are efficient and reading room space is reasonably adequate, it was distressing to find that in most college and univeasities the library facilities were very poor indeed."

উপরোক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়নে সচেষ্ট হতে সক্ষম হননি।

১৯৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা University Grants Commission প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির দুর্দশা দূরীকরণের জন্য বিশেষ যত্ন গ্রহণ করা হয়। এই কার্য দ্রুত রূপায়ণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তদানীন্তন সভাপতি ডাঃ সি, ডি, দেশমুখ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ রঙ্গনাথন্ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অকাতর অর্থ সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সকল প্রকার উন্নতি সাধনে যত্ন নওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে কমিশনের উদ্যোগে দিল্লীতে নিখিল-ভারত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সম্মেলনে গ্রন্থাগার উন্নয়নের এক পরিপূর্ণ খসড়া তৈরী করা হয়। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এ একটি বিশিষ্ট দান।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থসাহায্যে বইপত্র ক্রয়, গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণ ও নূতন উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ দ্বারা গ্রন্থাগারগুলির প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হতে মঞ্জুরী কমিশন কি প্রকার অর্থ সাহায্য করেছিলেন তার একটি ধারণা পাওয়া যায়—

গ্রন্থাগারের নাম	সাল	ব্যয়ের পরিমাণ
(১) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	১৯৫০	১,২৩,৬৫৬ টাকা
	১৯৬০	১,৯২,০৮০ ,,
(২) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	১৯৫০	১,৩৪,৯৫৩ টাকা
	১৯৬০	২,৯৬, ৩৭৫ ,,
(৩) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	১৯৫০	৮১,১৫৩ ,,
	১৯৬০	২,১৭,৪৩৩ ,,

এইরূপ বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য পাওয়ার ফলে অধিকাংশ গ্রন্থাগার নানাভাবে সমৃদ্ধ হয় এবং গ্রন্থাগারগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আয়তন বৃদ্ধির ফলে কার্যধারার গতি ও প্রকৃতি ক্রমশঃ জটিলতর রূপ ধারণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে ছাত্র অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(১) বইপত্রাদি সংগ্রহ—মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্যের ফলে আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বইপত্রের সংখ্যা মোটামুটি কাজ চলন সই হয়েছে কিন্তু নিখুঁত বিচারে এই সকল সংগ্রহ বিষয়ানুগত ভারসাম্যের অভাবে অসম্পূর্ণ। একটি গ্রন্থাগারে কয়েকটি বিষয়ে যেমন দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের বই ও পত্রিকাদির সংগ্রহ প্রচুর আছে কিন্তু সেই গ্রন্থাগারে আবার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির স্বল্প সংগ্রহ পীড়াদায়ক। সকল দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারগুলিতে সকল বিষয়ে বই ও পত্রাদি সংগ্রহে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এইজন্য সকল শ্রেণীর গবেষক ও ছাত্রদের পক্ষে এইসব গ্রন্থাগারের কাজ করার সুযোগ সুবিধা কম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সকল বিষয়ানুপাতে সম্পূর্ণ করা কি সম্ভব? বিশেষভাবে বিবেচনা করে জানা যায় যে সকল গ্রন্থাগারে সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় বইপত্রাদি সংগ্রহ গড়ে তোলার চেষ্টা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিষয়ানুযায়ী একটি আপোষ ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করা উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাদের মধ্যে যদি একটি আপোষ হয় যে, (১) বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার—ভাষাতত্ত্ব; প্রাচ্য ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত সকল ভাষার ও সকল দেশে প্রকাশিত যাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুস্তক ও পত্র পত্রিকা; (২) দিল্লী গ্রন্থাগার—সমাজতত্ত্ব, পাশ্চাত্য ইতিহাস দর্শন, ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য, (৩) আলিগড় গ্রন্থাগার—ইসলামীয় দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্প এবং (৪) বারাণসী গ্রন্থাগার—বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যাবতীয় প্রকাশিত তথ্যাদি, গ্রন্থ ও পত্রিকা সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ এবং অনুলয় সেবা (Reference Service) মাইক্রোফিল্ম ও ফটোকপির সাহায্যে পরস্পরকে সাহায্য করবে তাহলেই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে পৃথিবীর সকল প্রকাশিত বই ও পত্র পত্রিকা সহজ লভ্য হবে। এতদিন আমাদের দেশের গবেষকদল যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য গিয়েছেন সেই অসুবিধা উল্লিখিত আপোষ ব্যবস্থার দ্বারাই দূর করা সম্ভব।

এই বিশেষ ব্যবস্থায় সংগৃহীত বইপত্র ছাড়াও উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের পঠন পাঠনের জন্য একটি সাধারণ সর্ববিষয়ের (মূলতঃ পাঠ্য পুস্তকের) সংগ্রহও গড়ে তুলবেন। যদি ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এইরূপ আপোষ ব্যবস্থার মধ্যে যোগদান করেন তাহলে এই কাজটি কার্যকর করা সহজসাধ্য হয় এবং গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহভারও অনেক পরিমাণে লাঘব হয়।

(২) পারস্পরিক সহযোগিতা—বর্তমানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল উদ্দেশ্যে বর্তমানে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী

আদান প্রদান, পুস্তক ও পত্রিকা লেন দেন, অনুসন্ধ সেবায় (Reference service) ও অন্যান্য কাজকর্মের নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্যের মনোভাব সৃষ্টি করতে হ'বে। একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সামগ্রিক গ্রন্থপঞ্জী, পত্রিকাসূচী, পুঁথিপত্রের তালিকা প্রণয়ন করা আশু প্রয়োজন।

(৩) গ্রন্থাগার গৃহ—আজও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা রূপায়িত করেন নাই। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেকারণ বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও সম্পূর্ণ এবং সার্থক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হলে আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার গৃহের একান্ত প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার গৃহ ব্যতীত পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না এবং ফলে অকারণ শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়।

গ্রন্থাগার গৃহ পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন :—

(১) গৃহ ব্যবস্থাটি যেন সুপরিচালনার সহায়ক হয় ;

(২) গৃহ ব্যবস্থাটি যেন আড়ম্বরহীন, সহজ ও আকর্ষণীয় হয় ;

(৩) গৃহ ব্যবস্থাটি যেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অনুকূল হয় ,

(৪) গৃহ ব্যবস্থাটি যেন পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষায় সহায়ক হয় ও

(৫) গৃহ ব্যবস্থাটিতে যেন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, অগ্নি, ধ্বনি প্রতিধ্বনি নিবারক ব্যবস্থা থাকে।

সম্পূর্ণ ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার গৃহের অভাব ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও অতৃপ্তি বৃদ্ধি করে।

(৪) পুরাতন ও অপ্রয়োজনীয় বইপত্র—পূর্ব আলোচনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটি জীবন্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতি দিন, প্রতি মাসে ও বৎসরে এর আয়তন বিপুল হতে বিপুলতর হচ্ছে এবং এর ফলে বইপত্র উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এক জটিলতর সমস্যায় রূপান্তরিত। কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মোট বইপত্রের হিসাব নিকাশ থেকে জানা যায় যে

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ৩,৭২,৫৫৯ বই + ১০,০০০ পুঁথি

(খ) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ২,৮৫,১১২ বই + ১২,৩২১ পুঁথি

(গ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ১,৭০,০০০ বইএর সংগ্রহ আছে এবং ইহা প্রতিদিন ক্রয়, পারস্পরিক আদান প্রদান ও দানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সকল সংগ্রহের মধ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় পুরাতন গ্রন্থ, সরকারী কাগজপত্র ও বিবরণী ও বিলুপ্ত পত্র পত্রিকা অনেক বই রাখার জায়গা (Stack space) জুড়ে রয়েছে ফলে নূতন ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রাখার স্থানাভাব। এই সমস্যার সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের দেশেও এক এক অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক গ্রন্থভাণ্ডার সৃষ্টি করতে হ'বে এবং গ্রন্থভাণ্ডারে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি জমা রাখা হ'বে। গ্রন্থভাণ্ডারটি পরিচালনার যাবতীয় খরচ আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি আপোষে ভাগাভাগি করে বহন করবেন।

(৫) গ্রন্থাগার ও প্রচার—বিশেষভাবে পরীক্ষামূলক গবেষণার দ্বারা জানা যায় যে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহে শতকরা ৫০ জনেরও কম ছাত্রছাত্রী নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন এবং এদেরও অধিকাংশ পরীক্ষা পাশের ভয়ে। বর্তমান ছাত্র আন্দোলন দূর করতে হ'লে গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করে ছাত্র ছাত্রীকে গ্রন্থাগারমুখী করে তুলতে হবে।

পাঠক সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রচার কার্যের মাধ্যমে অন্যান্য দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহে বিশেষ সুফল ফলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিও পাঠক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা ভুলে থাকতে পারে না। সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত প্রচার মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলি পাঠক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থকতার দিকে অগ্রসর হতে পারেন। তবে এতদিন যেভাবে প্রচারকার্য চালান হ'চ্ছে আজকের যুগে সে সকল পন্থা অচল উপরন্তু বিভিন্ন ছাত্র গোষ্ঠীর বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি। সেকারণ পূর্ব প্রচলিত এক দাওয়াই সব মানুষের বিভিন্ন অসুখে ফল দিতে অক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ছাত্র গোষ্ঠীর ভাবভঙ্গী, মতবাদ, রুচি প্রকৃতি প্রভৃতির বিষয় সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কাজে ছাত্র পরিচালক, শিক্ষক প্রতিনিধি, মনস্তাত্ত্বিক ও গ্রন্থাগারিকের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। প্রকৃত তথ্যাদি সমাবেশের পর সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক প্রচার চালু ও সর্বতোভাবে গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্র অসন্তোষের ফলে ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ছে এবং বেশীদিন এভাবে চললে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাণহীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত। উপরন্তু আছে শিক্ষকদের দলাদলি, রাজনীতি ও কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার। এ অবস্থায় অর্থ সাহায্য কেবলমাত্র মুমূর্ষুকে অক্সিজেন প্রদান মাত্র। আরোগ্য নিকেতনের এ সুষ্ঠু পথ নয়।

প্রাণের দরদী পরশ ব্যতীত তাজা প্রাণবন্ত ছাত্রদের অসন্তোষ দূর করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের অভাব অভিযোগ দরদের সঙ্গে বিবেচনার চেষ্টা করা, গ্রন্থাগারকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও সচল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রের মিলন সেতু প্রতিষ্ঠা করার আজ বিশেষ প্রয়োজন।

দশমিক বর্গীকরণের (১৬শ সং) ব্যবহারিক প্রয়োগ (২)

অশোক বসু

৩৩১ WHOLE CLASSIFICATION (WC) 000—999

ডিউই সিডিউল শুরু হয়েছে 000 দিয়ে (D. C., P. 97) এবং শেষ হয়েছে 999 (D. C., P. 1409)। সুতরাং 000—999 বলতে সিডিউলের সমস্ত বিষয়েরই বুঝায় এবং এজন্যই একে বলা হয় (WC)। কোন বিষয়সংখ্যার (Primary Sequence = (PS) এর নীচে যদি নির্দেশ থাকে 'divide like 000-999' Secondary Sequence = SS এর অর্থ হবে 000 থেকে 999 র যে কোন বিষয়সংখ্যা (SS) হিসেবে (PS) এর সাথে যুক্ত হতে পারবে। (WC) র বৈশিষ্টই হল এই সংযুক্তি করণের সময় (SS) বা পরবর্তী যে বিষয়সংখ্যা তার কোন অংশ বাদ না দিয়েই (PS) র সাথে যুক্ত হবে।

Natural Science in Bible 220.85

বিশ্লেষণ : Treatment of Science (as a special subject) in Bible.

এখানে, (PS) Bible 220 (SS) Science 500

পদ্ধতি :

220 Bible

220·8 Special Subject treated in Bible (PS)

Divide like 000-999 (SS) (D. C., P. 166)

(PS) + (SS)

SPL. Subject in Bible + Science

220·8 + 500 = 220·85

বিজ্ঞান নয়, বাইবেলেই এই প্রকাশনের মূল বিষয়, বিজ্ঞান বাইবেলের অনুষঙ্গী বা Secondary Subject হিসেবে আলোচিত। সিডিউলে বাইবেলের বিষয় সংখ্যা 220, আর অন্য কোন বিশেষ বিষয় যদি বাইবেলে আলোচিত হয় তার জন্য বিষয়সংখ্যা 220·8। এর নীচেই দেখুন, নির্দেশ রয়েছে 'divide like 000-999' (D.C., P 166) অর্থাৎ এই নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন বিষয় সংখ্যা উপরে উল্লিখিত 220·8 এই বিষয় সংখ্যার সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য যে বিজ্ঞান 500 র শেষের 00 বাদ দিতে হবে। কারণ, আমরা জানি, দশমিক বিন্দুর পরে শেষ সংখ্যা হিসেবে কোন 0 বসবে না।

লক্ষ্য করুন

1. Communism and Religion 335·4382
2. Salesmanship in automobiles 658·896292
3. Naval engineering : a select bibliography 016.6238

চেষ্টা করুন

1. Library literature : Books & Periodicals
2. Protection of milk industry
3. Monopolies in telegraphic Communication Service

শিডিউলে (WC) র অজস্র উদাহরণ রয়েছে :

016	Subject bibliography	(DC, P. 99)
025·33	Subject headings	(DC, P· 109)
025.46	Classification Schedule for Special Subjects	(E ঐ)
336·266	Custom duties on Specific Comodities	(DC, P. 272)

৩৩২ PART CLASSIFICATION (PC)

আমাদের ব্যবহারিক সুবিধার জন্য Part classification (PC) কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

৩৩২১ Part Classification 1 (P C 1)
৩৩২২ Part Classification 2 (P C 2)

Part Classification (PC) কেন বলা হচ্ছে ? ধরা যাক, কোন (PS) বা বিষয়-সংখ্যার নীচে লেখা আছে 'divide like 620 – 698'। এখানে দেখুন, 620-র আগে 000 থেকে 619 পর্যন্ত বিষয় সংখ্যাগুলি এবং 698 র পরে 699 থেকে 999 পর্যন্ত সংখ্যা-গুলি অনুপস্থিত অর্থাৎ 000--999 এই সম্পূর্ণ (Whole) থেকে শুধুমাত্র 620—698 এই অংশবিশেষকে (Part) গ্রহণ করা হয়েছে। কিংবা কোন সংখ্যার নীচে লেখা আছে Divide like 616, এখানেও আগে 000 থেকে 615 এবং পরে 617 থেকে 999 পর্যন্ত বিষয়সংখ্যাগুলি নেই। এখানে 616 এই অংশবিশেষকেই (Part) শুধু নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের নির্দেশকে আমরা (PC) নামে অভিহিত করতে পারি।

৩৩২১ PART CLASSIFICATION 1 (P C1)

Divide like র নির্দেশ অনুযায়ী, যেসব ক্ষেত্রে একই Main Class এর অন্তর্গত নির্দিষ্ট একটি বিষয়সংখ্যা থেকে আর একটি নির্দিষ্ট বিষয় সংখ্যার সাহায্যে বিভাজনের নির্দেশ (part) দেওয়া হয়েছে, যেমন, 'divide like 420—499', divide like 620—698', ইত্যাদি, সেইসব নির্দেশকে আমরা বলছি Part Classification 1 বা (PC1)। শিডিউলে অনেক বিষয়সংখ্যার নীচেই এ ধরনের নির্দেশ দেখা যাবে। যেমন,

১) 039 Encyclopedia in other languages (PS)
Divide like 420—429; 470—499 (SS) (DC, P. 116)

২) 662·622 An. lysis & testing of coal (PS)
Divide like 553·21—553·25 (SS) (DC, p. 836)

৩) 799·27 Hunting mammals (PS)
Divide like 599·1—599·8 (SS) (DC, p. 1028)

(PC1)-র ব্যবহারিক প্রয়োগ :

(PC1) কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় divide like নির্দেশিত বিষয় সংখ্যা একটি মূল-বিষয়ের 'Main Class' অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন, divide like 420—499—উভয় সংখ্যা দুটিই মূল বিষয় 400 ভাষার (Language) অন্তর্গত। Divide likee 620—698 এর মূল বিষয় 600 প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology)। Divide lik 593—599 এখানে মূল বিষয় 500 বিজ্ঞান (Science)। Divide like দ্বারা নির্দেশিত এই বিষয়সংখ্যা গুলি থেকে যে কোন বিষয়সংখ্যা প্রয়োজনে (PS)-র সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।

বিষয়সংখ্যা গঠনের সময় (PC1)-র উভয় দিকের সংখ্যার মধ্যে বাঁ দিক থেকে যতটা COMMON হবে তা বাদ দিয়ে তার পরবর্তী সংখ্যা (PS) র সাথে যোগ করে সম্পূর্ণ বিষয় সংখ্যা গঠন করতে হবে।

বিশ্বকোষ 039·9144

বিশ্লেষণ : বাংলা ভাষায় লেখা একটি সাধারণ বিশ্বকোষ (a general encyclopaedia written in Bengali language)

মূল বিষয় বা (PS) : সাধারণ বিশ্বকোষ (General encyclopaidia)

(SS) : বাংলা ভাষা

পদ্ধতি :

030 General encyclopaedia

039 Encyclopaedia in other languages (PS)
Divide like 420—429; 470—499 (SS) (DC, p. 116)

(PS) + (SS)

Encyclopaedia in other languages + Bengali language 039 + 491·44

= 039 + (4) 9144 এখানে (PC1) এর নিয়ম অনুযায়ী
= 039 + 9144 470—499-র মধ্যে 4 common
= 039·9144 থাকায়, 491.44 বাংলা ভাষা থেকে
4 বাদদিয়ে শুধু 9144 যোগ করা হল।

= বিশ্বকোষ অথবা বাংলা ভাষায় লেখা যে কোন সাধারণ বিশ্বকোষ

লক্ষ্য করুন :

১ 420—429 কিংবা 470—499-র মূল বিষয় (main class) 400

২ 420 থেকে শুরু করে 429 কিংবা 470 থেকে শুরু করে 499 পর্যন্ত যে কোন ভাষা সংখ্যা 039 র সাথে যুক্ত হতে পারে ;

৩ বাংলা ভাষার জন্য ভাষা সংখ্যা 491·44, এই সংখ্যা 470—499র অন্তর্গত ;

৪ 470 এবং 499-র মধ্যে বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডানদিকে যত সংখ্যা পর্যন্ত common তা নির্ধারণ করতে হবে, এখানে common 4 ;

৫ পূর্ব নির্ধারিত common 4 কে 491·44 থেকে common নিয়ে বাদ দিতে হবে। 491·44 থেকে 4 বাদ গেলে রইল শুধু 9144 ;

৬ এবার এই 9144 কে 039-র সাথে যোগ করলেই আমরা প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ বিষয় সংখ্যা পাব।

039+(4)91·44 = 039+9144=039·9144

= বিশ্বকোষ (বাংলা ভাষায় লেখা সাধারণ বিশ্বকোষ)

বিশ্লেষণ করুন :

১ Economics of whaling industry 338·37295

২ Treatment of children suffering from whooping cough 618·92204

৩ **Currents of Bay of Bengal** 551·477

চেষ্টা করুন :

১ **Economics of Fish industry**

২ **Models of Seaplanes**

৩ **Television picture transmitters**

৩৩২২ PART CLASSIFICATION 2 (PC 2)

বিষয় সংখ্যা গঠনের সময়ে শিডিউলে প্রায়ই দেখা যায় কোন কোন বিষয় সংখ্যার নীচে নির্দেশ থাকে 'Divide like 027'. 'Divide like 220'. 'Divide like 425', 'Divide like 822' এবং এই ধরণের আরও অনেক। এর অর্থ হল, যে-বিষয় সংখ্যার (PS) নীচে এই ধরণের নির্দেশ থাকে—সেই বিষয়ে সংখ্যাটিকে 'Divide like' নির্দেশিত বিষয় সংখ্যার সাহায্যে আরও প্রসারিত করা যেতে পারে। এখানে divide like নির্দেশিত বিষয় সংখ্যার বৈশিষ্ট্য হল, একটিমাত্র নির্দিষ্ট বিষয় সংখ্যার (যেমন 027, 220, 425, 822, ইত্যাদি) সাহায্য নিয়ে একটি নতুন বিষয় সংখ্যা গঠন। **Divide like** নির্দেশিত এই ধরণের আংশিক এবং নির্দিষ্ট বিষয় সংখ্যাকে বলা হয়েছে **Part classification 2 (PC2)**।

823 English fiction

Divide like 822 (D. C., P. 1035)

উপরের 'Divide like 822' হচ্ছে (PC2)—এই নির্দেশে ইংরাজী উপন্যাস 823 কে ইংরাজী নাটক 822 র অনুরূপ ভাগ করে নিতে বলা হয়েছে। ইংরাজী নাটক 822 কে সময় বা কালানুক্রমিক ভাগ (Period Division) করা হয়েছে, কিন্তু ইংরাজী উপন্যাস 823 কে আর কালানুক্রমিক ভাগ না করে 'divide like 822' নির্দেশের মাধ্যমে বলা হল, ইংরাজী নাটক 822 কে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে ইংরাজী উপন্যাসকেও কালানুক্রমিক ভাগ করে নিতে। নীচে দেখুন ইংরাজী নাটক 822 কে কিভাবে কালানুক্রমিক ভাগ করা হয়েছে—

822 English drama
- ·1 Early English period
- ·2 Pre-Elezabethan
- ·3 Elezabethan
- ·4 Post-Elezabethan
- ·5 Queen Anne
- ·6 Later 18th Century
- ·7 Early 19th "
- ·8 Victorian Period
- ·91 20th century
- ·912 Early 20th century
- ·914 Later 20th century

822-র পরবর্তী সংখ্যাগুলি (অর্থাৎ ·1, ·2, ·3, বা ·912 ·914) প্রয়োজনে 823-র সাথে যোগ করে ইংরাজী উপন্যাসের কালানুক্রমিক ভাগ দেখান যেতে পারে।

(PC2) ব্যবহারের পদ্ধতি :

20th Century English fiction 823·91

বিশ শতকের ইংরাজী উপন্যাস। মূল বিষয় ইংরাজী উপন্যাস, আর বিশ শতক উপন্যাসের কালানুক্রমিক ভাগ ইংরাজী উপন্যাসের জন্য বিষয়সংখ্যা 823 ; কিন্তু 823-কে আর কালানুক্রমিক ভাগ না করে 'Divide like 822'-এই নির্দেশের মাধ্যমে বলা হল 823 কে 822-র অনুরূপ কালানুক্রমিক ভাগ করে নিতে। সুতরাং

(PS) = English fiction 823
(SS) = 20th Century (822)·91

'divide like 822'—এই নির্দেশ অনুযায়ী, 822 বাদ দিয়ে পরবর্তী 91-কে নিয়ে 823 র সাথে যোগ করতে হবে 20th century-র জন্য।

(PS)+(SS)

English fiction + 20th Century

823 + (822)·91 = 823·91

= 20th Century English Fiction

'Divide like 822'-র সাহায্যে এবং (PC2) ব্যবহারের রীতি অনুযায়ী ইংরাজী উপন্যাস 823-কে কালানুক্রমিক ভাগ করলে হবে এই রকম—

823 English fiction

·1 Early English Period
·3 Pre-Elizabethan ''
·3 Elizabethan ''
·4 Post-Elizabethan ''
·5 Queen Anne ''
·6 Later 18th Century
·7 Early 19th ''
·8 Victorian Period
·91 20th Century
·912 Early 20th Century
·914 Later 20th Century

উল্লিখিত 823-র পরবর্তী কালানুক্রমিক ভাগগুলি শিডিউলে নেই, (PC2)-র রীতি অনুসারে এই ভাগগুলি সংগঠিত হয়েছে।

আর একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক।

Plans of school libraries 022·3182

022 Library buildings

বিশ্লেষণ : গ্রন্থাগার ভবন পরিকল্পনা : বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

022 Library buildings (D. C., P. 103)

·3 Plans for libray buildings

·31 Library designs and plans by kind of library

Divide like 027

022·31 বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের জন্য নক্সা-পরিকল্পনা ইত্যাদি। গ্রন্থাগার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার, ইত্যাদি। যে বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারের জন্য নক্সা-পরিকল্পনা, তার জন্য 022·31, এর নীচে 'divide like 027' দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হল যে, 027 General libraries কে গ্রন্থাগারের প্রকার (kinds) অনুযায়ী যেভাবে ভাগ

করা হয়েছে, সেইসব ভাগগুলিকে নিয়ে 022·31-র সাথে যোগ করলে সেই সেই বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগারের নক্সা-পরিকল্পনা বোঝাবে। যেমন,

027 General libraries (DC, P. 113)

·1 **Private libraries**

·4 **Public libraries**

·625 **Children libraries**

·7 **College libraries**

82 **School libraries**

027-র পরবর্তী ভাগ বা সংখ্যাগুলি (অর্থাৎ ·1, ·4, ·625, ·7, ·8) প্রয়োজনে 022·31-র সাথে যোগ করা যেতে পারে :

(PS) = Plans (by kinds) of library 022·31
(SS) = School library (kind) (027)·82

(PS)+(SS)

Plans of library + School library

022·31 + (027)·82 = 022·3182

= Plans of School libraries

(PC2) রীতির অনুসরণে—

Plans of private library 022·311
022·31 + (027)·1 = 022·311

Plans of public library 022·314
022·31 + (027)·4 = 022·314

Plans of children library 022·31625
022·31 + (027)·625 = 022·31625

Plans of college library 022·317
022·31 + (027)·7 = 022·317

লক্ষ্য করুন :

১ 027 একটি আংশিক এবং নির্দিষ্ট বিষয়সংখ্যা
২ 027-কে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, divide like-এর মাধ্যমে অনুরূপ ভাবে 022·31-কে ভাগ করেও বলা হয়েছে, অর্থাৎ
৩ 027-র পরবর্তী সংখ্যা/সংখ্যাগুলি নিয়ে 022·31-র সাথে যোগ করা হয়েছে

সিদ্ধান্ত :

১ (PC2) একটি আংশিক এবং নির্দিষ্ট বিষয় সংখ্যা

২ (PC2) নির্দেশিত বিষয়সংখ্যা বাদ দিয়ে তার পরবর্তী সংখ্যা (PS)-র সাথে যোগ

বিশ্লেষণ করুন

১ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা 294·52
২ German grammar 435
৩ Extraction of marble stone 622·351

চেষ্টা

১ Plastic surgery of face
২ Duets (songs) for children
৩ Biography of Jagadish Chandra Bose
৪ Labour union library : plans & designs

৩৪ বিষয় বা স্থানসংখ্যা বা ভৌগলিক বিভাগ সহযোগে শ্রেণীসংখ্যা গঠন (বিষয়+স্থান)

CONSTRUCTION OF CLASS NUMBER FOR SUBJECT AND GEOGRAPHHICAL DIVISION (S + GD)

বর্গীকরণের সময় প্রায়ই দেখা যায় প্রকাশনের বিষয়ের সাথে কোন বিশেষ স্থানও যৌথ অবস্থান করে এবং বিষয়সংখ্যা গঠনে সেই স্থানকেও দেখান প্রয়োজন। স্থান বলতে যেকোন ভৌগলিক অবস্থানকেই বোঝায়—যেমন, পাহাড়, নদী, হ্রদ, মরুভূমি, শহর প্রদেশ, দেশ। ডিউই পদ্ধতিতে এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। 900 ইতিহাস বিভাগের 930 থেকে শুরু করে 999 পর্যন্ত যেকোন সংখ্যা যেমন একদিকে কোন দেশের ইতিহাসকে বোঝায়, তেমনি সেই একই সংখ্যার প্রথম 9 বাদ দিয়ে পরবর্তী সংখ্যা সেই দেশের স্থান নির্দেশক সংখ্যা হিসেবে কোন বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে বিষয়-সংশ্লিষ্ট দেশ বা স্থান নির্দেশ করতে পারে। বিষয়ের সাথে স্থান-সংখ্যা সংযোজনার পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে Geographical Device।

ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী (INB)—এই প্রকাশনটির মূল বিষয়বস্তু অবশ্যই গ্রন্থপঞ্জী, শুধু তাই নয়—এটি একটি বিশেষ দেশের অর্থাৎ ভারত নামীয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের তালিকা। তাই শুধু 015 হলেই প্রকাশনের বিষয়বস্তুকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করা হল না, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীটি কোন বিশেষ দেশীয় তাও বিষয়-সংখ্যার মাধ্যমে দেখাতে হবে। এই দেখানো ব্যাপারটি অর্থাৎ প্রকাশনের বিষয়বস্তুর সাথে স্থান নির্দেশক সংখ্যা সংযোজনা দু'ভাবে হতে পারে।
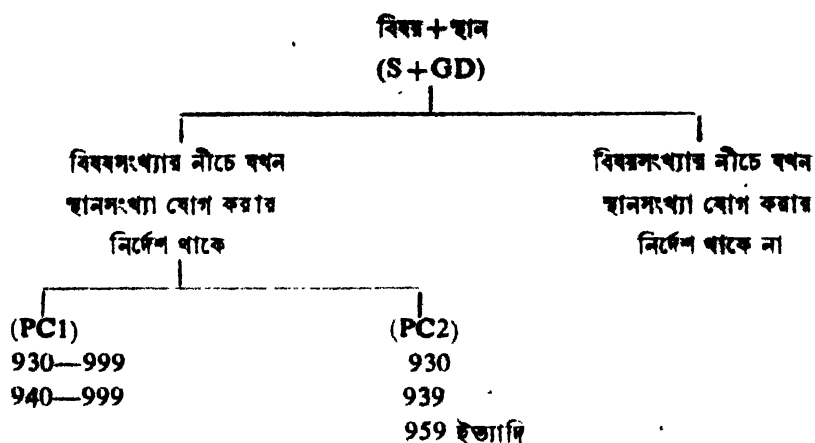
৩৪১ বিষয়সংখ্যার নীচে যখন স্থানসংখ্যার যোগ করার নির্দেশ থাকে

অনেক বিষয়সংখ্যার নীচেই 'divide like…'—এই নির্দেশের মাধ্যমে বিষয়সংখ্যার সাথে স্থানসংখ্যা যোগ করার নির্দেশ থাকে। প্রয়োগের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এই নির্দেশগুলি Part Classification বা (PC3)-র পর্যায়ে পড়ে এবং যথারীতি (PC1) ও (PC2)—এই দু'ভাগে ভাগ করা চলে।

৩৪১১ (PC1) রীতি অনুযায়ী বিষয়ের সাথে স্থান-সংখ্যা সংযোগ

অনেক বিষয়-সংখ্যার নীচে লেখা থাকে Divide like 930—999 কিংবা divide like 940—999। এর অর্থ ঐসব বিষয় সংখ্যার সাথে স্থানসংখ্যা সরাসরি যুক্ত হতে পারে এবং এই সংযুক্তিকরণ হবে (PC1) এর রীতি অনুযায়ী। যেমন—ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী 015·54

বিশ্লেষণ—গ্রন্থপঞ্জী : জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : ভারত

১ **010 Bibliography**

015 National bibliography (বিষয়সংখ্যা/S)

Divide like 940—999 (DC., P.99)

২ **954 India (DC., P. 1161)**

(স্থানসংখ্যা/GD)

015 National bibliography-র নীচে স্থানসংখ্যা যোগ করার নির্দেশ রয়েছে ,divide like 940—999,-র মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিষয়সংখ্যার সাথে স্থানসংখ্যা সরাসরি যুক্ত হবে (PC1)-র রীতি অনুযায়ী—

S DG

National bibliography + India

015+(9) 54

= 015·54

লক্ষ্য করুন :

015·54-এর শেষের 54 সংখ্যাটি এসেছে 954 থেকে ; এখানে 9 ইতিহাস, 5 এশিয়া, 4 ভারত। অর্থাৎ 954 ভারতের ইতিহাস, এর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্থাননির্দেশক সংখ্যা হল 54।

বিশ্লেষণ

১ British National Bibliography 015·42
২ History of Science in India 509·54
৩ Epidemics in Japan 614·4952

চেষ্টা

১ Hand-made rugs in India : a historical survey
২ Indian Parliament
৩ Uttarpara Public library

৩৪১২ রীতি অনুযায়ী বিষয়ের সাথে স্থানসংখ্যা সংযোগ

কোন কোন বিষয়সংখ্যার নীচে লেখা থাকে 'divide like 930', 'divide like 939' 'divide like 950' ইত্যাদি। এর অর্থ ঐসব বিষয়সংখ্যার সাথে স্থান সংখ্যা যুক্ত হবে (PC2) রীতি অনুযায়ী।

Persian rugs 746·755

বিশ্লেষণ :—Textile handicrafts : Hand-made rugs : Oriental hand-made rugs : Persia (Iran)

746 Textile handicrafts
·7 Hand made rugs
.75 Oriental rugs (বিষয়সংখ্যা S)
Divide like 950 (DC., P. 951)

২ 950 Asia
955 Persia (Iran) (DC.,P. 1166)
(স্থানসংখ্যা GD)

746·75 Oriental rugs র নীচে স্থানসংখ্যা যোগ করার নির্দেশ রয়েছে 'divide like 950'-র মাধ্যমে। এখানে বিষয়সংখ্যার সাথে স্থানসংখ্যা যুক্ত হবে (PC2)-র রীতি অনুসরণে—

S GD
Oriental hand-made rugs + Persia
746·75 + (95)5 = 746·755

বিশ্লেষণ করুন :

১ Public finance in ancient India 336·0934
২ Ethiopian Sculpture 732·978
৩ Armenian philosophy 181·955

চেষ্টা করুন :

১ Kashmiri hand made rugs
২ Election systems in ancient India
৩ Cambodian philosophy

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

সমীর চট্টোপাধ্যায়

জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়ে মানুষ যখন আত্মানুসন্ধান করবার সময় পেল, তখনি সৃষ্টি হোল সংস্কৃতির। এই সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে বইয়ের বড় আর কিছু নেই। বই ছাড়া সংস্কৃতিশীল মনের আর বিচারশীল বুদ্ধির ক্ষুধা আর কিছুতেই মিটতে পারে না।

১৮৮৩ সালে শহর কলকাতার উত্তর প্রান্তে এক বারান্দায় বসে কতিপয় যুবক অনুভব করলেন এই প্রয়োজনের তাগিদ। এঁরা ছিলেন শিক্ষিত, জ্ঞানপিপাসু, জিজ্ঞাসু, বুদ্ধিদীপ্ত, সর্বোপরি উৎসাহী। লর্ড রিপন তখন ভারতের বড়লাট।

এই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় ৭১নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দায় বসে যুবক ক'জন স্থির করলেন যে দরিদ্র নাগরিকরা যাতে সংবাদপত্রের সব খবর বিনা পয়সায় পেতে পারে, রাজনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে, তার জন্যে চাই একটি পাঠাগার। তাঁরা তখন স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হলেন ৩রা জুন ১৮৮৩ সালে ১৮ নং আপার চিৎপুর রোডে হিন্দু বয়েজ স্কুলের বাড়ীতে। প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী নামে একটি পাঠাগার স্থাপিত হবে। ঐ ১৬ই জুন বর্তমান ৩নং রাধামাধব গোঁসাই লেনের বাড়ীতে দোতলায় ঘরভাড়া করে পাঠাগার স্থাপিত হোল।

এই উদ্যোক্তাদের ভিতরে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল দাস ও আরও অনেকে। আজকের কলকাতার অন্যতম সুবৃহৎ গ্রন্থাগার বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর এই হোল জন্মকথা।

প্রথম মাস তিনেক কোন বই জোগাড় করা সম্ভব হয়নি, শুধু ৩৩ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকার ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। এই সব পত্র পত্রিকা বেশীর ভাগই নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনামূল্যে সংগৃহীত হোত। এরপর তদানীন্তন প্রখ্যাত গ্রন্থকারগণ তাঁদের লেখা গ্রন্থ বিনামূল্যে দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেন। এঁদের ভিতর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে সুবিখ্যাত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দীর্ঘ চার বৎসর এই গ্রন্থাগারের সভ্য ছিলেন।

বছর খানেকের ভিতরে স্থানীয় প্রতিবেশীদের সাহায্যে ও উৎসাহে এবং অতিক্রান্ত সভ্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্রন্থাগার ক্রমেই উন্নতির দিকে যায়। তখন ছোট ঘরে আর স্থান সঙ্কুলান সম্ভব নয় দেখে ১৮৮৪ সালের ১৫ই মে ৩ নং রাজা রাজবল্লভ

ষ্ট্রীটে গ্রন্থাগার সরিয়ে নিয়ে আসা হোল। এই সময় গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৫৮৫ খানি। বছর দশেক কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা আর সভ্য সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে জমি কেনার জন্য দুহাজার টাকা জোগাড় হোল। ১৮৯৬ সালে ৪ঠা অক্টোবর এক অতিরিক্ত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে পাশেই একটি জমি কেনা হবে আর গ্রন্থাগার রেজিষ্ট্রি করা হবে।

ঐ বছরের ৬ই নভেম্বর ১৮৬০ সালের ২১ আইনে গ্রন্থাগার নিজস্ব বাড়ীর জন্য জমি কেনার দলিল রেজেষ্ট্রি করা হোল। কিন্তু এই জমির সীমানা নিয়ে মামলা বাধায় বাড়ী তৈরীর কাজ পিছিয়ে যায়। পরে ১৮৯৮ সালে নভেম্বর মাসে এ ব্যাপারে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হোল।

১৯০০ সালে বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করা হোল। এতে সর্বান্তঃকরণে সর্ববিধ সাহায্য যাঁরা করলেন তাঁদের ভিতর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, উপেন্দ্রনাথ সাউ, ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা, যোগেন্দ্রনাথ ঘটক, বিশ্বম্ভর মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

এ বছরেই প্রবল বারিপাতের ফলে গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। তখন বিলম্ব না করে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখনও বাড়ী তৈরী শেষ হয়নি—অর্থাভাবে কাজ আটকে আছে। এই রকম বিপদে সাহায্য করতে অগ্রণী হলেন রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু। তিনি ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় গ্রন্থাগারের জন্য স্থান দিলেন। ১৯০১ সালে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগার তার নিজস্ব বাড়ী ২৫।১ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হোল।

১৯০৪ সালে অক্টোবর মাসে কম্বুলিয়াটোলা বয়েজ রীডিং ক্লাব ও জোড়াসাঁকো লাইব্রেরী এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হোল। তাতে করে গ্রন্থাগারের আকার ও কাজ অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে পড়ল।

এরপর ত্রিশটা বছর গ্রন্থাগারটি সুষ্ঠুভাবে ক্রমে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলে। কোন বিপদ বা অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৩৩ সালে ১৫ই জুন থেকে ২০শে জুন গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়। ১৫ই জুন বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৬ই জুন প্রতিষ্ঠা দিবসে অভ্যর্থনা জে, সি, গুপ্তের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্যাপিত হয়। ১৭ই জুন সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই সভায় যোগদান করেন সর্বশ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশীষ গুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও কবি। ১৮ জুন রায়বাহাদুর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মানপত্র দেওয়া হয়। ১৯শে জুন দেবপ্রসাদ-

সর্বাধিকারীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে বক্তৃতা করেন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ। ২০শে জুন সমাপ্তি দিবসে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জিলিং থেকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

ক্রমে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এক গাড়ী পুস্তক দান করে গ্রন্থাগারকে আরও সমৃদ্ধ করেন। ১৯০৫-৬ সালে প্রথম কলকাতা পৌরসভা বার্ষিক ৭৫ টাকা দান অনুমোদন করেন। বর্তমানে এই টাকার পরিমাণ বার্ষিক ৫০০ টাকা।

১৯৩৫ সালে রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের নিজস্ব বাড়ীটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট দখল করায় আবার বাধ্য হয়ে ২২ নং লক্ষ্মী দত্ত লেনে ভাড়া বাড়িতে গ্রন্থাগার সরিয়ে আনতে হয়। এই সময়টাতে বড়ই অসুবিধা হয়েছে। অবশেষে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বর্তমান জায়গাটি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করেন এবং ১৯৩৯ সালে এই বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হয়। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ২ নং কে, সি, বোস রোডের বর্তমান বাড়ীতে গ্রন্থাগারকে তুলে আনা হয়েছে।

১৯৪৩ সালে পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর পৌরহিত্যে গ্রন্থাগারের হীরক জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক ও আসবাবপত্র কেনার জন্য এই গ্রন্থাগারকে ৮০০ টাকা দান করেন ও ১৯৫৭ সালে 'Public Library' বলে গেজেটে ঘোষণা করেন।

১৯৫৮ সালে গ্রন্থাগারের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পালন করা হয়। এই উৎসব ১০ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে পাঁচদিন ধরে চলে। উৎসবের উদ্বোধন করেন কলকাতার তৎকালীন মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন এবং পৌরহিত্য করেন ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী বি, এস, কেশবন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, গোপাল হালদার, গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিনে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক কবি সম্মেলন হয়। বাংলাদেশের বহু প্রখ্যাত কবি এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা সভা হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, কল্যাণ দত্ত, অজিত রায় ও ভবানী সেন। চতুর্থ দিনে শিশু উৎসবে পৌরহিত্য করেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। এই দিনে ডঃ ফুলরেণু গুহ, প্রভাতকিরণ বসু ও অখিল নিয়োগী বক্তৃতা করেন। পঞ্চম দিনে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, প্রীতি সম্মেলন ও বিচিত্রানুষ্ঠানের দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু, পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন্, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রন্থাগারের শুভ কামনা করে বাণী পাঠান।

১৯৬১ সালে পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডঃ কালিদাস নাগ। সেই উপলক্ষে গ্রন্থাগার সদস্যবৃন্দ কবিগুরুর 'শেষরক্ষা' অভিনয় করেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে সাধারণ গ্রন্থাগারের মত শুধুমাত্র পুস্তক পরিবেশন করেই গ্রন্থাগার সন্তুষ্ট থাকে নি। নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক বৈঠক, পাঠচক্র, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখান ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক ও চিন্তাশীল সুধীবর্গ। বিগত কয়েক বৎসরে গ্রন্থাগারের এই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মাত্র ৫৪৮ খানি গ্রন্থ থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রায় তেত্রিশ হাজার গ্রন্থ নিয়ে এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধিলাভ করেছে। সর্বসাধারণের জন্য পুস্তক ও পত্র পত্রিকা পাঠের সুব্যবস্থা আছে। এ ভিন্ন রয়েছে শিশুবিভাগ।

পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও সাহিত্য প্রচার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করব না। সে বিচার করবেন এই গ্রন্থাগারের সভা, সভ্যা ও হিতকাঙ্ক্ষী সুহৃদজন। তাঁদের শুভেচ্ছা আর নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষা এই গ্রন্থাগারকে উন্নতির পথে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে এ আত্মপ্রত্যয় আমাদের আছে। এই বিশ্বাসই আমাদের সম্পদ।

নীচে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পত্র পত্রিকার তালিকা দেওয়া হলো।

অর্চনা

১৩৩৩/৩৪

অনুসন্ধান

১২৯৪

১২৯৯

১৩০৪

অমৃত

১৩৬৮-১৩৭৮

আনন্দিনী

১২৮৭

১২৮৯

১২৯১

আমার দেশ

১৩৩১/৩২

আলোচনা

আর্যদর্শন

১২৮৮

১২৯০

১২৯১

১৩৪১

উদ্বোধন

১৩০৫/৬

১৩০৭/৮

১৩১৬/১৭

১২৮৬

১২৮৭

কল্পনা

১২৮৮/৮৯

১২৯০/৯১

১২৯৩/৯৪

কায়স্থ পত্রিকা

১৩৩৫

১৩৩৬

গল্পগুচ্ছ

১৩৩৪/৩৫

গল্পলহরী

১৩৪০

১৩৪১

১৩৪৫

১৩৪৬

১৩৪৮

গ্রন্থাগার

১৩৬৩-১৩৭৬

চতুরঙ্গ

১৩৬৫-১৩৭৭

চিকিৎসা সম্মিলনী

১২৯২-১২৯৫

জাহ্নবী

১২৯১

জ্ঞান-বিজ্ঞান

ইং ১৯৪৮-১৯৭১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৮২১ শকাব্দ

১৮২২ শকাব্দ

দাসী

ইং ১৮৯৫-১৮৯৭

দেশ

১৩৪২-১৩৭৮

ধর্ম

১৩৫৪

নবজীবন

১২৯১/৯২—১২৯৪/৯৫

নবযুগ

১৩৩১-১৩৩৪

নব্যভারত

১২৯০-১৩১৩

নরনারী

১৩৫৭-১৩৬০

নারায়ণ

১৩২৭

নলিনী

১২৮৮

পঞ্চপুষ্প

১৩৩৫-১৩৩৭

পরিচয়

১৩৩৩-১৩৪৫

১৩৫৯-১৩৭৬

পাঠশালা

১৩৪৬-১৩৪৯

১৩৬৬/৬৭

পুরোহিত

১৩০১/২

পুষ্পপাত্র

১৩৩৪

পূর্ণিমা

১৩০৭

প্রচার

১২৯১/৯২

প্রবর্ত্তক

১৩৩২

১৩৩৮

১৩৪৮

১৩৪৯

প্রবাসী

১৩১২-১৩৭৩

প্রবাহ

১২৯০

প্রয়াস

ইং ১৯০০

বঙ্গদর্শন

১২৭৯-১২৮৭

১২৮৯

বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়)

১৩০৮

১৩০৯

১৩১১

১৩১৪-২০

বঙ্গদর্শন (মোহিতলাল সম্পাদিত)

১৩৫৪

১৩৫৫

বঙ্গবাণী

১৩২৮-১৩৩৪

বঙ্গশ্রী

১৩৪২

১৩৪৫

বসন্তক

ইং ১৮৭৫ (আনুমানিক)

বসুধারা

১৩৬৫-১৩৭৩

বামাবোধিনী পত্রিকা

১২৮৯

১২৯২

১৩০৬

১৩০৭

বালক

১২৯২

বার্ষিক বসুমতী

১৩৩২-১৩৩৪

বিচিত্রা

১৩৩৭-১৩৪৫

বিবিধার্থ সংগ্রহ

১৭৭৯-১৭৮৩ শকাব্দ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৩৫৮-১৩৭৭

বিংশ শতাব্দী

১৮৮০-১৮৮৯ শকাব্দ

বীণা

১২৯৩

বেদব্যাস

১২৯৩

১২৯৫

১২৯৮

১৩০৩

১৩০৪

ব্রহ্মবিদ্যা

১৩২১

১৩২২

ভারতবর্ষ

১৩২০-১৩৭৬

ভারতী

১২৮৪-১৩২৭

ভিষক-দর্পণ

ইং ১৮৯১/৯২

মালঞ্চ

১৩২১

১৩২৩

মাসিক বসুমতী

১৩২৯-১৩৭৭

মৌচাক

১৩৬০

১৩৬৩

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

১৩৭১-১৩৭৭

রূপমঞ্চ

১৩৫৫-১৩৭৩

শনিবারের চিঠি

১৩৪৬-১৩৭৫

শিল্প-পুষ্পাঞ্জলী

১২৮৭

শিশু

১৩২০

শিশুসাথী

১৩৩২-১৩৭৭

[illegible]

১৩৬৪-১৩৭৭

সখী ও সাথী

১৩০১

১৩০৪

সচিত্র শিশির

১৩৩১-১৩৩৪

সন্দেশ

১৩৭০-১৩৭৭

সহচরী

১২৯০/৯১

সংবাদ দর্পণ

১ম ভাগ ১-৬ সংখ্যা

সাধনা

১২৯৮-১৩০২

সাহিত্য

১২৯৯-১৩০৩

১৩০৫

১৩০৬

১৩০৮

১৩১০

১৩১২

১৩১৪-১৩১৬

১৩১৮

১৩১৯

১৩৬১

১৩২৩-১৩২৭

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

১৩০৫

১৩০৬

১৩০৮

স্বদেশ

১৩১৪/১৫

স্বাস্থ্য সমাচার

১৩২৮/২৯

হিন্দু পত্রিকা

১৩০৭

[illegible]

১২৯০

ENGLISH MAGAZINES

Calcutta Review

1847

1848

1858

1859

1871-1877

1881-1885

1925

1942

Modern Review

1922-1970

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা ও বাৎসরিক সাধারণ সভা

গত ২২শে আগষ্ট '১৯৭১ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এই বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান প্রসঙ্গে বলেন যে গত সাধারণ সভার পর পরিষদের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য এক উপসমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির সুপারিশ সমূহ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক আলোচিত হয় এবং তা সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বর্তমান সভায় পেশ করা হবে। প্রস্তাবিত সংশোধন সমূহ সভায় পেশ করতে শ্রীরায়চৌধুরী গঠনতন্ত্র ও সংশোধন উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে আহ্বান জানান। ইত্যবসরে শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন যে আলোচ্য সংশোধন সমূহ কাউন্সিল সভায় পেশ করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে কর্মসচিব বলেন যে যেহেতু সময়াভাবে উপরোক্ত সংশোধন সমূহ কাউন্সিল সভায় পেশ করা সম্ভব হয়নি এবং সাধারণ সভা সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভা বিধায় সংশোধন সমূহ এই সভায় পেশ করা হচ্ছে।

অতঃপর শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত সংশোধন সমূহ অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। এবং নিম্নলিখিত সংশোধন সমূহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরিষদের গঠনতন্ত্র বিষয়ক সংশোধন সমূহ

ধারা নং 2—'Bengal' শব্দের পরিবর্তে the municipal area of Calcutta হবে।

ধারা নং 3 (H)—'Librarian' শব্দের পরিবর্তে Library personnel হবে। শ্রীপ্রদীপ চৌধুরীর প্রস্তাব ক্রমে।

ধারা নং 3 (I)—'other library organisations,—এরপর 'and kindred organisations engaged in promotion of education' সংযোজিত হবে।

ধারা নং (J) 'To work for' এর পর 'betterment of service coditions and' সংযোজিত হবে।

ধারা নং 3 (F এবং G)—'Librarianship' শব্দের পরিবর্তে 'Library Science' হবে এবং Library Assistantship শব্দ দুটি বাদ যাবে।

পরিষদের নিয়মাবলী সংক্রান্ত সংশোধন সমূহ

ধারা নং 2(c)'র শেষে বন্ধনীতে 'Bangiya Granthagar Parishad' শব্দ কয়টি সংযোজিত হবে। এই সম্পর্কে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব

করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নামের পর বন্ধনীতে Bengal Library Association রাখা হোক। সভায় প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ধারা নং 5 এবং 6—'18' সংখ্যাটির পরিবর্তে '21' হবে।

ধারা নং 5 (iii)—'150/-' পরিবর্তে '500/-' হবে এবং 'Senior' শব্দটি বাদ যাবে।

ধারা নং 6 (iii)—'75/-' পরিবর্তে '100/-' হবে।

ধারা নং 7—'5/-' পরিবর্তে '7/-' হবে। এই সম্পর্কে শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ আপত্তি তোলেন। কিন্তু শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ যুক্তি দিয়ে দেখান যে, বর্তমান ব্যয়ভার বহন করতে চাঁদাবৃদ্ধি আবশ্যক। অতঃপর সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ধারা 7 (ii, iii ও iv)—তিনটি অংশ একত্রিত হয়ে Academic institutions শব্দ দুটি ব্যবহৃত হবে।

ধারা নং (v)—এর শেষে 'and any other organisations engaged in cultural, educational or allied activities and organisations of library profession' সংযোজিত হবে।

ধারা নং 7 (vi)—বাতিল হবে। (এই অনুযায়ী পরবর্তী উপধারা সমূহ সংখ্যায়িত হবে)।

ধারা নং 10 (iii)—'4/-' এর পরিবর্তে '5/-' হবে। এই সম্পর্কে কয়েকজন আপত্তি করায় সংশোধনের পক্ষে বক্তব্য রাখতে শ্রীফণিভূষণ রায় হিসাব করে দেখান যে ক্রমবর্ধমান ব্যয়বৃদ্ধির ফলে এই চাঁদাবৃদ্ধির প্রস্তাব সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। অতঃপর সভায় সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ধারা নং 16 (ii)—'ordinary or institutional' শব্দ কয়টি বাদ যাবে।

ধারা নং 22—'35' এর পরিবর্তে—'51' হবে। এই সম্পর্কে আপত্তি উঠলে শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন পরিষদের ৭১৪ জন সদস্যের মধ্যে খুব সামান্য অংশ নিয়ে 'quorum' হওয়া ঠিক নয় এই জন্যই 'quorum' এর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন—পরিষদ সদস্যদেরই প্রয়োজনে। অতঃপর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ধারা নং 27 (viii)—সম্পূর্ণ অংশটি বাদ যাবে।

ধারা নং (ix)—'5'-এর পরিবর্তে '3' হবে। এবং 'the district libraries...... already represented' শব্দের পরিবর্তে 'from among the members of the Association' হবে। এই সম্পর্কে শ্রীফণিভূষণ রায় প্রস্তাব করেন যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সদস্য কাউন্সিল সভায় আসেন নি। তাঁদের মধ্য থেকেই 'co-option' করা দরকার। অতঃপর সভায় প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ধারা নং 31—'three members shall be the quorum of Standing Committee meeting' অংশটি প্রস্তাবিত হলে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত প্রস্তাব করেন যে,

যেহেতু Standing Committee গঠনে সম্পর্কে সংখ্যা কোন নির্দেশ দেওয়া, নেই সেজন্য আলোচ্য অংশটি অপ্রয়োজন বিধায় বাতিল করা হোক। অতঃপর সভায় প্রস্তাবিত সংশোধনটি বাতিল হয়।

ধারা নং 46 (Para 2)—'Either......Association' এরপর 'any two of Secretary, joint Secretary and Treasurer shall jointly sign Cheques or withdrawal forms, as the case may be, on behalf of the Association.' এই প্রস্তাব সম্পর্কে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত প্রস্তাব করেন যে cheque ইত্যাদিতে সই করার ব্যাপারে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ এবং কর্মসচিব বা যুগ্ম কর্মসচিবের একজন সই করবেন। অতঃপর সভায় শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ধারা নং 53—এই অংশ 49 নং ধারার iii নং উপধারার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধারা নং 53—এই অংশের সঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটি যোগ করা হবে।

'সম্পাদক। সম্পাদক তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন। সম্পাদক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনের দায়িত্ব ব্যতীতও পরিষদের সমস্ত প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।'

ধারা নং 56—'The Secretary in consultation with' অংশটি বাদ যাবে।

ধারা নং 56 তৃতীয় পংক্তি—Periodical শব্দের পরিবর্তে 'Monthly' শব্দ বসবে।

ধারা নং 67—Calender year (1st Jany. to 31st December) অংশের পরিবর্তে financial year (1st April to 31st March) অংশটি হবে।

(এই অংশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সংশ্লিষ্ট অংশে পরিবর্তিত হবে)।

ধারা নং 68 (vi)—'60'-এর পরিবর্তে '40' এবং '40'-এর পরিবর্তে '60' হবে। এই সম্পর্কে শ্রীশ্যামল সরদার, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ আপত্তি তুলে বলেন, জেলা শাখা কমিটি সমূহের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমের জন্য জেলা শাখা কমিটিতে সংগৃহীত অর্থের ৬০ ভাগ রাখা প্রয়োজন। শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ প্রস্তাবিত সংশোধনের পক্ষে বলেন, পরিষদই শাখা কমিটি সমূহের অধিকাংশ কাজ করে। যার ফলে এই প্রস্তাবিত সংশোধন গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর সভা কর্তৃক প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ধারা নং 10 (iv)—'1st Jany.'-এর পরিবর্তে '1st of April' হবে। এই অংশের শেষ পংক্তির 'In all cases......it is due' অংশটি ধারা নং 15-এর অন্তর্গত উপধারা II-তে সংযোজিত হবে।

ধারা নং 56—'31st December'-এর পরিবর্তে '31st March' হবে।

ধারা নং 57—'Jany' এর পরিবর্তে 'April' এবং 'December'-এর পরিবর্তে 'March' হবে।

ধারা নং 59—'15th December'-এর পরিবর্তে '15th March' হবে।

উপরোক্ত সংশোধন সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী শশধর মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বাগচী, অশোক বসু, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রাংশু মিত্র, দীপক অধিকারী, প্রভৃতি।

উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হওয়ার পর শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে, উপরোক্ত সংশোধন সমূহ আগামী ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকর করা হোক এবং বর্তমান সভায় গঠিত কার্যকরী সমিতি আগামী ৩১শে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন এবং ঐ দিন পর্যন্ত হিসাবের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

বিশেষ সাধারণ সভার পরে শুরু হয় বার্ষিক সাধারণ সভা। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথমেই সভাপতি বিগত বছরে পরলোকগত গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়: (১) ডঃ এ. বি, হবিবুল্লাহ, (২) জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সি, ভি, রমণ, (৩) সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, (৪) সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র দেব, (৫) শ্রীশঙ্করদাস বর্মণ, (৬) শ্রীসুধাংশু দে, (৭) শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল, (৮) শ্রীকুমারেশ চট্টোপাধ্যায়।

এরপর সভায় স্বর্গীয় কুমুদনাথ দত্তের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ের বিপুল এবং দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ তাঁর কন্যা শ্রীমতী অরুন্ধতী দত্ত পরিষদকে দান করেন। সভার পক্ষে সভাপতি এই দান সাদরে গ্রহণ করেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এবং শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি দত্তের সান্নিধ্যের উল্লেখ করেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ছিল বিগত বছরের বার্ষিক বিবরণী পেশ ও গ্রহণ। ১৯৭০ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে বিগত বছরের কার্যাবলীর এবং ক্রমোন্নতির বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। বার্ষিক বিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীশঙ্কর সান্যাল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মানের অবনতির অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, (১) গ্রন্থাগার ক্ষীণতর হচ্ছে, (২) প্রকাশিত লেখার মান অবনত হচ্ছে, (৩) গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত খবর ঠিকমত প্রকাশিত হয় না, (৪) হাওড়া জেলার গ্রন্থাগারকর্মী

শ্রীসুধাংশু দে-র মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়নি। শ্রীসান্যালের বক্তব্যকে সমর্থন জানান শ্রীশিবেন্দু মান্না। পরবর্তী বক্তা শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলাশাখা কমিটি গঠনে উল্লেখ কেন বার্ষিক বিবরণীতে নেই জানতে চান। শ্রীশশাঙ্ক বাগচী তাঁর বক্তব্যে সরকারী কলেজে Asstt. Librarian-দের বেতন সম্পর্কে ও বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে আরও জোরদার কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীশ্যামল সরদার পরিষদের শাখাকমিটি মহাকুমাস্তরে সংগঠিত করবার অনুরোধ জানান। পরবর্তী বক্তা শ্রীঅজয় ঘোষ বার্ষিক বিবরণী সমর্থন করতে উঠে বিদায়ী নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানান এবং 'গ্রন্থাগার'-এর মানের অবনতির অভিযোগ অস্বীকার করে সম্পাদক এবং তাঁর সহকর্মীগণকে ইংরাজী সারসংক্ষেপ সংযোজনের জন্য অভিনন্দন জানান।

অভিযোগের উত্তর দিতে উঠে 'গ্রন্থাগার'-সম্পাদক বিমল চট্টোপাধ্যায় হিসাব করে দেখান যে, (১) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠাসংখ্যা বেশী হয়েছে, (২) বিভিন্ন প্রবন্ধ উল্লেখ করে তিনি দাবী করেন যে প্রকাশিত লেখা উৎকর্ষের দিক দিয়ে অবনতি সূচিত করে না, (৩) তিনি হিসাব করে দেখান যে গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কিত সংবাদের সংখ্যাও অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী, (৪) শ্রীসুধাংশু দে সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি জানান যে, এই মর্মে কোন সংবাদ 'গ্রন্থাগার' দপ্তরে আসেনি—এলে নিশ্চয়ই তা প্রকাশিত হত। এই প্রসঙ্গে তিনি সবাইকে অনুরোধ জানান, যত বেশী সংখ্যক সম্ভব লেখা এবং সংবাদ লিখে বা যোগাড় করে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠাতে, কারণ কেবল তাহলেই 'গ্রন্থাগারের' উন্নতি করা সম্ভব।

সংগঠন ও সংহতিসাধন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেন শ্রীসত্যব্রত সেন। সবশেষে রিপোর্টের উপর প্রশ্নোত্তর এবং অন্যান্য আলোচনাভিত্তিক সামগ্রিক বক্তব্য রাখেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। কার্য বিবরণীর উপর বিভিন্ন সময়ে আরও যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা হলেন, সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, হিরণ দত্ত, দীপক অধিকারী, মনোরঞ্জন জানা, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য এবং মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ। বিস্তারিত আলোচনার পর কার্যবিবরণী গৃহীত হয়।

এরপর পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক ১৯৭০ সালের পরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। শ্রীশিবেন্দু মান্নার প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে, জেলাভিত্তিক হিসাব পরে পাঠান হবে। শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য বকেয়া চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে আরও তৎপর হবার অনুরোধ জানান।

১৩৭৭ সালে 'গ্রন্থাগার'-এ প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মৃতিপদক লাভ করেন শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'গ্রন্থাগারে প্রচার' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য।

পরবর্তী কার্যক্রম হিসাবে কর্মসচিব তাঁর হাতে যে বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে সভার অনুমোদনের জন্য সেগুলি পাঠ করে শোনান। প্রতিটি প্রস্তাবই সভা অনুমোদন করে।

এরপরের কার্যক্রম ছিল পরবর্তী বছরের জন্য কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচন। সভাপতির অনুমতিক্রমে কর্মসচিব তাঁর কাছে যে সমস্ত মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে তা সভায় জানান। দেখা যায় যে কর্মকর্তা (office-bearers) পদগুলির জন্য মাত্র একটি করে মনোনয়ন পত্র এসেছে, ফলে তাঁদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। একমাত্র কাউন্সিলে ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বের জন্য নির্বাচন প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ১৫টি আসনের জন্য ২৪টি মনোনয়নপত্র পেশ হয়—তারমধ্যে একজন প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করেন এবং একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। নির্বাচন পরিচালনার জন্য শ্রীফণিভূষণ রায়ের নেতৃত্বে সভাপতি একটি কমিটি মনোনীত করেন। শ্রী রায়কে সাহায্য করেন শ্রীহিরণ দত্ত শ্রীমণি ঘোষ ও শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী।

১৯৭১-৭২ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা এবং কাউন্সিল সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন :

সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সহঃ সভাপতি—সর্বশ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, প্রমীলচন্দ্র বসু এবং সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কর্মসচিব—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

যুগ্ম কর্মসচিব—শ্রীসত্যব্রত সেন

সহকারী কর্মসচিব শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক

সম্পাদক, গ্রন্থাগার—শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক—শ্রীপ্রদীপকুমার চৌধুরী

কাউন্সিল সদস্য : (১) **ব্যক্তিগত**—সর্বশ্রী অজয়কুমার ঘোষ, অরুণকুমার রায়, অশোক বসু, উমা গুহঠাকুরতা, কালীপ্রসাদ, কিরণকুমার ভট্টাচার্য, গীতা মিত্র, চঞ্চলকুমার সেন, দীপকচন্দ্র অধিকারী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, রামকৃষ্ণ সাহা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

২) **প্রতিষ্ঠানগত**—কলকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, কানাই স্মৃতি পাঠাগার, মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার। চব্বিশ পরগণা : জোরাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার, চনক পাঠাগার, তালপুকুর। জলপাইগুড়ি : নিউটাউন লাইব্রেরী, আলিপুরদুয়ার

দার্জিলিং : ব্রুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার, কার্শিয়াং। নদীয়া : জেলা গ্রন্থাগার, ঘূর্ণি, কৃষ্ণনগর। পশ্চিম দিনাজপুর : জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট। পুরুলিয়া : বিবেকানন্দ পাঠাগার, কেতিকা। বর্ধমান : জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। বাঁকুড়া : ক্লব সংহতি, বালসী। বীরভূম : লোকপাড়া গ্রামীণ পাঠাগার, কুলিয়ারা। মালদহ : প্রগতি সংঘ, ঋষিপুর, গৌড়মারী। মুর্শিদাবাদ : কাগ্রাম নবারুণ সংঘ পাঠাগার। মেদিনীপুর : জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক। হাওড়া : বিবেকানন্দ পাঠাগার, ঘুসুড়ি, ও সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পাঁতিহাল। হুগলী : ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাঠাগার।

সভাপতির ভাষণ : সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রশংসনীয় বিশিষ্ট ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে এটা মনে রাখা দরকার যে এই স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের উন্নতির স্বার্থে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার-কর্মীকেই স্বেচ্ছাশ্রম দিতে হবে, সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। পরিষদের মুখপাত্র 'গ্রন্থাগার' প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগারের নিয়মিত প্রকাশনই মোটামুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যার জন্য এর সম্পাদক এবং তাঁর সহকর্মীদেরকে তিনি অভিনন্দন জানান। পত্রিকার মানোন্নয়ন এবং কলেবর বৃদ্ধির প্রশ্নে তিনি প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার কর্মীকে পরিষদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে নিজ নিজ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এবং লেখা সংগ্রহে তৎপর হতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই উচিত কিছু না কিছু লেখা। পরিষদের সভাপতি হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিটি কর্মীকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

পরিষদ কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী পরিষদের পক্ষ থেকে বিদায়ী সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান এবং পরিষদের কাজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন।

সভাপতির বিদায় গ্রহণের পরে সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গৃহীত প্রস্তাবাবলী :

শোক প্রস্তাব

অদ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ষটত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে :

(১) ডঃ এ, বি, হবিবুল্লাহ—পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ভূতপূর্ব কোষাধ্যক্ষ, বিগত মার্চ মাসে পাক সরকার কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।

(২) জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সি, ভি, রমণ—গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন।

(৩) সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—১৯৬৭ সালে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন।

(৪) সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব—পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(৫) শঙ্করদাস বর্মন—বর্ধমান রাজ কলেজের গ্রন্থাগারিক; কর্তব্যরত অবস্থায় গ্রন্থাগার রক্ষা করিতে গিয়া ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

(৬) সুধাংশু দে—হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন।

(৭) মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল—রাণাঘাট কলেজের গ্রন্থাগারিক।

(৮) কুমারেশ চট্টোপাধ্যায়—তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী।

বিবিধ প্রস্তাব

(ক) অত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ষট্‌ত্রিংশতম বার্ষিক সাধারণ সভা বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সমূহ মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত ও মর্মান্তিক ক্রিয়াকলাপ এবং বর্বরোচিত ও ব্যাপক গণহত্যার তীব্র নিন্দা করিতেছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নিহত শহীদগণসহ পাক সরকার কর্তৃক নিহত সকল নারীপুরুষ ও শিশুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে। এই সভা ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসনের আসন্ন সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ দেশের সরকারকে এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করাইতে সচেষ্ট হন।

প্রস্তাবক : প্রবীর রায়চৌধুরী
সমর্থক : প্রদীপ চৌধুরী

(খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীঅসীমকুমার শীলকে গ্রন্থাগারের ভিতর থেকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখায় সভা ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং অবিলম্বে তাঁর মুক্তির দাবী জানায়।

প্রস্তাবক : রামকৃষ্ণ সাহা
সমর্থক : চঞ্চলকুমার সেন

(গ) পশ্চিমবঙ্গ প্রাচীন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনদানের অব্যবস্থার উল্লেখ করে সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী করে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারকর্মীদের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মতো নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে বেতনদানের নীতি অনুসরণ করা হ'ক এবং আগষ্ট '৭১-এর বেতন ও সমস্ত বকেয়া পাওনা ৭ই সেপ্টেম্বর '৭১-এর মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হ'ক।

প্রস্তাবক : সত্যব্রত সেন, সমর্থক : প্রদীপ চৌধুরী

(ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা লক্ষ্য করে সভা উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এই অবস্থার উন্নতির জন্য দাবী করে :

(১) রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমযোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের মধ্যে এই রাজ্যের প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে,

(২) গ্রন্থাগার-সহকারী পদে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তাঁদের নামের তালিকা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাঠাতে হবে,

(৩) (ক) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, (খ) কলকাতা মহানগরীসহ রাজ্যের সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং (গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবক : প্রদীপ চৌধুরী, সমর্থক : অশোক বসু

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন সময়ে সভা, সাক্ষাৎকার, স্মারকলিপি, গণডেপুটেশন ইত্যাদির মারফতে যে দাবীসনদ পেশ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সরকারী তরফে কোন উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করে সভা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ঐ দাবীসমূহকে আবার উপস্থাপিত ক'রে এই দাবীসনদভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়।

প্রস্তাবক : অরুণকুমার রায়, সমর্থক : অশোক বসু

(চ) গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের উপর হামলা এবং সাম্প্রতিক বন্যার ফলে সমস্যাজর্জরিত গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে বলে সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং হামলার নিন্দাবাদ জানায়। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষতিপূরণ দান এবং জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সভা সরকারকে তৎপর হবার দাবী জানায়।

প্রস্তাবক : সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক : রামকৃষ্ণ সাহা

(ছ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুবছরের দিবাকালীন এম্, লিব, এস্, সি কোর্স প্রবর্তনের বিরোধিতা করে সভা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত

ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে একবছরের মাস্টার্স শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করতে অনুরোধ জানায় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের অংশীদার কর্মী-ছাত্র-শিক্ষক ও সমস্ত শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছে এই ধরণের বৃত্তিস্বার্থপরিপন্থী প্রস্তাবের প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানায়।

প্রস্তাবক : অজয়কুমার ঘোষ, সমর্থক : বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রতিবেদক : শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (হাওড়া জেলা শাখা)

গত ২২শে মে, ১৯৭১, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। এই সভায় অন্যতম সহকর্মী শ্রীশুধাংশু দে-র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি—প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যথা বই-এর দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য সরকারী সাহায্যকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নিকট—স্মারকলিপি পেশ করার হাওড়া জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য স্বল্পকালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ক্লাশ খোলার প্রস্তাব, জেলাশাখা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট—এবং বিধিবদ্ধ আইনগত নির্দেশাবলীর প্রস্তাব রাখা এবং গ্রন্থাগার পত্রিকাকে জেলা সংবাদ সরবরাহে সাহায্য করার প্রস্তাব রাখা হয়।

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 5 : August-Sept, 1971 (Bhadra, 1378 B.S.)

The Annual General Meeting—an appraisal : Editorial

The editorial refers to the Annual General Meeting of the Association held on the 22nd August, which elected the office bearers and Council members for the current year. It deplores the indifference of general members to the Association's activities, as reflected by the thin attendance which is harmful for the interest of a good organisation and warns against any opportunist approach to the problems of library movement in the state, for, it is time for intensifying the movement on the basis of stronger organisation. It also points out that the interest shown by the presence of the general members boosts the enthusiasm of the regular workers and their absence weakens the cause of the movement. In this connection, it thanks those who discussed the 'Granthagar' with critical appreciation of it, because it signifies the success of 'Granthagar'. It asked every worker to be keen on sending articles, features and advertisements for 'Granthagar' and rally round the Association in all its programmes to further the cause of library movement in the state. (P. 139) A. G.

Problems of University Libraries & Student unrest, by Dr. Bimal Kumar Datta.

This discusses some of the problems of the University Librareis in India and their probable remedies.

Before installation of University Grants Commission in the year 1956, University Libraries in India were in a pitiable condition. Under the auspices of U. G. C., financial condition of the University Libraries has registered progress. But there are certain areas where some lacunae still exist. No library can build up a well-rounded collection of all subjects and be self-reliant in other aspects of service. Besides this, almost all the University Libraries face the space problems with their large number of valuable manuscripts and other documents of infrequent use. These difficulties can be tiedover by way of co-operative acquisition, co-operation in reference service and cenralised storage. These problems should be given proper consideration because of their bearing on student unrest. (P. 141) K.B.

Dewey Decimal Classification (16th, ed.) : Practical Applications (2) By Asok Basu.

This is the second instalment of the article meant for the beginners in practical classification. Mr. Basu deals with the technique of constructing notational class numbers for publications with various subject treatment, and in doing so, he discusses the following aspects of (1) Main classes and their process of divisions; (2) Common Form Division; (3) Method of constructing class numbers for Subject, Form Division and Geographical divisions; (4) Details about some special class like Language (400), Literature (800), History (900) & Generalia (000); and (5) Some basic principles of practical classification (in the light of Decimal classification).

The first instalment was devoted to aspects (1), (2) and a part of (3).

In this instalment, he deals with Whole Classification, Part Classication and Construction of Class Numbers for Subject and Geographical division. The discustions are illustrated enumerated by examples worked out and problems to be worked out. (P. 146) A.G.

Libraries of West Bengal : Baghbazar Reading Library.

The library was founded by some enthusiastic youths like Upendranath Mukhopadhyay, Rai Bahadur Ashutosh Bandyopadhyay, Mahendranath Gangopadhyay and Nilkamal Das with only some newspapers and periodicals 33 in number on the first floor of 3, Radhamadhab Gosain Lane. It had to be shifted a number of times to various places before it was finally accommodated at its present premisses at 2 K. C. Bose Rd. Kambuiatola Boys' Club and Jorasanko Library was amalgamated to this library in the year 1904. In the year 1905-06, Calcutta Corporation ganted a donation of Rs. 75/- and the State Govt., in the year 1957, declared it as a Public Library. The library possesses about 33 thousand volumes with reading facilities and children section. The library holds a distinguished place in the cultural life of the people of the locality. (P. 157) A. G.

Association News.

The Special General Meeting and the Annual General Meeting.

A Special General Meeting was held on the 22nd August in order to amend the constitution of the Association. The important amendments that were carried provided an increase in the subscrip-

tion rate of Rs. 25/- in case of Life members, Rs. 2/- for Institutional members; and Re. 1/- for personal members; increase in number of members for a quorum; decrease in the number of co-opted members to the council; and shifting of working year from 'Calendar' (Jan.-Dec.) to 'Financial' (April-March).

On the same day met the general body of the Association to consider the activities of the preceeding year and on its experience, to begin the new by electing the office-bearers and Council members. The meeting began with a note of condolence for the bireavement of persons associated with the Association. Then the House received, with thanks, the personal collection of late Kumudnath Dutta, a well-wisher of the Association. Sri P. Roychoudhury placed the Annual report to the House and after deliberations by the members it was accepted. The topic that featured most was 'Granthagar', the organ of the Association.

The audited Income & Expenditure accounts was placed by the Treasurer, Sri Purnendu Pramanik and it was adopted.

The Tincowri Dutta memorial medal for the best article published in the 'Granthagar' in 1375 B. S. was awarded to Sri Birendra Chandra Bandyopadhyay for his article 'Granthagare Prachar'.

Then come election of office-bearers and council members for the year 1971. The office-bearers were elected uncontested. Following is the list of elected office-bearers and members of the council.

Office Bearers :

PRESIDENT : Shri Anath Bandhu Datta

VICE-PRESIDENT Sarvashri (1) Ajit Kumar Mukhopadyay (2) Gurudas Bandyopadhyay (3) Phanibhusan Roy (4 Pramil Chandra Bose (5) Sudhananda Chattopadhyay

SECRETARY : Shri Prabir Ray Chaudhury

JT. SECRETARY : Shri Satyabrata Sen

ASSTT. SECRETARY : Shri Sudhendu Bhusan Bandyopadhyay

TREASURER : Shri Purnendu Pramanick

EDITOR, GRANTHAGAR : Shri Bimal Chandra Chattopadhyay

LIBRARIAN : Shri Pradip Kumar Chaudhury

Council Member :

(a) PERSONAL : Sarvashri (1) Ajaykumar Ghosh (2) Arun Kumar Ray (3) Chanchal Kumar Sen (4) Asok Basu (5) Dipak Chandra Adhikary (6) Gita Mitra (7) Kali Prasad (8) Kiran Kumar Bhattacharjee (9) Mangal Prasad Sinha (10) Nirmalendu Mukherjee (11) Ramkrishna Saha (12) Bijaypada Mookerjee (13) Sourendra Mohan Ganguly (14) Ramranjan Bhattacharya (15) Usha Guha Thakurta

(b) INSTITUTIONAL :

(1) Dhruba Sanhati, BALSI, Bankura (2) Lokepara Rural Library, KULIARE, Birbhum (3) Jaragram Makhanlal Pathagar, JARAGRAM, Burdwan (4) Michael Madhusudan Library, Calcutta-32 (5) Kanai Smriti Pathagar, Calcutta-6 (6) Indian Association, Calcutta-12 (7) Bloomfiled Sub-Divisional Library, KURSEONG, Darjeeling (8) Vivekananda Pathagar, GHUSURI, Howrah (9) Sabuj Granthagar, Nijbalia, PANTIHAL, Howrah (10) Tribeni Hitasadhan Samiti Pathagar, Hooghly (11) New Town Library, ALIPURDUAR, Jalpaiguri (12) Ptagati Sangha, Rishipur, GAURAMARI, Malda (13) District Library, TAMLUK, Midnapur (14) Kagram Nabarun Sangha Pathagar, KAGRAM, Murshidabad (15) Nadia District Library, Ghurni, KRISHNAGAR, Nadia (16) Vivekananda Pathagar KETIKA, Purulia (17) Chanak Pathagar, TALPUKUR, 24-Parganas (18) Taragunia Binapani Pathagar, TARAGUNIA, 24-Parganas (19) District Library, BALURGHAT, West Dinajpur.

Bengal Library Association, Howrah District Unit.

The Executive Committee of the Howrah District Unit of the association met on the 22nd May with Sri Bijoyanath Mukhopadhyay on the chair. It mourned the death of Sri Sudhangsu De and adopted resolutions one of them for presenting a memorandum to the Education Minister asking for more govt. aids amounting at least to Rs. 20,000/-

(P. 165) AG.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৬ | ১৩৭৮, আশ্বিন

সম্পাদকীয়

নিরক্ষরতা দূরীকরণের মূলকথা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাক ঢোল পিটিয়ে পালিত হল বিশ্বসাক্ষরতা দিবস। রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা 'ইউনেস্কো'র নির্দেশনায় এই 'দিবস' পালিত হয়ে আসছে সারা বিশ্বে। ভারতও এই জামাজোলের বাজারে পিছিয়ে থাকেনি বরং এই উৎসবে তার ভূমিকাই ছিল অগ্রণী কারণ সারা পৃথিবীর ৭৭ কোটি নিরক্ষরদের মধ্যে ভারতীয় নিরক্ষরদেরই যে প্রাধান্য অর্থাৎ মোট ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ। তাই এই ব্যাপারে আমাদের স্থান সবার উপরে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে অনেক বছরই পার হয়েছে কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে আর সব দেশের চেয়ে আমরা কেবলই পিছিয়ে পড়ছি। যদিও সরকারী হিসাব মতে বর্তমানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩০ ভাগে এসেছে তবুও লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে মোট নিরক্ষরের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা, যা কেবলমাত্র ভারতেই সম্ভব। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সপ্তাহ ইত্যাদি নানা রকমের ধ্বনি দিয়ে সাময়িক আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেলেও সমীক্ষার ফলে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই এগোয়নি।

চতুর্থ প্রকল্পের মধ্যেও সারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং আবশ্যিক করা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি যোজনায় সমাজশিক্ষা খাতে ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে মাত্র ১০ কোটি টাকা ভারতের ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ নিরক্ষরদের জন্য। এই অকিঞ্চিৎকর আর্থিক বরাদ্দ মূল সমস্যা সমাধানে কতটুকু সাহায্য করবে তা সহজেই অনুমেয় এবং যেটুকু সমস্যার সমাধান হবে তাও সাময়িক কারণ কিছু লোককে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে দিলেই কাজ শেষ হবে না চর্চার অভাবে সাময়িক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকই কিছুদিন

বাদে নিরক্ষরদের দল ভারী করবে। অর্থাৎ নিরক্ষরতার অভিশাপের দুষ্ট চক্রে আবর্তিত হবে শিক্ষিতের হার। তাই সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। এর জন্য সর্বাগ্রে চাই বই। কিন্তু বই প্রকাশনার হিসাবে দেখা গেছে ভারত বিশ্বে মোট প্রকাশিত বইয়ের শতকরা তিন ভাগেরও কম বই প্রকাশ করে। অর্থাৎ ভারতের প্রতিদশ লক্ষ লোকের জন্য মাত্র ২২ খানা বই। আর পশ্চিমবঙ্গ ! তার অবস্থাও একই অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষে ২৫ খানা বই প্রকাশিত হয়। শিক্ষার হারে যে পশ্চিমবঙ্গের এক সময়ে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান ছিল আজ তা নামতে নামতে দ্বাদশ স্থানে পৌঁছেছে ! (হায় মহামতি গোখেলে !) এখানে এখন শিক্ষাখাতের মঞ্জুরীকৃত অর্থ খরচের অভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে ফেরৎ যায় ! শিক্ষা কাঠামোকে ঠিকমত দাঁড় করিয়ে রাখতে যার প্রয়োজন সেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত। এমন কি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও গ্রন্থাগার নেই। যে পশ্চিমবঙ্গ দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে এককালে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল আজও সেখানে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। এর ফলে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে কমছে আর কিছু সংখ্যক নিরক্ষরকে সাময়িক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা হলেও বইয়ের অভাবে (ক্রয় ক্ষমতা অনেকেরই নেই) অর্থাৎ গ্রন্থাগারের অভাবে (যেখানে বিনা চাঁদায় বই পাওয়া যেতে পারে) সেইসব সদ্যসাক্ষররা চর্চার অভাবে আবার নিরক্ষরদের সংখ্যা বাড়ায়।

তাই প্রশ্ন জাগে বছরের পর বছর যেখানে অসংখ্য স্নাতক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি দেশের শিক্ষিতের সংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে সেখানেই প্রদীপের নীচেই যে অন্ধকার আরো ঘনীভূত হচ্ছে তা কি ব্যবস্থাপকরা উপলব্ধি করতে পারছেন না ? আর সেই উপলব্ধির তাগিদেই কি এই সব বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আয়োজন ? কিন্তু যাদের জন্য এ অনুষ্ঠান তারা কি আদৌ নিমন্ত্রিত বা আপ্যায়িত ? এখন এসব কোন অনুষ্ঠানেই এই সমস্যার সমাধান হবে না, প্রয়োজন মূল গলদ ও অভাব মিটানো। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন পাশাপাশি প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তক প্রকাশ ও গ্রন্থাগারের প্রসার। এই তিনটি যেদিন সমতালে এগিয়ে যাবে সেইদিনই এই অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরীভূত করার পথও সহজ হবে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৬)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনের পর জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবন এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ইহাতে কাথির ঐতিহ্য, হস্তলিখিত পত্রিকা, লিপির ক্রমবিকাশ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বহু তথ্য ও আড়াই শত বৎসর পূর্বেকার পুরাতন পুঁথির সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ও অন্যান্য দশ বারটি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শিত দ্রব্য সংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীকেশবন বলেন যে নির্মীয়মাণ এই 'বীরেন্দ্র স্মৃতিসৌধ' এরই মত দেশও আজ গঠনের পথে এবং গঠনমূলক কাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নানা দিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও আজ সংগঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থানীয় সংগ্রহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে ইহা খুবই সমীচীন। স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক সংগ্রহগুলি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থাপকগণকে অশেষ ধন্যবাদ দেন।

অপরাহ্নে লোকসভার সদস্য শ্রীবসন্তকুমার দাসের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও উহার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকজন ভাষণ দেন। রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু মুদ্রণের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র দেখান।

সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীফণিভূষণ রায়, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস কর্তৃক লিখিত 'পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' নামক একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের ভিত্তিতে সম্যক আলোচনা চলিবার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়।

১। সম্মেলনের অভিমত এই যে আমরা চাই এমন গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা—

(ক) যেখানে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে অবাধ হইবে।

(খ) জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে যাহার ব্যয় নির্বাহিত হইবে।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থাগারব্যবস্থা এই লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। আমাদের দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২৪·৫ শতাংশ এবং এই অল্প জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবহার করে।

অবশিষ্ট সাক্ষর জনগণকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে, অল্পশিক্ষিত ও সদ্যসাক্ষরদের পড়িবার উপযোগী গ্রন্থের একান্ত অভাব আছে এবং

গ্রন্থাগারে ইহাদের জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নাই, নিরক্ষরদের নিত্য-প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও নাই। চাঁদা দেওয়া বা বইয়ের দাম জমা রাখার প্রশ্ন থাকায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার আরও সীমিত, শিশু পাঠক প্রায়শই অবহেলিত। আমাদের গ্রন্থাগার সংগঠনও ত্রুটিপূর্ণ।

এই অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী :

১। দেশব্যাপী বিরাট নিরক্ষরতা

২। রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনার অভাব।

৩। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে যোগাযোগের এবং সমন্বয়ের অভাব।

উপরিউক্ত আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য চাই :

১। নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান আরও ব্যাপক করা এবং সদ্যসাক্ষর ও অল্প-শিক্ষিতের উপযোগী গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করা ও বিকল্প পাঠ্য ব্যবস্থায় (প্রাচীরপত্র, হাতে লেখা প্রভৃতি) বন্দোবস্ত করা। গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনাধীনে শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

২। রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগারব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩। গ্রন্থাগারব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দেশের বর্তমান অবস্থায় এই অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থার মধ্যে গ্রন্থাগারব্যবস্থাকে লইয়া যাইতে হইলে দুই ধরণের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। সহরের শিক্ষিত লোক-প্রধান অঞ্চলে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে উচ্চমানের কুশলী কর্মীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্যত্র বর্তমানে কুশলী বিদ্যায় স্বল্পাধিক শিক্ষিত পারদর্শী সমাজকর্মীর প্রয়োজনই সর্বাধিক।

সম্মেলনের অভিমত এই যে,

বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার ব্যাপকতর প্রসার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন।

সম্মেলন আরও মনে করে যে,

গ্রন্থাগারিকের পদে গ্রন্থাগার বিদ্যায় যথারীতি শিক্ষণপ্রাপ্ত কুশলী কর্মীর নিয়োগ একান্ত আবশ্যক। এই সম্মেলন মনে করে যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য প্রতিক্ষেত্রেই সমাজসেবী, গ্রন্থাগারকর্মী, কুশলী গ্রন্থাগারিক, শিক্ষাবিদ ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন মনে করে যে রাজ্য গ্রন্থাগার সংগঠনে এবং প্রয়োজনমত মহকুমা ও থানা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠনেও পরিচালক সমিতি এমনভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন যে উপরিউক্ত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকে।

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রয়োজন অতএব এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে সম্মেলনের আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবেচনান্তে পরিষদ সম্ভবমত যথোপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে যে রাজ্য সরকার ও কলিকাতা পৌরসভা সম্মিলিত ভাবে সর্বজনীন গ্রন্থাগারের দিগদর্শক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি অবিলম্বে হাতে নিন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিষদের গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রীকল্যাণ সাহা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

[১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সর্বপ্রথম বৎসরে দুইবার—আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডিপ্লোমা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। আগস্ট মাসে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে উত্তীর্ণ ৪৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শ্রীকুলদীপরাজ সেহগল ছিল প্রথম স্থানাধিকারী আর ডিসেম্বর মাসের গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল শ্রীসত্যজিৎ দাস।]

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) হইতে সর্বপ্রথম ২০শে ডিসেম্বর (৫ই পৌষ) বৃহস্পতিবার গ্রন্থাগার দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে। এই তারিখে কলিকাতার স্টুডেন্টস্ হলে যে কেন্দ্রীয় জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে ২১শে ডিসেম্বর (৬ই পৌষ) শুক্রবার কুমার সিং হলে সর্বপ্রথম পরিষদের পক্ষ হইতে একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাতে কলিকাতার ২৯টি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান যোগ দিয়াছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন এবং অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। কেন্দ্রীয় জনসভার প্রারম্ভে পরিষদ সম্পাদক শ্রীকপভূষণ রায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও পরিষদের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর উন্নত করার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন আন্দোলনের প্রবর্তকবৃন্দ। কুশলী কর্মী সৃষ্টি,

কর্মীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, পুস্তকপত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতি পরিষদের কার্যক্রমের অঙ্গীভূত। অর্থাভাব থাকা সত্ত্বেও পরিষদের মুখপত্র ত্রৈমাসিক গ্রন্থাগার পত্রিকাটিকে প্রয়োজনবোধে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রধান অতিথি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগার শুধু কিছু সংখ্যক পুস্তকের সংগ্রহ নয়, মানুষের চিন্তাকে সুগঠিত করার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। সেই কারণে গ্রন্থাগারকে সমাজশিক্ষায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থাগারকর্মী শুধু গতানুগতিকভাবে কাজ করিবেন না, পাঠক সমাজকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা ও নির্দেশ দেওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করিবেন।

পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

'দেশের গ্রন্থাগারব্যবস্থার সম্প্রসারণে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনের উপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুদীর্ঘকাল যাবৎ গুরুত্ব আরোপ করিয়া এবং এবিষয়ে সরকারকে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাতেই এতাবৎকাল দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সভা মনে করে যে সরকার গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত জনসাধারণের অধিক সংখ্যক উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সংযুক্ত করিয়া জনসাধারণের সর্বাধিক সহযোগিতা লাভ করিতে, কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সাফল্য সহকারে সমন্বিত করিতে এবং গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের কার্যে নূতন কর্মশক্তি জাগাইতে পারিলেই সরকারী শুভ প্রচেষ্টা যথোচিত সাফল্য লাভ করিবে।

'এই সভা আরও মনে করে যে প্রতি জেলায় গ্রন্থাগার সংগঠন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইতেছে তাহা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান দ্বারা যাহাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুপরিকল্পিত হইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সহিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই সভা উপরিউক্ত বিষয়গুলির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্যোগী হইয়া এবিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।'

প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া শ্রীকেশবন বলেন যে সরকার জনকল্যাণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের কথা। আগেকার আমলে সরকার কখনও কোন ভাল কাজে হাত দিলেও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলা যায় পুস্তক পঞ্জীভুক্তকরণ আইন আজ আমাদের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ঐ আইন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার জন্যই তৎকালে প্রণীত হইয়াছিল। সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হইবার সময় যদি গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্মনিরত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা অধিকতর উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র গ্রন্থাগার দিবসে উপস্থিত সকলকে পরিষদের সদস্য বৃদ্ধি ও পরিষদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা স্থাপনের সঙ্কল্প নিতে বলেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষার কাঠামো যেমন জনসাধারণের সৃষ্টি তেমনি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলিও জনসাধারণের সৃষ্টি। সরকার সমাজশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থাগার সমাজশিক্ষার প্রধান মাধ্যম একথা আমরাই বরাবর প্রচার করিয়াছিলাম। গ্রন্থাগার স্বীকৃতি পাইয়াছে ইহাতে আমাদেরই আনন্দ। পরিষদই এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের চেষ্টা করিয়াছে। যদি পরিষদের চেষ্টায় সরকার স্বীকৃতি দিয়াছেন একরূপ মনে করা হয় তবে হয়ত খুব অন্যায় করা হইবে না। জনসাধারণের মধ্যে সর্বাগ্রে শিক্ষা প্রচার করা প্রয়োজন। উৎকর্ষের কথা আসিবে পরে। বস্তুত সরকার আজ জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এই তাঁহার আবেদন।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফল। দেশের কল্যাণ সাধন করা আজ সমস্ত দেশের লোকের কাজ—সরকারী কয়েকজন লোকের মাত্র কাজ নয়। সরকারের যেমন কর্তব্য জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করা জনসাধারণেরও উচিত তেমনই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। বেসরকারী জনমত আজ সম্পূর্ণভাবে সরকারী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। গ্রন্থাগারিকদের আজ প্রধান দায়িত্ব জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থপ্রীতি সৃষ্টি করা। আজ যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত।

পরেরদিন প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গিয়া ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে এই ধরণের প্রদর্শনীতে যেমন পাঠক, প্রকাশক, লেখক ও মুদ্রাকরদের আগ্রহ থাকে গ্রন্থাগারিকেরও তেমনি বিশেষ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। অনেক সময় সমসাময়িক গ্রন্থের খবর পাঠকদের নিকট পৌঁছে না। এই প্রদর্শনীকে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে।

সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী কিন্তু বাংলাদেশে গ্রন্থের বিক্রয় সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে ১২ হইতে ১৬ বছরের কিশোরদের উপযুক্তবইয়ের খুবই অভাব। তিনি এ বিষয়ে পরিষদকে প্রকাশক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বলেন। লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের যুক্ত প্রচেষ্টায় জনসাধারণের পাঠস্পৃহা বর্ধিত হউক ইহাই তাঁহার একান্ত কামনা।

এতদিন পরিষদের মুখপত্র-'গ্রন্থাগার' ত্রৈমাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। বর্তমানে অল্প সময়ের ব্যবধানে মুখপত্র প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ইহা মাসিক পত্রিকারূপে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস, (১৩৬৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস) হইতে শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সর্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করিল।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের, (১৩৬৩ বঙ্গাব্দের), ২৩শে ডিসেম্বর, (৮ই পৌষ), রবিবার শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পুনরায় সভাপতি এবং শ্রীফণিভূষণ রায় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের, (১৩৬৩ বঙ্গাব্দের), ৩০শে ডিসেম্বর, (১৫ই পৌষ), রবিবার হাওড়া জিলার মাজু পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে হাওড়া জিলা গ্রন্থাগার সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে দুইশত প্রতিনিধি ছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী বহু কর্মী যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দীধন সরকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমবেত সকল প্রতিনিধিকে স্বাগত জানান। সম্মেলনের সভাপতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে গ্রন্থাগারব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। যে পরিকল্পনা তৈয়ারী করা হইয়াছে তাহা কর্মীদিগকে পরীক্ষানিরীক্ষা করিতে হইবে আর তাহার ভালমন্দ বিচার করিবেন বিশেষজ্ঞরা। প্রয়োজন হইলে পরিকল্পনার পরিবর্তন করিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায়, পল্লীবার্তার সম্পাদক শ্রীশুভেন্দু বসু প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁহাদের বক্তব্য বলেন। জিলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এক বৈঠকে শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার 'ভ্রাম্যমাণ কাজের সম্প্রসারণ' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে প্রবন্ধে লিখিত বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেন।

এছাড়া ৩১শে ডিসেম্বর, (১৬ই পৌষ), সোমবার মুর্শিদাবাদ জিলার বেলডাঙ্গা প্রসন্ন স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে সেখানে জিলার গ্রন্থাগারকর্মীদের এক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতি মুর্শিদাবাদ জিলার সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত প্রধান অতিথি এবং শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিরূপে এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। জিলার ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান দুরবস্থা, সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার সংস্থায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের উপযোগিতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই সম্মেলনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ক্রমশঃ)

অশোক বসু

৩৪। যেখানে শিডিউলে বিষয়সংখ্যার নীচে স্থানসংখ্যা যোগ করার কোন নির্দেশ নেই (অথচ বিষয়সংখ্যার সাথে স্থান সংখ্যা যোগ করা প্রয়োজন)।

বর্গীকরণের সময় শিডিউলের অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাবে প্রকাশনের বিষয়সংখ্যার সাথে স্থাননির্দেশক সংখ্যা ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেই অর্থাৎ বিষয়সংখ্যার নীচে স্থান সংযোজনার কোন নির্দেশ নেই, অথচ প্রকাশনের বিষয়বস্তু এমনই যে স্থাননির্দেশক সংখ্যা যোগ করা একান্তই অপরিহার্য—যেমন,

Taxation in India : 336·20954

বিশ্লেষণ—Economics : Taxation : India

330 Economics

336·2 Taxation (DC., P. 271)

[এখানে স্থানসংখ্যা যোগ করার কোন নির্দেশ নেই]

লক্ষ্য করুন Taxation in India বা ভারতের কর ব্যবস্থা—এই প্রকাশনটিতে কর ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হয়নি, একটি বিশেষ দেশের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রকাশনের সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে গেলে শুধুমাত্র 336·2 এই বিষয়সংখ্যা দিলেই চলবে না—আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থাৎ ভারতের স্থান নির্দেশক সংখ্যাও ব্যবহার করা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে (FD) থেকে 09-র সাহায্য নিতে হবে।

09 History and local treatment (DC., P. 93)

093–099 History & local treatment **in specific countries or places**

Divide like 930–999

পদ্ধতি :

১ 093—099 এই উভয় সংখ্যার মধ্যে Common 09কে গ্রহণ করতে হবে

২ (PC1)-র নিয়ম অনুযায়ী divide like নির্দেশিত 930—999 থেকে Common 9 বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় স্থানসংখ্যা 09-র সাথে যোগ করতে হবে।

৩ এই লিখিত সংখ্যা বিষয়সংখ্যার সাথে যোগ করতে হবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে—

বিষয় সংখ্যা + 09 + স্থানসংখ্যা [প্রথম 9 বাদ দিয়ে পরবর্তী সংখ্যা]

সুতরাং **Taxation in India**-র বিষয়সংখ্যা হবে—

336·2 + 09 + (9)54 [9 বাদ যাবে]

= 336 20954

বিশ্লেষণ করুন :

১ **Transcontinental flight in UK** 629.130942

২ **Protective measures of W. Bengal floods** 627·420954142

৩ **Revolutionary Societies of India** 369·130954

চেষ্টা করুন :

১ **Television Station at victoria Sq., Calcutta**

২ **Indian Boy Scouts**

৩ **Preventive measures of W. Bengal flood**

৩৫. বিষয় (S), দৃষ্টিকোণ (FD), ও স্থানসংখ্যা (GD) সহযোগে বিষয়সংখ্যা গঠন

একই প্রকাশনে বিষয়ের সাথে (FD ও GD) দুই-ই থাকতে পারে এবং বর্গীকরণে তা দেখাবারও প্রয়োজন রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিষয়সংখ্যার সাথে (FD) ও (GD) উভয়ই ব্যবহার করতে হবে। এখানে প্রশ্ন, মূল বিষয়সংখ্যার পরে কার অবস্থান আগে হবে—(ED) অথবা (GD)? এ সম্পর্কে ডিউই শিডিউলে কোন চূড়ান্ত নির্দেশ নেই। ফলে, কোন ক্ষেত্রে বিষয়সংখ্যার পরে প্রথম স্থানসংখ্যা (GD) তারপর দৃষ্টিকোণ (FD), আবার কোথাও বিষয়সংখ্যার পরে প্রথমে (FD) তারপর (GD) ব্যবহৃত হয়। শিডিউলে যেটুকু নির্দেশ পাওয়া যায় তা অনুধাবন করলে দেখা যায় বিষয়সংখ্যার সাথে দৃষ্টিকোণ ও স্থানসংখ্যার সংযোজনে দু'রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে বিষয়ের জন্য বিষয়সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে, তারপর ঐ বিষয়সংখ্যায় দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ করে নিম্নলিখিত দুটি নিয়মের অনুসরণে বর্গীকরণ করতে হবে।

৩৫.১ যখন (FD)-র নীচে স্থাননির্দেশক সংখ্যা যোগ করার নির্দেশ থাকবে

Form Division গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোন কোন বিশেষ, যেমন 026, 061, 0711, 0712 প্রভৃতি (FD)-র নীচে **'divide like 930—999'**—এই নির্দেশ রয়েছে। এই নির্দেশের অর্থ, ঐসব (FD)-র পরে স্থাননির্দেশক সংখ্যা যুক্ত হতে পারে। আমরা

জাদি, (FD) বিষয় নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বর্গীকরণে নিম্নলিখিত রূপটি হবে—

বিষয় + দৃষ্টিকোণ + স্থান বা (S) + (FD) + (GD)

Rent control act of West Bengal	333·6302654142
বিশ্লেষণ : মূলবিষয়—Rent control	333·63 (DC., P. 263)
দৃষ্টিকোণ—Act	026 (DC., P.90)
স্থান—W. Bengal	954142 (DC, P. 1162)

এখানে বিষয়ের সাথে দৃষ্টিকোণ ও স্থান দুই-ই রয়েছে, এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন আসবে—বিষয়ের পরে দৃষ্টিকোণ আসবে না স্থান আসবে। আমরা বিষয় বিশ্লেষণ করে মূল বিষয় পাচ্ছি Rent Control 333.63-এর পরবর্তী কাজ দৃষ্টিকোণ কি হবে নির্ধারণ করা—এখানে দৃষ্টিকোণ Act (Laws and regulation) 026। এবং 026-র নীচে স্থানসংখ্যা যোগ করার নির্দেশ রয়েছে—

026 Laws and regulations

0263—0269 Laws of specific countries or places

Divide like 930—999 (DC., P. 90)

এই নির্দেশ অনুযায়ী বর্গীকরণের রীতি হবে—

Subject + (FD) + (GD)

Rent Control + Act + W. Bengal

333·63 + 026 + (9)54·142

= 333·6302654142

চেষ্টা করুন :

১ ভুবনেশ্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

২ Indian export trade directory

৩ Indian National High ways : a tourist's guide

৩৩২ যখন (FD)-র নীচে স্থান নির্দেশক সংখ্যা যোগ করার কোন নির্দেশ থাকবে না।

(FD)-র 026, 061, 063, 0711, 0712, 09 ছাড়া অন্য (FD)-র নীচে (GD) বা স্থান সংখ্যা যোগ করার কোন নির্দেশ নেই। যেসব (FD)-র নীচে স্থানসংখ্যা যোগ করার নির্দেশ নেই সেক্ষেত্রে, 026 ইত্যাদি (FD)-র ক্ষেত্রে যে রীতি (বিষয় +

দৃষ্টিকোণ + স্থান) অনুসরণ করা হয়েছে তার, বিপরীত রীতি অনুসরণ করতে হবে। এখানে বর্গীকরণের বিন্যাসিত রূপটি হবে—

বিষয় + স্থান + দৃষ্টিকোণ/(S + GD + FD)

উদা:—West Bengal state lotteries : some critical essays

336·10954142^04

বিষয় - state lotteries 336·1

দৃষ্টিকোণ—essays 04

স্থান—W. Bengal 954·142

বিষয় + স্থান + দৃষ্টিকোণ

State lotteries + W. Bengal + essays

336·1 + 954·142 + 04

= 336·10954142^04

বিশ্লেষণ করুন :

Hindusthan motor : directory of motor industry in India

338·4762920954058

চেষ্টা করুন :

১ Report of the Bata shoe Co., India.

২ Bank and banking system of India.

৩ Directory of Public libraries in W. Bengal

৪ দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির কয়েকটি শ্রেণীর বিস্তারিত আলোচনা।

400 : ভাষা (DC. P. 391—409)

প্রকাশের মাধ্যম ভাষা। শিক্ষাসংস্কৃতি সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন ভাষা। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। ভাষা আর কিছুই নয়—কতকগুলি সংকেত, যার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অনুভব করে। ভাষারই লেখা সাংকেতরূপ লিপি বা বর্ণমালা। পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজারের মত ভাষা প্রচলিত। ভাষা ও সাহিত্য যদিও একে অপরের পরিপূরক তবুও ভাষাবিজ্ঞান হিসাবে ভাষাকে সাহিত্য থেকে পৃথক করা হয়েছে। দশমিক বর্গীকরণের 400 ভাষার জন্য চিহ্নিত।

400	**Language** ভাষা	450	**Italian** ইতালী
410	**Comperative** তুলনামূলক	460	**Spanish** স্পেন
420	**English** ইংরাজী	470	**Latin** লাতিন
430	**German** জার্মাণ	480	**Greek** গ্রীক
440	**French** ফরাসী	490	**other languages** অন্যান্য ভাষাসমূহ

ভাষাবিজ্ঞান পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, ভাষা স্বতোৎসারিত নদীর মতই প্রবহমান, নদীর মতই রয়েছে তার ভাঙ্গা আর গড়া। স্বাভাবিক বা প্রচলিত ভাষা (**Natural language**) যেমন আছে, তেমনি আছে কৃত্রিম ভাষাও (**Artificial language**)। আবার বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক (**Comperative language**) আলোচনাও হতে পারে।
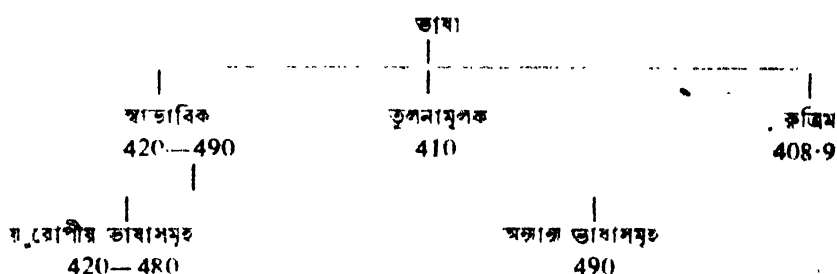
স্বাভাবিক ভাষা 420—490

য়ুরোপীয় ভাষাগুলির জন্য ডিউই নির্দেশ করেছেন 420 থেকে 480 পর্যন্ত। এছাড়াও পৃথিবীতে বহুভাষার প্রচলন রয়েছে যেমন, বাংলা, পার্শী, রুশ, ইন্দোনেশীয় তামিল ইত্যাদি। এইসব ভাষা বা 420—489-র বাইরে যত ভাষা আছে সেইসব ভাষাকে নিয়ে ডিউই একটিমাত্র group করে বর্গীকরণে স্থান নির্দেশ করেছেন। 490 **other languages** বা অন্যান্য ভাষা সমূহ।

যেকোন ভাষাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রতিটি ভাষারই একান্ত নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকলেও সব ভাষারই আন্তর্গঠন প্রণালী একই ধরণের, যেমন বর্ণ বা লিপি (**Alphabet**), স্বরাঘাত (**Accent**), শব্দ প্রকরণ (**Etymology**), ব্যাকরণ (**Grammar**) ইত্যাদি সব ভাষাতেই আছে। ডিউই ভাষার এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে

একে বর্গীকরণে সুন্দরভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। শিডিউলে ইংরাজী ভাষাকে (420) ভাষাবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিভাবে ভাগ করা হয়েছে লক্ষ্য করুন –

420 English language ইংরাজী ভাষা

421 Written & Spoken elements লেখা ও কথা ভাষা

- ·1 Alephabet লিপি/বর্ণ
- ·5 Sound ধ্বনি
- ·6 accent স্বরাঘাত

422 Etymology শব্দ প্রকরণ

- ·2 Prefixes উপসর্গ

423 Dictionary অভিধান

424 Synonyms প্রতিশব্দ

425 Grammar ব্যাকরণ

- ·1 Morphology রূপতত্ত্ব
- ·2 Syntax পদপ্রকরণ/বাক্যগঠনরীতি
- ·5 Nouns বিশেষ্য
- ·6 Adjectives বিশেষণ
- ·7 Pronouns সর্বনাম
- ·8 Verbs ক্রিয়া

426 Prosody ছন্দঃপ্রকরণ

427 Early & nonliterary forms of the language

- ·09 Modern Slang
- ·9 Other dialects অন্যান্য উপভাষা/আঞ্চলিক ভাষা

Divide like 940—999

428 Text book for learning the language/ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত বইপত্র

·24 Language text book for thosewhose native lan_urge is not English/যাদের মাতৃভাষা ইংরাজী নয়, তাদের জন্য ইংরাজী ভাষা শেখার বই।

Divide by language of those for whom intended like 430—499

·6 Elementary readers, Adult education reader বয়স্ক। নবসাক্ষরদের জন্য পড়ার বই

ইংরাজী ভাষাকে যেভাবে বিস্তারিত ভাগ করা হয়েছে, অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষাগুলিকে আর সেভাবে ভাগ করা হয়নি। তাদের প্রধান ভাগগুলি দেখিয়ে প্রতিক্ষেত্রেই 'divide like'-এর মাধ্যমে ইংরাজী ভাষার অনুরূপ ভাগ করতে বলা হয়েছে। যেমন—

430 German Language

431 Written & Spoken element

Divide like 421

431-কে 421-র অনুরূপ ভাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

432 Etymology

Divide like 432

433 Dictionary

Divide like 423

433 জার্মান অভিধানকে 423 বা ইংরাজী অভিধানের মত ভাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

435 Grammar

Divide like 425

ইত্যাদি

অথবা,

450 Italian language

453 Dictionary

Divide like 423

455 Grammar

Divide like 425

470 Latin language

473 Dictionary

Divide like 425

475 Grammar

Divide like 425

লক্ষ্য করুন, প্রতিটি ভাষার ভাগ উপভাগগুলিকে আর বিস্তারিত ভাগ না করে 'divide like'-এই নির্দেশের মাধ্যমে ইংরাজী ভাষার অনুরূপ ভাগ করতে বলা হয়েছে।

য়ুরোপীয় ভাষাগুলি ছাড়া অন্য যাবতীয় ভাষাকে একত্রিত করে 490তে রাখা হয়েছে। এইসব ভাষাগুলিকে আর বিস্তারিত ভাগ না করে বরাত দেওয়া হয়েছে ইংরাজী ভাষার ওপর। 400 (DC, P 391) এর নীচে দেখুন লেখা আছে—

400 Language

Divide Specific languages like 420

অর্থাৎ ডিউই প্রথমেই বলে দিলেন প্রয়োজনে প্রতিটি ভাষাকেই ইংরাজী ভাষার (420) মত করে ভাগ করে নিতে। শুধু তাই নয়, ইংরাজী ভাষার ভাগ উপভাগের প্রতিটি

পর্যায়ে যেসব নির্দেশ আছে তার সব কিছুই অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলবে এবং এই প্রয়োগ হবে পূর্বনির্দেশিত (PC2)-র নিয়মে। এবার দেখা যাক কিভাবে একটি ভাষাকে ইংরাজী ভাষার মত করে ভাগ করা যায়।

490 Other languages অন্যান্য ভাষাসমূহ (DC., P. 403)

491 Other Indo-European languaegs অন্যান্য ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাসমূহ।

·1 Indic lan_uages/ভারতীয় ভাষা

·2 Sanskrit সংস্কৃত

·4 Modern India languages/আধুনিক ভারতীয় ভাষা

·41 Sindhi সিন্ধি

·42 Panjabi পাঞ্জাবী

·43 Hindustani হিন্দি, উর্দু

·44 Bengali বাংলা (DC., P. 404)

লক্ষ্য করে দেখুন, 490-র অন্তর্গত কোন ভাষাকেই আর ভাষা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করা হয়নি, অথচ ইংরাজী ভাষার মতই প্রতিটি ভাষারই আছে বর্ণমালা, অভিধান ব্যাকরণ ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন, এইসব ভাষার বর্ণমালা, অভিধান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বইগুলির বিষয়সংখ্যা কিভাবে গঠন করা হবে? এর জন্য আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে ইংরাজী ভাষার কাছে।

বাংলা বর্ণ পরিচয় 491·4411

বিষয় বিশ্লেষণে দাঁড়াচ্ছে—বাংলা ভাষা : বর্ণ বা লিপি

শিডিউলে বাংলা ভাষার জন্য ভাষা-সংখ্যা রয়েছে 491·44, বর্ণ বা লিপির জন্য কোন সংখ্যা নেই কিংবা বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষাকে তার ভাষাবিজ্ঞান সম্মত ভাগ করে তার জন্য কোন ভাষা-সংখ্যা দেওয়া হয়নি। সুতরাং বাংলা ভাষার ভাষাবিজ্ঞান সম্মত পরবর্তী ভাগগুলির জন্য ইংরাজী ভাষাকে যে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে ভাগ করতে হবে (DC., P. 391)।

পদ্ধতি :

উদা: ১ ১ ইংরাজীভাষা 420

ইংরাজী বর্ণমালা লিপি 421·1

২ বাংলা ভাষা 491·44

বাংলা বর্ণমালা লিপি 491·44+(42)1·1

=491·4411

উদা: ২ ১ ইংরাজী ভাষা 420

ইংরাজী ব্যাকরণ 425

২ বাংলা ভাষা 491·44

বাংলা ব্যকরণ 491·44+(42)5

=491·445

উদা: ৩ এক ভাষার অভিধান

ইংরাজী ভাষা 420

১ ইংরাজী অভিধান 423

বাংলা ভাষা 491·44

২ বাংলা অভিধান 491·44+(42)3

=491·443

উদা: ৩১

ইংরাজী অভিধান 423-র নীচে নির্দেশ রয়েছে—দুই ভাষার অভিধানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের পাঠকদের কাছে অজানা বা কম জানা ভাষা-সংখ্যা প্রথমে বসবে, এরপর ইংরাজী অভিধান 423 থেকে শুধুমাত্র 3 বসবে (Form Division-র 03 নয়) তারপর যুক্ত হবে বেশী জানা ভাষা বা মাতৃ ভাষা। এবং এই পরবর্তী ভাষা-সংখ্যা যুক্ত হবে (PC1)-এর নিয়মানুযায়ী কারণ, 023 নীচে সেই নির্দেশই রয়েছে 'Divide like 420—499'র মাধ্যমে।

ইংরাজী-বাংলা অভিধান 423·9144

ইংরাজী ভাষা 420

ইংরাজী অভিধান 423

ধরে নেওয়া হয়েছে, গ্রন্থাগারের পাঠকদের কাছে ইংরাজী ভাষা অপেক্ষাকৃত কম জানা

বাংলা ভাষা 491·44

=423+(4)9144

=491·9144

বাংলা-হিন্দি অভিধান 491·4339144

হিন্দি ভাষা 491·43

ধরে নিচ্ছি গ্রন্থাগারের পাঠক হিন্দি কম জানেন, বাংলা বেশী জানেন, বা বাংলা পাঠকদের

ইংরাজী অভিধান (42) 3

বাংলা ভাষা 491·44

হিন্দি ভাষা + অভিধান + বাংলা ভাষা

491·43 + (42)3 + (4)91·44

= 491·43+3+9144

= 491·4339144

প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার অভিধান (Classical V s. Modern language)

ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক ভাষার অভিধানের ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল ভাষার স্থান হবে আগে, পরে আসবে আধুনিক ভাষা সংখ্যা।

উদা: ১ সংস্কৃত-বাংলা অভিধান 491·239144

সংস্কৃত ভাষা ক্লাসিক্যাল এবং বাংলা আধুনিক, সুতরাং বিষয়সংখ্যা গঠনে রীতি হবে—

সংস্কৃত ভাষা : অভিধান : বাংলা ভাষা

সংস্কৃত ভাষা 491·2

(ইংরাজী) অভিধান (42)3

বাংলা ভাষা (4)91·44

= 491·2+(42)3+(4)91·44

= 491·2 + 3 + 9144

= 491·239144

উদা: ২ **English-Latin Dictionary** 473·2

এখানে লাটিন প্রাচীন বা classical আর ইংরাজী আধুনিক। সুতরাং বিষয়সংখ্যা গঠনের রীতি হবে—

Latin : dictionary : English

Latin 470

(**English**) **dictionary** (42)3

English 420

= 47(0)+(42)3+(4)2(0

= 47+3+2

= 473·2

ভাষা শিক্ষার বই

উদা: ৩

ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত বই হলে যে ভাষা শেখার জন্য বই সেই ভাষা-সংখ্যা প্রথমে

১ বাংলা ভাষা শিক্ষার বই 491·448

বাংলা ভাষা 491·44

(ইংরাজী) ভাষা শিক্ষার বই (42)8

বাংলা ভাষা শিক্ষার বই 491·44+(42)8

491·448

বিদেশী বা বি-ভাষীদের জন্য ও বা শিক্ষার বই

অন্য ভাষা ভাষীদের জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বই 428·24

এর নীচে 'divide like 430—499' মাধ্যমে বলা হয়েছে : যাদের মাতৃভাষা ইংরাজী নয় তাদের ভাষা-সংখ্যা (PC1)-র নির্দেশ অনুযায়ী যোগ করতে হবে।

২ বাংলা ভাষীদের জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বই 428·249144

অন্যভাষীদের জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বই 428·24

বাংলা ভাষা 491·44

= 428·24+ 4,91 44

= 428·249144

৩ ইংরাজী ভাষীদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার বই

বাংলা ভাষা শিক্ষার বই 491·44+(42)8 = 491·448

অন্য ভাষীদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার বই 491·44+(42)824

= 491·44824

ইংরাজী ভাষা 420

ইংরাজী ভাষীদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার বই 491 44824+(4)2(0)

= 491448242

410 তুলনামূলক ভাষা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পঠন-পাঠন হয়। স্বভাবতই ভাষাবিজ্ঞান পাঠক্রম কোন একটি মাত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে হতে পারে না—বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনা অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত। ধরুন না কেন বাংলা ভাষার কথাই। বাংলা ভাষাকে নিয়ে ভাষাবিজ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করলে সে আলোচনা একদিন যেমন শুধু বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে হতে পারে, আবার তেমনি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার যেমন, সংস্কৃত, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষা বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলা ভাষা বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে এই ধরণের দুই বা ততোধিক ভাষার তুলনামূলক আলোচনা সংক্রান্ত কোন প্রকাশন হলে তার জন্য বিষয় সংখ্যা হবে 410 Comparative laguages বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

410 Comparative language তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব
411 Written language লেখা ভাষা
412 Etymology শব্দ প্রকরণ
413 Lexicography অভিধান
414 Sound ধ্বনি
415 Grammar ব্যাকরণ
416 Prosody ছন্দঃপ্রকরণ
417 Inscriptions & Paleography
418 Texts
419 Nonverbel communications

উদাঃ ১ Sanskrit-German languages : a comparative study 410

এই প্রকাশনে জার্মাণ সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে—শুধু সংস্কৃত বা জার্মাণ ভাষা সংক্রান্ত বই এটি নয়, সুতরাং ঐ দুই ভাষার জন্য নির্দিষ্ট ভাষাসংখ্যা 491·2 বা 430তে বইটির বর্গীকরণ না হয়ে বিষয়সংখ্যা হবে 410।

তিন বা ততোধিক ভাষার অভিধান

এক বা দুই ভাষার অভিধান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তিন বা তিনের বেশী ভাষার অভিধানের জন্য কোন বিশেষ ভাষা-সংখ্যা ব্যবহার হবে না, তুলনামূলক ভাষার 410-র অন্তর্গত 413 এই সংখ্যাটি হবে।

উদাঃ ২ English-Bengali-Hindi : a dictionary in three languages 413

উদাঃ ৩ A dictionary in 16 Indian languages 413

ভাষার বিভিন্ন ব্যবহার : বিষয়ে ও সাহিত্যে

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞান সম্মতভাবে কিভাবে ডিউই পিতিউলে ব্যবহার করা হয়েছে; এখন আমরা দেখব ভাষাকে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে; শুধু তাই নয়, ভাষা সাহিত্য-সংখ্যা গঠনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

ভাষা এবং বিষয়

কোন প্রকাশনের বিষয়বস্তু কোন ভাষায় লেখা হয়েছে বা প্রকাশ হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে পাঠককে তা জানাবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ডিউই শিডিউলে সে ধরণের সার্বজনীন কোন ব্যবস্থা নেই, তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিষয়সংখ্যার সাথে ভাষা-সংখ্যা ব্যবহারের সুযোগ আছে। মনে রাখা দরকার একমাত্র যেখানে বিষয়-সংখ্যার নীচে 'divide like' এই নির্দেশ রয়েছে একমাত্র সেইসব বিষয়-সংখ্যার সাথেই ভাষা-সংখ্যা যুক্ত হবে।

উদা: ১ writing of business letters in English 651·742

বিষয় বিশ্লেষণ : Business methods office managements : business comunications business lingustics.

650 Business methods

651 Office management

·7 Write business comunications

·74 business linguistics

Divide like 420—499

business letters

in Specific language 651·70

English languages 420

Business letters in English language 551·74+(4)2

=651·742

উদা: ২ Business letters in Bengali 651·749144

বিশ্লেষণ : Business letters in Specific language 651·74

Bengali language 491·44

Business letters in Bngali 651·74+(4)91·44

=651·649144

উদা: ৩ French language short hand systems 453·44

বিশ্লেষণ : 650 Business methods

653 Shorthand

·4 Shorthand system

·43—·499 Shorthand systems by language
Divede like 430—499

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়সংখ্যার (Primary sequence) ব্যাপকত্ব বুঝাবার জন্য দুটি সংখ্যার মধ্যে '-' মধ্যচ্ছেদ (hyphen) ব্যবহার করা হয়, যেমন উপরে উল্লিখিত বিষয়-সংখ্যা। এখানে ·43-499 অর্থে বুঝান হয়েছে :—

653·43	·492
·44	·493
45	494
·46	495
·47	653 496
·48	497
·49	498
49	·499

শিডিউলের স্থান সংকুলান করণের জন্য এ ধরণের রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্গীকরণের সময় '-' চিহ্নের উভয় দিকের সংখ্যার মধ্যে যতটুকু common থাকবে ততটুকুই বিষয়-সংখ্যা (Primary Sequence) হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে ·43—·499-এর মধ্যে common ·4, সুতরাং বিষয়সংখ্যা হবে—653·4 এরপরে যুক্ত হবে ভাষা-সংখ্যা (PC1)-এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথম 4 বাদ দিয়ে। এবার আমাদের উদাহরণে আসা যাক।

Shorthand systems by specific language (other than English)	point-এর পরে উভয় দিকের common 4 গ্রহণ করে।

French language 440

French language shorthand system 653·4+(4)4
= 653·44

চেষ্টা করুন :

1. Hindi shorthand systems
2. Panjabi shorthand system

3. **Telegu shorthand systems**
4. **Chinese shorthand systems**
5. **Assamese shorthand systems**

ভাষা ও সাহিত্য

সাহিত্য মাত্রেই ভাষা নির্ভর। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের জন্য একই বিষয়সংখ্যা বা কাছাকাছি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু শিডিউলে উভয় বিষয়সংখ্যার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে, ভাষার জন্য 400 ও সাহিত্যের জন্য 800। আবার অপরদিকে উভয় বিষয়সংখ্যার মধ্যে সংখ্যার ব্যবধান থাকলেও এমন একটি স্মৃতিসহায়ক ব্যবস্থা (Mnemonic Device) রয়েছে যার জন্য ভাষা ও সাহিত্যের সাযুজ্য সহজেই ধরা পড়ে এবং বর্গীকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুবিধা হয় যেমন—

400 ভাষা	800 সাহিত্য
	810 আমেরিকা
420 ইংরাজী	820 ইংরাজী
430 জার্মাণ	830 জার্মাণ
440 ফরাসী	840 ফরাসী
450 ইটালী	850 ইটালী
460 স্প্যানীস	860 স্প্যানীস
470 ল্যাটিন	870 ল্যাটিন
480 গ্রীক	880 গ্রীক
490 অন্যান্য	890 অন্যান্য
491 ইন্দো-য়ুরোপীয়	891 ইন্দো-য়ুরোপীয়

শিডিউলে দেখুন, প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় সাহিত্যের জন্যই নির্দিষ্ট সাহিত্য সংখ্যা রয়েছে কিন্তু 890 অন্যান্য সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন সাহিত্যের জন্য আর সাহিত্য-সংখ্যা নেই. এখানে 891-র নীচে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'divide like 491' অর্থাৎ 891-কে আর বিস্তারিত ভাগ না করে বলা হল 491-এর ভাষাসংখ্যাকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, 891-এর ভাষাসংখ্যাকেও অনুরূপভাবে ভাগ করে নিতে এবং তা হবে (PC2)-র রীতি অনুযায়ী।

উদা: ১ বাংলা ভাষা 491·44

বাংলা সাহিত্য 891+(491)·44

=891·44

উদা: ২ সংস্কৃত ভাষা 441·2

সংস্কৃত সাহিত্য 891+(491)·2

=891·2

উদা: ৩ তামিল ভাষা 494·811

তামিল সাহিত্য 894+(494)·811

=894·811

উদা: ৪ চীনা ভাষা 495·1

চীনা সাহিত্য 895+(495)·1

=895·1

উপরের ভাষা ও সাহিত্য সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভাষাসংখ্যা 4-র পরিবর্তে 8—এই সাহিত্যসংখ্যা বসালেই সেই ভাষার সাহিত্য সংখ্যা পাওয়া যাবে। যেমন—

ভাষা		সাহিত্য
491·44	বাংলা	891·44
491·43	হিন্দী	891·43
491·47	গুজরাটি	891·47
491·62	আইরিশ	891·62
408·92	এসপারেন্তো	808·92

ভারতীয় ভাষা

ভারতীয় ভাষা বলতে কোন নির্দিষ্ট ভাষাকে বুঝায় না, কিংবা কোন প্রতিনিধিত্বমূলক ভাষাও নেই। ভারত বহু ভাষী দেশ। ভারতীয় ভাষাসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতে প্রধানতঃ দুটি ভাষাগোষ্ঠীর প্রচলন রয়েছে. (১) ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী, (২) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী। ডিউই অনুরূপভাবেই শিডিউলে ভারতীয় ভাষাসমূহের বর্গীকরণ করেছেন—

·2 সংস্কৃত

·3 প্রাকৃত

·3701 পালি

·4 আধুনিক ভারতীয় ভাষা

·41 সিন্ধি

·42 পাঞ্জাবী

·43 হিন্দি, উর্দু

·44 বাংলা

·45 ওড়িয়া

·46 মারাঠি

·47 গুজরাটি

·48 সিংহলী

·49 অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষা

·812 মালয়ালম

·813 তেলেগু

·814 কানাড়া

·815 টুলু

·816 কোডাগু

·821 কোটা

·822 টোডা

·823 গোণ্ডী

·824 খোন্দ

·826 ওরাওঁ

কোন প্রকাশনে একটি বিশেষ ভারতীয় ভাষা নিয়ে আলোচনা হলে বর্গীকরণে অসুবিধা নেই কারণ, শিডিউলে বিশেষ বিশেষ ভারতীয় ভাষার জন্য ভাষা-সংখ্যা রয়েছে যেমন গুজরাটি 491·46, পাঞ্জাবী 491·42, তামিল 494·811 ; কিন্তু অসুবিধা দেখা যায় সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ভাষাসমূহ যদি কোন প্রকাশনের বিষয় বস্তু হয়। কারণ, যেমন ভারতীয় ভাষা বলতে কোন একটি বিশেষ ভারতীয় ভাষা নেই, তেমনি শিডিউলে এমন কোন বিশেষ ভাষা-সংখ্যা নেই যে-সংখ্যা দ্বারা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ভাষাকে বুঝাবে। বর্গীকরণের দিক থেকে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করে এ ধরণের প্রকাশন। যেমন, Linguistic Survey of India, ed. by G. A. Grierson—এই বইটির জন্য কোন বর্গসংখ্যা (Class Number) হওয়া যুক্তি সংগত? 410 তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব একটি সম্ভাব্য বর্গসংখ্যা কারণ, একাধিক ভাষা এই প্রকাশনের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, 410 তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন কোন প্রকাশনে দুই বা ততোধিক ভাষার পারস্পরিক তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশনের প্রধান বিষয়বস্তু—প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং 410 ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয় এইজন্য যে, প্রকাশনটিতে প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার আলোচনা থাকলেও কোন প্রকারেই তা তুলনামূলক নয়, বরং প্রতিটি ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ভাষা বৈশিষ্ট্যের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে—এক ভাষার সঙ্গে অন্যভাষার আলোচনা একান্তই প্রাসঙ্গিক কখনই তা প্রধান হয়ে ওঠেনি। আবার ভারতীয় ভাষাগুলি প্রধানত ইন্দো-য়ুরোপীয় 491 ও দ্রাবিড় 424·8 ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ায় এদের যেকোন একটিকে

নির্দেশ প্রকাশনটির বিষয়বস্তুকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করা হয় না। যেমন, 491·1 Indic language প্রাচীন ভারতীয় ভাষা—এই বর্গসংখ্যা ব্যবহার করলে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলি বাদ দেওয়া হবে—

491·2 সংস্কৃত

491·4 আধুনিক ভারতীয় ভাষা

494·8 দ্রাবিড় ভাষা

কিংবা, এদের যেকোন একটি নির্দেশে অন্য ভাষাগুলি বাদ যাবে। এক্ষেত্রে অর্থাৎ বহুভাষী দেশের সমস্ত ভাষাকে একটিমাত্র বর্গসংখ্যা দ্বারা বুঝাবার জন্য ডিউই 409 সংখ্যাটিকে ব্যবহার করতে বলেছেন (দেখুন, DC., P 392)।

409 History and local traatment (of language)
Divide like 940 999

Divide like-এর নির্দেশ অনুসরণে Grierson-এর বইটির জন্য বর্গসংখ্যা হবে—

409 + (9)54	954 India—(PC1) রীতি অনুসরণে
∴409 54	প্রথম 9 বাদ দিয়ে শুধু 54 যোগ হবে

ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৭ই নভেম্বর, ১৯৭১ (রবিবার) বিকাল ৩ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে (পি ১৩৩, সি আই. টি. রোড, স্কীম নং ৫২, কলিকাতা-১৪) পরিষদের সভ্যদের এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য বিষয়—২২-৮-১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

বিঃ দ্রঃ—উক্ত দিবসে বিকাল ১টায় উপরোক্ত স্থানে পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে। কাউন্সিল সভার বিজ্ঞপ্তি ও আলোচ্য বিষয় সভ্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিষদ ভবন
৬ অক্টোবর, ১৯৭১

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন গ্রন্থাগার (৩)

দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী (আঞ্চলিক পাঠাগার)

পোঃ—দফরপুর, জেলা—হাওড়া

মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়

কতিপয় সমাজ চেতনা সম্পন্ন, শিক্ষিত ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহ ও চেষ্টায় এবং গ্রামবাসীগণের সহায়তায় ইং ১৯০৮ সালের ২রা অক্টোবর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সব উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আজকের এই স্মরণীয় দিনে যাঁদের কথা মনে পড়ছে তাঁরা হলেন ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺সত্যচরণ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ৺কৃষ্ণমোহন চৌধুরী, ৺বামাপদ ঘোষ, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, ৺ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি।

পাঠাগার স্থাপনার পর হতেই পাঠাগারের নিজস্ব ভবন কিভাবে নির্মাণ করা যায় তার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। প্রথমাবস্থায় তৎকালীন সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ বহির্বাটীতে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এর কিছুকাল পরে জনসাধারণের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় দফরপুর ধর্মতলায় পাঠাগারের একটি নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। এরফলে কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

এর বেশ কিছুকাল পরে পাঠাগারটির কর্মীদের উৎসাহে ক্রমে ক্রমে ভাটা পড়তে থাকে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রামবাংলার দুর্দশার কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো।

পাঠাগারটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হল। কিন্তু তৎকালীন সভাপতির অটুট চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীগণ পাঠাগারটির পরিচালনার ভার গ্রহণে স্বীকৃত হন।

সভাপতি মহাশয় উক্ত পাঠাগারটির পরিচালনার ভার নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের হস্তে অর্পণ করেন। ১৯৪৭ সালে কর্মকর্তা নির্বাচিত হলেন—

১। শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ ঘোষ—সভাপতি
২। ,, মদনমোহন ঘোষ—সহ-সভাপতি
৩। ,, মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক
৪। ,, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—সহ-সম্পাদক
৫। ,, মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়—পাঠাগার অধ্যক্ষ
৬। ,, রঘুবীর কোঙার— সভ্য
৭ ,, জয়দেব মুখোপাধ্যায়— ,,
৮। ,, গঙ্গাধর ঘোষ— ,,
৯। ,, আশুতোষ ভট্টাচার্য—Ex-officio—D.B./How

উপরোক্ত কর্মীগণের অটুট চেষ্টায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় পাঠাগারটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ১৯৫৫ সালে এই পাঠাগার ৫০০ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে শ্রীরাধাকুমুদ ঘোষ মহাশয় "নবদুর্গা স্মৃতি" কিশোর বিভাগ গঠনের জন্য আর্থিক সাহায্য দান করেন। এছাড়া সূচীশিল্প শিক্ষার জন্যও একটি বিভাগ খোলা হয়।

পাঠাগারের এইসব বিভাগের কার্যক্রম এবং ফ্রি রিডিং রুমের জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ায় পাঠাগার কর্তৃপক্ষ ৺খগেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্রগণের নিকট হতে একটি জীর্ণ আটচালা সমেত ৯ শতক পরিমিত জমি ৬০৫ টাকায় ক্রয় করেন।

এরপর পাঠাগার আন্দোলনের প্রথম সোপান হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ। তার মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন স্থানে সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনে প্রথম পর্যায়ে (১৯৫৭) যে ১৩টি আঞ্চলিক পাঠাগার স্থাপিত হয়, দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী তাদের অন্যতম।

এই সময় থেকে পাঠাগারে একজন সবেতন গ্রন্থাগারিক এবং একজন সবেতন গ্রন্থাগার সহকারী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

পাঠাগারটি আঞ্চলিক পাঠাগারে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই নূতন ভবন নির্মাণের সম্ভবনা উজ্জল হয়ে উঠলো। সরকার এর জন্য ৩০০০ টাকা পুরষ্কার করলেন। বিগত ১৯৫৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পঃ বঃ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহোদয় নূতন ভবন উদ্বোধন করেন।

এই সময় পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৯৪৭ এবং পাঠক সংখ্যা ছিল ৭০ জন। কিন্তু বর্তমান বর্ষে পুস্তক সংখ্যা সাধারণ বিভাগে ৩৪৩২ এবং কিশোর বিভাগে ৫০০।

ক্রমোন্নতির সহায়কদের মধ্যে সর্বাগ্রে গণ্য হলেন শ্রীদনঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ পাল, ৺খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ, ৺হরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

বর্তমানে পাঠাগারটির আবার স্থানাভাব দেখা দিয়েছে, নূতন ভবনটিতে আর কোন স্থান নাই। নূতন আলমারী রাখবার এবং ফ্রি রিডিং রুমের জন্য পাঠাগার ভবনের আশু সম্প্রসারণ দরকার। এই গ্রন্থাগারটির সার্থকতার জন্য চাই ৫০০০ পুস্তক এবং ৫০০ সভ্য। বর্তমান বর্ষে পাঠাগারে দৈনিক আনন্দবাজার, যুগান্তর, ষ্টেটসম্যান, সাপ্তাহিক দেশ, মাসিক নব কল্লোল, এবং শিশু বিভাগের জন্য শুকতারার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ইংরাজী বিভাগ ও রেফারেন্স বিভাগ খোলার ব্যবস্থা আছে।

আজকের এই আনন্দের দিনে একজনের কথা মনে বিশেষ ভারাক্রান্ত করে তুলছে। বিদায়ী সম্পাদক ৺মাখনলাল বন্দোপাধ্যায় ছিলেন সদাহাস্যময়, উদার, দরদী সমাজসেবী, তিনি ১৯৬১ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

পরিষদের কল্যাণ এই গ্রন্থাগার আজ সমাজ জীবনে একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপকতা যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যবোধ বলতে এতদিন যা বুঝে এসেছি তা বদলে যাওয়া দরকার। কারণ দ্রুত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের স্বরূপ, ধর্ম সংগঠন সবারই পরিবর্তন আবশ্যক।

গ্রন্থাগার যদি জাতীয় পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হয়, তাহলে বলাই বাহুল্য গ্রন্থাগারিকের কল্যাণ আমাদের কাম্য।

এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা যেন প্রকৃত কল্যাণ সাধনে ব্রতী হই।

গ্রন্থাগারে রক্ষিত সাময়িক পত্রিকার তালিকা।

গ্রন্থাগার—১৩৬৮—৭৭

দেশ—১৩৬৭—৭৭

নব কল্লোল—১৩৬৮—৭৭

শুকতারা ১৩৬৪—৭৭

পরিবেশনা : শ্রীমতী গীতা মিত্র

পরিষদ ভবনে মুদ্রণের ইতিহাস বিষয়ক চিত্রাবলী সংগ্রহ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে পরিষদের শুভাকাঙ্খী শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদারের বিশেষ উদ্যোগে মুদ্রণের ইতিহাস সম্পর্কে ছয়টি চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। চিত্রগুলি প্রখ্যাত চিত্রকর শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক অঙ্কিত এবং তিনি এগুলি পরিষদকে দান করেছেন। এই সংগ্রহে 'মহেঞ্জোদাড়োতে মুদ্রা তৈরী' 'গুটেনবার্গের মুদ্রণালয়', আসেরিয়ার খোদিত মৃৎফলকের গ্রন্থাগার ও উইলিয়ম কেরী ও কর্মরত পঞ্চানন কর্মকার প্রভৃতি বিষয়ের চিত্র আছে। এ ছাড়া প্রাচীন প্রস্তর যুগে চিত্রণে রত গুহাবাসীদের প্রতিকৃতিও আকর্ষণীয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বন্যা ও বৃষ্টিপাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী

এ বছর অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য গ্রন্থাগার ও কর্মীর প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট এই ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য দাবী জানান হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের অবিলম্বে তিন মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়ার দাবীও জানান হয়েছে। এই বিষয়গুলি নিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের আরও আবেদন যে জেলায় জেলায় জেলা প্রশাসক ও জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকর্তার নিকট অবিলম্বে ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করুন।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও নির্ধারণ প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের আবেদন যে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ আমাদের জানান। এই তথ্যগুলি পেলে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে তথ্য সরবরাহ করতে পারবো। কি কি তথ্য দিতে হবে তার একটি কাঠামো সঙ্গে দেওয়া হল।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের অন্তর্গত গ্রন্থাগার সমূহের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের হিসাব এবং ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আবেদন পত্রের নমুনা।

১। প্রতিষ্ঠানের নাম

২। সম্পূর্ণ ঠিকানা

৩। ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

ক) সম্পূর্ণ ক্ষতির পরিমাণ i) গৃহ ii) আসবাব পত্র

খ) আংশিক ক্ষতির পরিমাণ iii) পুস্তক

৪। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ

ক) গৃহ সংস্কার সংক্রান্ত

খ) আসবাব পত্র সংক্রান্ত

গ) পুস্তক ক্রয় সংক্রান্ত

প্রতিষ্ঠানের শীলমোহর — কর্মসচিবের স্বাক্ষর

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালে এই দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। তদবধি এই দিনটি বাংলা দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

গ্রন্থাগার দিবস গ্রন্থাগার কর্মীদের আত্মসমালোচনার দিবস। এই দিনটিতে প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকে সমালোচনা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বিগত বছরের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে আগামী দিনে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা নির্ণয় করতে হবে। গ্রন্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য, বিভিন্ন ধরণের পাঠকের বিবিধ চাহিদা পূরণের জন্য, উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এই দিনে। জনসাধারণকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তোলার কাজে কর্মীদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কথা অনুধাবন করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস আগামী দিনে সংগঠিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেওয়ার দিন। সবরকম প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য, গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নত বেতন ও পদ মর্যাদার জন্য, বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে আমাদের।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা ব্যথিত চিত্তে স্মরণ করি বাংলাদেশের উপর পাক মিলিটারী চক্রের নির্মম ও পৈশাচিক অত্যাচারের কথা। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এই নির্মম অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি অমর শহীদদের প্রতি।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা প্রতিটি গ্রন্থাগার ও সমাজকর্মীর কাছে আবেদন জানাই, বাংলা দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারে জনসভা, প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র ইত্যাদির আয়োজন করে গ্রন্থাগার দিবসের বাণী আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। এই দিনটিতে নিম্নলিখিত দাবীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে এই প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্যপাল, রাজ্য সরকারের শিক্ষা সচিব, মুখ্য সমাজশিক্ষা অধিকারিক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, পৌর কর্তৃপক্ষ, সংবাদপত্র এবং পরিষদ কার্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক) জনগণের জন্য উন্নত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

খ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

গ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ঘ) কলিকাতার জন্য দিল্লীর অনুরূপ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

ঙ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

চ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সরকারী আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

ছ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে

ঝ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে

ঞ) সরকারের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন [illegible] এই সম্পর্কে পরিষদের দাবীগুলি মানতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

স্থান : স্টুডেন্টস হল। কলেজ স্কোয়ার

তারিখ : ২০শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৭১

সময়—বিকাল ৪-৩০ মিঃ, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ।

সময়—বিকাল ৫ ঘটিকা—গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় জনসভা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) ২০শে ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহ ব্যাপী বা পরবর্তী ৩/৪ দিনের মধ্যে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের কর্মসূচী নেওয়া যাবে।

(খ) গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে পরিষদের মূল দাবীগুলির উপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে হাতে লেখা পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

পরিষদ কথা

কাউন্সিল সভা

পরিষদের নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। সভায় প্রথমে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কর্মসচিব জানান যে গৃহীত প্রস্তাবাবলী যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে এবং কার্যকর করা হয়েছে, তবে বিধানসভা বাতিল হওয়ায় বিধানসভা অভিযানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

এরপর গত ২১শে আগষ্ট ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভা ও সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। এই প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রী বসু বলেন যে শোক প্রস্তাবে উল্লেখিত শ্রী এ, বি, এ, হবিবুল্লাহ্ সম্ভবতঃ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন না, তবে তিনি কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও একসময়ে পরিষদের সহ-সভাপতিও ছিলেন

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় ছিল কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন। এই প্রসঙ্গে কর্মসচিব সমস্ত ৯ জন সদস্যের নাম সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন। শ্রী সত্যব্রত সেন, শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং একজন দার্জিলিঙের বীণাপাণি পাঠাগার ও সবুজ গ্রন্থাগারের নাম প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর শ্রী অনিলভূষণ রায়ের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে কর্মসচিব প্রয়োজনবোধে এই দুই প্রতিষ্ঠানকে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় আমন্ত্রণ জানাবেন। অতঃপর শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে এবং সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ৯ জন সদস্য কার্যনির্বাহক সমিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। (কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের পূর্ণ বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হল।)

এরপর সভা বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার থেকে কাউন্সিলে সভ্য মনোনয়ন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন পরিষদের সংবিধানের সাম্প্রতিক সংশোধনের (যা ১-৭-১৯৭২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে) নীতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা চারজনে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আলোচনান্তে নিম্নলিখিত চারজন সদস্য কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহের সমর্থনে কাউন্সিলে মনোনীত হন :—

সর্বশ্রী মনোরঞ্জন জানা (বিদ্যালয় গ্রন্থাগার), বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য ও সুধীর ঘোষ (কলেজ গ্রন্থাগার), এবং শুভ্রাংশু মিত্র (পলিটেকনিক গ্রন্থাগার)।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় ছিল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য সহকারী সম্পাদক নির্বাচন। কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ উক্ত পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

শ্রীঅশোক বসুর প্রস্তাবক্রমে সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে পদটি 'সহযোগী সম্পাদক' (Associate Editor) বলে বিবেচিত হবে।

এরপর সভায় হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের প্রশ্নটি আলোচিত হয়। কর্মসচিবের প্রস্তাবক্রমে এবং কোষাধ্যক্ষের সমর্থনে মেঃ জর্জরিত এণ্ড কোং বার্ষিক ২৫০ টাকা পারিশ্রমিকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭১ সালের জন্য হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

পরবর্তী কার্যক্রম ছিল বিভিন্ন সমিতি ও উপসমিতি গঠন। বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনার পর ১৯৭১ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সমিতি ও উপসমিতিগুলি গঠন করা হয়।

১৯৭১ সালের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা, কার্যনির্বাহক সমিতি, কাউন্সিল, এবং বিভিন্ন সমিতি ও উপসমিতির পূর্ণ বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল :—

কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণিভূষণ রায়, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কর্মসচিব—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

যুগ্ম কর্মসচিব—শ্রীসত্যব্রত সেন

সহ-কর্মসচিব—শ্রীসুখেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক

সম্পাদক, গ্রন্থাগার—শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক—শ্রীপ্রদীপকুমার চৌধুরী

সদস্যগণ—সর্বশ্রীঅরুনকুমার রায়, অশোককুমার বসু, গীতা মিত্র, চঞ্চলকুমার সেন, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

কাউন্সিল সভা

(কার্যনির্বাহক সমিতি ও নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে গঠিত)

ব্যক্তিগত কাউন্সিল সদস্যগণ—সর্বশ্রী অজয়কুমার ঘোষ, ঊষা গুহঠাকুরতা, কালীপ্রসাদ, কিরনকুমার ভট্টাচার্য, দীপকচন্দ্র অধিকারী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য, (মনোনীত), মনোরঞ্জন জানা (মনোনীত) রামকৃষ্ণ সাহা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শুভ্রাংশুকুমার মিত্র (মনোনীত) এবং সুধীর ঘোষ (মনোনীত)

জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগত সদস্য

কলকাতা—(১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (২) কানাইস্মৃতি পাঠাগার (৩) মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী।

চব্বিশপরগণা—(১) চনক পাঠাগার (২) তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার।

জলপাইগুড়ি—নিউ টাউন লাইব্রেরী

দার্জিলিং—ব্লুমফিল্ড সাব-ডিভিশনাল লাইব্রেরী

নদীয়া—জেলা গ্রন্থাগার, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর

পশ্চিম দিনাজপুর—জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট

পুরুলিয়া—বিবেকানন্দ পাঠাগার, কেটিকা

বর্দ্ধমান—জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

বাঁকুড়া—ধ্রুব সংহতি, বালসী

বীরভূম—লোকপাড়া রুরাল লাইব্রেরী, কুলিয়ারা

মালদহ—প্রগতি সংঘ, রুদ্রপুর, গৌড়মারী

মুর্শিদাবাদ—কাগ্রাম নবারুণ সংঘ পাঠাগার

মেদিনীপুর—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

হাওড়া—(১) সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পাঁতিহাল (২) বিবেকানন্দ পাঠাগার, ঘুসুড়ী

হুগলী—ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী

বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগত সদস্য

(১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
(২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
(৩) কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান
(৪) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
(৫) জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা
(৬) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ
(৭) পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন
(৮) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশক সভা
(৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
(১০) বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১১) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১২) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১৩) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (১৪) রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১৫) শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরিষদের বিভিন্ন সমিতি

(১) প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক পদাধিকারবলে পরিষদের সমস্ত সমিতি ও উপসমিতির সদস্য।

(২) প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পরিষদের গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির সদস্য।

গৃহনির্মাণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীঅরুণকুমার দাস

সদস্য : সর্বশ্রী গোবিন্দ মল্লিক, চঞ্চলকুমার সেন, তপন সেনগুপ্ত এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার সমিতি

সভাপতি : শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

কর্মসচিব : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

সদস্য : সর্বশ্রী অরুণকুমার রায়, অশোককুমার বসু, কালীপদ দে, নীলিমা সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, শঙ্করকুমার সান্যাল, শেফালী বসু, তরুণকুমার দত্ত

'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতি

সভাপতি : ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার

সম্পাদক ও কর্মসচিব : শ্রী বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সদস্য : সর্বশ্রী অজয়কুমার ঘোষ (সহযোগী সম্পাদক), গীতা মিত্র, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন জানা, সুনীল চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু বসু এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি

সভাপতি : শ্রীবিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত

কর্মসচিব : শ্রীশুভেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়

সদস্য : সর্বশ্রী জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, মঞ্জরী বসু

মনোরঞ্জন জানা, রামকৃষ্ণ সাহা, শুভ্রাংশু মিত্র, মতিচরণ দে, সত্যব্রত সেন, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর ঘোষ

সংগঠন ও সমন্বয় সমিতি

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীসত্যব্রত সেন

সদস্য : সর্বশ্রী উষা গুহঠাকুরতা, কালীপ্রসাদ, কিরণকুমার ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মল্লিক, দীপকচন্দ্র অধিকারী, মনীন্দ্র ঘোষ, রামকৃষ্ণ সাহা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শঙ্কর সান্যাল, শিবেন্দু মান্না, শুভ্রাংশু মিত্র, শ্যামল সরদার, সমীর বসু, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং জেলা কমিটির যুগ্ম কর্মসচিব সমূহ।

অর্থবিষয়ক সমিতি

সভাপতি : শ্রীসারেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কর্মসচিব : শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক

সদস্য : সর্বশ্রী গোবিন্দ মল্লিক, ফণিভূষণ রায়, সত্যব্রত সেন।

গ্রন্থাগার বিকাশ শিক্ষণ সমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

কর্মসচিব : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন

সদস্য : সর্বশ্রী অশোক বসু, তপন সেনগুপ্ত, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিজয় সেনগুপ্ত, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, শান্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুনীলবিহারী ঘোষ, এবং কিরণকুমার দত্ত।

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

আহ্বায়ক : শ্রীঅরুণকুমার রায়

সদস্য : সর্বশ্রী অসীম ঠাকুর, অশোক বসু, উষা গুহঠাকুরতা, কিরণকুমার ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ সাহা এবং সত্যব্রত সেন।

বিভিন্ন সমিতি গঠনের পর নিম্নলিখিত বিবিধ বিষয়েও আলোচনা হয়।

শ্রীসত্যব্রত সেন ৭ই নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ সাধারণ সভার সঙ্গে একটি কাউন্সিল সভার অধিবেশনের প্রস্তাব করেন এবং তা গৃহীত হয়।

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে সভা উদ্বেগ প্রকাশ করে। সর্বশ্রী শিবেন্দু মান্না, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন প্রমুখ সদস্যদের আলোচনার মধ্য দিয়ে সভা সিদ্ধান্ত নেয় যে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য D. S. E. O. পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে গণডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা উচিত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে চেয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় আবেদন প্রকাশ করা উচিত।

এরপর শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে কর্মসচিব (১) জাতীয় গ্রন্থাগারের পর্যবেক্ষক দলের (Review Com.) প্রতিবেদন, (২) জাতীয় (কেন্দ্রীয়) বেতন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ এবং (৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাবিত এম্. লিব্. কোর্স সম্পর্কে পরিষদের কার্যাবলী এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

অতঃপর সভাপতি ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ-এ পরিষদ ভবনে শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রথমে গত ২০।৮।৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভার কার্য বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় ছিল এবারের 'গ্রন্থাগার দিবস'। কলকাতার কোন কেন্দ্রীয় স্থানে কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন স্থানে ২০শে ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহকালের মধ্যে যে কোন সময়ে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য এবং জেলান্তরে ২০শে ডিসেম্বর বাদে অন্য যে কোন দিন কেন্দ্রীয় সমাবেশ সংগঠনের মাধ্যমে যথাযোগ্যভাবে এই দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য আবেদন জানানো হবে বলেও সভা স্থির করে। এর জন্য যোগাযোগ করলে সম্ভাব্যক্ষেত্রে প্রদর্শনীয় দ্রব্যাদি এবং বক্তা পাঠাবার চেষ্টা করা হবে। এই উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবীসম্বলিত প্রাচীরপত্র ছাপিয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং পরিষদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-সদস্যদের নিকট পাঠান হবে বলেও স্থির হয়, ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতার চারিটি জনবহুল জায়গায় চারটি ফেস্টুন টাঙ্গাবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ২০শে ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশ ছাড়াও কলকাতার দুই অঞ্চলে অন্য কোনদিন গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বালীগঞ্জ

ইন্সটিটিউটকে আহ্বান জানাবার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের সময় সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির প্রস্তাব সমূহ বিবেচিত হয়।

এরপর আলোচনার মাধ্যমে পরিষদের দৈনন্দিন কাজকর্ম নির্বাহ করাবার জন্য দায়িত্ববণ্টন করা হয়। এই প্রসঙ্গে কর্মসচিব সদস্যদের নিকট সপ্তাহের অন্ততঃ ৩ দিন পরিষদ অফিসে উপস্থিতি এবং কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার অনুরোধ জানান।

পরিষদ ভবনে স্বল্পকালীন সময়ে থাকা সম্পর্কে নিয়মাবলী তৈরী করে পরবর্তী কার্যকরী সমিতির সভায় উপস্থাপিত করবার জন্য শ্রী[illegible]প্রসাদ সিংহ ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রতিবেদক : শ্রীঅজয় ঘোষ ও
মিনতি চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার সংবাদ

আপনজন সংস্থা—

গত ১ই এপ্রিল, আপনজন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে "কুমুদনাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার" প্রতিষ্ঠা করেছে।

চব্বিশ পরগণা

নেহেরু-স্মৃতি পাঠাগার, বনগাম

গত ১৮ই জুলাই নেহেরু-স্মৃতি পাঠাগারের আগামী বৎসরের কার্যকরী সমিতির সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রী সৌরেন্দ্র বিলাস ঘোষ এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীমনোহর কুমার সুর।

সাধুজন পাঠাগার, বনগ্রাম—

সাধুজন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু মহাশয়ের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই পাঠাগার 'সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমিতি' গঠন করে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেছে। ১৩৪১ সালে মাত্র ৩ খানা বই নিয়ে তিনি এই পাঠাগারের কাজ শুরু করেন এবং অপরিসীম অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি গ্রন্থাগারটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাধুজন পাঠাগার তাঁর নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

নদীয়া

বিজয়পুর পুনশ্চ ক্লাব, বানপুর

গত ১০ই এবং ১১ই মে'৭১, বিজয়পুর পুনশ্চ ক্লাবের বার্ষিক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহীতোষ বিশ্বাস। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্বাধীন বাংলা জনৈক মুক্তি যোদ্ধা মঃ ইসারদ আলি এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাটিয়ারী বানপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের সচিব শ্রীধ্রুবপদ বিশ্বাস।

বর্দ্ধমান

বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগার—

গত ১৫ই আগষ্ট '৭১, এই গ্রন্থাগারে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় এবং শ্রীবিধুভূষণ হাজরা মহাশয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুভাষ পাঠাগার, কালনা—

গত ২৩শে জুন সুভাষ পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭১-৭২ সালের জন্য কার্যকরী সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রী নিত্যানন্দ দাস এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী—

গত ১৫ই আগষ্ট রামরঞ্জন পৌরভবনে সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সভায় উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী।

গত ২৫শে আগস্ট বীরভূমের সহকারী জেলা সমাহর্তা শ্রীশ্রীপতি গোস্বামী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই গ্রন্থাগারের ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী, সিউড়ী—

গত ৩১শে জুলাই ১৯৭১, সৈলেশ্বর লাইব্রেরীর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ১৯৭০-৭১ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করা হয়।

এই লাইব্রেরীর সভাপতি শ্রদ্ধেয় তারাপদ দানা মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে পাঠাগারের সদস্যদের কাছে স্বজন বিয়োগ ব্যথার মত অনুভূত হয়েছে।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক—

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের অন্যতম গ্রন্থাগার-সহকারী শ্রীকুমারেশ চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই আগস্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৭ই আগস্ট শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীকুমারেশ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সরলা জাগৃতি সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, সোয়াখালি—

গত ১৫ই আগস্ট সরলা জাগৃতি সাধারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নবনির্মিত গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন এম্, এল্, এ, শ্রীসুধীর বেরা।

হাওড়া

সারস্বত লাইব্রেরী মাকড়দহ—

গত ১৫ই আগস্ট সারস্বত লাইব্রেরীতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। গ্রন্থাগারের প্রবীণ কর্মী শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার—

গত ২৫শে জুলাই ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগারের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭০-৭১ সালের কার্যবিবরণী পেশ করেন।

সংকলয়িত্রী : ঊষা ভট্টঠাকুরতা

বিয়োগ পঞ্জী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুলাই বীরভূমের লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি গান্ধীজীর অনুগামীরূপে বীরভূমে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তাঁর একবছরের কারাবাস হয়।

নিজ গ্রামে সমাজসেবার উদ্দেশ্যে তারাশঙ্কর এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং এই সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত যাত্রা ও নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য রচনার প্রেরণা পান। তাঁর রচিত কয়েকখানা নাটক উক্ত প্রতিষ্ঠানে অভিনীতও হয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'মারুর পথে' কবিতা প্রকাশনার মধ্যেই ছাপা অক্ষরে তারাশঙ্করের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৩৩৩ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সঙ্কলন, 'ত্রিপত্র'। তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালে কল্লোলের ফাল্গুন সংখ্যায়। পরের বছরের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'হারানো সুর'।

অতঃপর তারাশঙ্করের সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এই সময় তিনি দুখানি উপন্যাস রচনা করেন। ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী'। কল্লোলে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকায় নানা পত্র পত্রিকা থেকে লেখার জন্য তারাশঙ্করকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এজন্য তিনি ক্রমান্বয়ে, কালিকলম, উপাসনা, ধূপছায়া, বঙ্গশ্রী, উত্তরা, কৃষক, তরুণের স্বপ্ন, শনিবারের চিঠি, পূর্ণিমা, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, উল্টোরথ, দেশ প্রভৃতি তৎকালীন ও বর্তমানের ছোট বড় সমস্ত পত্রিকাতেই গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন। তাঁর আনুমানিক ১৩০টি গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় ধাত্রী দেবতা। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'গণদেবতা' গ্রন্থটির জন্য তাঁকে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৬৭ সালে। ১৯৪৭ সালে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র জন্য তিনি শরৎ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন, এবং ১৯৫৫ সালে 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থটির জন্য দেওয়া হয় 'রবীন্দ্র পুরস্কার'। ১৯৫৬ সালে তারাশঙ্কর 'সাহিত্য একাদেমী' পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে ভারতীয় লেখক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৬৬ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীনে যান। ১৯৬৯ সালে তারাশঙ্কর সাহিত্য একাদেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরেই তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' ও পদ্মভূষণ'

উপাধিতেও তিনি ভূষিত হন। তিনি বিভিন্ন সময় লেখক সম্মেলন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি ও সম্মানিত পদ অলংকৃত করেছেন।

তারাশঙ্কর কেবলমাত্র জীবনীস্রষ্টা সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সাধক শিল্পী। তাঁর সৃজনী শিল্প শুধু সাহিত্যকেই নয়, চিত্রকলাকেও সমৃদ্ধ করেছে। ১৩৭০ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই পরিষদের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের এবং ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য পদ অলংকৃত করেছিলেন।

তারাশঙ্করের সৃজনী প্রতিভার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যের এক অধ্যায় শেষ হল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্করের তিরোধানে বাঙলা সাহিত্যের আরও একযুগ অতিক্রান্ত হল।

সঙ্কলনে : শ্রীমতী গীতা মিত্র

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 6 : Sept.-Oct., 1971 (Aswin, 1378 B.S.)

Editorial : Eradication of illiteracy

To eradicate the illiteracy in the country India observed the 'world literacy day' on the 8th September. Illiteracy is a crucial and chronic problem to India She has got 38 crores and 20 lacs of illiterates in the total strength posing almost half of the world's strength of illiterates. The West Bengal also cites an example to this problem losing its literacy position in the country from the 2nd to the 12th. The strength of neo-literates cannot also keep hold its position due to lack of proper books and libraries for the neo-literates These shortcomings create the arena of vicious circle of illiteracy and doldrum the trend of uprising in education level. To solve the problem there is only one way, the improvement of library system and the book production side by side to the expansion of education.

(P. 175) B. C.

Library movement in Bengal (36) by Gurudas Bandyopadhyay

This part of the history of library movement in Bengal starts with the news of inauguration of the exhibition by Shri B. S. Keshanan, in the Bengal Library conference at Kanthi In the afternoon a meeting was held under the presidentship of Shri Basanta Kumar Das, M P. in which the article, 'The prevailing library system in West Bengal and its future' by Sarvasree Phanibhusan Roy, Sourendramohan Gangopadhyay and Rakhalchandra Chakravarti Biswas, was presented. The article emphaized on the inadequacy of the library services and the suggestions thereof to eradicate the problems.

The 'Library Day' on the 20th December, had been observed from the year 1956, and the meeting, in that occasion, was presided over by the then speaker of the Legislative Assembly Shri Saila Kumar Mukhopadhyay, preserving the chair of the guest-in-chief for Shri Chapala Kanta Bhattacherja, followed by a book exhibition on the next day which was inaugurated by Dr. Niharranjan Roy. The Chief Guest, the inaugurator, Shri B. S. Keshvan and Shri Pramil Chandra Bose in their elquent speeches stressed on the necessity for

the developmemt of library services to eradicate the illiteracy. They also hailed the role of Bengal Library Association for the services the Association was rendering to help the library movement. Shri Dakshinaranjan Bose emphasized on the publication of juvenile literature.

The 'Granthagar' came out in its monthly form from the April-May (Baisakh) issue of 1956 (1363 B. S.). In the Annual General meeting of the year Shri Pramilchandra Bose and Shri Phanibhusan Roy were elected the President and the Secretary of the Association, respectively. On the 30th December the 4th Annual conference of the Howrah district libraries was held in the Maju Public library of Howrah and on the 31st December a conference of the library workers of Murshidabad was held in Beldanga Prasanna Smriti Pathagar of Murshidabad.

(P. 177) B. C.

Dewey Decimal classification (16th ed.) (3) by Asoke Basu.

This phase of the classification scheme deals with the subject classification under country division, and takes into account the special features of a few class numbers used in Dewey Decimal classification scheme. In the course of discussion the Language group comes first with a comparative analysis with the literature group in the scheme. (P. 183) B. C.

Library in West Bengal (3) Dafarpur Ramakrishna Library.

This library started its functioning in 1918 with the help of energetic youugmen of the period, in the drawing room of the then president of the library Narendranath Chattopadhyay.

In course of time the organisers of the library erected a house for the library and in the year 1947, the responsibility of the library was vested on a committee headed by Sankarnath Ghosh, with some ups and downs in the course of its running the library possesses 3462 books besides 500 juvenile literature, and the regular accession of the periodicals, Granthagar, Desh, Naba Kallol, Suktara and the daily papers,

(P. 201) B. C.

Association Notes

Council Meeting.

The first meeting of the newly elected council members was held in the Association Building on the 12th September, 1971, with Shri Pramilchandra Bose on the chair. Besides approval of the proceedings of the last meeting, this meeting nominated 7 members of the council in the executive committee and elected Shri Ajoy Ghosh as the Associate Editor of the Granthagar. M/s. Goerge Read & Co. was appointed as the Auditor of the Association for the year 1971, by the council which also approved the formulation of the committees of Building, Finance, Granthagar & Publication, organisation & co-ordination, Pay & status, Library and the sub-committee of Directory compilation to run the daily work of the Association smoothly.

Executive Committee meeting

In the Association Building the Executive Committee met with Shri Ajit Kumar Mukhopadhyay on the chajr. The committee felt the neccessity of campaign for the 'Library Day' and for that the proposal of desplaying of festoons in different corners of the city was approved. In the meeting specific duties were alloted to different personalities. (P. 205) B. C.

News from the Libraries (P. 212) S B.

Obituary : Tarashankar Bandyopadhyay.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি স্কীম ৫২, কলকাতা-১৪

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বিকাল ৫টায় কলেজ স্কোয়ার ইন্‌স্টিটিউট হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। পৌরোহিত্য করবেন সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

জনসভার আগে বিকাল ৪-৩০টায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিষদের বিগত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

উভয় অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

পরিষদ ভবন
২৩শে নভেম্বর

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৭ } { ১৩৭৮, কার্তিক

সম্পাদকীয়

সাদাকাগজে কালোবাজার

কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারীদের সরকার শক্তহাতে মোকাবিলা করতে চলেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারী এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কালোবাজারীদের ন্যায় মানুষের মনের ক্ষুধা মেটানোর তাগিদে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেই পত্রিকার জন্য কাগজের মুনাফা শিকারীদেরও শক্ত হাতে দমন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কলকাতায় গত ৩রা জুলাই প্রদত্ত ভাষণে কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন ও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের মন্ত্রী শ্রীমৈনুলহক চৌধুরী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য-বৃদ্ধির প্রতি সরকারী দৃষ্টি সজাগ আছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মূল্য-বৃদ্ধির জন্য বেশ একটি মুনাফা শিকারীচক্র গড়ে উঠেছে।

সরকারী হিসাবমতে ১৯৭১-৭২ সনের অর্থনৈতিক বছরে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে শতকরা ৫·৫ ভাগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কাগজের মূল্য-বৃদ্ধি ঘটেছে অনেক গুণ বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ। এই কাগজের মূল্য-বৃদ্ধি অসংখ্য পত্র পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কাগজের ব্যবসায়ীগণ দিনের পর দিন দাম বাড়িয়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ওরা আরও মুনাফার আশায় কাগজের মানও নিম্নগামী করছে। সদ্যক্রীত কাগজের 'রিম' খুললে তার মধ্যে পচা ও ছেঁড়া কাগজ থাকে অসংখ্য। এই ব্যবসায়ে আরও অসাধুতা শুরু হয়েছে

এক মাপের কাগজের মধ্যে অন্য মাপের কাগজ দিয়ে। এ ছাড়া প্রতি রিমে কাগজের মোট পরিমানও কম থাকে। অধিকাংশ কাগজেই কোন ওজনের ঠিক থাকে না। যে কাগজের রিমে ১০'৫ কেজি ওজনের শীলমোহর থাকে তার অধিকাংশ কাগজই থাকে ৯ কেজি বা তারও কম ওজনের।

অন্যদিকে চলছে নিউজপ্রিন্টের চোরাকারবারী। সাধারণতঃ অন্যোরা সরকারী হিসাবে নিউজপ্রিন্ট পান না কিন্তু চোরাকারবারে অফুরন্ত কাগজ। এবং তারও দামের কোন সমতা নেই। যা না থাকারই কথা। কাগজের এই চোরাকারবার ও মুনাফাশিকার অবিলম্বে বন্ধ না করলে অসংখ্য পত্র পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে। যার ফলশ্রুতি এক বিরাট সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। সরকারী প্রচেষ্টায় এই অবক্ষয় রোধ না করলে জাতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাবে।

কাগজের প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে মোট ১৬টি সংস্থাকে কাগজ উৎপাদনের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু এই বিশেষ পরিকল্পনা (crash plan) যে কার্যকর হয়নি তা সহজেই বোঝা যায়। কিংবা কার্যকর হলেও কোন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে বাজারে কাগজের এই দুস্প্রাপ্যতা গড়ে উঠেছে তা সাধারণের বোধগম্য নয়।

বর্তমান সরকারী প্রচেষ্টায় যেভাবে কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারীদের ধরার চেষ্টা চলছে সেই সঙ্গে কাগজের এইসব কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারীদের শক্ত হাতে দমন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আশা করছি সরকারী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে।

প্রাক্‌মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, ডকুমেণ্টেসন।
(Preprint, Reprint, Documentation)

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কয়েক দশক পূর্বেও কতিপয় জ্ঞানভিক্ষু জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার মানসে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতেন। তৎকালে গবেষণার কাজ মোটেই অর্থকরী ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে মারণাস্ত্র আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স বিজ্ঞান গবেষণার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যদিও বিজ্ঞান গবেষণা মানব কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে মানবের অকল্যাণকর মারণাস্ত্র আবিষ্কারেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই গরল থেকেই একদিন উঠে এল অমৃত।

অন্যদিকে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার চাহিদা অনুপাতে তাদের ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল প্রভৃতিকে সাধারণের ব্যবহার উপযোগী করার তাগিদে এবং তা থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে গবেষণায় গতি সঞ্চারিত হল। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সরকার শিল্প উৎপাদনে, কৃষিসম্পদ শ্রীবৃদ্ধিতে মূলধন বিনিয়োগ করে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন।

এর ফলে পূর্বে যেখানে সাধারণতঃ কোন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী একাকী কোন গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতেন, পরবর্তীকালে একক থেকে বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী একত্রে কোন সমস্যার সমাধানে ব্রতী হলেন এবং এইভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ গবেষণার (Team research) সূত্রপাত হল।

অন্যদিকে আবার জ্ঞান জগতের বিষয়গুলির নানাপ্রকার বিভাজন, সংমিশ্রণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ফলে নতুন নতুন জটিল বিষয়ের সৃষ্টি হতে লাগলো যার সমাধান কোন একটি বিশেষ বিষয়ের বিজ্ঞানীর পক্ষে দুরূহ হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীগণ একত্রে সহযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে বহুশাখাসমন্বিত জটিল বিষয়ের গবেষণায় ব্রতী হলেন এবং এইভাবে সহযোগিতামূলক গবেষণার (Co-operative Research) সূত্রপাত হল।

উপরোক্ত কারণগুলির সমষ্টিগত ফল ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজন নানাপ্রকার পত্র পত্রিকার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করলো। এইসব পত্র পত্রিকায় যে হারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ বের হতে লাগলো তা সত্যই ভয়াবহ। এই ভয়াবহ অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে তথ্য বা সংবাদ বিস্ফোরণ (Information Explosion)।

ইউনেস্কো প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শুধু বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যাই প্রায় একলক্ষ। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রকাশিত রিপোর্ট বা কনফারেন্স প্রসিডিংস (Conference Proceedings) যে কত তার কোন নির্দিষ্ট

পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী প্রতি পনের বৎসর অন্তর দ্বিগুণ হয় বলে হিসাব করা হয়েছে। রসায়ণ বিজ্ঞানে এই বৃদ্ধির হার বেশি। রসায়ণ বিজ্ঞানের গবেষণা নিবন্ধ প্রতি আট বৎসর অন্তর দ্বিগুণ হয়।

এই সংবাদ বিস্ফোরণের ভয়াবহতা নিম্নের পরিসংখ্যান দ্বারা কিছুটা বুঝতে সহায়তা করবে। বিজ্ঞান ও কারিগরীর কতিপয় প্রধান বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা :

বিষয়	গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের হার (বাৎসরিক)		
	১৯৬১	১৯৬৫	১৯৭০
গণিতশাস্ত্র	১০,০০০	১২,৫০০	১৫,০০
মহাকাশবিদ্যা (Space)	১০,০০০	৩০,০০০	৫০,০০০
জ্যোতির্বিদ্যা	৬,০০০	৮,০০০	১০,০০০
রসায়ন	১৫০,০০০	২২৫,০০০	৩০০,০০০
ধাতুবিদ্যা	৩০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০
ভূগোল	৩০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০
ভূবিদ্যা	২০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০
ভূপদার্থবিদ্যা	১০,০০০	১৫,০০০	২০,০০০
জীববিদ্যা	১৫০,০০০	২০০,০০০	২৫০,০০০
জীববিদ্যাবিষয়ক রসায়ন	৩০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০
পদার্থবিদ্যা	৩০,০০০	৪০,০০০	৫০,০০০
পারমাণবিক বিজ্ঞান	১০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০
ইনজিনীয়ারিং	১৫০,০০০	১৭৫,০০০	২০০,০০০
যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics)	৫,০০০	৭,৫০০	১০,০০০
মনোবিজ্ঞান	১২,০০০	১৬,০০০	২০,০০০
মোট-	৬৫৩,০০০	৮৭৪,০০০	১,১৩৫,০০০

সংবাদ বিস্ফোরণের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা দিল ভয়ানক সমস্যা—কিভাবে কোন একজন বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় রাখবেন। সদাচঞ্চল, তরঙ্গ-সংকুল জ্ঞানের জগত ত' ক্রমশঃ বেড়েই চলছে প্রতিনিয়ত। এই জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় না রাখতে পারলে বিজ্ঞানী পুরণোদিনের বার্তাবহ হয়ে থাকবেন। তাছাড়া নিজের বিষয়ের গবেষণা সম্বন্ধীয় খবর বিজ্ঞানীর পক্ষে জানা সম্ভব না হলে অন্যকোন বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফল পুনরায় গবেষণার সাহায্যে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। এইভাবে কোন গবেষণার অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তিকরণে বিজ্ঞানীর সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় হবে।

একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি নিরোধে, যত শীঘ্র সম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছে দেবার তাগিদে রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের দ্রুত প্রকাশ হচ্ছে।

কিন্তু সত্বর এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পথে অনেক বিঘ্ন, অনেক সমস্যা রয়েছে। কোন একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গৃহীত প্রবন্ধাবলীর জন্য স্থানসংকুলান করে এবং মুদ্রণের নানাবিধ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে সাধারণতঃ ছয় মাসের পূর্বে কোন গবেষণা নিবন্ধের আত্মপ্রকাশ প্রায় অসম্ভব। আমেরিকার ন্যাশনাল সায়ান্স ফাউণ্ডেসন কর্তৃক ১৯৬৪ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে কোন একটি বিজ্ঞান প্রবন্ধের প্রকাশ হতে সময় লাগে পাঁচ থেকে সাত মাস। যেহেতু এই সময়ের ভিতর অন্য কোন বিজ্ঞানী এই গবেষণালব্ধ ফলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন না, তার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই অন্য কোন বিজ্ঞানী ঐ একই বিষয়ের উপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে একই গবেষণার অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তিকরণে তাঁর সময়, অর্থ ও শ্রম অপচয় করতে পারেন। পত্রিকার সম্পাদক কবে প্রবন্ধটি প্রকাশার্থ পেয়েছেন যদিও তা প্রবন্ধ প্রকাশের সময় নির্দেশ করে থাকেন। এতে করে কোন বিজ্ঞানী ঐ বিশেষ গবেষণায় পূর্বসূরী কিনা তা যদিও নির্ণয় করা যায় তবুও এই প্রচেষ্টা অন্য কোন বিজ্ঞানীর শ্রম, অর্থ ও সময় অপচয় নিবারণ করতে পারে না, কারণ যতক্ষণ না প্রবন্ধটি প্রকাশিত হচ্ছে ততক্ষণ জানা যাচ্ছে না পূর্বতন বিজ্ঞানী সত্যই পূর্বসূরী কিনা।

এই সমস্যা দূর করার জন্য এবং সময়ের ব্যবধান দূর করার জন্য বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছে। কিন্তু তবুও সময়ের ব্যবধান একেবারে দূর করা সম্ভব হয়নি। কারণ বিজ্ঞানের গবেষণা নিবন্ধ জার্নালে প্রকাশার্থ প্রেরণের পরেও সেই নিবন্ধটি প্রকাশার্থ গৃহীত (accept) হতেও অনেক সময় লাগে এবং এমনও হতে পারে যে নিবন্ধটি গৃহীতই হোল না। এই সময়কে সংক্ষেপ করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীর নিজস্ব ভূমিকাও কম নয়। বিজ্ঞানী যে সংস্থায় কার্যে নিযুক্ত, সেই সংস্থাই বিজ্ঞানীর গবেষণা নিবন্ধটি কোন জার্নালে প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে Cyclostyle কোরে অথবা অন্য কোন প্রায়-মুদ্রণ পদ্ধতিতে তৈরী করে যে সব বিজ্ঞানী বা সংস্থা ঐ বিশেষ বিষয় গবেষণায় নিযুক্ত তাদেরকে পাঠাতে লাগলেন। অনেক সময় নিবন্ধটির মধ্যে নির্দেশিত থাকলো কোন্ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশার্থ প্রেরিত হয়েছে বা প্রেরিত হবে। এইভাবে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার উদ্ভব হোল।

প্রাক্‌মুদ্রণ (Preprint)

প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা যায় যে কোন জার্নালে প্রকাশের জন্য কোন গবেষণা নিবন্ধ সেই নিবন্ধ রচয়িতা বিজ্ঞানী অথবা নিবন্ধ রচয়িতা বিজ্ঞানী যে সংস্থায় কার্যে নিযুক্ত, সেই সংস্থা পূর্বেই যদি (উক্ত জার্নালে প্রকাশিত হবার

অনেকপূর্বেই) প্রায়-মুদ্রণ বা অন্য কোন দ্রুতমুদ্রণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মুদ্রিত করে দ্রুত প্রকাশ করেন, তবে গবেষণা নিবন্ধের এমত সংখ্যাকে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা বলা (Preprint) হয়।

প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার এ-ভাবে প্রকাশ বৈজ্ঞানিক তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশের সময়—সীমার ব্যবধান কমিয়ে গবেষণার অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি নিরোধকল্পে একটি যুগান্তকারী প্রচেষ্টা।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাসংস্থা পরস্পরের মধ্যে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার আদান প্রদান করে থাকেন এবং এইভাবে বহু গ্রন্থাগারে গড়ে উঠেছে Preprint Library অথবা প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার গ্রন্থাগার।

বিজ্ঞান যেভাবে ভয়ংকর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, সেই গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানের নব নব প্রগতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় রাখতে হবে এবং গবেষণার নতুন টাটকা খবর খুব অল্প সময়ের মধ্যে জানতে হবে। সুতরাং প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা কোন একটি বিজ্ঞান গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তথ্য বিতরণে অপরিহার্য।

এখন এই প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যাগুলির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তথ্য বিতরণ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা কোরবো।

কিভাবে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা সংগ্রহ করা যাবে ?

প্রথমতঃ কোন্ কোন্ গবেষণাগারে কি কি বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা হয়, তার খবর জানতে হবে। এই সংবাদসংগ্রহের জন্য বিভিন্নরকম ডাইরেক্টরীর সাহায্য নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এইসব বিজ্ঞান গবেষণাগারের গ্রন্থাগারিকদের অনুরোধ করতে হবে 'বিনিময় প্রথার' মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার আদান প্রদানের ব্যবস্থা করতে। 'বিনিময় প্রথা'র মাধ্যমে কোন রকম ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে না গিয়েও এই সংখ্যা সংগ্রহ অনায়াসসাধ্য।

প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা কেবল সংগ্রহ করলেই চলবে না, এই সংখ্যাগুলির সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষকের হাতে পৌঁছে দেওয়াও একটি দায়িত্ব সম্পন্ন কাজ। সংরক্ষণের প্রশ্নে প্রথম সমস্যাই হোল এই সংখ্যাগুলোকে কোন একটি প্রণালীতে সাজানো। স্থির করতে হবে, কোন্ প্রণালীতে সাজালে খুব শীঘ্র সাজানো যাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত একেকটি সংখ্যাকে বের করা যাবে।

বিষয় অনুযায়ী সাজানো বোধহয় সবচেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সব নিবন্ধ তাহলে একসঙ্গে পাওয়া সহজসাধ্য হবে এবং কোন গবেষক ইচ্ছে করলে একসঙ্গে একই বিষয়ের নিবন্ধগুলি দেখতে পাবেন। কিন্তু একটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে নিবন্ধের প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যাগুলি বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন পৃষ্ঠাসংখ্যার সমবায়ে গঠিত এবং এর কোন একটিকে সাধারণতঃ পুস্তকের মত তাকের মধ্যে সাজানো সম্ভব নয়,

সেইজন্য যে অর্থে কোন পাঠক মুক্তদ্বার গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে একই বিষয় সম্বলিত গ্রন্থরাজি একসঙ্গে আছে বলে নাড়াচাড়া (browse) করেন এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক পছন্দ করেন, ঠিক সেই অর্থে এই প্রাকমুদ্রণ সংখ্যাগুলির নাড়াচাড়া করায় অসুবিধা আছে। অপরদিকে এই প্রাকমুদ্রণ সংখ্যাগুলি এত বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে যে কোন একটি বিজ্ঞান ও কারিগরী গ্রন্থাগারের পক্ষে এই প্রাকমুদ্রণ সংখ্যাগুলির বর্গীকরণ করা প্রায় অসম্ভব। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে কোন একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সাধারণতঃ এ-গুলির জন্য অর্থ, সময় ও কর্মীর সংস্থান করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ যে বিষয় প্রাকমুদ্রণ সংখ্যায় আলোচিত, সেই বিষয় একেবারে আনকোরা নতুন, জ্ঞানের জগতে বিষয়টির কেবলমাত্র সূত্রপাত ঘটেছে। সুতরাং প্রচলিত কোন বর্গীকরণ তালিকায় এই বিশেষ জ্ঞানের জন্য কোন স্থান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এমতাবস্থায় প্রাক-মুদ্রণ সংখ্যাগুলির বর্গীকরণের চেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হবে না এবং এগুলিকে বিষয় অনুযায়ী সাজানোর সংকল্প পরিত্যাগ করাই ভাল।

তাহলে চিন্তা করে দেখতে হবে বিজ্ঞানীদের নামানুসারে সাজানো যায় কিনা এবং কতটা সুবিধা বা অসুবিধা হয়। বর্তমানে কোন একটি বিজ্ঞান গবেষণায় অনেক বিজ্ঞানী অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং প্রায়ই কোন একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের রচয়িতা হিসাবে ৩/৪ জন বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ থাকে। কিন্তু সাজাবার সময় প্রথম বিজ্ঞানীর নামে সাজাতে হবে। প্রথম বিজ্ঞানীর অবদান অন্য বিজ্ঞানীর থেকে যে বেশি এমতও সন্দেহাতীত নয়। উপরন্তু এখন আর কোন বিশেষ নামের আভিজাত্য নেই যে সেই বিশেষ নামের বিজ্ঞানীই কেবল যুগান্তকারী গবেষণা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কোনও একজন বিজ্ঞানীর নামের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে শুধু তাঁর নামেই নিবন্ধগুলি সাজানো যুক্তিনিষ্ঠ হবে কি ?

তবে কিভাবে প্রাকমুদ্রণ সংখ্যাগুলি সাজানো যেতে পারে। আমাদের দেখতে হবে কোনও বিজ্ঞানী যখন নিবন্ধগুলি চান, তখন কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাঁর এই প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শতকরা ৭০ ভাগ বিজ্ঞানীর প্রাপ্তির ইচ্ছা এসেছে কোন একটি গবেষণাগারকে কেন্দ্র করে। যেমন বিজ্ঞানী হয়ত বললেন যে তিনি ITP (Institute of Theoretical Physics, Trieste) প্রাকমুদ্রণ সংখ্যা দেখতে চান বা তাবা পারমাণবিক গবেষণাসংস্থার কোনও প্রাকমুদ্রণ সংখ্যা দেখতে চান। বিজ্ঞানী যে কোনও বিশেষ বিজ্ঞানীর প্রাকমুদ্রণ নিবন্ধ চাইবেন, তা হতে পারে না এইজন্য যে তিনি তো জানেন না যে ঐ বিশেষ বিজ্ঞানীটি কোন গবেষণা নিবন্ধ লিখেছেন কিনা। একমাত্র যদি নিবন্ধকার বিজ্ঞানীর সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানীর কোনও বিশেষ যোগসূত্র থাকে এবং

জানতে পারেন যে সেই বিশেষ বিজ্ঞানীর কোন প্রাক্‌মুদ্রণসংখ্যা বেরুবার কথা আছে, তবেই সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নিবন্ধটির জন্ত তাঁর প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৭০ ভাগ বিজ্ঞানীর চাওয়া যখন একটি গবেষণাগার এবং সেখানকার প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা তবে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যাগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাজালে শতকরা ৭০ ভাগ বিজ্ঞানীকে সন্তুষ্ট করায় অসুবিধা হবে না। যেমন "গবেষণাগার —দেশ"। আবার প্রত্যেকটি প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যার গবেষণাগারের (যে গবেষণাগার থেকে নিবন্ধটি উদ্ভূত) একটি করে ক্রমিক সংখ্যা থাকে যেমন ITP—1, ITP—2 বা BARC—1, BARC—2 ইত্যাদি অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় নিবন্ধ দুটি ITP (Institute of Theoretical Physics, Trieste) থেকে উদ্ভূত এবং ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ১ ও ২ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ নিবন্ধ দুটি BARC (Bhabha Atomic Research Centre, Trombay) থেকে উদ্ভূত এবং ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ১ ও ২ ইত্যাদি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যাগুলি সাজাতে হলে নিম্নলিখিতক্রমে সাজাতে হবে ; "গবেষণাগার (দেশ)"—নিবন্ধের ক্রমিক সংখ্যা (গবেষণাগার থেকে নির্দিষ্ট)।

বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর চাহিদাই উপরোক্ত ভাবে সাজালে মেটানো সম্ভব হবে। কিন্তু কমসংখ্যক যাঁদের চাহিদা নিবন্ধ রচয়িতাকে আশ্রয় করে তাঁদের জন্য অবশ্যই ক্যাটালগে সংস্থান রাখা যেতে পারে। এমন কি চাহিদা যদি বিষয়কেন্দ্রিক হয় সেক্ষেত্রে বিষয় শিরোনাম থেকে কোথায় বিশেষ সংখ্যাটি সংরক্ষিত আছে, সে স্থানের নির্দেশ থাকবে। কিন্তু কোন বর্গীকরণ সংখ্যা থাকবে না। ২৫।৩০টি প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা একেকটি বাইণ্ডার বা ফাইলে রাখা যেতে পারে। ফাইল বা বাইণ্ডার এমন হবে যে প্রয়োজনে সংখ্যাটি বের করা এবং পুনরায় পূর্বস্থানে রাখা চলতে পারে।

এই প্রাক্‌মুদ্রণ নিবন্ধগুলি কিছু পরিমার্জিত, পরিশোধিত বা পরিবর্ধিত হয়ে হয়তো পরবর্তীকালে কোন জার্নালে প্রকাশিত হবে। সাধারণতঃ প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যাগুলির মধ্যে নির্দেশিত থাকে কোন্ জার্নালে পরবর্তীকালে নিবন্ধটি বেরুতে পারে, যদিও সময় সীমা বা জার্নালের পৃষ্ঠাসংখ্যা বা কোন সংখ্যায় বেরুবে তা' নির্দেশ করা হয় না। কোনও গ্রন্থাগারে যদি সেই সেই জার্নালগুলি নেওয়া হয় যার মধ্যে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যাগুলি পরবর্তীকালে বেরিয়েছে, সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে প্রাকমুদ্রণ সংখ্যাগুলি গ্রন্থাগার থেকে তুলে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা পুনরায় কোন জার্নালে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের সেতুবন্ধ রচনা করে বিজ্ঞানীকে জ্ঞান চর্চায় সাহায্য করছে। এমন কি একই গবেষণার অনিচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি নিরোধ করে সময় ও অর্থের অপচয় নিবারণে একটি মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অবশ্য যে সব গ্রন্থাগারে সেই সমস্ত জার্নাল আসে না, যার মধ্যে এই প্রাক্‌মুদ্রিত

নিবন্ধটি বা নিবন্ধগুলির প্রকাশ ঘটবে, সেক্ষেত্রে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা পরবর্তীকালের জন্ত সংরক্ষিত করা যেতে পারে।

পুনর্মুদ্রণ (Reprint)

পরবর্তীকালে সংরক্ষিত করার প্রশ্নে পুনর্মুদ্রণ সংখ্যার (Reprint) ভূমিকা অসাধারণ। ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে, সময়ের অপচয় নিবারণে, বৈজ্ঞানিক তথ্য অল্প সময়ের ভিতরে বিজ্ঞানীর হাতে পৌঁছে দেবার কাজে প্রাক্‌মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা উভয়ের ভূমিকাই যথেষ্ট।

পুনর্মুদ্রণ সংখ্যার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলা যায় কোন জার্নালে প্রকাশিত কোন গবেষণানিবন্ধ যখন পুনরায় ঐ একই সংস্থাপিত টাইপ থেকে মুদ্রিত হয় তখন ঐ সংখ্যাকে পুনর্মুদ্রণ বা Reprint বলে। কোনও কোনও সময় অবশ্য জার্নালে প্রবন্ধ ছাপার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত সংখ্যা মুদ্রিত করে আলাদা করে রাখা হয়।

পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা কোনও গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করার পূর্বে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে কখন পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা সংগৃহীত হবে এবং কোন্ কোন্ সংখ্যা সংগৃহীত হবে? সমস্ত পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাই কি কোনও একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সংগ্রহ করা উচিত? বিষয়টি অন্য অনেক বিষয়ের সমন্বয়ে চিন্তা করতে হবে। কেবল সংগ্রহ করলেই চলবে না এর পরিচর্যাও প্রয়োজন। এইসব কাজের জন্ত কেবল নিপুণ কুশলী থাকলেই চলবে না, গ্রন্থাগারে স্থান সংকুলান হওয়া দরকার। যদিও কোনও গ্রন্থাগারে সেই সেই জার্নাল নেওয়া হয়, যা থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এভাবে Duplication করা যুক্তিযুক্ত কিনা? যদি সদৃশ দ্বিতীয় সংখ্যা থাকে তবে অবশ্য কতগুলি সুবিধা আছে যেমন (১) একই সঙ্গে একাধিক পাঠককে সেবা করা যেতে পারে। (২) কোনও পাঠক কোনও একটি বিশেষ নিবন্ধ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হলে তাকে একটি জার্নালের সম্পূর্ণ সংখ্যা অথবা ভলুম না দিয়ে ঐ বিশেষ নিবন্ধটিই দেওয়া যেতে পারে। (৩) আন্তঃ-গ্রন্থাগার লেনদেন-এ যথেষ্ট সুবিধা হয় (৪) সহজে এক স্থান থেকে অপর স্থানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে (৫) এইভাবে কোন ভলুমের জীবনী হ্রাসের হাত থেকে (wear and tear) ঐ ভলুমকে কিছুটা নিরাপদে রাখা যেতে পারে।

পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা সংগ্রহ করতে হলে কোন্ কোন্ গবেষণাগার অথবা বিজ্ঞানী একই বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন সে খবর জানা প্রয়োজন। পরে ঐ গবেষণাগারের সঙ্গে বিনিময় প্রথার প্রবর্তন করতে হবে যাতে করে পরস্পর প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বিনিময় হতে পারে। সাধারণতঃ কোন বিজ্ঞানীর কোন নিবন্ধ জার্নালে প্রকাশিত হবার পর কিছু পুনর্মুদ্রিত সংখ্যা ঐ বিজ্ঞানী গ্রন্থাগারের সংখ্যা হিসাবে বিনামূল্যে প্রকাশকের নিকট থেকে পেয়ে থাকেন এবং কোন সময় আবার মূল্য দিয়েও কিনে থাকেন। এই সংখ্যা

নিবন্ধকার বিজ্ঞানী কোন বন্ধু স্থানীয় বিজ্ঞানী বা যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান একই জাতীয় গবেষণায় নিযুক্ত আছেন সেখানে প্রেরণ করেন। পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাগুলি সাধারণতঃ কোন গ্রন্থাগারে উপরোক্তভাবেই সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এখন সমস্যা হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলি তো কেবল সংগ্রহ করলেই চলবে না, কিভাবে রাখলে কম খরচে কম পরিশ্রমে এমনভাবে রাখা যায় যাতে করে প্রয়োজনের সময় অল্প সময়ের ভিতর ঠিক চাহিদানুযায়ী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। অনেক বিজ্ঞান গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে গড়ে দিনে ৫০।৬০টি করে এই ধরণের নিবন্ধ এসে থাকে। এই পুনর্মুদ্রণ সংখ্যার বর্গীকরণ করা সহজসাধ্য নয়। প্রাকমুদ্রণ সংখ্যার মত পুনর্মুণ সংখ্যাও বিভিন্ন আকারের, প্রকারের এবং জ্ঞানের জগতে যেহেতু এগুলি নতুন বিষয়ের আবির্ভাবের সূচনা করে, সেই হেতু সংরক্ষণের ও বর্গীকরণের প্রশ্নে একই রকম সমস্যার উদ্ভব হয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শতকরা ৭৫ জন বিজ্ঞানীর চাহিদা বিষয় ভিত্তিক বা নিবন্ধকার ভিত্তিক না হয়ে জার্নালভিত্তিক। যেমন কোনও বিজ্ঞানী হয়তো জিজ্ঞেস করলেন যে 'ফিজিক্যাল রিভিউ' জার্নালে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ডঃ. টি. পি. দাশের নিবন্ধটি দেখতে চাই। দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধকারের নাম বললেও চাহিদা জার্নাল ভিত্তিক। আবার মোটামুটি ভাবে জার্নাল ভিত্তিক চাহিদাও প্রকারান্তরে কিছুটা ব্যাপ্ত অর্থে বিষয়ভিত্তিক। যেমন ফিজিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত নিবন্ধ সকল পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় নিবন্ধ আবার Chemical Review-তে প্রকাশিত নিবন্ধ রসায়ণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে।

বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর চাহিদাই (শতকরা ৭৫ ভাগ) যখন জার্নালকেন্দ্রিক, তবে পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাগুলি জার্নালের সঙ্গে সাজিয়ে রাখাই কি যুক্তিযুক্ত নয়? যেমন যদি কোন গ্রন্থাগারে পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা এসে থাকে, যে সংখ্যাগুলি ফিজিক্যাল রিভিউ থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে তাহলে গ্রন্থাগারে যেখানে ফিজিক্যাল রিভিউ' সাজানো আছে, তার পাশে ফিজিক্যাল রিভিউর পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাও একই সঙ্গে রাখা যেতে পারে।

আবার এমন পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা যদি হয় যার বিকল্প জার্নাল গ্রন্থাগারে নেই, তবে ঐ পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাও জার্নালের কাজ করবে এবং ঐ জার্নাল গ্রন্থাগারে থাকলে, যে স্থান অধিকার করত এই পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা বা সংখ্যাগুলি তাকে সেই স্থানটি অধিকার করে থাকবে। পুনর্মুদ্রন সংখ্যা রাখবার বাইণ্ডারটি বা ফাইলটি এমন হবে যে প্রয়োজন বোধে কোন প্রবন্ধ খুলে নেওয়া যেতে পারে এবং পূর্ববর্তীস্থানে প্রবিষ্ট করানো যেতে পারে।

উপরোক্ত ব্যবস্থায় পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাগুলির বর্গীকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। ক্যাটলগ কার্ডে জার্নালের স্থান সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেই পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাটি পেতে কোন অসুবিধা হবেনা। পাঠকের বৃহৎ অংশকে এই উপায়ে সেবা করার কোন অসুবিধা হবেনা। শতকরা ২৫ ভাগ পাঠক যাঁরা সংখ্যায় অল্প, তাদের মধ্যে অনেকের চাহিদা প্রবন্ধকার-

ভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন চাহিদা থেকে কাটালগ কার্ড করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্ত কার্ড থেকেই নির্দেশ দেওয়া থাকবে সেই বিশেষ স্থানের যেখানে পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাগুলি রক্ষিত আছে।

উপসংহার

গবেষণার নতুন ফল প্রাপ্তি থেকে আরম্ভ করে গবেষণা উদ্ভূত তথ্য অন্য অনেক বিজ্ঞানীর হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ের সেতুবন্ধ রচনা করে, গবেষণার অপ্রয়োজনীয় পুনারাবৃত্তি নিরোধ করে প্রাক্‌মুদ্রণ সংখ্যা ও পরবর্তীকালে পুনর্মুদ্রণ সংখ্যার যে অবদান ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে তা' নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে প্রকাশক ও নিবন্ধকারের যুগ্ম প্রচেষ্টা ডকুমেন্টালিষ্টকে পাঠকের সেবাকার্যে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। ডকুমেন্টালিষ্টের কাজ হবে প্রাক্‌মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা সংগ্রহ করা, সংরক্ষিত করা এবং প্রয়োজনের সময় পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া।

সহায়ক

1. Ashworth (W), Ed. Handbook of Special Librarianship and information work. Ed 3. 1967.
2. Landau (T), Ed. Encyclopedia of Librarianship.
3. Mukherjee (S C) and Ghosh (SB). Offprints : their procurement policy and filing method. (Paper contributed in IASLIC Seminar,Banglalore (1970).
4. Rao (NP). Scientific information-its collection, dissemination and use. (Iaslic bull. 15, 1 ; 1970 ; 4-16).
5. Richardson (LR). A simple system for reprint filing. (Science. 104,1946 ; 181-2).

চতুর্থ জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ

১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থজগৎ সম্পর্কিত সংবাদ আরও বেশী করে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই সপ্তাহ পালন করা হয়। এবারের চতুর্থ জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য জনসভা, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী ইত্যাদি সংগঠিত করে এই কর্মসূচী সফল করার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (Indian Library Association) সম্পাদক আবেদন জানিয়েছেন।

বাঙলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (৮)

রতনকুমার দাস

৬৪৪	শ্রীঅপ্রিয় জগদীশ	জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস
৬৪৫	শ্রীঅবলানলিনীকান্ত চাঁ	যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস
৬৪৫ (১)	শ্রীঅভিজিৎ	অভিজিৎ সরকার
৬৪৬	শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৪৭	শ্রীঅশীতিপর শর্মা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৬৪৮	শ্রীউকীল	দেবেন্দ্রনাথ সেন
৬৪৯	শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত পাঠক	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬৫০	শ্রীউপগুপ্ত	উপেন্দ্রনাথ সেন
৬৫১	শ্রীকথক ঠাকুর	দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৫২	শ্রীকবরীরঞ্জন গ্যাংগার্জি	অমৃতলাল বসু
৬৫৩	শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৫৪	শ্রীকমলাকান্ত শর্মা	দেবেন্দ্রনাথ সেন
৬৫৫	শ্রীকেদার	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫৬	শ্রীকেবলরাম গাজনদার	সজনীকান্ত দাস
৬৫৭	শ্রীখাঁ	কৃষ্ণধন খাঁ
৬৫৮	শ্রীখেলোয়াড়	পুষ্পেন সরকার
৬৫৯	শ্রীগগন হরকরা	ভবানী মুখোপাধ্যায়
৬৬০	শ্রীগাণ্ডীব	বিদ্যুৎ বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
৬৬১	শ্রী-চট্টোপাধ্যায়	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৬২	শ্রীচোখাচোখ	কুমারেশ ঘোষ
৬৬৩	শ্রীছন্দ	তারাশংকর পানিগ্রাহী
৬৬৪	শ্রীজানোয়ারমোহন শর্মা	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এল
৬৬৫	শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	শ্রীজীব ভট্টাচার্য
৬৬৬	শ্রীতারাশঙ্কর	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬৭	শ্রীতুবুরি	সজনীকান্ত দাস
৬৬৮	শ্রীদর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৬৯	শ্রীদীন শর্মা	দীপককুমার সেন
৬৭০	শ্রীদীপক	দীপককুমার সেন

৬৭১	শ্রীদুর্মুখ	কালীপদ বিশ্বাস
৬৭২	শ্রীদুর্মুখ	গোবিন্দ দাস
৬৭৩	শ্রীদেবল	অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭৪	শ্রীদ্রুপদ	সমর দত্ত
৬৭৫	শ্রীধর	প্রাণতোষ ঘটক
৬৭৬	শ্রীধর কথক	প্রাণতোষ ঘটক
৬৭৭	শ্রীধর সেনাপতি	যেচু প্রামাণিক
৬৭৮	শ্রীনঃ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৭৯	শ্রীনগদ-ক্রেতা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৮০	শ্রীনন্দকিশোর শর্ম্মণঃ	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৮১	শ্রীনবকুমার	নবকুমার ভট্টাচার্য
৬৮২	শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৮৩	শ্রীনাগরিক	কালীপ্রসাদ বসু
৬৮৪	শ্রীনিত্যানন্দ	নিতাইচন্দ্র ঘোষ
৬৮৫	শ্রীনীলরত্ন শর্ম্মণা	নীলরত্ন হালদার
৬৮৬	শ্রীপদাতিক	আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন
৬৮৭	শ্রীপরশুরাম	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৮৮	শ্রীপান্থ	নিখিল সরকার
৬৮৯	শ্রীপারাবত	প্রবীরকুমার গোস্বামী
৬৯০	শ্রীপু	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৯১	শ্রীপূরবীবালা সেন	দীপককুমার সেন
৬৯২	শ্রীপ্রকাশ	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৬৯৩	শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
৬৯৪	শ্রী ব, চ, চ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৯৫	শ্রীবঙ্গবিলাস সমজ্দার	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৬৯৬	শ্রীবটুকলাল ভট্ট	সজনীকান্ত দাস
৬৯৭	শ্রীবৎস	বিনয় ঘোষ
৬৯৮	শ্রীবন্ধু	জগবন্ধু রায়
৬৯৯	শ্রীবাট	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭০০	শ্রীবাণভট্ট	বাণেশ্বর ভট্টাচার্য
৭০১	শ্রীবার্ণিক	বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৭০২	শ্রীবাসব	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭০৩	শ্রীবাসব	দক্ষিণারঞ্জন বসু
৭০৪	শ্রীবাসব	রাসবিহারী মণ্ডল
৭০৫	শ্রীবাস্তব	দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭০৬	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত	সজনীকান্ত দাস
৭০৭	শ্রীবিষ্ণু	বিষ্ণুপ্রসাদ পাঠক
৭০৮	শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা	প্রমথনাথ বিশী
৭০৯	শ্রীভ	হেরম্বকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৭১০	শ্রীভগীরথ	ভগীরথ শীল
৭১১	শ্রীভজরাম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭১২	শ্রীভগ্নদূত	প্রশান্ত ঠাকুর
৭১৩	শ্রীভণ্ডুল	সত্যেন্দ্রনাথ জানা
৭১৪	শ্রীভব রায়	ভবানীপ্রসাদ রায়
৭১৫	শ্রীভরত	দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৭১৬	শ্রীভাস্কর	প্রভাংশু গুপ্ত
৭১৭	শ্রীভাস্কর	শতদল কর গুপ্ত
৭১৮	শ্রী-ভিক্ষু	ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য
৭১৯	শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭২০	শ্রীভূষুণ্ডি	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৭২১	শ্রীভৃগু	ভোলানাথ গুপ্ত
৭২২	শ্রীভ্রাম্যমান	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
৭২৩	শ্রীম (মাস্টারমশাই)	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৭২৪	শ্রীমতিলাল	মতিলাল রায়
৭২৫	শ্রীমতী	আরতি সেন
৭২৬	শ্রীমতী অনুতসুন্দরী দাসী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭২৭	শ্রীমতী ইঃ—	যোগেন্দ্রনাথ লাহা
৭২৮	শ্রীমতী কনিষ্ঠা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭২৯	শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এল.
৭৩০	শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭৩১	শ্রীমতী মধ্যমা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭৩২	শ্রীমতী মা—	মানকুমারী বসু
৭৩৩	শ্রীমতী রাধারাণি দেবী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এল.

১৩৪	শ্রীমতী শা-কাশী	শরৎকুমারী চৌধুরাণী
১৩৫	শ্রীমন্মহাবংশজশ্রীমন্মহামর্কট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩৬	শ্রীমন্ত	পরেশ ভট্টাচার্য
১৩৭	শ্রীমন্ত সওদাগর	বেচু প্রামাণিক
১৩৮	শ্রীমুরারি	নিখিলনাথ রায়
১৩৯	শ্রীযুক্ত আম্মার	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
১৪০	শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার	রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ
১৪১	শ্রীযুত রায়	ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়
১৪২	শ্রীযুধাজিৎ	শুধাংশু বক্সী
১৪৩	শ্রীরঞ্জন	পবিত্ররঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৪৪	শ্রীরতন	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
১৪৫	শ্রীরসিক মোল্লা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪৬	শ্রীরাজ	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৪৭	শ্রীরামচন্দ্র শর্মা:	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
১৪৮	শ্রীরামদাস শর্ম্ম	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪৯	শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম	রামনারায়ণ তর্করত্ন
১৫০	শ্রীরোগাতুর শর্মা	ব্যোমকেশ মুস্তফী
১৫১	শ্রীশঙ্কর	শঙ্কর মিত্র
১৫২	শ্রীশরৎ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৫৩	শ্রীশান্ত	হৃষীকেশ দত্ত
১৫৪	শ্রীশান্তাত্ম	শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
১৫৫	শ্রীশামুক	শান্তি মুখোপাধ্যায়
১৫৬	শ্রীশিল্পী	মদন চট্টোপাধ্যায়
১৫৭	শ্রীশেখর	বীরেন্দ্রশেখর পাল
১৫৮	শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৫৯	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৬০	শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণ:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬১	শ্রীস	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬২	শ্রীসংহতি	ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৩	শ্রীসত্যেন্দ্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১৬৪	শ্রীসঞ্জয়	দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৬৫ শ্রীসঞ্জিৎস্থ — তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

৭৬৬ শ্রীস্বপনকুমার — সমর পাণ্ডে

৭৬৭ শ্রীসর্বদর্শী — কুমুদপ্রসাদ দাশগুপ্ত

৭৬৮ শ্রীসরেস্চন্দ্র বেশলিখচ — যোগানন্দ দাস

৭৬৯ শ্রীসেন — মিহির সেন

৭৭০ শ্রীসেবিকা — রাণী চন্দ

৭৭১ শ্রীহরিদাস বৈরাগী — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭৭২ শ্রীহলধর পটল — উমাশঙ্কর হালদার

৭৭৩ শ্রীহলধর হালদার — পুলিনবিহারী সেন

৭৭৪ শ্রীহংস — শ্যামাদাস দে

৭৭৫ শ্রীহর্ষ — প্রাণতোষ ঘটক

৭৭৬ শ্রীহীন মুসাফির — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৭৭৭ ষড়ানন্দ — ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

৭৭৮ ষড়ানন্দ শর্মা — ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

৭৭৯ স— — সজনীকান্ত দাস

৭৮০ সংযুক্তা দেবী — শান্তাদেবী, সীতাদেবী

৭৮১ সচ্ ঠাকুর — সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর

৭৮২ সতুবক্তি — শত্রুজিৎশঙ্কর দাশগুপ্ত

৭৮৩ সত্যকাম — প্রসূনকুমার পাল

৭৮৪ সত্যদর্শী — অন্নদানন্দ দাশগুপ্ত

৭৮৫ সত্যপীর — সৈয়দ মুজতবা আলী

৭৮৬ সত্যবাণী দেবী — হেমন্তবালা দেবী

৭৮৭ সত্যব্রত শর্মা — সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৭৮৮ সত্যসন্ধ সিংহ — ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭৮৯ সত্যসুন্দর দাস — মোহিতলাল মজুমদার

৭৯০ সঞ্জয় — ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী

৭৯১ সঞ্জয় — নিখিল সরকার

৭৯২ সঞ্জয় — নির্মলকুমার বসু

৭৯৩ সঞ্জয় — নির্মলকুমার রায়

৭৯৪ সঞ্জয় মিত্র — হরিদাস মিত্র

৭৯৫ সন্তু লাহা — সতীন্দ্রনাথ লাহা

৭৯৬ সনাতন পাঠক — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৭৯৭	স্বপন বান্ধব	শচীনন্দন অধিকারী
৭৯৮	সবুজপাখী	রমেন দাস
৭৯৯	সব্যসাচী	অজয় বসু
৮০০	সব্যসাচী	আশীষ গুপ্ত
৮০১	সব্যসাচী	তারাপদ মৈত্র
৮০২	সব্যসাচী	নীরদচন্দ্র মজুমদার
৮০৩	সব্যসাচী রায়	গোপালকৃষ্ণ রায়
৮০৪	সর্বতোভদ্র	আশীষকুমার ভট্টাচার্য
৮০৫	সত্যব্রত	শান্তিভূষণ রায়
৮০৬	সমর সরকার	সমরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
৮০৭	সমরেশ বসু	সুরথনাথ বসু
৮০৮	সমাধিপ্রকাশ আরণ্য	নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮০৯	সমীরণ গুহ	প্রমথনাথ গুহ
৮১০	সমুদ্রগুপ্ত	পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী
৮১১	সম্পাদক	সজনীকান্ত দাস
৮১২	সম্বুদ্ধ	অমূল্যকুমার দাসগুপ্ত
৮১৩	সম্রাট সেন	বেচু প্রামানিক
৮১৪	সলিলোচ্ছাস সাঁৎরা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৮১৫	সাধন ভাই	সাধন ভট্টাচার্য
৮১৬	সান্ত্বনাদেবী	বিজনলতা দেবী
৮১৭	সারথী বিদ্যালঙ্কার	কমলেশ ভট্টাচার্য
৮১৮	সারস্বত শর্মা	কালিদাস রায়
৮১৯	সিদ্ধার্থ	ধ্রুব মজুমদার
৮২০	সিদ্ধার্থ রায়	অরবিন্দ পোদ্দার
৮২১	সু-কু-দা	সুধীরকুমার দাস
৮২২	সু-কন্যা	সুরূপাদেবী
৮২৩	সুকন্যা	বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৮২৪	সুকুমারী দত্ত	গোলাপী দত্ত
৮২৫	সুগত সেন	সুবীর রায়চৌধুরী
৮২৬	সুজন মুখোপাধ্যায়	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
৮২৭	সুজা	সুশীল জানা
৮২৮	সুজাতা	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

৮২৯	সুদর্শন	জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৩০	সুদর্শন	বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
৮৩১	সুদর্শন চৌধুরী	নারায়ণ চৌধুরী
৮৩২	সুধাময় দেব	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৮৩৩	সুধীরশ্রী	সুধীরকুমার মিত্র
৮৩৪	সুনন্দ	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮৩৫	সুপায়	সুবোধ ঘোষ
৮৩৬	সুপ্রকাশ রায়	সুধীর ভট্টাচার্য
৮৩৭	সুপ্রিয় সোম	কমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য
৮৩৮	সুব্রহ্মণ্য	সুকৃতি রায়চৌধুরী
৮৩৯	সুবর্ণ চৌধুরী	অমরেন্দ্র দাস
৮৪০	সুবাস	পরিমলকুমার রায়
৮৪১	সুমিত্র	সুকুমার মিত্র
৮৪২	সুমিত্রাদেবী	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
৮৪৩	সু-মো-দে	সুরেন্দ্রমোহন দে
৮৪৪	সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮৪৫	সুরেশ্বর শর্মা	সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
৮৪৬	সুলতানা চৌধুরী	কবিতা সিংহ
৮৪৭	সুশীলকুমার	কামিনী রায়
৮৪৮	সূত্রধর	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৮৪৯	সূত্রধার	প্রবোধবন্ধু অধিকারী
৮৫০	সূর্যপ্রতিম	বিশ্বনাথ দে
৮৫১	সেবক	রাইচরণ চক্রবর্তী
৮৫২	সেবক	রাইহরণ চক্রবর্তী
৮৫৩	সেহজল	সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর
৮৫৪	সোমরাজ	চিত্তরঞ্জন দেব
৮৫৫	সোম রায়	রাজকৃষ্ণ রায়
৮৫৬	সৌম্যদর্শন	নির্মল বসু
৮৫৭	সৌমিত্র রায়	শঙ্কর মিত্র
৮৫৮	সৌরীন সেন	সলিল ভট্টাচার্য
৮৫৯	স্কটটমসন	প্রমথনাথ বিশী
৮৬০	স্কল্যার-জিপসি	সরোজ আচার্য

৮৬১	স্পুটনিক	রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮৬২	স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার	শক্তি চট্টোপাধ্যায়
৮৬৩	স্পেক্টেটর	পরিমল গোস্বামী
৮৬৪	স্বর্ণলতা চৌধুরী	সীতাদেবী
৮৬৫	স্বপনবুড়ো	অখিল নিয়োগী
৮৬৬	স্বরাজ বন্দোপ:ধ্যায়	গোকুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৬৭	স্বামী	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
৮৬৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	দেবব্রত বসু
৮৬৯	স্বামী বিবেকানন্দ	নরেন্দ্রনাথ দত্ত
৮৭০	স্বামী বেদানন্দ	কুমারেশ ঘোষ
৮৭১	হ-চ-হ	হরিশচন্দ্র হালদার
৮৭২	হরিদাস দাস	হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
৮৭৩	হরিদাস নামানন্দ	সতীশচন্দ্র রায়
৮৭৪	হরিদাসী নামানন্দ	সতীশচন্দ্র রায়
৮৭৫	হরিপদ কেরাণী	কানাই সামন্ত
৮৭৬	হলধর	মনমোহন ঘোষ
৮৭৭	হলধর ভড়	মোহিতমোহন ঘোষ
৮৭৮	হলবর্ণ রেখাবলী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮৭৯	হলায়ুধ	বিজয়কৃষ্ণ পাড়ুই
৮৮০	হর্ষক	অশোক চট্টোপাধ্যায়
৮৮১	হর্ষদেব	বিমল কর
৮৮২	হর্ষবর্ধন	আনন্দ বাগচী
৮৮৩	হাতুড়ী	প্রমথনাথ বিশী
৮৮৪	হাফিজ সিরাজী	সামছুদ্দীন মহম্মদ
৮৮৫	হাবিলদার	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
৮৮৬	হাবু শর্মা	ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৮৭	হাহা হুহু	নলিনীকান্ত সরকার
৮৮৮	হিরণ্যগর্ভ	লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার
৮৮৯	হিরণ্যপ্রিয়	সন্তোষ ঘোষ
৮৯০	হী-চৌ	হীরেন চৌধুরী
৮৯১	হুগলি কালেজের ছাত্র	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮৯২	হুতাশ হালদার	সজনীকান্ত দাস

৮৯৩	হুতোম প্যাঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ
৮৯৪	হেবো	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
৮৯৫	হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়	সজনীকান্ত দাস
৮৯৬	হেমেন্দ্রকুমার রায়	প্রসাদদাস রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

"২৯ তম অধিবেশন"

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের তারিখ, স্থান, সভাপতি ও উদ্বোধকের নাম এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথা সময়ে জানানো হবে।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় স্থির হয়েছে যে, এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব ভিত্তিক আলোচনা করা হবে। জনগণের অর্থে পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় ও গবেষণা গ্রন্থাগার, সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার, ডে ষ্টুডেন্টস্ হোম, পলিটেকনিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালনা, আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠকদের সহায়তা, স্থান, পাঠ্য সামগ্রী কর্মী প্রভৃতির সমস্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে পরিষদের কর্মসচিবের নিকট প্রেরণ করতে গ্রন্থাগার কর্মী, পরিষদ সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কার্যনির্বাহক সমিতি এই প্রস্তাবগুলি যথাযথ সম্পাদনা করে সম্মেলনে বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

পরিষদ ভবন
৩ নভেম্বর, ১৯৭১।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও সমস্যা

—শিবেন্দু মান্না।

গ্রন্থাগারের কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থাগার সম্মেলন ইত্যাদি সভায় নানাবিধ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন, কারণ গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যার সমাধান হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায় এখনো অতিক্রম করতে পারেনি। এখনো মুষ্টিমেয় জনসাধারণের দানে ও উৎসাহে এই প্রতিষ্ঠান-গুলি কোনরকমে বেঁচে আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিই গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ, সুতরাং গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই প্রাথমিক স্তরের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে না পারলে, গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ব্যাহত হবে।—গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কয়েকটি সমীক্ষা গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয় যেমন, (১) স্বাধীনোত্তর যুগে গ্রাম সমাজের সঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কি আত্মিকযোগ ঘটেছে? (২) গ্রাম-সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির প্রধান উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত এবং তা কতদূর কার্যকরী হয়েছে। সমস্যার স্বরূপ অনুধাবন করতে হলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে একটা সার্বিক আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাথমিক পরিবেশ :

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে মোটামুটি তিনস্তরে ভাগ করা যায় ক) গ্রন্থাগার, অর্থাৎ কেবলমাত্র বই লেনদেনের মধ্যেই কর্মসূচী সীমাবদ্ধ। খ) গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত খেলাধূলা ইত্যাদির ক্লাব। গ) ক্লাব বা সঙ্ঘের অন্যতম সক্রিয় অংশ হোল গ্রন্থাগার বিভাগ।

এইসব গ্রন্থাগার স্থাপনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় প্রাণবন্ত কিশোর ও তরুণের সক্রিয়তা ফললাভ করেছে এবং শতকরা ৯৯টি গ্রন্থাগারের শৈশব অবস্থাতেই প্রচণ্ড রকম স্থানাভাব, বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পরিচালনা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সংগঠনের প্রাথমিক স্তরেই জীবনীশক্তির অপচয় ঘটেছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী :

১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় লাভ ও উন্নতির জন্য একটি Library Advisory Committee নিয়োগ করেন। এই কমিটির প্রতিবেদনের মধ্যে মূল চারটি সুপারিশ হোল :

১) That the State and Central Govt. should accept the responsibility of establishment and maintainance of Public Library service. They should have a 25-year Library Plan to raise the condition of library service to a dimension commensurate with the cultural and educational needs of the people.

২) That Library service should be free to every citizen of India.

৩। That the organisational pattern in the country should comprise the National Library, the State Central Library, District Library, Block Library and Panchayat Library.

৪) That the Government should levy a cess of 6 paise in a rupee on property-tax in all places with permission for the local bodies to raise the cess.

প: বঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী :

প: বঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'Development of Library Service in West Bengal' পুস্তিকাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural Library) সম্পর্কে বলা হচ্ছে :—

১) To provide book-loan service and reading room facilities with special arrangements for women, children and neo-literates.

২) To organise and conduct adult education classes.

৩) To provide book-loan service to other libraries and deposit-centres within an alloted area. Rural libraries may be enrolled as members of the District Library. Books from the stock of the Rural Library as well as from those received on loan from the District Library may be lent to the branch libraries and individuals.

৪) To supply library-information and to co-ordinate library service by supervision, guidance and meetings etc.

৫) To organise cultural and educational activities.

গ্রন্থাগার পরিচালনা ও আর্থিক সাহায্য :

১৯৫০--৫১ সাল নাগাদ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প: বঙ্গ সরকার ad-hoc-grant মঞ্জুর করা ছাড়াও ১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Govt. Sponsored Rural Library Scheme'র প্রবর্তন করলেন। যে সব গ্রন্থাগার গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজন দীর্ঘদিন

ধরে মিটিয়েছে, মূলতঃ তাদেরকেই এই পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। পঃ বঙ্গের প্রতি থানা অথবা অঞ্চল উন্নয়ন ব্লকের (Development Block) ২ ৩টি গ্রন্থাগারকে মাসিক অর্থ সাহায্য দেবার বন্দোবস্ত রয়েছে এই Scheme-এ।

যে কোন গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রশ্নে তিনটি বিষয় ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—ক) দরদী কর্মী খ) নিয়মিত আর্থিক সাহায্য গ) জনসাধারণের গ্রন্থাগার চেতনা।

ক) দরদী কর্মী অনেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই আছেন। মূলত এঁদের নিঃস্বার্থ শ্রমের বিনিময়েই গ্রামাঞ্চলের বহু গ্রন্থাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যদিও ভয়াবহ বেকারী ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব গ্রাম বাংলায় রয়েছে তথাপি গ্রন্থাগার-দরদী কর্মীর অভাব এখনো ঘটেনি বলেই বিশ্বাস।

খ) আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারটা শুধু জটিল নয়, একটা প্রতিষ্ঠানের জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন। একটি পল্লী গ্রন্থাগারের মাসিক আয় গড়ে চল্লিশ টাকা। অর্থাৎ বাৎসরিক বাজেট ৫০০ টাকার মধ্যে। কাগজ, কলম, কালি, রেজিষ্টার, বই বাঁধাই বাবদ খরচাদি বাদ দিয়ে বাৎসরিক তিনশ টাকার অধিক মূল্যের বই খুব কম লাইব্রেরীই কিনতে পারেন।

এই পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সাধারণতঃ চাঁদার হার হচ্ছে: মাসিক পঁচিশ পয়সা—বিনিময়ে একখানি বই। মাসিক পঞ্চাশ পয়সা—বিনিময়ে দু'খানি বই। কোন কোন ক্ষেত্রে কিশোর ও মহিলাদের জন্য মাসিক চাঁদা বারো পয়সা।

একটি,দুটি গ্রামের যুবা তরুণরাই এইসব পল্লীগ্রন্থাগারের সভ্য। স্থায়ী সদস্য অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই খুব কম। Floating member-দের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে কর্মীরা নিঃশেষিত প্রাণ, District Social Education Officer যদি কাজকর্মের রিপোর্ট দেখে খুশী হন তবেই বছরের শেষে Non-recurring Grant-in-Aid এর একশ'টি টাকা পাওয়া হতে পারে—বই কেনা ইত্যাদি বাবদ। আজকাল এই সাহায্য পাওয়ার নিশ্চয়তা কোন পল্লী গ্রন্থাগারই দিতে পারেন না। যেখানে কর্মীরা সুসংবদ্ধ সেখানে যাত্রা, থিয়েটার এবং ছোটখাট দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার প্রয়াস চোখে পড়েছে।

চাঁদা প্রথা থাকা সত্ত্বেও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির চিত্র একটু ভিন্ন ধরণের। এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা হচ্ছে: একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন সাইকেল পিওন। প্রতিটি গ্রন্থাগার প্রাথমিকভাবে সরকারপক্ষ থেকে পাবে: গ্রন্থাগার ভবন তৈরীর জন্য এককালীন তিনহাজার টাকা, পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য এক হাজার টাকা এবং স্থানীয় জনসাধারণ দেবেন দুই হাজার টাকা। প্রতি গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনের মাইনে বা ভাতা ছাড়াও মাসিক Contingency বাবদ ৫০ টাকা করে অর্থ সাহায্য করেন পঃ বঙ্গ সরকার। সরকারী সাহায্য পেলেও Sponsored

Rural Library র আর্থিক অবস্থা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের নিয়ামক ও প্রধান পরিচালক। স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত এক পরিচালক সমিতি।

গ) যে কোন আন্দোলনকে স্থায়ীত্ব দিতে গেলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। জনগণের গ্রন্থাগার চেতনা যদি জাগ্রত না হয়, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে যদি সচেতন না করা যায় তবে নির্দিষ্ট ফল লাভ করা অসম্ভব।

গ্রন্থাগারকে বলা হয় 'a piece of educational equipment designed to further definite ends'—এই সক্রিয় চেতনাই গ্রন্থাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে এই চেতনা কতটা আছে ?

গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কে, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত না হলে পল্লীসমাজে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ফলদায়ক হবে না।

গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা ও কর্তব্য :

"গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য অর্ধেক নিষ্ফল হয়ে যায়—যদি না গ্রন্থাগারিক উপযুক্তভাবে তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করেন। তাঁর পরিচালন প্রতিভার পূর্ণ প্রয়োগে গ্রন্থাগার এক বিশিষ্ট গতিশীলরূপ ধারণ করে। বস্তুত: গ্রন্থ, পাঠক ও গ্রন্থাগারিক—এই ত্রি সমবায়ে গ্রন্থাগারের সাফল্য এবং গ্রন্থাগারিকই তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থ শক্তি।" গ্রন্থাগারিকের গুণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হচ্ছে: He must be a lover of books, he must be an educationist in the broadest sense of the word, he must possess abilities of an administrator. একথা অস্বীকার করা যায় না, গুণান্বিত গ্রন্থাগারিকের অভাব প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারেই আছে। সার্থক গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির জন্যেও একটা কর্মসূচীর প্রয়োজন আছে। শুধু টেকনিক্যাল বিদ্যায় শিক্ষিত হলেই হবে না, বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য যে শিক্ষা দরকার তার অভাব গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

পঃ বঃ সরকারের কর্মসূচী ও S.E.O. এবং D.S.E.O. :

আর্থিক অনুদানের বিনিময়ে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংহত রূপদানের জন্যেই সরকারী পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা কি দেখছি? কোন Govt. Sponsored Rural Library র কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে Maintainance-Grant-in-Aid পান না। ফলে paid staff দের বেতন বা ভাতা ক্ষেত্রবিশেষে তিন থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত বাকী থাকে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রম দান করতে পারেন কিন্তু বুভুক্ষু কর্মীদের দিয়ে কি কাজ করান সম্ভব ?

আর এই অবস্থাতে কর্মীরা কাজ করলেও, একটা অব্যবস্থাকে কি নিয়ম বলে মেনে নিতে হবে? যেখানে পঃ বঃ সরকারের প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মচারী মাস পয়লা বেতন পান সেখানে মুষ্টিমেয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা কেন যথা সময়ে বেতন পাবেন না?

এই অবস্থার ফলে কি হচ্ছে? আর্থিক অনুদান আসছে (অনিয়মিত হলেও) কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে, কাজ সুপরিচালনার অভাবে, যথোচিত ফল লাভ হচ্ছে না।

জেলা বা ব্লক পর্যায়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংহত রূপদান করতে হলে, নিয়মিত আর্থিক সাহায্য ও সুষ্ঠু পরিচালনার সঙ্গে উন্নয়ন ব্লকের Social Education Organiser এবং জেলার সমাজ শিক্ষাধিকারিকদের আরও সহানুভূতিশীল ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংযুক্তি প্রয়োজন।

পল্লীসমাজে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সর্বার্থসাধক রূপদান করতে হলে যে তিনজন অগ্রাধিকার পাবেন, তাঁরা হলেন: ক) গ্রন্থাগারিক (গ্রন্থাগার পর্যায়ে) খ) Social Education Organiser (ব্লক পর্যায়ে) গ) Social Education Officer (জেলা পর্যায়ে) এবং এঁদের সঙ্গে যুক্ত হবেন স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা।

কিন্তু এঁদের অর্থাৎ গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে S.E.O এবং D.S.E.O'র পারস্পরিক সংযোগ এত বিচ্ছিন্ন যে সারা বছরের মধ্যে একবার মিলিত হয়ে নতুন কর্মসূচী তৈরী করা অথবা বিগত বৎসরের কর্মের সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করেন কিনা সন্দেহ। কোন কোন জেলায় কয়েক বছর অন্তর ১টি করে মিটিং হয় গ্রন্থাগারের সচিব, গ্রন্থাগারিক এবং জেলা সমাজ শিক্ষা অফিসারকে নিয়ে। এসব মিটিং-এ Social Education Organiser যোগ দেন না। আলোচ্য বিষয়ের নির্দিষ্টতা না থাকলেও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী হিসাবে যে Resolution গৃহীত হয় তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আগ্রহ সরকারী প্রশাসনের পক্ষ থেকে কখনো দেখা যায় না।

ভবিষ্যৎ ভাবনা:

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য সামাজিক সম্মেলন। তাই সাম্বৎসরিক কর্মসূচী বছরের প্রথমেই সুষ্ঠুভাবে স্থির করা ও পরে পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গ্রন্থাগারের বিচিত্র সম্ভার সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সভা ও আলোচনা, পুস্তক বিশেষের সারাংশ গল্পাকারে বলা, কথকতা, ধর্মপুস্তকাদি পাঠ, display board এ প্রাত্যহিক সংবাদ পরিবেশন করা, মধ্যে মধ্যে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি অথবা নানারূপ চিত্র ও চার্ট সহযোগে প্রদর্শনী করা প্রয়োজন। লোকপ্রিয় কিন্তু গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তার একটি সূত্র।

পল্লী গ্রন্থাগার হয়ে উঠুক সামাজিক মিলন কেন্দ্র। কেবল সাক্ষর নয়—নিরক্ষরের প্রয়োজনমত অবসর বিনোদনের ও বিবিধ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হোক। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, সাক্ষর-নিরক্ষর, শিশু-কিশোর-যুবারা প্রয়োজন মতো কিভাবে গ্রন্থাগারকে কাজে লাগাতে পারে তার সমীক্ষা করা উচিত। তথাকথিত নিরক্ষরদের মধ্যেও সংগঠনী-শক্তি আছে, তাকে প্রয়োজন মতো কাজে লাগান উচিত। তাহলে কর্মী সমস্যার সমাধান কিছু পরিমাণে হবে।

প্রতি ব্লকের গ্রন্থাগার-কর্মী, গ্রন্থাগারিক ও Social Education Organiser দের বছরে অন্ততঃ চারবার মিলিত হওয়া প্রয়োজন। বই নির্বাচন, বই বাঁধাই, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে বই বিনিময়, গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কিত বিবিধ আলোচনা ছাড়াও, বিভিন্ন রকমের প্রদর্শনী ইত্যাদির যুক্ত-কর্মসূচী প্রণয়ন করা যেতে পারে।

রেফারেন্স সমস্যার সমাধানের জন্য ইয়ার বুক, পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্র গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

গ্রন্থাগারের কাজ হলো যারা পড়তে চায়, তাদের পড়ার সুযোগ দেওয়া। সুতরাং গ্রামীণ গ্রন্থাগারে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের জন্য একটি Text Book বিভাগের ব্যবস্থা থাকা উচিত। মহিলাদের কাছে গ্রন্থাগার থেকে বই পৌঁছে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

ডাইরেক্টরী সংকলনে আপনার গ্রন্থাগারের বিবরণী পাঠিয়েছেন কি ?
না পাঠিয়ে থাকলে আজই পাঠান।

পরিষদ ভবন
১০ নভেম্বর, ১৯৭১

আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা—

গত ১লা নভেম্বর, ১৯৭১ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে। সভায় শিক্ষণ সমিতির সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল অনুমোদিত হয় এবং তাহা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। পরীক্ষার জন্য ১৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নাম তালিকাভুক্ত করেন, এর মধ্যে ১৩৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। মোট পাশ করেছেন ১০৭ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬৮ জন। শতকরা পাশের হার ৭৭·৫৪ জন। (বিস্তারিত ফলাফল অন্যত্র মুদ্রিত হয়েছে)।

কাউন্সিল সভা—

গত ৭।১১।৭১ তারিখে পরিষদভবনে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

ক) কর্মসচিব বিগত কাউন্সিল সভার বিবরণী ও সিদ্ধান্ত পাঠ করেন। উহা অনুমোদিত হয়। কর্মসচিব বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নয়নে পরিষদের পক্ষ থেকে কি করা হয়েছে তার বিবরণ রাখেন।

খ) সংগঠন ও সংযোগ সমিতি, বেতন ও পদমর্যাদা সমিতি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতি, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও প্রকাশন সমিতি, অর্থ ও হিসাব সমিতি, গ্রন্থাগার সমিতি, পরিষদ ভবন ও ডাইরেক্টরী উপসমিতি সমূহের পক্ষ থেকে কাজের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়।

গ) আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (২৯ তম অধিবেশন) সম্পর্কে স্থির হয় যে উক্ত সম্মেলন ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। বর্ধমান জেলার চকদিঘী ইউনিয়ন পাঠাগার এবং থানা যাদবেন্দ্র পাঠাগার হতে যে আমন্ত্রণ এসেছে সে সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে নানাবিধ সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে পরবর্তী কার্যনির্বাহক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আরো স্থির হয় যে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাবভিত্তিক আলোচনা হবে। এ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে পূর্বেই প্রস্তাবাদি আহ্বান করা হয়। সম্মেলনের সভাপতি ও উদ্বোধক পরে স্থির হবে।

ঘ) গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে কর্মসচিব তা উপস্থিত করেন। উহা অনুমোদিত হয়।

ঙ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বিবিধ কর্মসূচী, যথা জেলা সম্মেলন, গণ অভিযান, স্বাক্ষর সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মসূচী বিস্তারিত ভাবে প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় কার্যনির্বাহক সমিতির উপর।

চ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তনে অস্বীকার করায় উহা নিন্দা করা এবং উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী জানিয়ে শ্রীঅজয় ঘোষ কর্তৃক উত্থাপিত ও শ্রীকিরণ ভট্টাচার্য সমর্থিত এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ছ) শ্রীগোবিন্দ মল্লিক প্রস্তাব করেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সে ছাত্র ছাত্রীদের কোন একটি গ্রন্থাগার সম্পর্কে মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করার বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং শিক্ষণ সমিতির বিবেচনার জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।

বিশেষ সভা—

কাউন্সিল সভার পর বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে। সভায় গত ২রা অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'এর

জেলা শাখা সমূহের যুগ্মসচিবদের প্রতি

॥ ২০শে ডিসেম্বর '৭১ গ্রন্থাগার দিবস ॥

গ্রন্থাগার দিবস জেলাস্তরে উদ্যাপনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

"২০ ডিসেম্বর" ॥ কোলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ ॥

উক্ত দিনটি বাদ দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোনদিন "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্যাপনের জন্য প্রধানত জেলার সদর সহর বা মহকুমা সদর সহরে জেলার কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করুন। গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগার দরদী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানান। সভাপতি ও প্রধান বক্তা, স্থান, সময় দিন ঠিক করে পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে জানান। উপযুক্ত সময়ে খবর পেলে, কেন্দ্র থেকেও অন্তত একজন বক্তা পাঠানো হবে। পোস্টার লিফলেট পাঠানো হবে। স্থানীয়ভাবে ফেস্টুন টাঙাতে হবে।

পরিষদ কথা
১৪।১১।৭১,

সত্যব্রত সেন
যুগ্মকর্মসচিব ও
আহ্বায়ক, সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি

গ্রন্থাগার সংবাদ

চব্বিশ পরগণা

চানক পাঠাগার, পার্ক রোড, পোঃ তালপুকুর, ব্যারাকপুর—

বিগত ২৪।৯।৭১ তারিখে চানক পাঠাগারে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সভায় তারাশঙ্করের বিভিন্ন রচনা হতে পাঠ করা হয় এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার, পোঃ কাঁদোয়া—

বিবেকানন্দ জন্ম উৎসব উপলক্ষে পাঠাগারের পরিচালনায় একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রবন্ধ, আধুনিক কবিতা এবং ছোট গল্প ইত্যাদি পাঠানো চলবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২রা পৌষ, ১৩৭৮ সাল। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন।

বর্ধমান

কালনা সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী, পোঃ কালনা—

গত ২৮শে ভাদ্র ১৩৭৮ তারিখে গ্রন্থাগার সভ্যগণ অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম ও পোঃ সতীনন্দী—

গত ৩১।৮।৭১ তারিখে পাঠাগারের পরিচালনায় একটি বনমহোৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর মহকুমাধিকারিক শ্রীঅশোক কুমার চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীতারাপদ ঘোষ এবং শ্রীঅমল কুমার দাস। সভায় বনমহোৎসব সম্পর্কে একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বশ্রী শিশির কুমার তা, কৃষ্ণ মণ্ডল, পরিমল কুণ্ডু, গৌর দত্ত, বিমল অধিকারী, চিত্রিতা পাঁজা, দীপালী দে, চন্দ্রাবলী সাধু, শ্রীমিত্রা মণ্ডল। শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি—

সমিতির শিশু পাঠাগার বিভাগ ২৭তম বীরাষ্টমী ব্রত অনুষ্ঠান প্রভাতফেরী, শ্রমদান, সমবেত ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেন।

গত ২রা অক্টোবর গান্ধী জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীদিলীপ কুমার রায়। বিকালে তরুণ সভ্য সভ্যাদের আলোচনাচক্রের আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীজীবনী, সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবীর কুমার রায়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী

গত ৩১শে ভাদ্র, ১৩৭৮ তারিখে সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীশ্রীশ চন্দ্র নন্দী এবং সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী আভা নন্দী ও দীপা গুহ।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আইনজীবী শ্রীগোবিন্দপদ মাইতির সভাপতিত্বে ও শ্রীপরিমল বিশ্বাসের প্রধান আতিথ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষরতা দিবস প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস পালিত হয় শ্রীগোবিন্দপদ মাইতির পৌরোহিত্যে। সভায় প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীভট্টাচার্য এবং সভাপতি মহাশয় স্বয়ং। এই উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত প্রাচীর পত্র একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ।

২রা অক্টোবর একটি চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে গান্ধী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

১৪ই অক্টোবর তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে তমলুক ব্রহ্মবিদ্যা শাখাকেন্দ্রের সহযোগিতায় একটি আলোচনা সভা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল—"মানুষ নিজেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্রষ্টা।" উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীছবি মণ্ডল ও শ্রীগোপাল মণ্ডল। সভার উদ্বোধক ছিলেন এস, ডি, ও শ্রীআর, এন সমাদ্দার। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ পাল। সভায় ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয় এবং সভার শেষে তমলুক ব্রহ্মবিদ্যা সংস্থার অন্যতম সদস্য কুমারেশ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পল্লীজ্যোতি পাঠাগার, পোঃ কুকড়াহাটি—

বিগত ২৯।৮।৭১ তারিখে পাঠাগারের সাধারণ সভা বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাজ-রাজেশ্বর প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপতিতপাবন চক্রবর্তী মহাশয়। আগামী তিন বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় সভাপতি — শ্রীবিমল কুমার ভট্টাচার্য, সহঃ সভাপতি — শ্রীসহদেবচন্দ্র মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক — শ্রীশঙ্করচাঁদ দাস, সম্পাদক (গ্রন্থাগার)— শ্রীকাশীনাথ দাস, সহঃ সম্পাদক (গ্রন্থাগার) — শ্রীনারায়নচন্দ্র শাসমল, সম্পাদক (ক্রীড়া)—শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর দাস, সহঃ সম্পাদক (ক্রীড়া)—শ্রীসুশান্ত কুমার মাইতি, সম্পাদক (সমাজ উন্নয়ন) — শ্রীপবিত্র কুমার প্রধান, সহঃ সম্পাদক (সমাজ উন্নয়ন) — শ্রীজয়দেব মণ্ডল, সম্পাদক (সাংস্কৃতিক) — শ্রীঅমলেন্দু দাস, সহঃ সম্পাদক (সাংস্কৃতিক) — শ্রীসুরেশ চন্দ্র মাইতি, হিসাব পরীক্ষক — শ্রীনিরঞ্জন কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ — শ্রীসুভাসচন্দ্র মাইতি, সহঃ কোষাধ্যক্ষ — শ্রীসুদর্শন চন্দ্র মাইতি, গ্রন্থাগারীক — শ্রীতমালবরণ সিংহ, গ্রন্থাগারীক — শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্র পাঠাগার, পোঃ মহিষাদল—

রবীন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে ২য় বর্ষ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১০।১২।৭১। ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান সমূহ পাঠাগার সম্পাদক শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

হাওড়া

সারস্বত লাইব্রেরী—

গত ২৩।১০।৭১ তারিখে ১৯৭১-৭৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীসত্যনারায়ণ শ্রীমানী
সহঃ সভাপতি—শ্রীকানন বিহারী শ্রীমানী
সম্পাদক—শ্রীসমর ভট্টাচার্য
সহঃ সম্পাদক—শ্রীশচীকান্ত শ্রীমানী
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুজয় কুমার শ্রীমানী
গ্রন্থাগারিক—শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য

সভ্যবৃন্দ—সর্বশ্রী সমীর ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর লাল শ্রীমানী, গোবিন্দ শ্রীমানী, অজয় নস্কর ও বিশ্বনাথ শ্রীমানী।

সঙ্কলনে :—শিবেন্দু মান্না ও অসীম ঠাকুর

বার্তা-বিচিত্রা

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—

এবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন চিলির কবি ও কূটনীতিক পাবলো নেরুদা। ১৯০৪ সালের ১২ই জুলাই চিলির পারালেতে রিকার্দো এলিজার নেফতালি রিয়েস বাসোয়ালতোর জন্ম। কবিতা বিরোধী পিতার হাত থেকে কবিতা লুকোবার জন্য ১৫ বছর বয়স থেকে তিনি পাবলো নেরুদা ছদ্মনামে লেখা শুরু করেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থের নাম ক্রেপাসকুলারিও (Crepusculario)। পরের বছরে 'কুড়িটি প্রেমের গল্প ও একটি দুঃখের গান' গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি হিসাবে স্বীকৃতি পান। কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে ১৯৪৫ সালে তিনি চিলির সিনেটে নির্বাচিত হন, কিন্তু প্রেসিডেন্টকে সমালোচনার জন্য তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৫০ সালে তিনি স্তালিন পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যান্টো জেনারেল (Canto General), দি অ্যাটেম্প্ট্ অব ইনফিনিট ম্যান (১৯২৫) দি এনথুসিয়াস্টিক সিঙ্গার (১৯৩৩), রেসিডেন্স অন আর্থ (১৯২৫-৩৫) ফিউরিজ এ্যাণ্ড দি পেইন (১৯৩৯) প্রভৃতি।

অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে ভারতের গ্রন্থ উপহার—

সম্প্রতি ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত অষ্টাবিংশ ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীএ, এন, টমাস অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারিকের হাতে মহাভারতের ২২ খণ্ডের এক দুর্লভ সংস্করণ দান করেন। ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে সম্পাদিত এই সংস্করণের সংযোজনের ফলে ভারতীয় সাহিত্যের সংগ্রহে বিশিষ্ট এই জাতীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধতর হলো।

আসাম লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, গৌহাটি—

গত ২-১.৫ এপ্রিল, ১৯৭১ আসাম লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কার্যসূচী সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান লাভ করা হবে। এই উপলক্ষে আসামের গ্রন্থাগারজগতের বিভিন্ন সংবাদ এবং প্রবন্ধ সমৃদ্ধ একখানি সুন্দর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

কানাডায় বর্গীকরণ সম্মেলন—

বাঙ্গালোরের ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টারের সিনিয়র লেকচারার শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য ডঃ রঙ্গনাথনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে ১ থেকে ৫ই অক্টোবর ১৯৭১

কানাডায় অটোয়াস্থ বর্গীকরণ সংক্রান্ত এক সম্মেলনে যোগদান করেন। অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ফ্যাকাল্টি কর্তৃক আহূত এই সম্মেলনে ২৫ জন বর্গীকরণ ও দর্শনের বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য ডঃ রঙ্গনাথন ও তাঁর যুক্ত উদ্যোগে লিখিত একটি প্রবন্ধ এই সম্মেলনে পাঠ করেন। ফেরার পথে তিনি নিউইয়র্ক লণ্ডন ও মস্কোয় কতকগুলি ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কয়েকটি স্থানে তিনি ভারতে বর্গীকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তৃতাও করেন।

ডিউই বর্গীকরণ অষ্টাদশ সংস্করণ—

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি ডিউই দশমিক বর্গীকরণের অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিব্লিওগ্রাফীতে এই নতুন সংস্করণের বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে গণিত, অর্থনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে।

বিশ্ব গ্রন্থমেলা, ১৯৭২—

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষ' হিসাবে পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তদনুযায়ী ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট-এর উদ্যোগে এবং ফেডারেশন অব পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুকসেলার্স এ্যাসোসিয়েশনের আনুকূল্যে আগামী বছরের গোড়ার দিকে নয়াদিল্লীতে এক বিশ্ব গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই মেলার উদ্বোধন হচ্ছে আগামী ২২শে জানুয়ারী এবং শেষ হচ্ছে ৬ই ফেব্রুয়ারী।

মধ্যপ্রদেশ গ্রন্থাগারিকদের সংশোধিত বেতনক্রম—

মধ্যপ্রদেশে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের বেতন সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ১লা জুলাই থেকে এই সংশোধিত বেতনক্রম চালু করা হয়েছে। সংশোধিত বেতন টাকা ৩০০-২৫-৬০০ (পূর্বে বেতনক্রম ছিল ১১০-১৯০ এবং ১৯০-৩০০)।

সংবাদপত্রের পাঠক—দেশে দেশে—

ইউনেস্কোর বর্ষপঞ্জীর তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে সংবাদপত্রের সর্বাপেক্ষা আগ্রহী পাঠক হিসাবে সুইডেনের জনগণ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। সংবাদপত্র বিক্রয়ের হার অনুসারে দেখা যাচ্ছে গড়ে প্রতি হাজার জন সংখ্যায় সুইডেনে বিক্রয়ের সংখ্যা ৫১৮ খানি, জাপানে ৪৯২ খানি, লণ্ডনে ৪৬৩ খানি, ডাহোমিতে ১ খানি, এবং মালিতে এই সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ০.৬। সংবাদপত্র বিহীন দেশের সংখ্যা ৪৩টি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ইউনেস্কো পুরস্কার—

নিরক্ষরতা দূরীকরণে তথ্যমূলক নিবন্ধের উপর এই সর্ব ইউনেস্কো দুটি পুরস্কার দিয়েছে। এই পুরস্কার দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে, 'রাজা পহলভি পুরস্কার' ৫,০০০ ডলার মূল্যের এই পুরস্কারের অর্থ দান করেছেন ইরানের শাহ এবং অপরটি দান করেছেন সোভিয়েত সরকার মহামতি লেনিনের স্ত্রী Nadezhda K. Krupskaya-র নামে; এর অর্থ মূল্য হচ্ছে ৫,০০০ রুবল্‌স (রুশ মুদ্রা)।

সঙ্কলয়িত্রী: ঊষা গুহঠাকুরতা ও মিনতি চক্রবর্তী

পুনর্মিলন উৎসব ১৯৭১

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১, বেলা ৩টায় মহাবোধি সোসাইটি হলে পরিষদের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

উৎসবের সাফল্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। চাঁদা ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়
অসিতবরণ গুহ
যুগ্ম সম্পাদক
পুনর্মিলন সমিতি (১৯৭১)

পরিষদ ভবন
১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

পুস্তক পর্যালোচনা

অশোক মিত্র সম্পাদিত ও অরুণ কুমার রায় সঙ্কলিত। 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা'। দিল্লী, ম্যানেজার অব পাবলিকেশনস, ১৯৭১। খণ্ড ৩। মূল্য ১০.৫০।

গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড উৎসাহী পাঠকমহলে ইতিমধ্যে সপ্রশংস অভ্যর্থনা লাভ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে শিরোনাম থেকে মনে হতে পারে এটি হয়তো পূজাপার্বণ ও মেলার একটি গতানুগতিক বিবরণ মাত্র। বস্তুত সুবিশাল গ্রন্থটি থেকে অনুসন্ধানী পাঠক ও গবেষক বাঙালির ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের বহু উপকরণ পাবেন।

১৯৬১ সালে ভারতের জনগণনাসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার উৎসব ও মেলা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য খণ্ডটিতে কেবল চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলা দুটির তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। মোট পাঁচটি খণ্ডে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে।

শুধুমাত্র পূজাপার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত লোকাচার, ধর্মানুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কাজ-কারবারের কয়েকটি খণ্ডচিত্র গ্রন্থটিতে পরিবেশিত হয়নি। বস্তুত বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস, সমাজের আঙ্গিক কাঠামো, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তির আধার ও উৎস, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল জনচিত্তের অভিব্যক্তি ও রূপান্তর এবং পালপার্বণে সেই মানসিকতার প্রতিফলন এবং সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত বহুবিধ উপকরণ ইতিহাসবেত্তা, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রনীতিক তথা সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে সুলভ হয়েছে। এতে তথ্যাদির সঙ্গে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নিষ্ঠা প্রশংসার দাবি করে।

মানচিত্র চার্ট আর্টপ্লেটে ছাপা ছবি গ্রন্থটির সমৃদ্ধি সাধন করেছে। গ্রামবিবরণীতে প্রতিটি সংলেখের শেষে সবিস্তারে তথ্যদাতার নামোল্লেখ অন্যান্য গ্রন্থকার ও সংকলকের কাছে একটি দ্রষ্টব্য নিদর্শন। গ্রামের পথ ঘাট থেকে শুরু করে অধিবাসীদের পেশা ধর্ম জাত ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক তথ্যই দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশনায় যুক্ত সকলকেই অভিনন্দিত করি। পরিশিষ্টে প্রদত্ত স্থানসূচির বিন্যাস নির্ভুল নয়।

—সৌমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-পঞ্জী

Hindi Sandharb (Index in Hindi) ed. by Umesh Ch. Tandan, Jaipur, Rajasthan University library, 1970. 310 P. Rs. 30.00.

নির্বাচিত হিন্দী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র থেকে সংবাদ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য মন্তব্যের একটি সম্মিলিত সূচীগ্রন্থ। বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ গবেষণার পক্ষে একটি অত্যন্ত মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ

Indian publishers' Directory—comp. & ed. by Amitabha Chatterjee. Calcutta, Mukherjee Book House, 1971. 66 P. Rs. 15·00.

এই গ্রন্থে একহাজার পুস্তক প্রকাশক সংস্থার নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে। সরকারী, আধা সরকারী ও শিক্ষামূলক যে সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থ প্রকাশ করে তাদের নামও আছে। প্রত্যেক প্রকাশকের প্রধান অফিস ও অন্যান্য সমস্ত শাখা অফিসের ঠিকানা টেলিফোন নং টেলিগ্রাফের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতা এই চারটি শহরের নামে পৃথক তালিকায় সেই সেই শহরের প্রকাশকদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। যে কোন পুস্তক বিক্রেতা, প্রকাশক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থাগারিকদের এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

Current Biography year book, 1969—ed. by Charles Moritz. N. Y., H. W. Wilson, 1970. 514 P. $ 12·00.

এই জীবনী-সংকলন গ্রন্থে সম্প্রতিকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতনামা ১৯৭ জন ব্যক্তির জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য রাজনীতি, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, গ্রন্থাগারবৃত্তি ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেরই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রত্যেক নামের সঙ্গে ব্যক্তির নামের উচ্চারণ জন্ম তারিখ ও ঠিকানা আছে। এই গ্রন্থে আমেরিকার দুজন বিখ্যাত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর জীবনী দেওয়া হয়েছে। ১৯৬১-৬৯ পর্যন্ত জীবনী বর্ষপঞ্জীর একটি সম্মিলিত সূচী আছে।

Author table for Hindi Names (Hindi Granthakar Sarani); by S. R. Yadav, S. P. Goyal & T. C. Jain. Delhi : Daryaganj. Metropolitan Book Co., 1971. 77 P. Rs. 40·00.

হিন্দী গ্রন্থাকারনামা, হিন্দীগ্রন্থ বর্ণীকরণ করার বিশেষ সুবিধা করেছে। Cutter Author table ব্যবহার না করে হিন্দীতে লেখা বইগুলো এই গ্রন্থকারনামা দিয়ে সহজেই পৃথকীকরণ করা যায়। এতে ২৭,৯৬১টি নামের সঙ্গে ১,৩৯,৮০৫টি সহযোগী নাম আছে। (Combination).

সঙ্কলয়িত্রী : শ্রীমতী গীতা মিত্র।

রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়ার গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনে সার্টিফিকেট (১৯৭১) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

গুণানুসারে

১।	শ্রীধনেশ্বর মুখোপাধ্যায়	ডিস্টিংশন	১৫।	শ্রীহিমাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়	পাশ
২।	,, রবীন্দ্রনাথ দাস	,,	১৬।	,, গঙ্গাধর দাস	,,
৩।	,, দিলীপ কুমার মুখোটি	,,	১৭।	,, কেনারাম দে	,,
৪।	,, পঙ্কজকান্তি কর	,,	১৮।	,, রাঘবচন্দ্র কুইরী	,,
৫।	,, তরুণকান্তি শূর	,,	১৯।	,, তারাসাধন মুখোপাধ্যায়	,,
৬।	,, অরূপ বসু	,,	২০।	,, প্রণবকুমার পাল	,,
৭।	,, রঙ্গলাল মাহাতো	পাশ	২১।	,, সুদর্শন মাইতি	,,
৮।	,, প্রদীপকুমার নন্দী	,,	২২।	,, পরেশচন্দ্র কর	,,
৯।	,, অজিতপ্রসাদ জানা	,,	২৩।	,, নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়	,,
১০।	,, রাজারাম রায়	,,	২৪।	,, শিশিরকুমার সেন	,,
১১।	,, রথীন্দ্রকুমার আচার্য	,,	২৫।	,, সৌরভকুমার মণ্ডল	,,
১২।	,, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	,,	২৬।	,, অজিতকুমার ঘোষ	,,
১৩।	,, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	২৭।	,, সমীররঞ্জন দাস	,,
১৪।	,, নিতাইচাঁদ ঘোষ	,,			

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১৯৭১)
উত্তীর্ণদের তালিকা

প্রথম শ্রেণী

(গুণানুসারে বন্ধনীতে রোল নং)

১। ইন্দুলেখ ভট্টাচার্য (১২)
২। সুচিত্রা আচার্য (১)
৩। অলককুমার চক্রবর্তী (১৬)
৪। মৈথিলী সেনগুপ্ত (৯৯)
৫। রবীন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য (১১০)
৬। পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় (২২)
৭। শেফালী রুদ্র (৮৭)
৮। অমিতবরণ গুহ (৫৪)
৯। অরুণকুমার বসু (১০)
জয়শ্রী ঘোষ (৪০)
১০। অমিতা রায় (৭৯)
১১। অর্চনা ঘোষ (৪৫)
১২। বাসবদত্ত সিংহ (১০২)
মনিকা সান্যাল (এন ১৫)
১৩। রাণু মুখোপাধ্যায় (৭১)
১৪। মমতা সান্যাল (৯১)
১৫। সুররঞ্জন ঘোষদস্তিদার (৫০)
১৬। জয়ন্তী চৌধুরী (২৬)
১৭। অর্চনা মল্লিক (১১৬)
১৮। মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (এন ৩)
১৯। অরুণা ভট্টাচার্য (১১)
২০। গীতশ্রী সেনগুপ্ত (৯৭)
২১। বিমল ভট্টাচার্য (এন ৫)
২২। অসমঞ্জ সিদ্ধান্ত (এন ১৮)
২৩। পরেশচন্দ্র দাস (২৭)
বিশ্বনাথ ঘোষ (৩৫)
শুক্লা নন্দী (৭৪)
২৪। সোমেশপ্রসাদ রায়চৌধুরী (৮৫)
ভারতী সরকার (৯৪)
২৫। মঞ্জু দত্ত (৩১)
২৬। মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (৬)
২৭। নারায়ণ নাহা (৭৩)
২৮। বিমলকুমার রুদ্র (৮৬)
২৯। নিমাইকুমার মুখোপাধ্যায় (৬৯)
৩০। মায়া চট্টোপাধ্যায় (২১)
মীনা মজুমদার (৮৯)
৩১। করবী বন্দ্যোপাধ্যায় (৫)
৩২। তনিমা দত্ত (৩৬)
৩৩। আরতি রায় (৮০).

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নং অনুযায়ী

রোল নং

৭ মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ প্রণতি ভট্টাচার্য
১৪ লিপিকা ভৌমিক

১৫ বেলা বিশ্বাস
১৭ অমিতকুমার চক্রবর্তী
১৮ মিনতি চক্রবর্তী
১৯ অবনী কুমার চট্টোপাধ্যায়
২০ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২৩ লীলা চট্টোপাধ্যায়
২৮ রণজিৎকুমার দাস
২৯ বানী দত্ত
৩০ কার্তিকচন্দ্র দত্ত
৩৩ সুকুমার দত্ত
৩৪ কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭ তপন কুমার দত্ত
৩৯ ষষ্ঠীচরণ দে
৪০ অর্চনা গঙ্গোপাধ্যায়
৪১ মনিলা গঙ্গোপাধ্যায়
৪২ সঙ্ঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়
৪৩ নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল
৪৮ শাশ্বতী ঘোষ
৫৫ বীথিকা গুহ
৫৬ গীনা গুহসরকার
৫৮ ভারতী জোয়ারদার
৫৯ মদনমোহন মহাপাত্র
৬০ বিমলকুমার মাইতি
৬১ সন্দীপকুমার মল্লিকচৌধুরী
৬২ আলপনা মণ্ডল
৬৩ জেব্বাস মণ্ডল
৬৫ দেবনারায়ণ মান্না
৬৬ শুভেন্দু মান্না
৬৭ বনানী মনস্থর
৬৮ কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়
৭০ প্রমীলা মুখোপাধ্যায়
৭২ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
৭৬ চিত্তরঞ্জন পাল
৭৭ কাজী সামসুল আলম
৭৮ অজিতকুমার রায়
৮১ নারায়নী রায়
৮২ নির্মলচন্দ্র রায়
৮৩ স্বপনকুমার রায়
৮৪ বিকাশ রায়চৌধুরী
৯২ শম্ভুনাথ সরদার
৯৩ শ্যামল সরদার
৯৫ প্রতাপাদিত্য সরকার
৯৬ অরুণকুমার সেন
৯৮ ইন্দুপ্রভা সেনগুপ্ত
১০০ রমা সেনগুপ্ত
১০১ বানী সিংহ
১০৪ রতনকুমার ঘোষ
১০৬ সনাতন পাল
১০৭ মহেন্দ্রনারায়ন পাঠক
১০৮ রামঅধর তেওয়ারী
১১৩ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৭ দিলীপকুমার কুণ্ডু
১১৮ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৯ স্বপনকুমার সাহা
১২০ দেবব্রত নন্দী
১২৪ অজিতকুমার মণ্ডল
১২৬ রেবা চক্রবর্তী
এন ২ জয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
এন ৮ অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়
এন ৯ অনিল কুমার চৌধুরী
এন ১০ বানী দাশগুপ্ত
এন ১২ বসন্তকুমার জানা
এন ১৪ ছবি মিত্র
এন ১৬ দেবশঙ্কর সরকার

অপূর্ব সুযোগ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত অর্ধমূল্যে বিক্রয় করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকে যে অর্ধমূল্যের উপর কোন অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হবে না।

ইচ্ছুক ক্রেতাগণ অবিলম্বে পরিষদ ভবন থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করুন।

পুস্তকের তালিকা

১ West Bengal Library Directory

২ Library Service in India to-day

৩ নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

৪ রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

৫ গ্রন্থবিজ্ঞা

৬ বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

পরিষদ ভবন
২০ নভেম্বর, ১৯৭১

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সচিব, 'গ্রন্থাগার' ও প্রকাশন সমিতি।

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 7 : Oct.-Nov., 1971 (Kartick, 1378 B.S.)

Blackmarketeering in white paper : Editorial

The monumental rise of price of the white papers and the creation of fake scarcity of papers cause a great difficulty to the periodicals and publications. This is due to the Blackmarketeering and hoarding of papers. Though the Government, to increase the production of paper, has taken crash plan, but it has not improved the position at all. Necessary steps to this effect is sought for. [P. 216] B.C.

Preprint, Reprint, Documentaton by Subhaschandra Mukhopadhyay

In this article Mr. Mukherja explains how the post-war information explosion and co-operative research necessitated a prompt and elaborate documentation service. Preprints and reprints of articles have an important role to play in modern documentation. The writer not only explain the role, but also deals with the problem of their preservation, arrangement and supply in a library.

[P. 218] A. G.

Public Libraries : their Nature and Problems by Sibendu Manna

As the Rural libraries are the primary units in our library structure, a proper evaluation of their conditions and problems is necessary in the interest of library movement in the country. In his attempt in this direction, Mr. Manna deals with the primary conditions, the attitude of the Government towards the problems of the rural libraries and its programmes of financial aid and administrative set up. He also suggests some thoughts and programmes for the betterment of library service as an important socio-cultural organisation. [P. 236] A. G.

Association Notes

Executive Committee Meeting

On the 1st November, the meeting was held under the chairman ship of Shri Pramilchandra Bose, to consider the result of the Librarianship Certificate course of training.

Council Meeting

On the 7th of November Shri Anath Badhu Dutta presided over the meeting to approve the proceedings of the last meeting, besids the reports submitted by the different standing and sub-committees. This meeting also discussed about the 29th Bengal Library conference and the ensuing Library day programme.

Special General Meeting

On the 7th November the Special General Meeting was held to approve the revision of constitution as per proposal of the last general meeting, presided by Shri Anath Badhu Dutta. [P. 242] B.C.

News from the Libraries

Birbhum : Vivekananda Library and Ramranjan Town Hall, **Burdwan** : Kalna Sub-Divisional Library, Jadabendra Smriti Pathagar, Srikhanda Jana Sasthwa Samity. **Howrah** ; Sarswata Library **Midnapore** : Tamluk District Library, Parijyoti Pathagar, Rabindra Pathagar, **Nadia** : Vivekananda Pathagar, **24-Parganas** : Chanak Pathagar. [P. 244]

New and Views

Nobel prize in literature, Presentation of books to Australian National Library, Assam Library Association, classification conference in Canada 18th edition of Decimal classification, world Book fair, Revised pay scale of the Librarians of Madhya Pradesh, the readers of news paper in different countries, UNESCO prize to eradicate illeteracy.

Book-review

Paschim Banger Puja Parban Mela; edited by Asoke Mitra. Part III, Delhi.

Some important books on Library books

(1) Hindi Sandharb (Index in Hindi), ed by Umesh Chandra Tandon. Rajasthan University Library, 1970, Rs. 30.00, (2) Indian Publishers Directory, com. & ed. by Amitara Chatterjee, Calcutta, Mukherjee Book House, 1971, Rs. 15.00, (3) current Biography year-book 1969; ed, by Charles Moritz N Y, H W wilson, 1970, $ 12.00 (4) Author table for Hindi names by S. R. yadav & others, Metropolitan Book Co., 1971. Rs. 40.00.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৮ | ১৩৭৮, অগ্রহায়ণ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবসের ভাবনা

২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালিত হয় প্রতি বছর। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কলকাতায় ষ্টুডেণ্টস হলে এবারকার গ্রন্থাগার দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যথারীতি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, গ্রন্থাগারদরদীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ১৯৩৫ সাল থেকে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়ে আসছে, তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের সার্থকতা বিচার করার।

গ্রন্থাগার দিবসের অন্যান্য ভাবনার মধ্যে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন বর্তমানে প্রধান ও প্রথমস্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এই ন্যায্য দাবীর কতটুকু পূরণ হয়েছে? কার্যত দেখা যায় কিছুমাত্রও হয়নি। ১৯৩২ সাল থেকে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তৎকালীন ভাইসরয়ের বিরোধিতায় তা কার্যকরী হয়নি। আজও সে আন্দোলনে ভাঁটা পড়েনি কিন্তু এই অন্যতম মুখ্য দাবীর প্রতি গণতান্ত্রিক সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন দৃকপাত নেই। অথচ অন্যান্য প্রদেশে, যেখানে অনেক পরে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেখানে গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছে অনেক আগেই। শিক্ষা যে দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত, সেখানেই শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম গ্রন্থাগার রয়েছে চরম অবহেলায়। কানে তুলো গুঁজে এবং চোখে ঠুলি এঁটে সে সব কুম্ভকর্ণ কপট ঘুমে অচেতন, সহস্র ঢক্কানিনাদে তাদের ঘুম কোনদিন ভাঙে না।

তাই জনগণের এত সব আবেদন নিবেদনে কোনই ফল হয় না। ১৯৩২ সালের পর থেকে গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা দিয়ে জল গড়িয়েছে অনেক, বণিকের হাতের শাসনদণ্ডও একদিন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পড়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণদাবী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে।

কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষ কেন, যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবক্তা বা যাঁদের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলন তাঁরাও কেন সকলে সচেতন নন। না হলে গ্রন্থাগার দিবসের জনসভায় এত সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির উপস্থিতি কেন? যদিও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক সময়ে সকলের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না তবুও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার কর্মীরাই মুখ্য সেখানকার কর্মীরা নিশ্চয়ই এসে যোগ দিতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক অংশ এবং নতুন গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উৎসাহীরাই কোন ক্রমে এই বিশেষ দিনের মান রক্ষা করেছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সামনে আজ নতুন আর এক দায়িত্ব এসে পড়েছে। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলা দেশের অভ্যুদয়ে গ্রন্থাগার দিবসেরও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই পরিষদ রূপে নয় বাঙলা দেশেরও প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসাবে কাজ করতে পারে। অবিভক্ত বাঙলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে সংগঠনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' বাঙলাদেশ ভাগ হলেও আজও সেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার পূর্বতন নামেই পরিচালিত। পরিষদের নাম পরিবর্তনে যাঁরা রাজী হননি, পরিষদের সেই সব দূরদর্শীগনকে শ্রদ্ধা জানাই। ক্ষমতা মদগর্বী জঙ্গী-শাসক যান্ত্রিক দানব দিয়ে একটি দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতাকামী মানুষ সেই বাধাকে প্রতিহত করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নতুন দেশের বুকে। যদিও সে দেশের প্রায় সবই শ্মশান। সেই মৃতপ্রায় শিক্ষা সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও দায়িত্ব অনেক। ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলিকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, ক্ষতবিক্ষতগুলির সংস্কার সাধনা করার জন্য পরিষদ তার যথাসাধ্য করবেন। এ ব্যাপারে বাঙলাদেশের মানুষেরও চাই সহযোগিতা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের যাঁরা এককালে সদস্য ছিলেন তাঁরা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারবেন। পরিষদের পক্ষ থেকেও এ সম্পর্কে এক সমীক্ষা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে।

পরিষদ আয়োজিত গ্রন্থাগার দিবসের ভাবনা তাই কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কেই নয়, বাঙলাদেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কেও। প্রকারান্তরে পরিষদের দায়িত্বও যেমন বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রেরও বিস্তৃতি ঘটছে। গ্রন্থাগার দিবসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তাই শপথ অঙ্গীকার যত বাধাই আসুক, দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৭)

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের, (১৩৬৪ বঙ্গাব্দের) ১৯শে এপ্রিল (৬ই বৈশাখ) শুক্রবার ও ২০শে এপ্রিল (৭ই বৈশাখ) শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সদ্য অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়া জিলায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের আহ্বানে পুরুলিয়া শহরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবেল্লারী সময়া কেশবন আর শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক চৌধুরী ছিলেন যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক।

সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্বে হরিপদ সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন নবনির্মিত জগদীশ-চন্দ্র মুখার্জী হলের দ্বারোদঘাটন করিয়াছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি শ্রীকেশবন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রথমে 'হল' নির্মাণের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার স্বনামধন্য আইনজীবী শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অর্থ সাহায্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের নানা গ্রন্থাগার হইতে সমাগত শতাধিক প্রতিনিধিকে স্বাগত জানাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিম্নলিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

সুধীবৃন্দ,

"খর বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে অপ্রকৃতিস্থ প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডব উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানের অনির্বাণ দীপশলাকা হস্তে বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে আপনারা ঊষর ও কঙ্করময় মানভূমের বুকে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। আপনাদের এই প্রীতি ও শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে স্বীকার করিয়া আপনাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন এবং সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পরে বাংলার বক্ষপঞ্জর হইতে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের কেবল ভগ্নাংশ মাত্র ততোধিক ভগ্ন বাংলার বুকে আবার ফিরিয়া আসিল। আনন্দ ও বেদনার এই মিলন আগামী দিনের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আশা ও আনন্দে মধুময় হইয়া উঠুক ইহাই আমি প্রার্থনা করি।

"দামোদর ও সুবর্ণরেখা-বেষ্টিত এবং কংসাবতী-বিধৌত মানভূমের অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল প্রকৃতি এবং রুক্ষ কর্কশভূমির অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় রসের অফুরন্ত ধারা সদা প্রবহমান। জীবনের প্রতি ছন্দ হইতে মধু আহরণ করিয়া রূপ ও রসের পরিবেশনে কার্পণ্য সে করিবে না। তাই সুজলা সুফলা বাংলার মতই মানভূমও বার মাসে তের পার্বনের মাধ্যমে স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই বাংলার সংস্কৃতির সহিত নিবিড় ঐক্যের ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। বাংলার বাউল গানের

মতই মানভূমেও বাউল গানের অভাব নাই। বাংলার কীর্তনের মতই মানভূমের গ্রামে গ্রামে কীর্তনের ধূম পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে কীর্তনের আদি রূপ ঝুমুরকে মানভূম ভোলে নাই, তাহাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কথ্য বাংলার মধ্যে প্রাচীন বাংলা শব্দের যে রূপ মানভূমের কথ্য ভাষার মধ্যে সেই প্রাচীন শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। মানভূমের প্রাচীন বাংলা পুঁথিগুলির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করিয়া পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণ করিলে হয়ত অনেক লুপ্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত হইবে।

"ছোট নাগপুর তথা প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অরণ্যাবৃত অঞ্চলও বাংলার সংস্কৃতিরধারা প্রভাবিত হয়। চৈতন্যদেব এই অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চল পদব্রজে অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করেন এবং তাহার প্রায় এক শতাব্দীর পরে নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ উত্তর সাধকেরা ঝাড়খণ্ড অতিক্রম করিয়া বন-বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ছোট নাগপুরের আদিম আরণ্যক ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া আসিয়াছে এবং গত তিন শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সাঁওতাল, ভূমিজ, খেরিয়া প্রভৃতি আদিম আরণ্যক জাতিরা এখন বাঙ্গালীদের মতই কালীপূজা করে এবং সাঁওতাল পরগণা, রাঁচী, মানভূম, পঞ্চ পরগণা প্রভৃতির আদিম জাতিরাও বাঙ্গালীদের ন্যায় দুর্গাপূজা করে। বাংলার সংস্কৃতির যোগেই ছোট নাগপুরের আদিম জাতি সমূহের বিবিধ সংস্কার ও উন্নতি সাধন হইয়াছে। একদিকে বাংলার শাক্ত মতের প্রভাবে মানভূম সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের রঙ্কাকালী আরণ্যক জাতি সমূহের নিকট হাঁস ও মুরগী বলি এবং পচাইর নৈবেদ্য পাইতেছে অন্যদিকে বাংলার বৈষ্ণবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া ময়ূরভঞ্জ, মানভূম, সিংভূম ও ছোট নাগপুরের গিরিপ্রান্তরে হরিসভা ও সংকীর্তন কত কোল ও দ্রাবিড় জাতিকে তাহাদের জীবনধারার সংস্কার সাধন করিয়া হিন্দুধর্মে স্থান দান করিয়াছে।

"অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানভূম বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সুতরাং মানভূমের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসেরই এক অধ্যায় মাত্র। গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের আমল হইতে মুঘল বা বৃটিশ আমলের ইতিহাস আলোচনা করিলে মানভূম যে বাংলারই অন্যতম ভূভাগ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

"গুপ্ত যুগে বাংলাদেশ দণ্ডভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি প্রভৃতি যে সকল ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল মানভূম সেই বর্ধমান ভুক্তিরই অন্তর্গত ছিল। সমগ্র দামোদর উপত্যকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বর্ধমান ভুক্তি উত্তরে ময়ূরাক্ষী এবং দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"ইহার পর পাল বংশের আমলে বাংলার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রভাব ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম-তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হইলে বাংলার সমাজ জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দেয়। বাংলার সমাজে এই ভাঙন ও দুর্নীতির প্রতিক্রিয়ায় সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। মানভূমের ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই চিত্র দেখিতে পাই। বাংলা দেশের মতই মানভূমেও ব্রাহ্মণ্যযুগের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের আবরণে আত্মগোপন করে। ফলে বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির অথবা মূর্তি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি তথা মন্দিরে, বিশেষ করিয়া শিবমন্দিরে রূপান্তরিত হয়।

"পাল বংশের সময় বাংলা দেশ বরেন্দ্রী, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। জৈন শাস্ত্র আচারঙ্গ সূত্রেও আমরা রাঢ় দেশের উল্লেখ পাই এবং স্বয়ং মহাবীর ও অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করেরা রাঢ় দেশের বজ্রভূমিতে ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে আসিয়া বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। রাঢ় দেশ তখন বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। মানভূম সম্ভবত সেই বজ্রভূমির অন্তর্গত ছিল এবং অধুনাকালের ভূমিজগান তখন বজ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন।

"পাঠান যুগেও অর্থাৎ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ আক্রমণের সময়ও আমরা রাঢ়, বাগরী, বঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি বাংলার জনপদ সমূহের উল্লেখ দেখি।

"আকবরের আমলে বাংলা দেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল— যথা, পুর্নিয়া, মদারুণ প্রভৃতি। এই মদারুন বা মান্দারন (গড় মান্দারন) সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহালগুলির নাম ছিল ধবলভূম, সিংভূম, শেরগড়া বা শিখরভূম প্রভৃতি। সাঁওতালীতে পঞ্চকোটের অন্যতম নাম হইল শিখরভূম। বাংলার পানিহাটি, বাগরী, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি মহলের সহিত এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে এ সকলের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

"মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারেও পঞ্চকোট দুর্গের কাল নির্ণয় সূত্রে দুয়ারবাধ ও খরিবারী নামক তোরণ দুইটির বাংলালিপিতে শ্রীবীর হামীরের উল্লেখ ও ১৬৫৭ সম্বৎ অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্ণয় করা হইয়াছে। বীর হামীরা অর্থে বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীরকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

বৃটিশ আমলেও মানভূম বাংলারই অংশ ছিল। গ্রাণ্ট এর রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাচেট বাংলার পশ্চিম প্রান্তের অংশ ছিল এবং ইহা সুবা বিহারের চুটিয়া নাগপুর (রাঁচী জেলা) ও রামগড় বেষ্টিত ছিল।

"১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮নং রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহল জেলা ভাঙিয়া সাউথ ওয়েষ্ট্র ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী গঠন করা হয় এবং ঐ রেগুলেশন অনুসারেই মানভূম একটি স্বতন্ত্র জেলা রূপে গঠিত হয় এবং মানবাজারে জেলার প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়।

১৮৩৮ সালে মানভূম জেলার প্রধান কার্যালয় মানবাজার হইতে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়।

"১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ধলভূম পরগণা মানভূম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংভূম জেলার সহিত যুক্ত করা হয় এবং ঐ সালে চৌকুশী, চোলিয়ামা, মালিচন্দ, মনখণ্ডী বড়পাড বনচাষ, প্রভৃতি মানভূমের অঞ্চলগুলির ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা বাঁকুড়ার অধীন করা হয়। মনভূমের ছাতনা, গৌরাংভি, চাষ ও পাচেটের শাসনসংক্রান্ত অনেক বিষয় বাঁকুড়ার অধীন ছিল।

"১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০নং রেগুলেশন অনুযায়ী ছোট নাগপুর বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং ইহা বাংলার লেফটেনান্ট গবর্ণর এর অধীনে থাকে। এই রেগুলেশন অনুসারে ক্রন্টিয়ার এজেন্সী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং মানভূম ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

"১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার কার্জনী পরিকল্পনা বাতিল হইতে বাধ্য হয় বটে কিন্তু তাহার জের স্বরূপ ১৯১ খৃষ্টাব্দে বিদেশী শাসন কর্তাদের সুবিধা অনুযায়ী এবং বিশেষ ভাবে প্রতিশোধ স্বরূপ পুরাতন বাংলাদেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া (১) আসাম (২) বাংলা (৩ বিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ গঠিত হয়। নামের সংক্ষেপের জন্য শেষোক্ত প্রদেশটিকে কেবল বিহার ও উড়িষ্যা বলা হইত। পুরাতন বাংলাদেশ হইতে এই নূতন প্রদেশগুলি গঠন করার ফলে মানভূম ধলভূম, দুমকা, জামতারা, কিষনগঞ্জ প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এবং কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল নূতন আসাম প্রদেশে যুক্ত হয়।

"মানভূম জেলায় পুঞ্চা, পাড়া, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, কাতরাস প্রভৃতি অঞ্চলে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগের বহু ভগ্ন দেউল, মূর্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় এই সকল প্রচীন মন্দিরাদি প্রধানত কংসাবতী বা কাসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। দামোদর নদের তীরেও বহু প্রাচীন মন্দিরাদি বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

"জয়পুর থানা হইতে প্রায় চার মাইল দূরে কাসাই নদীর দক্ষিণ তীরে তিনটি সুবৃহৎ ইষ্টক নির্মিত মন্দির অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে একটি ষড়ভূজা ও একটি দশভূজা মূর্তি এবং দুইটি গনেশ ও শিবদুর্গার মূর্তি বর্তমান। ইহা ছাড়া বুদ্ধ মূর্তিও রহিয়াছে এবং মন্দিরগুলিতে রাজহংসের খোদিত মূর্তি হইতে মনে হয় এইগুলি বৌদ্ধ মন্দির ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। মন্দিরে সিংহবাহিনী মূর্তি সকল ও মন্দিরগুলি দশম বা একাদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। মূর্তিগুলির খোদাই কার্য বেশ সুনিপুণ এবং সর্বোচ্চ মন্দিরটি প্রায় ষাট ফুট উচ্চ।

"পুঞ্চা থানার বুধপুর গ্রামে বুদ্ধেশ্বরের মন্দির এবং পাকবিড়রা গ্রামের ভীমকায় ভৈরব মূর্তি ও তৎসহ অন্যান্য জৈন মূর্তিগুলি জৈন প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। রঘুনাথপুর থানার দামোদরের তীরস্থ তেলকুপীর প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে ভৈরবনাথ ও পার্বতীর মন্দির দুইটি সমধিকখ্যাত এতদ্ব্যতীত রাজা শশাঙ্কের রাজধানী রূপে খ্যাত বরাহবাজার থানার পবনপুরের ধ্বংসাবশেষ, পাড়া থানার ধর্মীদেবীর মন্দির প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া বহু কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়াছে।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানভূমের যৎসামান্য অবদান বিশেষভাবে লোকসঙ্গীতের অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চার একটা ঝোঁক দেখা দেয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে সাহিত্যচর্চার গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে থাকে। ছোট ছোট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা রূপ গ্রহণ করে এবং এই জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু সংহতভাবে সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য প্রচেষ্টার কেন্দ্র গড়িয়া উঠে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৩২৭ সালের ২০ শে অগ্রহায়ণ (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থাগারটি জন্ম লাভ করে এবং সেই বৎসরের ৭ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই বৎসরটি উভয় দিক হইতেই বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতির সূত্রে দুইজন স্মরণীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় হরিপদ দাঁ মহাশয়ের বদান্যতায় এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈবাহিক মনীষী কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিগত ছত্রিশ বৎসরকাল ধরিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির সমগ্র জেলার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হইয়া আছে। কিন্তু এই জেলার সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য, শিক্ষাবিস্তারের অভাব' এবং বিশেষ করিয়া সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে কোনও সুষ্ঠু গঠনমূলক কার্যধারা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বিশেষ করিয়া বিগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া তদানীন্তন বিহার সরকারের ভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ও বৈষম্যমূলক দুর্নীতির ফলে এই জেলার সমগ্র সমাজ জীবনে এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এই প্রতিকূল অবস্থায় সুস্থ গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্ভব হয় নাই।

"আজ সমগ্র বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। বহু রূপে পশ্চাৎপদ মানভূমের এই অংশ বাংলার সহিত সংযুক্ত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়া বাংলার সুধী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীবৃন্দের নিকট পথনির্দেশ চাহিতেছে। আপনাদের সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত কর্মধারায় এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। সুস্বাগতম্ অভ্যাগতবৃন্দ"

শ্রীপ্রদীপ চন্দ্র বসু তাঁহার উদ্বোধন ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে সকল প্রাণীই যেমন জীবন ধারণের জন্য আহার্যের সন্ধান করে মানুষও ঠিক তেমনি জৈবিক অস্তিত্বের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু উদরের তৃপ্তিবৃত্তি ব্যতিরেকে মনুষ্য জীবনের একটি প্রধান ও বিশেষ বৃত্তি আত্মার তৃপ্তিবৃত্তি সাধন। আত্মার ক্ষুধা নিবারণে গ্রন্থই তোজ্যের প্রধান উপকরণ। গ্রন্থাগার মানুষকে এই আহার্যের আহরনে সহায়তা করে। আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় গ্রন্থাগারে।

বর্তমানে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছুটা অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিমী ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। অবশ্য পশ্চিমী দেশগুলির মত এদেশের গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই, কারণ শিক্ষাব্যবস্থাই এদেশে বিদেশী শাসকদের শাসনকার্যের প্রয়োজন ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং শিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোকের চিত্ত বিনোদনের জন্যই গ্রন্থাগারগুলি গড়িয়া উঠে। সেজন্য এদেশের গ্রন্থাগার অন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন ও কার্যক্রম নির্ধারণের প্রয়োজন রহিয়াছে। লোকশিক্ষার হার ও মান অনুযায়ী এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে গঠিত গ্রন্থাগারগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জনচেষ্টায়ই গঠিত হইয়াছিল। জনচেষ্টাতেই রূপ লাভ করিয়াছে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন। দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ে বর্তমানে এ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। খুবই আশা আনন্দের কথা গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমরা যে সরকারী সাহায্য ও প্রচেষ্টার দাবী করিয়াছিলাম তাহা বহুলাংশে কার্যে পরিণত হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সরকারকে মনে রাখিতে হইবে যে জনসংযোগ ও সহযোগিতার উপর তাঁহাদের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সরকারকে লইতে হইবে।

বাংলামায়ের কোলে পুরুলিয়া ফিরিয়া আসায় তিনি আনন্দিত হইয়াছেন ও রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদঞ্চল যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন গ্রন্থাগার (৪)

নৈহাটি বঙ্কিম পাঠাগার

শ্রীখগেন্দ্র নাথ ঘোষ

১৯২১ সাল (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। গ্রামের আমরা কয়েকটি তরুন সদ্য কেহবা স্কুল কেহবা কলেজ ছেড়েছি। সাহিত্যের, বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ছিল আমাদের গভীর অনুরাগ। অথচ তখনকার দিনে এই অঞ্চলে ভাল বই পাওয়া ছিল দুর্ঘট। তার জন্ম যেতে হত গঙ্গার পরপারে চুঁচুড়া বা হুগলী সহরে। বলা বাহুল্য সেটা সুসাধ্য ছিল না। বেশ মনে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি বিহারী লালের সারদামঙ্গল, দীনেশচন্দ্রের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা বা পদকল্পতরুর মত বই বহু চেষ্টা করে হুগলী নরম্যাল স্কুলের লাইব্রেরী বা হুগলীর কোন সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে পাঠতৃষ্ণা মেটাতে হ'ত। গ্রামের দক্ষিন প্রান্তে কাঁঠালপাড়ায় 'কাঁঠালপাড়া সাহিত্য সম্মিলনী" নামে ছোট্ট একটি লাইব্রেরী ছিল (বর্তমানে বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।) কিন্তু সেটি গ্রামের একান্তে অবস্থিত হওয়ায় এবং সে সময়ে তার পুস্তক সংগ্রহ তেমন সমৃদ্ধ না থাকায় আমরা সেই ৬।৭ টি তরুণ উদ্যোগী হয়ে গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মাত্র দেড়শত আন্দাজ বই এবং একটি ক্ষুদ্র আলমারী নিয়ে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য নামাঙ্কিত এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতা করি।

ইহার সূচনা অতি ক্ষুদ্রাকারে। তবে অল্প কয়েকজনের অবিরত ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও অকৃপণ দাক্ষিণ্যে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, অনেক ঝড়ঝাপটা সয়ে শনৈঃ শনৈঃ আমাদের এই পাঠাগার উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং বর্তমানে ইহা দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে একথাও বলা যায়। জমি ক্রয় এবং গৃহনির্মাণ কল্পে বহুব্যক্তি উদার ভাবে অর্থ সাহায্য করায় এ দুটি করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া অনেকেই মূল্যবান পুস্তকাদি দান করে পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমানে ১৮ কাঠা পরিমাণ ১ খণ্ড জমির উপর এর নিজস্ব পাকাবাড়ী হলঘর, বাংলা ইংরাজিতে প্রায় ৯০০০ গ্রন্থ (সাময়িক পত্রিকা সমেত) এবং প্রয়োজনানুরূপ আসবাবপত্রাদি রয়েছে। সভ্যসংখ্যা এবং পাঠককে নিত্য নৈমিত্তিক উপস্থিত পাঠক সংখ্যাও অল্প নয়। এ অঞ্চলে এর বাংলা পুস্তক সংগ্রহের খ্যাতি আছে। এর গৃহনির্মানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দান করেছেন। অল্প হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক ক্রয় বাবদ নিয়মিত সাহায্য দিয়ে থাকেন এবং

নৈহাটি পৌরসভা মাঝে কিছুদিন বন্ধ রেখে, আবার বার্ষিক ৫০০ (পাঁচশত টাকা) সাহায্য করছেন।

পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই পাঠাগার বিবিধ উপলক্ষে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য ব্যক্তি এবং জলধর সেন, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, রামনাথ বিশ্বাস, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, রেজাউল করিম, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, অজিত কুমার ঘোষ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরলোকগত সভাপতি তিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা। আমরা যখন এই পাঠাগার স্থাপন করি, তখন আমাদের গ্রামে, এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশে বোধহয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নামে কোন স্মৃতি-প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমরাই উহা প্রথম স্থাপন করিবার গৌরব অর্জন করি। এজন্য মনে মনে গর্বও অনুভব করিয়া থাকি। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আত্মার আশীর্ব্বাদ এর উপর চিরদিন বর্ষিত হবে এবং এই প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে, ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করি। ইতি।

সংগৃহীত সাময়িক পত্রিকার তালিকা (তারিখ সম্বলিত)

১। অবসর—১৩১২, ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩১৭ সাল।

২। অমৃত—১৩৭১, ১৩৭৩, ১৩৭৫, ১৩৭৬, ১৩৭৭ সাল।

৩। কিশলয়—১৩৪৪ সাল (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র), ১৩৪৫ সাল (বৈশাখ হইতে আশ্বিন)।

৪। গ্রন্থাগার—১৩৭৬, ১৩৭৭।

৫। দেশ—১৩৫৫-১৩৫৯, ১৩৬০, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৩৬৮ সাল (সমগ্র), ১৩৬৯ সাল (সমগ্র), ১৩৭০ সাল (সমগ্র), ১৩৭১ সাল (সমগ্র), ১৩৭২ সাল (সমগ্র), ১৩৭৩ সাল (সমগ্র), ১৩৭৪ সাল (সমগ্র), ১৩৭৫ সাল (সমগ্র), ১৩৭৬ সাল (সমগ্র), ১৩৭৭ সাল (সমগ্র)।

৬। নবকল্লোল—১৩৬৮, ১৩৭৩।

৭। নারায়ণ—১৩২২ হইতে ১৩২৬।

৮। পরিচয়—১৩৫৪ (শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত)।

৯। প্রবাসী—১৩২০ (কার্তিক-চৈত্র), ১৩২৪ (কার্তিক-চৈত্র), ১৩২৫, ১৩২৬ (কার্তিক-চৈত্র), ১৩২৮ (বৈশাখ-আশ্বিন, আষাঢ়-চৈত্র), ১৩২৯ (কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৩ (কার্তিক-পৌষ), ১৩৪৩ (বৈশাখ-আশ্বিন), ১৩৪৪ (বৈশাখ-আশ্বিন), ১৩৫৫ (কার্তিক-চৈত্র), ১৩৬২,-১৩৭৭।

১০। পুরোধা—১৩৭৭ (সমগ্র)।

১১। বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত—১২৮০, ১২৮২, ১২৮৪।

ঐ (ন্যাশনাল লিটারেচার কোং সংস্করণ)—১২৮৯-৮৫, ১২৮৭-৮৯।

১২। বসুধারা—১৩৬৩-৬৯।

১৩। বিচিত্রা—১৩৪২ শ্রাবণ-পৌষ।

১৪। বিশ্বভারতী (ত্রৈমাসিক)—১৩৫১ (শ্রাবণ-আশ্বিন) ১৩৬৩ (শ্রাবণ-আশ্বিন), ১৩৬৯-৭৭।

১৫। ভারতবর্ষ—১৩২২ (অগ্রহায়ণ-১৩২৩ বৈশাখ, ১৩২৩ (জ্যৈষ্ঠ কার্তিক, ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক ১৩২৫ (অগ্রহায়ণ-১৩২৬ বৈশাখ, ১৩২৬ (অগ্রহায়ণ-১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ (পৌষ-১৩২৮, ১৩২৮ (আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ আষাঢ়-১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ আষাঢ়-১৩৬১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৬২ আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৬২ পৌষ-১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ বৈশাখ আশ্বিন।

১৬। মানসী—১৩২২ ভাদ্র-মাঘ।

১৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩২২ ফাল্গুন-১৩২৩ শ্রাবন, ১৩২৩ ভাদ্র-মাঘ, ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৬ শ্রাবন, ১৩২৬ শ্রাবন-চৈত্র, ১৩২৬ ফাল্গুন-১৩২৭ শ্রাবন, ১৩২৮ আষাঢ় চৈত্র, ১৩২৯ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ ফাল্গুন-শ্রাবন, ১৩৩১ বৈশাখ-মাঘ, ১৩৩৪ ফাল্গুন-শ্রাবন, ১৩৩৫ ভাদ্র-মাঘ, ১৩৩৬ ভাদ্র মাঘ, ১৩৩৩ ফাল্গুন-১৩৩৪ মাঘ।

১৮। মালঞ্চ—১৩২১ কার্তিক-চৈত্র।

১৯। মাসিক বসুমতী—১৩২৭-৩০, ১৩৩৬ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৫ - বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৬ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৭ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৮-৫১, ১৩৫১ কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৩-৬৪, ১৩৬৫ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৬৬ বৈশাখ-পৌষ, ১৩৬৭ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৬৮, ১৩৬৯ কার্তিক চৈত্র, ১৩৭০ কার্তিক-চৈত্র, ১৩৭১-৭৬।

২০। শনিবারের চিঠি—১৩৪৭ আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৪৮ বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৫৫ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৬২-৬৬, ১৩৬৭ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৬৮ জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক, ১৩৭৪।

২১। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩৫৮, ১৩৬৭, ১৩৭৪, ১৩৭৭

২২। শারদীয়া দেশ—১৩৬৪-৬৯

২৩। শারদীয়া বসুধারা—১৩৬৯ সাল

২৪। শারদীয়া বসুমতী—১৩৬৫-৭০

২৫। শিশুসাথী—১৩৪৯

২৬। সচিত্র শিশির—১৩৩০-৩২, ১৩৫২-৫৫, ১৩৫৭-৫৮

২৭। সাপ্তাহিক বসুমতী—১৩৭১ পৌষ-চৈত্র

কতকগুলি বিশেষ সংখ্যা

১। গল্পভারতী—১৩৬৫ আষাঢ়-১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ

২। দেশ—রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৫, ৭৭ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৪, ১৩৭০-৭২, ১৩৭৪, ৭৬, ৭৮।

English Magazines.

1. Modern Review—1902 January to April, 1905 January to June, 1909 July to December, 1926-29, 1930 Jauuary to June, 1931-32 1941 January to December..1942 January to June, 1945-59;

2. Science and Culture—1945-1953

—•—

পুস্তক পর্যালোচনা

যোগেশচন্দ্র বাগল। 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা'। কলিকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭১। ১৭১ পৃঃ। মূল্য ১০'০০ টাকা।

এদেশে উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার প্রভাবে যে-নবজাগরণ দেখা দেয় তা ছিল মূলতঃ মানবতন্ত্রী ভাবসম্পন্ন। অর্থাৎ মানুষই ছিল যাবতীয় ভাবনাচিন্তা ও সংঘবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। ইহমুখী জীবনবোধ সম্পন্ন বুদ্ধির চর্চা ও স্বাধীন মনোভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছিল বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত সে দিনের জ্ঞানান্বেষণী সাধনা ও সংগঠন-প্রয়াসে। ইতিহাস-ভূগোলের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল প্রেরণার উৎস সন্ধানে। শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে পরিচিন্তন দেখা যায় এবং স্বভাবতই তার প্রয়োজনে নানা ধরণের বহু সংস্থা গঠিত হয়। সেইসব বিদ্বৎ সংস্থার অন্যতম চারটির সুমহান প্রতিষ্ঠানই হল আলোচ্য বইটির বিষয়। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সংস্থার পিছনে জাতি নির্বিশেষে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের ছিল মিলিত প্রয়াস।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রতিষ্ঠিত (১৮৩৫) কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি থেকেই বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন বেগবান হতে শুরু করে। তারই আদর্শে কিছুকাল পরে স্বনামধন্য লঙ সাহেবের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি গ্রামীন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং ক্রমে সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমে বিভিন্ন স্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। বিবর্তনের ধারায় উপনীত বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বতন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যে প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী অর্জন করেছিল, সেই কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির বিস্তারিত ইতিবৃত্ত আলোচ্য বইটিতে প্রথম ও প্রধান স্থান পেয়েছে। সেদিনের এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন যিনি এই লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হন নি। বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তার আদিপর্বে নরম ও চরম উভয় পন্থার সদস্যরাই এই লাইব্রেরির ছত্রছায়ে সংযুক্ত হয়েছিলেন। লাইব্রেরির প্রথম পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁকে ভারতের মডারেট রাজনীতির আদিগুরু বলা যায়। পত্তনকালে সহ-গ্রন্থাগারিক এবং পরে গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হয়েছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য এবং চরমপন্থী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির অন্যতম প্যারীচাঁদ মিত্র।

গ্রন্থাগারটির সঙ্গে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কিছু যোগাযোগ ঘটে। মুদ্রাযন্ত্রের উপর আরোপিত নানাবিধ বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেছিলেন অস্থায়ী বড়লাট (১৮৩৫ ৩৬) স্যর চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ শহর কলকাতার নাগরিকেরা মেটকাফ লাইব্রেরী বিল্ডিং নামে একটি সৌধ নির্মান করেন।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলেও একই সময়ে গঠিত হওয়ায় তার স্থানান্তর প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায় মেটকাফ ভবনে আশ্রয় লাভ করায়।

লাইব্রেরির সঙ্গে জীবিকাসূত্রে জড়িত ছিলেন আর এক স্মরণীয় মনীষী; তিনি হলেন দেশ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের জন্যে যে ইংরেজ রাজপুরুষ ভারতীয়দের অশেষ নিন্দাভাজন হন তাঁর একাধিক মহানকীর্তির অন্যতম হল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সংযুক্তিকরণ। উল্লেখ্য যে পূর্বে গ্রন্থাগারটির পরিচালন ব্যবস্থায় সরকারের যাতে আধিপত্য না ঘটে সেবিষয়ে তার কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি দেখা যেত।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্গভাষানুবাদ সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে। স্বদেশের ইতিহাস ও নবাগত পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সঙ্গে বাঙালি মননশীল সমাজের পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিদ্যোৎসাহী দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিরা সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের আকর গ্রন্থাদি বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সমাজ গঠন করেন (১৮৫০)। এতদুদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদনের ফলে অনেক মহানুভব ব্যক্তি সমাজের সাহায্যার্থ এগিয়ে আসেন। সংগৃহীত অর্থে বিভিন্ন বিষয়ের উৎকৃষ্ট অনেক বই বাংলায় অনূদিত হয়। ইতিপূর্বে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে দেশীয় ভাষায় অন্যান্য পুস্তক প্রকাশনায় অগ্রণী হয়েছিলেন (১৮১৭)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় সমাজের মুখপত্র বিখ্যাত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার প্রকাশনা (১৮৫২-৬১) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজরোষে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। রেভারেণ্ড লঙ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী সমাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আর্থিক অসাচ্ছল্যের দরুন বঙ্গভাষানুবাদ সমাজ স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে মিলে যায় (১৮৬১)।

কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রথম দশ বছরের ইতিবৃত্ত গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়ই বর্তমান সরকারি কলা মহাবিদ্যালয়ের পূর্বতন অঙ্গ। ১৮৬৪ সালে সরকার এটির কর্তৃত্ব গ্রহন করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হজসন প্রাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ মনীষীর নাম স্মর্তব্য। চিত্রাঙ্কন, কাঠ, ধাতু ও পাথরে তক্ষনবিদ্যা ছাড়াও মৃৎশিল্প এবং বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে শিক্ষণ দেওয়াই ছিল বিদ্যালয়ের আরদ্ধ কাজ। উত্তরকালে মহান ঐতিহ্যসম্পন্ন এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে বহু কৃতী শিল্পী ও চিত্রকরের যুক্ত থাকার কথা সবাই জানেন।

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা বইটির চতুর্থ ও শেষ পরিচ্ছেদ। নামেই প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সুপরিস্ফুট। ভারতীয়দের শিক্ষা স্বাস্থ্য ভাষা সাহিত্য পালপার্বন আমোদ

প্রত্যেক আত্মার বিদ্যার শ্রেণীগত বৃত্তি বা পেশা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার সভাসমিতির আয়োজন, জনচেতনা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজের গুরুত্ব দর্শিয়ে রেভারেণ্ড লঙ এক বক্তৃতায় এবিষয়ে সংঘবদ্ধ প্রয়াসের জন্যে আবেদন জানান, পরে অপর এক সভায় বহু দেশীবিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে ভারত পর্যটনরতা শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পরামর্শদাতা সভা গঠিত হয়েছিল এবং তারই ভিত্তিতে সভার জন্ম হয় (১৮৬৭)। সমাজ বিজ্ঞানের সর্ববিধ বিষয়ে প্রচার, জনমত সৃষ্টি, গ্রন্থাদি প্রকাশনা ছিল সভার মৌল কার্যক্রম। ১৮৭৮ সালের পর সমাজের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো নথিপত্র গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নি।

উনিশ শতকের নবজাগরণে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ সংযোগ দেখা যায় না। কিন্তু এই সভার মধ্যে কোনো কোনো বিশিষ্ট মুসলমানযুক্ত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন (পৃ ১৩৩) এই বলে

> 'সাধারণের ধারণা যে স্যার সৈয়দ আহমদই সর্বপ্রথম মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের প্রস্তাবও তৎকর্তৃক প্রথম উত্থাপিত হয়। এ ধারনার মূলে কিন্তু সত্য আদবে নাই। আবদুল লতিফই সমাজ বিজ্ঞান সভায় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কত, নানা যুক্তি প্রমাণ সহকারে ১৮৬৮ সনের জানুয়ারি মাসে তাহা উক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়া দিলেন।'

কালের হিসাবে সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফের চিন্তা ও সাধনা প্রায় সমসাময়িক। পূর্বাপর বিচারে প্রথমোক্ত জন বরং কিছুটা অগ্রবর্তী ছিলেন। দেশ ব্যাপী ও সুদূরবিস্তারী প্রভাবের দৃষ্টিকোণে সৈয়দ আহমদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশী কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের হীনাবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। উক্ত সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনকল্পে বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীবাসী সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮) মুসলমানদের শিক্ষাই শুধু নয়, তাদের সর্ববিধ উন্নয়ন কর্মে সবিশেষ তৎপর হন। আবদুল লতিফের আগেই তাঁর চিন্তা একাধিক গ্রন্থাকারে অভিব্যক্ত হয়। ১৮৬৩ সালে তিনি গাজিপুরে সায়েনটিফিক সোসাইটি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সেই সংস্থার ইতিবৃত্তে সৈয়দ আহমদের চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেও তিনি প্রথম প্রয়াসী হন। অবশ্য আলিগড় কলেজ স্থাপনে তিনি আবদুল লতিফের সহায়তা লাভ করেন।

ওয়াহবি আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে স্যার সৈয়দ ভারতীয় মুসলমান সমাজকে জাতীয় মূল ধারা থেকে পৃথক পথে চালিত করেন। আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও

ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট স্যার সৈয়দ শাসকদের আনুকূল্য প্রাপ্তির তাগিদে জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি কালেই তার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভাবীকালের সর্বনাশা দ্বিজাতি তত্ত্বের আদি প্রবক্তা। তাঁরই ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ উত্তরসাধকেরা মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সফল স্রষ্টা।

পক্ষান্তরে ফরিদপুর নিবাসী নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-৯৩) চরিত্র ও ভূমিকা ছিল ভিন্ন। তিনি ছিলেন প্রগতি ও জাতীয়তাবাদের সাধক এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী। তাঁর প্রভাব অন্যান্য প্রদেশে প্রসারিত হলেও আবদুল লতিফের কর্মতৎপরতা ছিল প্রধানত বঙ্গদেশেই সীমিত। তিনি মহামেডান লিটারারি সোসাইটি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন (১৮৬৩)। বঙ্গদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান অসামান্য। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি উৎপীড়ন থেকে নীলচাষীদের রক্ষা করেন। হরিশ মুখার্জী স্মৃতি তহবিলের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৮৮৫ সালে কলকাতায় ভারত সভার আহ্বানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় অধিবেশনে আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন সবিশেষ সহযোগিতা করেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

দুষ্প্রাপ্য পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন বিদ্বৎ সংস্থার নথিপত্র ও গ্রন্থাদি মন্থন করে বঙ্গসংস্কৃতির একটি পর্বের ইতিবৃত্ত বইটিতে সুনিপুণহস্তে উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যাদির প্রাচুর্য গ্রন্থকারের বাস্তবানুগ চিন্তার পরিচয় দেয়, তবে ঘটনাদির আনুপূর্বিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভাগ কম। একজন প্রথম সারির লেখক ও গবেষক হিসেবে গ্রন্থকারের নাম সুবিদিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপর তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ পাঠক ও গবেষকদের কাছে সমাদর লাভ করে এসেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে সাদরে গৃহীত হবে বলে আশা করা যায়।

— সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

গত ২৯শে নভেম্বর পরিষদ ভবনে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে বিনয়েন্দ্র সেনরায় মহাশয় এবং রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভার প্রথম আলোচ্য বিষয় ছিল ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ১৯৭২ সালের ২০শে-২২শে ফেব্রুয়ারী বর্ধমান জেলায় চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উদ্বোধন অধিবেশন হবে ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৩টায়।

সভায় স্থির হয় যে উদ্বোধন অধিবেশনের পরে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে এক বিশেষ সভায়। শ্রীশ্যামল সরদারের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারকর্মীই যাতে ঠিক সময়ে তাঁদের যাতায়াত ও অন্যান্য ভাতাদি পান তার জন্য পরিষদ সচেষ্ট হবেন।

কার্যনির্বাহক সমিতির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ই ডিসেম্বর, সভাপতিত্ব করেন শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমান আপৎকালীন পরিস্থিতি ও নিষ্প্রদীপ অবস্থায় পরিষদের দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ সম্পর্কে সভা আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য পরিষদের সাধারণ কার্যালয় বিকাল ৩টা থেকে ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত ও গ্রন্থাগার ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

পরিষদে বিশিষ্ট অতিথি

প্রাগ (চেকোস্লোভাকিয়া)-এর চার্লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগার ও সংবাদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ জিরি কাবর্ট গত ১৩ই নভেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে এসেছিলেন—শুভেচ্ছা সফরে। ঐদিন এক ঘরোয়া পরিবেশে তিনি পরিষদের কর্মসচিব এবং কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী অতিথির সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে সংক্ষেপে পরিষদের কার্যাবলী এবং প্রকাশনের সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং আশা করেন যে চেকোস্লোভাকিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক চিত্র সম্পর্কে শ্রীকাবর্ট গ্রন্থাগারকর্মীদের অবহিত করেন। শ্রীকাবর্ট তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে সম্ভব হলে তাঁর দেশের গ্রন্থাগারব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি একটা লেখা গ্রন্থাগারে প্রকাশের জন্য পাঠাবেন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীকাবর্ট কে

আন্তরিক ধন্যবাদ জানান কর্মসচিব শ্রীরায়চৌধুরী। এই আলোচনায় সময় জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়চৌধুরী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন

১০শে ডিসেম্বর ইন্‌স্টিটিউট হলে পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস "গ্রন্থাগার দিবস" সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরন করা হয়। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মানপত্র বিতরণ করেন বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য, বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। সমাবর্তণ উৎসবের প্রথমে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে যাঁরা আজ অভিজ্ঞান-পত্র পাচ্ছেন তাঁরা যেন সকলেই গ্রন্থাগার বৃত্তিতে এসে গ্রন্থাগারকে সর্বস্তরের জনগণের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলেন। তবেই তাঁদের শিক্ষার সার্থকতা। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের প্রত্যেকের বৃত্তিগত ও ব্যক্তিগত সাফল্য কামনা করেন। শিক্ষণ বিভাগের সচিব শ্রীচঞ্চলকুমার সেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার সংখ্যা পেশ করেন। এইবারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় স্মৃতি পদক লাভ করেন শ্রীইন্দুলেখ ভট্টাচার্য।

সমাবর্তন ভাষণে শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সমাজে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে এখনও প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে একজন শিক্ষকের চেয়ে একজন গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্নস্তরে এই গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় নি। বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ইউ, জি, সি, বেতনক্রম চালু না করার জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর গ্রন্থাগার দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। সভার প্রারম্ভে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীলীনা সমাদ্দার। সভায় দুটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। একটি বাংলাদেশ সম্পর্কে অপরটি গ্রন্থাগার বৃত্তির নানা সমস্যা সম্পর্কিত। বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ

করে বলেন যে অচিরেই এই দেশ সর্বাঙ্গসুন্দর একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তিনি বলেন যে খিদিরপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ বিভক্ত হলেও বাংলার সংস্কৃতি কখনও বিভক্ত হতে পারে না। ভাষা ও সংস্কৃতির যে অচ্ছেদ্য বন্ধন এই দুই দেশের মধ্যে আছে তা কখনও দ্বিধা বিভক্ত হতে পারে না। আজ সেই সত্য স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের জনগনকে একত্র করে দুর্বার আন্দোলন সংগঠিত করে দেশকে স্বাধীন করেছে। বাংলাদেশের শহীদদের স্মরণে সভায় দু মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত কর্মীদের দাবী দাওয়া সম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

॥ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে খসড়া প্রস্তাব ॥

"২০শে ডিসেম্বর ১৯৭১ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহূত এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে।

জাতীয় অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উপলব্ধি করিয়া এই সভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি বিবেচনা করিবার জন্য রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছে।

ক) জনগণের জন্য উন্নত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিনা চাঁদার আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

খ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

গ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ) কলিকাতায় জন্য দ্বিতীয় অনুরূপ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে।

ঙ) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

চ) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সরকারী আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে।

ছ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে।

ঝ) অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঞ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ঞ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা চাই।

ট) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভর্তির ব্যাপারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

এই সম্পর্কে পরিষদের দাবীগুলি মানিতে হইবে।

॥ বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব ॥

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহূত এই জনসভা পাক জঙ্গীশাহীর হাত হইতে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিতে গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং আশা করিতেছে যে অচিরেই বাংলাদেশ একটি সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবে। এই সভা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে।"

প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কর্মসচিব বলেন যে ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠিত প্রয়াসের শুভ লগ্ন। তাই এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের চাওয়া পাওয়া হিসাব নিকাশের প্রয়োজন আছে। সেই হিসাব নিকাশে তিনি দেখান যে এখনও পর্যন্ত কলকাতা মহানগরীতে বিনা চাঁদায় সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয় নি, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় নি। শিক্ষাবিভাগে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়ের স্বল্পতা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির প্রতি সরকারের অবহেলা, গ্রন্থাগার বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার উপর তিনি প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষায় যোগদানের অগ্রাধিকার দান সম্পর্কিত প্রস্তাবটিও তিনি সংযোজিত করেন। দেশের বড় বড় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে কর্মসচিব বলেন যে বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও গ্রন্থাগার দিবসের কোন খবর তাঁরা প্রকাশ করেননি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক সংবাদপত্রগুলির শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম একটি অঙ্গ গ্রন্থাগার বৃত্তি সম্পর্কে এই মনোভাবের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীসত্যব্রত সেন এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীসুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাব দুটির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে দেশবিভাগের পর পরিষদের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী চেয়েছিলেন যে পরিষদের নাম পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ হোক। কিন্তু সেদিন এ দাবী

নাকচ হয়ে যায় আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে পরিষদের নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই রাখা যে ঠিক হয়েছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো। তিনি প্রস্তাব করেন যে পরিষদের যে সব পুরোন সভ্য এখনও 'বাংলাদেশে' জীবিত আছেন তাঁদের সভ্যপদ পুনগ্রহণে আবেদন করা হোক। তিনি পরিষদকে দুই বঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠন হিসেবে কাজ করার জন্য চিন্তা করতে অনুরোধ করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রস্তাব দুটি সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে বর্তমানে সমাজে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অবস্থা চলছে তার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিছুটা দুঃসময় এসেছে। আজকে জাতির পুর্নগঠনের কাজে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে আমাদের সামাজিক নেতৃবৃন্দ এই ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক অবহিত নন। দেশের বড় বড় সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি পরিষদের কর্মসচিবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত হন। তিনি বলেন যে বর্তমানের সংবাদপত্রগুলি সংবাদপত্র সেবায় এক বিকৃতি। কারণ তাঁরা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে রাজনীতিকদের তোয়াজ করার জন্যই প্রকাশিত। এই জন্য তাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিক সম্বন্ধে উদাসীন। সুতরাং তাঁদের ভরসা না করে যে যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায্য দাবী এ সভায় উপস্থিত করা হয়েছে শক্তিশালী জনমতের ভিত্তিতে তা সরকারের কাছে জানাতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা সভা, শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করতে হবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাধ্যানুযায়ী যতদূর সম্ভব পরিষদকে এই সম্পর্কে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে কর্মী, গ্রন্থ ও অন্যান্য সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

সভার শেষে কর্মসচিব সভাপতি ও উপস্থিত জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সঙ্কলনে : অজয় ঘোষ ও নিলীমা সেন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব

গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭১ রবিবার মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত। অনিবার্য কারণ বশতঃ প্রধান অতিথি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়ার পর যুগ্ম সম্পাদক তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরেন। ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পেশ করেন। সভাপতি মহাশয়ও গ্রন্থাগারে—গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটি উপস্থিত করেন। পরিষদের প্রথম ছাত্র ও বর্তমানে সহঃ সভাপতি শ্রীফণিভূষন রায় মহাশয় সমস্ত আন্দোলনের জন্য সাফল্যের মূলে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবী দাওয়ার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে ব্যাপকতম জন সমর্থনের ভিত্তিতে সংগঠিত—সুসংবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগনের বলিষ্ঠ প্রয়াসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিষদের ছাত্র ছাত্রী ও বিশিষ্ট অতিথিশিল্পী বৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। পুনর্মিলন উৎসবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সাহায্যে ১০১টাকা দান করা হয়। এই উপলক্ষে এক স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদন : পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়

॥ বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি ॥

১। পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজে ১-৪-৬৬ অথবা ঐ তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে U.G.C. বেতনক্রম ও Ad-hoc benefit চালু করার জন্য ইতিপূর্বে যে "৫ বছরের অভিজ্ঞতার" প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, পরিষদের Memorandum এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এ সম্পর্কে নির্দেশাবলী দিয়েছেন ও রাজ্য সরকার সম্প্রতি এই মর্মে Deputy Director of Public Instructions (6, Council House Street)-কেও নির্দেশ দিয়েছেন যাতে "৫ বছরের অভিজ্ঞতার" প্রশ্ন তোলা না হয়। অতএব যে সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিক (১-৪-৬৬ তারিখে গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত অথবা ঐ তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নিযুক্ত) এখনও U.G.C. বেতনক্রমে ad-hoc benefit পাননি, তাঁদের D.P.I (6, Council House Street, Cal-1)-এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

২। পরিষদের পক্ষ থেকেও Deputy Director of Public Instruction-কে (6, Council House Street) অবিলম্বে এই সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য U.G.C. বেতনক্রমে ad-hoc benefit দিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এক স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে।

৩। যে সমস্ত বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারিক (১-৪-৬৬ তারিখে অধিষ্ঠিত অথবা ১-৪-৬৬ তারিখ থেকে ৬ মাসের মধ্যে নিযুক্ত) এখনও D.P.I.-এর কাছে U.G.C.-এর ad-hoc benefit দাবী করে আবেদনপত্র পাঠাননি, তাঁদের অবিলম্বে আবেদনপত্র পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৪। যাঁরা ইতিমধ্যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন ও ad-hoc benefit পেয়ে গেছেন, যাঁরা এখনও পাননি এবং যাঁরা আবেদন করেননি, কিন্তু এখন করছেন—তাঁদের নাম, কলেজের নাম ও ঠিকানা পরিষদকে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিষদ ভবন
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

সুখেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী সচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার,

৮১, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-১৪।

পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীরঞ্জিতকুমার পাল জানাচ্ছেন যে সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে রবীন্দ্র মৈত্র ভ্রাম্যমান পাঠাগার রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার নামে পরিচিত হবে এবং পাঠাগারটি সমিতি রেজিস্ট্রিকরণ আইনানুযায়ী রেজেস্ট্রীকৃত হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন নং, এস/১১১৬১ অফ ১৯৭১-৭২.

গত ২২-৮-৭২ তারিখে শ্রীরবীন্দ্রনাথ নিয়োগীর সভাপতিত্বে এবং বিমলকান্তি ঘোষের পরিচালনায় হিন্দসিনেমা হলে পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীরঞ্জিতকুমার পাল উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, হিন্দসিনেমা কর্তৃপক্ষ, পঃ বঃ সরকার, কলকাতা পৌরসংস্থা ও পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। উৎসবে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'কোমল গান্ধার' ছায়াচিত্র দেখানো হয়।

নদীয়া

কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদ, পোঃ ফুলিয়া-বয়ড়া।

শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে গত ১০।১০।৭১ তারিখে কবি কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালায় কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদের প্রথমসভা অনুষ্ঠিত হয়। কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি রচিত রামায়নে মাল্যদান করা হয় এবং রামায়ন পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১১জন সদস্য যুক্ত একটি কমিটি পরিষদের কার্যভার গ্রহন করেন। শীঘ্রই একটি কবি সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তিরা ৫০পয়সার ডাক টিকিট সহ স্বরচিত কবিতা পাঠাতে পারেন।

বর্দ্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম,

বিগত ১৪।১১।৭১ তারিখে ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শুভ জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সারাদিন ব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব শিশু দিবস উৎসব পালন করা হয়। জাড়গ্রাম অঞ্চলের গ্রাম সেবক শ্রীমহাদেব দে মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সকালে পাঠাগার প্রাঙ্গনে এক জনসভায় সমবেত সঙ্গীত, পতাকা উত্তোলন, জওহর স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, ও নেহরুজীর জীবনী আলোচনা করা হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন সর্বশ্রী মহাদেব দে

জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, বসন্ত মুখার্জী, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মধ্যাহ্ন কালীন অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। প্রতিযোগিতা অন্তে আঁটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমাখিকলাল দে মহাশয় পুরস্কার বিতরন করেন। প্রায় তিন শতাধিক বালক বালিকা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে।

বিগত ১।১২।৭১ তারিখে "নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস" পালন করা হয়, তাতে গ্রাম পরিক্রমা এবং পাঠাগার ভবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। অপরাহ্ন ৩টায় জাড়গ্রাম সমাজ কল্যান কেন্দ্রের কর্মী শ্রীমতী রেনু চ্যাটার্জির পৌরোহিত্যে সমাজ শিক্ষায় ভূমিকা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন সর্বশ্রী রেনু চ্যাটার্জী, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, ভুলাল সরকার, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী এবং বানী চক্রবর্তী।

হাওড়া

সবুজ গ্রন্থাগার নিজবালিয়া, পোঃ পাতিহাল

বিগত ১১।১২।৭১ তারিখ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ে একটি আকর্ষনীয় চিত্র প্রদর্শনী "এই যুদ্ধ—শেষ যুদ্ধ" সবুজ গ্রন্থাগার আয়োজিত প্রদর্শনীতে ভারতের সামরিক সংগঠন সম্পর্কে নির্মলেন্দু মান্নার প্রবন্ধ সহ চিত্রাবলী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রদর্শনীটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীশুভেন্দু মান্না, সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন সর্বশ্রী শিবেন্দু মান্না, শিশিরকুমার দত্ত এবং মনোরঞ্জন জানা, ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ। ভারতের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় জন্য যে সব জওয়ান আত্মনিবেদন করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

হুগলী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, রিষড়া।

বিগত ২০।১১।৭১ তারিখ ডঃ তারকনাথ ঘোষের সভাপতিত্বে পরলোকগত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের স্মরণে এক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘটক—'তারাশঙ্করের জীবন দর্শন', শ্রীনীলমনি ঘোষ—'রবীন্দ্রোত্তর যুগ ও তারাশঙ্কর' শ্রীমতী অশোকা দাস—'তারাশঙ্করের ছোটগল্প', শ্রীসুশান্ত অধিকারী—জীবনও সাহিত্য', শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'তারাশঙ্করের উপন্যাস সাহিত্য' এবং ডঃ তারকনাথ ঘোষ—'তারাশঙ্কর ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সংকলক : শ্রীশিবেন্দু মান্না

ভ্রম সংশোধন

কার্তিক সংখ্যা 'গ্রন্থাগারে' পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কতকগুলি নাম ভুল ছাপা হয়েছে। সংশোধিত রূপ নীচে দেওয়া হল :

প্রথম শ্রেণী

(ক) গুণানুক্রমিক স্থান—১২—বলবন্তা সিংহ (১০২)
(খ) " —১৫—সুরঞ্জন ঘোষরায়চৌধুরী (৫০)
(গ) " —২২—অসমঞ্জ সিদ্ধান্ত (এন ১৮)
(ঘ) " —২৮—বিমানকুমার রুদ্র (৮৬)
(ঙ) " —৩০—নীনা সমাদ্দার (৮৯)

দ্বিতীয় শ্রেণী

(চ) ক্রমিক সংখ্যা—৭৮—অসিতকুমার রায়

ভুলক্রমে রহড়াস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ফলাফলে সমীররঞ্জন দাস 'পাশ' বলে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি 'পাশ' করেননি।

'গ্রন্থাগার সংবাদ' বিভাগে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সংবাদে প্রধান অতিথি হিসাবে ভুলক্রমে শ্রীঅরবিন্দ পালের নাম প্রকাশিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণমাচারিয়ুলু। শ্রীপাল প্রধান অতিথির ইংরেজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ করেন।

[সম্পাদক]

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 8 : Nov.-Dec., 1971 (Agrahayan, 1378 B.S.)

Library Movement in Bengal (37) by Gurudas Bandyopadhyay

In this instalment, Sri Bandyopadhyay describes the Purulia conference of 1957 (1364 B. S.) convened by the Haripada Sahitya Mandir. The Conference was held on the 19th & 20th April and was presided over by Shri B. S. Kesavan, Librarian of the National Library. Mr. Jagadischandra Mukherjee and Mr. Asoke Choudhury were the chairman and secretary of the Reception Committee, respectively.

Prior to the opening sesion of the Conference, Mr. Kesavan inaugurated the 'Jagadischandra Mukherjee Hall'.

Addressing the delegates, the chairman of the Reception Committee described the history of Manbhum and its cultural effinity with the other part of Bengal and hoped that Purulia would play an important part in the cultural and social movement of the country in the days to come. He also narrated the history of development of the Haripada Sahitya Mandir and thanked the delegates in the hope that the conferecnce would be sucessful.

In his inaugural speech Mr Pramil Chandra Basu analysed the characteristics of the library movement and suggested to enrich the movement with new thoughts. He hoped that Purulia would play its role in the library movement of the state. [P. 250] A G

Libraries in West Bengal (4) Naihati Bankim Pathagar.

It was in the year 1921 (1328 B. S.) that some enthusiastic youngmen of Naihati initiated a door-to-door collection to establish a library for the village and started functioning with about 150 books only and named it after the great litterature Bankim chandra. Fighting against various hazards, it has stood to be a stable institution with its own house and a collection of about 9000 books in English and Bengali. The Central government helped it with a building grant of Rs. 10,000/-. It also gets help from the West Bengal government and the Naihati Municipality The library has a rich collection of periodicals.

[P. 255] A. G.

Book-Review

Banga Samskritir Katha by Jogeshchandra Bagal, Calcutta, world Press (P) Ltd. 1971, 171P. Rs. 10.00: reviewed by Shri Sourendramohan Gangopadhyay. [P. 259]

Association Works

Meeting of the Executive Committee

The meeting of the Executive Committee was held on the 29th November, under the chairmanship of Shri Gurudas Banerjee. At the outset, the house stood in silence for a minute to show the respect for the demise of swami Panyananda and Binoyendra DevRoy. It was decided in the meeting that the 29th session of the Bengal Library conference would be held at Chakdighi Union Sadharan Pathagar from the 20th to the 22nd Februry, 72

The Executive Committee meeting was also held on the 9th December in which Shri Sourendramohan Ganguly presided to make effective of the change of office and Library hours of Bengal Library Association due to Emergency and Black-out

Dr. Giri Cobert's visit

Dr. Cobert, the professor of charles University (Prague) and the Head of the Department of Jowmalism plaved a visit to the Association. Shri Prabir Ray Choudhiri the Secretary of the Association introduced the office bears and the staff of the Association with Dr. Cobert. Dr. Cobert in his speech narrated the system of library service in Chekoslovakia befor the members of the Association.

Library Day

On the 20th December, to obserue the 'Library Day' a meeting was held in students Hall, in which diplomas were distributed among the sucessful students of certificate course in Librarianship of the Association by the formar vice-chancellor of Burdwan University and now the Head of the Department of Sanskrit of Jadurpur University, Dr. Ramarajan Mukherjee. The eminent litterateur Shri Naranjan Chaudhury presided over the convocation. Shri Praimchandra Bose, Director and Shri Chand Kumar Sen, the secretary of the Librarianship training committee also spoke in the meeting.

Dr. Ramaranjan Mukherjee emphasised on the importance of the role of Librarian. He expressed in grief that inspite of the importance of Librarians, the U. G. C. payscale had not been implermented in the university.

Shri Prabir Raychoudhury, secretary of the Association moved the resolutions on Library movement and Bangla Desh which were seconded by Shri Satyabrata Sen and Sudhendra Banerjee respecting. Shri Pramilchandra Bose requested the Association to work for both the Bengals. Shri Narayan chaudhury criticised the role of newpapers as regards the publication of news of all sphere of life. The meeting was then disserted with a role of thanks to the chair and the participaters.

Re-union

On the 19th December, the past and present students of the Librarianship Training course of Bengal Library Association, partici-pated in the re-union function, Shri Bijoy Sengupta presided over the function. There was also a cultural source to entertain the participaters.

[P. 263] B. C.

News from the Libraries

Calcutta : Rabindra Moitra Smriti Pathagar, **Nadia** : Krittibas Sahitya Parisad,, **Burdwan** : Jurgram Makhanlal Pathagar, **Howrah** : Sabuj Granthagar, **Hooghly** : Mahes Sri Ramakrishna Granthagar.

[P. 270]

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ৯ ১৩৭৮, পৌষ

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর

ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে এ বছরকে আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবারকার প্রাথমিক সম্মেলন সুরু হবে নতুন দিল্লীতে। পুস্তক বৎসরের প্রাক্কালে ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল 'প্রত্যেকের জন্যই পুস্তক' এই চিন্তাধারাকে প্রকৃত সত্যে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির মূল পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে 'প্রত্যেকের জন্যই পুস্তক' অন্যতম একটি মন্ত্র, আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রত্যেকের জন্য পুস্তক এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল, তা সত্বেও দেরীতে হলেও আজকের দিনে এই বাণীর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যে যুগে মানুষ চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে, যে যুগে কৃত্রিম জীব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে সেই যুগেই এখনও পৃথিবীর মোট জন সংখ্যার শতকরা ৪৬.৬৮ ভাগ মানুষ নিরক্ষর কল্পনা করতেও আমাদের লজ্জা। অথচ বাস্তবকে অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই।

'সকলের জন্যই পুস্তক' এই মর্মবাণীর যদি এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে যত জন-সংখ্যা আছে পৃথিবীতে তাদের প্রত্যেকের জন্য একখানা হিসাবে বই থাকলেই চলবে তা হলে মূল উদ্দেশ্য থেকে একটু দূরেই সরে যেতে হয়। পৃথিবীর লোকসংখ্যার হিসাবে পুস্তক প্রকাশন হয়ত হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকেই কি পুস্তক পড়তে পারেন? তা হলে তো কোন প্রশ্নই ছিল না। বেশী দূরে যাওয়ার দরকার নেই; ভারতে নিরক্ষরদের সংখ্যাই বর্তমানে ভারতীয়দের শতকরা ২৭.৮ ভাগ। অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রায় এক তৃতীয়াংশই নিরক্ষর। এই চরম সত্যকে ঢাকার জন্য ভারতে প্রতি বৎসর পালিত

হয় স্বাক্ষরতা সপ্তাহ। ঘটা করে অনেক প্রস্তাবই তাতে নেওয়া হয়, অনেক পরিকল্পনাও করা হয় কিন্তু সেটা মাত্র ঐ সপ্তাহের কার্যাবলীর কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে। যে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকারে রয়েছেন, তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকেন। তাঁদের অবস্থার কোন হেরফের হয় না। যদিও বা কিছু সংখ্যক কোন ক্রমে সাক্ষরতার একধাপ এগিয়ে যান, উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে আবার সেই নিরক্ষরতারই দল ভারী হয়। এই জন্যই প্রয়োজন প্রত্যেকে যাতে বই পড়ার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা। আর্থিক অবস্থার দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় যৎসামান্য। অধিকাংশের পক্ষেই বই ক্রয় করে পড়া সম্ভব নয়। এই অবস্থার সুরাহার জন্য প্রয়োজন বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার। ভারতের সর্বত্র তাই প্রয়োজন গ্রন্থাগার আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষরতা দূর করতে হলে প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে প্রত্যেকের পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এর মূল দায়িত্ব স্বভাবতই সরকারের। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যতই কাগজে কলমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সপ্তাহ পালন করা না কেন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে প্রকৃত পথে চলতে সরকারও আগ্রহী নন। তা না হলে ১৯৩১ সাল থেকে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের চেষ্টা হলেও আজও সেই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেনি।

পুস্তক বৎসরে অনুসরণযোগ্য যে সব প্রস্তাব ইউনেস্কো থেকে প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে গ্রন্থজগতের সঙ্গে সংশিষ্ট গ্রন্থাগার পরিষদেরও দায়িত্ব রয়েছে। যদিও ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেলের আবেদনে গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবু নাম উল্লেখ না থাকলেও পরিষদ তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারছেন না। পাঠ-স্পৃহা সমীক্ষা এবং পাঠকের রুচি অনুযায়ী বই এর প্রকাশন সম্পর্কিত সমীক্ষা বর্তমান বৎসরে গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যসূচীর অন্তর্গত করা যেতে পারে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এই সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা চালানোর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। খবরের কাগজ পাঠকদের এক সমীক্ষা বোম্বাইতে হয়েছে; কিন্তু সার্বিকভাবে পাঠ-স্পৃহা সম্বন্ধে কোন সমীক্ষা আজও হয়নি। এবং পাঠকদের রুচি অনুযায়ী বইয়ের চাহিদার প্রতিও কেউ আলোকপাত করেনি—সে সম্পর্কীয় কর্মসূচী বর্তমান বৎসরে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ।

আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসরে পরিষদের আরও একটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন পুস্তক প্রকাশনের মান নিম্নগামী না হয়। অধিকাংশ বইয়েই বই সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না থাকায় পুস্তকের সামগ্রিক মান অনেক নেমে যায়। এ ছাড়া সাধারণ বাঁধাইয়ের বই এর সঙ্গে সঙ্গে যেন উপযুক্ত সংখ্যক গ্রন্থাগার সংস্করণ (Library Edition) বইও বাঁধানো হয়। আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর পুস্তক জগতে এক নতুন দিকনির্দেশ করবে বলেই আশা করি।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন (৩৮)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মেলনের সভাপতি 'শ্রীকেশবন ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন। উক্ত বক্তৃতার মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ এই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পুরুলিয়ার নাগরিকবৃন্দ আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন তাহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নয় বৎসর ধরিয়া আমি বাংলাদেশে বাস করিতেছি এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরূপে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীর অধিবাসীদের সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ভারতের এই সংস্কৃতি সম্পন্ন রাজধানীতে থাকায় এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে অনুশোচনা আসে নাই অথবা আসা ঠিকও নয়। এই প্রাণোচ্ছল নগরীতে কর্মব্যস্ত প্রতিটি মুহূর্ত আমি পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছি ইহাই আমি বলিতে চাই।

আমি বাংলার অর্থাৎ বিভক্ত বাংলার প্রতিটি স্থান পরিদর্শন করিয়াছি এবং এমন কোন স্থান দেখি নাই যেখানে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কোন মহতী ধারা বহমান নাই। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান এই কারণে আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালীর সদাজাগ্রত মনস্বিতা এবং অভ্যাগতের প্রতি উদার অভ্যর্থনা সকলকেই গভীরভাবে অভিভূত করে। সরস্বতীর কণ্ঠে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক অত্যুজ্জ্বল মণিরত্নে খচিত যে 'রত্নমালা' বাংলাদেশ দোলাইয়া দিয়াছে আমি মনে করি না যে ভারতের অন্য কোন অংশের সেই গৌরব আছে। মণীষী ও মহাপুরুষের সৃষ্টির গৌরবেও বাংলা কাহারও পশ্চাৎবর্তী নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন এই বাংলার মৃত্তিকাকে স্পর্শ করিয়া মহান হইয়াছেন। এই বাংলাদেশেরই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সুমহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সকলকে বজ্রনির্ঘোষে সচেতন করিয়া মহতী বাণী ও আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' উপনিষদের এই বাণী এরূপ স্ফূর্ত প্রাণাবেগে আর কেহই উপস্থিত করিতে পারেন নাই। দেশের এই প্রকার সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্যই 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর প্রতিষ্ঠা বাংলা দেশে সম্ভব হইয়াছিল। জ্ঞান সাধনায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিরস্মরণীয় দান বিশ্ববন্দিত। অর্থহীন আচার ও অন্ধ কুসংস্কারের পাষাণভার হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা এই বাংলাদেশেই শুরু হইয়াছিল। সমাজ সংস্কারের সেই বহুতর পুরোবর্তীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র

সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কেবল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং সমাজ মুক্তির প্রদীপ্ত সাধনাতেই বাংলাদেশ ব্যাপৃত থাকে নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যশক্তির বিশাল পাষাণ দুর্গের ভিত্তিমূল পর্যন্ত, প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রাণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ও সর্বজনীন ঔদার্য প্রাদেশিকতায় ভেদগণ্ডি অস্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র ভারতবর্ষের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকদের ধাত্রী স্বরূপা করিয়াছিল। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগণিত মণীষী ভারতের এই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে লালিত হইয়া পরবর্তী জীবনে কীর্তিমান হইয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক রচনায় অত্যুচ্চ আদর্শের দিগদর্শনরূপে এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছেন। সর্বপ্রকার সংস্কৃতি সাধারন নায়কগণ বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছেন। ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত এবং পুরুষপরম্পরায় বিদেশীমিশ্রিত এই দেশের অধিবাসী নিছক বুদ্ধিজীবী এবং অল্পবিধ শারীরিক কর্মে অপটু এই প্রকার বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত করিতে অনেকেই প্রলুব্ধ হইয়াছেন। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সৃষ্ট মূঢ় সামরিক জাতিতত্ত্ব দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ অংশ গ্রহণে বাঙ্গালী যুবসমাজকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছে। মাদ্রাসের 'স্যাপার্স' ও 'মাইনার্স' এবং বাংলাদেশের এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই সামরিক জাতিতত্ত্বের অসারতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। কুণ্ঠিত রক্ষণশীল ও নৈরাশ্য-পোষণকারিগণ যাহাই বলুন না কেন বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিধারা এখনও অব্যাহত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন। ইহা সত্ত্বেও বাংলাসাহিত্য পতনের পথে একথা কে বলিবে? তরুণ বাংলার সৃজনী আবেগ বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আজও স্পন্দিত। সতেজ রচনা সমৃদ্ধ 'শনিবারের চিঠিকে' বাংলাদেশের আধুনিক 'স্পেক্টেটার' বলা চলে। অস্বীকার করা যায় না যে অসংখ্য অসার রচনায় দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে কিন্তু পৃথিবীর কোন অংশ সম্বন্ধে তাহা সত্য নয়? দীপশিখা এখনও জ্বলিতেছে ইহাই সার কথা। কিছু তৈল দিয়া সলিতা উস্কাইয়া দিলেই তাহা পূর্বের মতই অম্লান দীপ্তিতে জ্বলিতে থাকিবে। বৃত্তিমূলক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে এই অতীতদিনের অনুস্মরণ আশা করি আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন। তাই বলিয়া অনুশোচনা করিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি দোষ এই যে পটভূমিকার বিশালত্ব সম্পর্কে সচেতন না হইয়া তাহারা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই প্রবলভাবে কাজ করিয়া যায়। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে চিকিৎসক, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, জীবতাত্ত্বিক বা ঐ ধরণের সম্মেলনের প্রতি এই মন্তব্য কি সমভাবে প্রযোজ্য? বৃত্তিমূলক সম্মেলনে

নিজ পরিভাষা ব্যবহৃত হইবে না এই কথা বলা কি নিতান্ত যুক্তোচিত নয়? কারণ পরিভাষা সকল বিজ্ঞানের প্রবেশকুঞ্চিকা আর যে কোন প্রগতিশীল বিজ্ঞানের পক্ষে প্রতীক অপরিহার্য। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটু অনুধ্যান করিলেই দেখা যাইবে যে রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, জীবতাত্ত্বিক ও চিকিৎসকগণ যে অর্থে বিজ্ঞানসাধক গ্রন্থাগারিকগণ সেই অর্থে বিজ্ঞানী নহেন। আমাদের অবস্থা তুচ্ছ হইলেও অনন্ত, কেননা কেবল মানবসেবাই আমাদের অস্তিত্বের মূল কারণ নয় নিবিড় মানবিক সম্পর্ক স্থাপনও আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও নিতান্ত প্রয়োজন আছে। তথ্য ও জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধকরণে গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই তাঁহার সেইরূপ কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মূলনীতি মানিয়া চলিবেন যাহাতে অল্প সময় ও আয়াসে জ্ঞানভাণ্ডারের সকল দিকে সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হইয়া যায়। ব্লিস, ডিউই, রঙ্গনাথন প্রভৃতি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের চিন্তানায়ক প্রবর্তিত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ভিন্ন বৃহৎ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। অতি গর্বের বিষয় এই দেশের গ্রন্থাগার-চেতনার মুখ্য নেতাকে সম্মানিত করিয়া ভারত সরকার আমাদের বৃত্তিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ হইলেও আমাদের বৃত্তি অতি সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম যত দিন না গ্রন্থাগার ও পড়িবার সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে তত দিন আমাদের কাজ শেষ হইবে না এই কথা বহুশ্রুত। আমি বিশ্বাস করি যে কোন না কোন সময়ে এই পূর্ণতা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু ইহাও স্মরণযোগ্য যে এই বিষয়ে আমাদের অতি সতর্কতার সহিত চিন্তা করা প্রয়োজন। মানচিত্রের উপর অসংখ্য বিন্দু দ্বারা ছোট, বড় ভ্রাম্যমান ইত্যাদি বহু প্রকার গ্রন্থাগার চিহ্নিত করা এবং নানা কাজ কর্মের হৃদয়গ্রাহী হিসাব নিকাশ দেওয়া খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার বাস্তবক্ষেত্রে মূল্যায়নের সময় দেখা যায় যে ইহাদের কোনই মূল্য নাই। গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ প্রতি গ্রামে [illegible] পুস্তক লইয়া গিয়া পাঠের নির্দেশ দেওয়া হইল এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল এমন মনে করা নিশ্চয়ই চলে না। বস্তুত এই সমস্যা যেন জল সেচনের সমস্যা চেনা ও জানা ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিয়া পরে অচেনা ও অজানা ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আপনারা সকলেই জানেন যে বর্তমানে আমাদের সহর অঞ্চলেও কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে না। তুলনা দিয়া বলিতে পারি কোন বৃহৎ দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চাষযোগ্য অঞ্চলেই প্রথম মনোযোগ দিতে হয়। আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনারা একথা বলিতে পারেন না, 'এস, সর্বপ্রথম রাজস্থানের মরুভূমিকে চাষের

উপযোগী করা যাক'। তাহাকে উর্বর করিবার জন্য সমস্ত জল সেই খানেই নিঃশেষ করা উচিত নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় জলাশয়, খাল প্রভৃতি উপমানগুলি মনে রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগারের সম্পদরূপে যাহা পাইয়াছি তাহার যথাযথ বিন্যাস করাই আমাদের কর্তব্য। সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংহতির। দেশের প্রত্যেকটি স্থানে সুযোগ-সুবিধা দিবার কাজ পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ করিবার পূর্বে চতুর্দিক ভালভাবে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে এইরূপ ব্যক্তির জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইয়া দিলে সে তাহার প্রতিবেশীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে। আমরা আশা করি আমাদের পরিষদ এইরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া যথাযথ ভাবে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

দেশের জেলা এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগারিকের কাজ ক্রমশ সচল ও মানবভিত্তিক হইয়া উঠিতেছে। শ্রবণেক্ষণী শিক্ষা, বাগ্মিতা, শিল্পবোধ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উপায় ইত্যাদি সর্বতোমুখী শিক্ষা গ্রন্থাগার কর্মীদের দিতে হইবে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার মতে উহা প্রকৃতপক্ষে নগণ্য। বর্তমান কালে জেলা ও গ্রাম্য গ্রন্থাগারিক অবশ্যই নিছক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুর অধিকারী হইবেন। যে সব প্রগতিশীল দেশে পুস্তক প্রকাশন, গ্রন্থাগার ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা অতি উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে সেই সকল দেশের সহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারিকের পক্ষে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানসম্মত গুণাবলী থাকাই যথেষ্ট বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু পড়িবার সুযোগ-সুবিধা, পুস্তক এবং সাজ সরঞ্জাম যেখানে এখনও পরিপূর্ণ রূপ পায় নাই সেই সকল অনগ্রসর দেশে গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলীর অতিরিক্ত কিছু হইবেন। গ্রন্থাগারিকতার সহিত আমার সম্পর্ক যতই গভীর হইয়া উঠিতেছে আমি ততই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেছি যে উন্নত শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক গড়িবার একমাত্র উপায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান ব্যতীত অপরাপর বহু বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দান।

আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ প্রভূত পরিমাণে চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে। অসংখ্য লোক পুস্তকের সীমিত সংখ্যার জন্য অভিযোগ করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিস্ময়করভাবে সাধারণকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু যে প্রশ্ন আরও বড় তাহা হইল ব্যক্তি জীবনকে সমৃদ্ধতর, অধিকতর চিন্তা-শীল ও প্রয়োজনীয় করিবার ক্ষেত্রে কত দূর সার্থকতা এই প্রতিষ্ঠানগুলি অর্জন করিয়াছে? পুস্তক লেনদেন ও গ্রাহকদের সংখ্যায় এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর মিলিবে না। পৃথিবীর যে কোন দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্মচারীর মনের খবর সম্বন্ধে কি বলা চলে? পাঠকদের চাহিদা মিটান ছাড়া তাহারা আর কি অধিক কাজ করিতেছে? আপনারা জানেন বড় বড় দোকানে বিভিন্ন প্রকার

সামগ্রী সাজান থাকে এবং কাউন্টার-এর পিছনে কর্মচারী সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন। সহরের সকল লোকই জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য দোকানে ভিড় করেও কর্মচারীগণ সাহায্য করেন। ঐরূপে বড় দোকান হইতে সাধারণ গ্রন্থাগার কতটা পৃথক এবং গ্রন্থাগার কর্মী ও দোকানের কর্মচারীর মধ্যে সাদৃশ্য বা কতটুকু? সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজকর্মকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে আমি এ সব কথা বলিতেছি না। গ্রন্থাগার কর্মীদের সাফল্য ও কৃতিত্বের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাশীল তাহাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু যখন সারা দেশে জেলা ও গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য এবং ঐ উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণের জন্য বহু চিন্তা ও অর্থব্যয় হইতেছে তখন আমি এ সব প্রশ্ন না করিয়া পারিতেছি না।

গ্রন্থাগারের উন্নতির বিষয়ে এই দেশে কি কি কাজ হইয়াছে তাহার হিসাব লওয়া যাক। জেলা গ্রন্থাগার ভবন ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বহু প্রাদেশিক সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা চলে গ্রন্থাগার ভবন ও ভ্রাম্যমান পুস্তকযানের পরিকল্পনায় যথাযথভাবে বৃত্তিকুশলীর মতামত লওয়া হয় নাই। কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে গ্রন্থাগারের কাজের ধরণের উপর নির্ভর করে ভবনের বিশেষ ধরণের স্থাপত্য। আজও সেই মামুলী ধারণা বিদ্যমান যে পুস্তকযান কেবল বই আনানেওয়ার গাড়ীবিশেষ, বিভিন্ন কেন্দ্রে বই দেওয়া ও কিছু সময় অন্তর তাহা ফিরাইয়া লওয়াই ইহার কাজ। কিন্তু সমগ্র কাজের বৃহত্তর পটভূমিকা অর্থাৎ মানুষের সহিত যোগস্থাপনের কাছে ঐ কাজ নগণ্য। পুস্তকযানের জন্য পুস্তক নির্বাচন, পাঠকসমীপে পুস্তক উপস্থাপনের উপায়, পাঠের ফলাফল এবং পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সম্পর্কে সতর্ক অনুধ্যান এইগুলি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য কাজ। জানি না কেন গ্রন্থাগারিকগণ এই দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন নয়। ইহা উভয় পক্ষের দোষ হইতে পারে। কারণ গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিত্বের উপর ইহা নির্ভরশীল আবার এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভারত সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবহিত এবং জেলা গ্রন্থাগার, গ্রাম্য গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় অনতিবিলম্বে গঠিত হইবে।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের উল্লেখ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আর এক মর্মান্তিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে বিদ্যালয় ভবন পরিকল্পনায় কেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারের অবস্থিতির উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষেরই ইহা প্রয়োজন। কিন্তু এই দেশে কতকগুলি নূতন বিদ্যালয় ভবনেও গ্রন্থাগারকে কোণঠাসা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যেখানে একজন সদস্য,

দরদী ও বিচক্ষণ শিক্ষকের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার লওয়া উচিত সেখানে এখন দেখিতে পাই অকৃতী, ব্যক্তিত্বহীন শিক্ষক গ্রন্থাগারিকদের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। গ্রন্থাগারে পাঠ করিবার নির্দিষ্ট সময় ছাত্রদের নিকট আনন্দদায়ক না হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন যথাযথভাবে করা হয় না। বিদ্যালয়ে গৃহীত পাঠ্য সূচীর সহিত গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। এই প্রসঙ্গে কেবল একটি আনন্দের কথা এই যে দিল্লীর 'সেনট্রাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন' ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগারিকতা পাঠ্য-সূচীর অন্যতম বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি আরও ব্যাপকভাবে ও সুচিন্তিতভাবে ইহার অনুসরণ করা হইবে।

দেশের শিক্ষাপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই শিক্ষার উচ্চতর অবস্থায় প্রতি চিন্তা ও অর্থব্যয় করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গবেষণাগারগুলিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয়ে নানাভাবে নানা কথা বলা হইতেছে এবং বহু পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু সমস্যার বৃহত্ব ও আর্থিক কৃচ্ছ-তার জন্য উন্নতি শম্বুকগতিতে চলিয়াছে। তবু সরকার ও জনসাধারণ সমস্যার সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে এই ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হইবে। গ্রন্থাগারিকতার দিকে সাহিত্য আকাদামি ও জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সর্ব ভারতব্যাপী একটি 'ডকুমেন্টেশন' কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। রাজধানীতে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি দিগ্দর্শক পরিকল্পনা চালু হইয়াছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দিতেছেন। মাদ্রাজের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ঐ রাজ্যের গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। তদানীন্তন হায়দরাবাদ রাজ্য এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিল। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত না হইয়াও গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে বোম্বাই রাজ্য একটি কার্যনির্বাহক সংসদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দিল্লী, আলীগড়, বারাণসী, বিশ্বভারতী প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকার-চালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণকল্পে উদ্যোগী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশন গৌহাটী, উৎকল, বিহার, পাটনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পক্ষে স্নেহশীলা ধাত্রীস্বরূপা হইয়াছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও নিজ নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ঐ কমিশনের সাহায্যপুষ্ট হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থাগার উন্নয়নে এদেশ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতেছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সেমিনার-এ প্রদত্ত শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উদ্বোধনী ভাষণে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দেশব্যাপী গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতির এক সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন

যে ভারত কৃষি প্রধান দেশ। সহরবাসীদের তুলনায় গ্রামীণ অধিবাসীরা বহু দিকে পশ্চাৎপদ। সেই কারণে সহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন অধিকতর। আমরা সেজন্য এমন এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চাই যাহার কেন্দ্রস্থল হইবে জেলা গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগার গ্রন্থযানের সাহায্যে গ্রামবাসীদের নূতন পুস্তক সরবরাহ করিয়া পঠিত পুস্তক কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিবে। ভারতে প্রায় ৩২০টি জেলা আছে, তন্মধ্যে একশত জেলায় অনুরূপ গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে সংগঠিত হইয়াছে কিংবা হইতেছে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আশা করা যাইতেছে যে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের মধ্যে সকল জেলায়ই নিজস্ব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতি রাজ্যের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে সহায়তা করিবে। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির এবং দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্তভাবে দেশব্যাপী এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে।

মন্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত কার্যক্রমের সাফল্য লাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে দেশের গ্রন্থ প্রকাশনের দুরবস্থা। প্রকাশের সংখ্যার দিক হইতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরে তৃতীয় স্থানটি আমাদেরই। কিন্তু গুণাগুণের দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের স্থান তদনুরূপ উচ্চ নহে। আন্তর্জাতিক আর্থিক মান অনুযায়ী ভারতীয় গ্রন্থের মূল্য অন্যান্যদের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী তাহাও যথেষ্ট উচ্চ এবং নিম্নমূল্যের গ্রন্থও সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই ক্রয় করে অধিক। এমতাবস্থায় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাগণের বলিবার সুযোগ ঘটে যে এদেশে গ্রন্থব্যবসায় তেমন লাভজনক নহে। এই কথায় কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে দেখিলে একথা বলা চলে না যে নিকৃষ্ট সাজগোজ নিম্ন মূল্যেরই পরিচায়ক। এদেশে অনেক উচ্চ মূল্যের গ্রন্থ বিশেষ করিয়া কলেজ-এর পাঠ্য পুস্তক দেখিতে কদর্য। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির উৎকর্ষের কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেগুলি বিরল দৃষ্টান্ত মাত্র। এই দুরবস্থায় ঐগুলিই আমাদের যাহা কিছু আশাভরসার সঞ্চার করে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই শুধু উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও প্রচ্ছদের পরিচয় দিয়াছেন।

সম্মেলনে প্রেরিত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের শুভেচ্ছা বাণী পঠিত হয়।

মস্কো-র লেনিন লাইব্রেরীর আধিকারিক, ওয়াশিংটন-এর দি লাইব্রেরী অব কংগ্রেস,

লণ্ডন-এর দি লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন-এর অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশ্যাল লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন ব্যুরোজ, ওয়েলিংটন-এর নিউজীল্যাণ্ড লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, অস্ট্রেলিয়া-র লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, ভারত যুক্ত রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ভারতের শিক্ষাসচিবের শিক্ষাসম্পর্কীয় সহকারী পরামর্শদাতা, অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক, বোম্বাই লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক, কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশ্যাল লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার্স-এর সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, বসুমতীর সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীচপলাকান্তি ভট্টাচার্য।

এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পোড়া মাটীর মূর্তি, পাথরের মূর্তি, পোড়ামাটীতে খোদিত লিপি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য স্থান পাইয়াছিল। পুরুলিয়ার জননেতা শ্রীঅতুল ঘোষ মহাশয়ের যোগ্যা কর্মসঙ্গিনী পত্নী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৭)

বিমলকান্তি সেন

(=0/=9) জাতি ও রাষ্ট্রীয়তার সাধারণ সহায়িকা

ইংরাজী-বাংলা অভিধানে race এবং naion দুটি শব্দেরই বাংলা দেখলাম জাতি। ধারণা দুটিকে বাংলায় আলাদা করে বোঝাবার জন্য race অর্থে জাতি এবং nationality অর্থে রাষ্ট্রীয়তা ব্যবহার করিলাম। আলোচ্য সহায়িকা জাতি এবং রাষ্ট্রয়তার সহায়িকা হিসাবে চিহ্নিত হলেও, আসলে সহায়িকাগুলি হচ্ছে ভাষা এবং বাসস্থান অনুযায়ী মানুষের শ্রেণীবিভাগ।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানুষ, তার শ্রেণীবিভাগ করা চলে তার জাতি, রাষ্ট্রীয়তা, বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক এবং মানসিক গঠন, পেশা, সামাজিক স্তর, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুসারে। বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষের শ্রেণীবিভাগ করার উপায় সার্বদশমিক বর্গীকরণে রয়েছে। মানুষের এই শ্রেণীবিভাগগুলি সবই সাধারণ এবং বিশেষ সহায়িকার আওতায় পড়ে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র জাতি এবং রাষ্ট্রীয়তা সহায়িকা নিয়ে আলোচনা করব, কারণ প্রথম বন্ধনীর আওতায় কেবলমাত্র এই সহায়িকা দুটিই পড়ছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি = (সমান চিহ্ন) হচ্ছে ভাষার এবং প্রথম বন্ধনীর অন্তর্গত 0 থেকে 9 অর্থাৎ (0/9) হচ্ছে রূপ বিভাগ ও স্থানের নির্দেশক। এদের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে জাতি ও রাষ্ট্রীয়তার সাধারণ সহায়িকার পরিচায়ক চিহ্ন, অর্থাৎ (=0/=9)।

আমরা জানি =914.4 হচ্ছে ভাষার নির্দেশক। এই বর্গসংখ্যাটিকেই যদি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে পুরে দেওয়া যায়, তাহলে এর মানে দাঁড়িয়ে যাবে বাঙ্গালী জাতি। বাংলা যাদের মাতৃভাষা, তারা বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, তাকে বোঝাবার জন্য আমাদিগকে সর্বদাই (=914.4 ব্যবহার করতে হবে।

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের সবাই বাঙ্গালী নয়। কেউ বিহারী, কেউ ওড়িয়া, কেউ মারোয়াড়ী, কেউ চৈনিক, কেউ বা অন্য কিছু। কাজেই পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের বর্গসংখ্যা গড়তে হলে আমাদিগকে সহায়তা নিতে হবে স্থান বিভাগের। আমরা জানি (541.2) হচ্ছে পশ্চিম বাংলার স্থান বিভাগ। আর (=1.4/.9) হচ্ছে বিশ্বের জনসাধারণ। শেষোক্ত বর্গসংখ্যার ·4/.9 হচ্ছে স্থান বিভাগ (4/9) যের মতই বিভাজ্য। কাজেই (=1.541.2) হচ্ছে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ।

আলোচ্য সহায়িকাগুলির (=1) হচ্ছে বাসস্থান অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ।

(=1.1/.9) য়ের ·1/·9 স্থান বিভাগ (1/9) য়ের মত বিভাজ্য। আর (=2/=9) হচ্ছে ভাষা অনুসারে মানুষের বিভাগ। যেখানে (=2/=9) হচ্ছে ভাষার সহায়িকা =2/=9 য়ের মতই বিভাজ্য। এ ছাড়াও আর দু'চারটি সহায়িকা আছে যেগুলি (=0···) দিয়ে সুরু। সেগুলি নিম্নস্থ তালিকায় লিপিবদ্ধ করলাম।

মিশ্র বর্গসংখ্যায় স্থান বিভাগ যেখানে বসে, এই সহায়িকাগুলিও বসে সেখানেই। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগবে একটি মিশ্র সংখ্যায় যদি আলোচ্য সহায়িকার একটি বিভাগ আর স্থান বিভাগ থাকে, তাহলে? সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ আলোচ্য সহায়িকার (=1) যের বিভাগগুলির মধ্যেই স্থান বিভাগ এসে যায়। তা ছাড়াও দিল্লীর বাঙ্গালী, অ্যামেরিকার নিগ্রো প্রভৃতির বর্গসংখ্যা আলোচ্য সহায়িকার সাহায্যেই গড়ে ওঠে। নিম্নস্থ তালিকায় (=1.94) এর পরে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য সহায়িকা নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তাই এর সহায়িকার মুখ্য বিভাগগুলি নিয়ে লিপিবদ্ধ করছি।

(=081) আদিম জাতি ও জনসাধারণ

(=088) মিশ্র বা সংকর জাতি [উদাঃ—ইঙ্গ-ভারতীয় জাতি]

(=1—5) ঔপনিবেশিক জাতি এবং জনসাধারণ

(=1.100) বিশ্বপ্রেমিক বা জাতীয় সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি

(=1.2) ভূমিবৈচিত্র্য অঞ্চলের জনসাধারণ মত [স্থান বিভাগ (2) যের বিভাজ্য]

উদাঃ (=1.211) হিমাঞ্চলের জনসাধারণ=[(211) হিমাঞ্চল]

(=1.22) দ্বীপের জনসাধারণ=[(22 দ্বীপ]

(=1.23) পার্বত্য অঞ্চলের জনসাধারণ=[(23 পর্বত]

(=1.3) প্রাচীন বিশ্বের জনসাধারণ [স্থান বিভাগ (3) য়ের মত বিভাজ্য]

উদাঃ (=1.34) প্রাচীন ভারতীয় [(34) প্রাচীন ভারত]

(=1.4/.9) বর্তমান বিশ্বের জনসাধারণ [স্থান বিভাগ (4/9) যের মত বিভাজ্য]

উদাঃ (=1.540) ভারতীয় জনগণ

(=1.73) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ

(=1.94) অস্ট্রেলিয় জনসাধারণ

বইপত্র বর্গীকরণ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় দিল্লীর বাঙ্গালী, জার্মান-সুইস, আসামের পার্বত্য অধিবাসী, অ্যামেরিকার নিগ্রো ইত্যাদি ধরণের দুই-ধরণাযুক্ত জনসাধারণের সম্মুখীন হই। এদের বর্গ সংখ্যা গড়ে তোলার জন্য প্রথমে এদেরকে বাসস্থান অনুসারে এবং পরে ভাষা অনুসারে ভাগ করতে হয়। দিল্লীর বাঙ্গালীর কথাই ধরা যাক। প্রথমে সে দিল্লীর অধিবাসী। তাই তার বর্গসংখ্যা হবে (=1.545.5 যেহেতু (545.5) হচ্ছে দিল্লীর স্থান বিভাগ। দ্বিতীয়তঃ সে হচ্ছে বাঙ্গালী। অর্থাৎ

(=914.4) বর্গসংখ্যাটির অধিকারী। তাই দ্বিতীয় বাঙ্গালীর বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে (=1.545.5=914.4)।

অনুরূপভাবে জার্মান-সুইসের বর্গসংখ্যা (=1.494=30)

আমাদের পার্বত্য অধিবাসীর বর্গসংখ্যা (=1.541.4=1.23)

অ্যামেরিকার নিগ্রোর বর্গসংখ্যা (=1.7/.8=96)

(=2/=9) জাতি অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ ভাষার সহায়িকা =2/=9 এর মত বিভাজ্য।

(=2) শ্বেতকায় জাতি

(=20) অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ও জনসাধারণ

(=3) জার্মানিক জাতি ও জনসাধারণ

(=4) লাতিন জাতি ও জনসাধারণ

(=8) স্লাভ জাতি ও জনসাধারণ

(=91) ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি। আর্য জাতি

(=914.1) সিন্ধি

(=914.2) পাঞ্জাবী

(=914.3) হিন্দুস্তানী

(=914.4) বাঙ্গালী

(=914.5) ওড়িয়া

(=914.6) মারাঠী

(=914.7) গুজরাতী

(=914.9) অসমীয়া, নেপালী ইত্যাদি।

(=92) সেমাইট্‌স্‌

(=924) ইহুদী

(=927) আরবীয়

(=945.5) জাপ

(=947.5) এস্কিমো

(=948) দ্রাবিড় জাতি

(=948.11) তামিল

(=948.12) মলয়ালী

(=948.14) কানাড়ী

(=948.3) তেলুগু

(=95) মঙ্গোল

(=96) আফ্রিকীয়, নিগ্রো, বান্টু ইত্যাদি

(=97) অ্যামেরিণ্ডিয়ান

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২৯তম অধিবেশন

চকদীঘি, জামালপুর ব্লক, বর্ধমান

২০-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় আগামী ২০-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২৯তম অধিবেশন বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত চকদীঘিস্থিত চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সুকুমার সেন।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের সমস্যা—পরিচালনা, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সেবামূলক এবং কর্মীদের সমস্যা।

বাংলা তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবর্ষ পূর্তি বৎসরান্তে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই জন্য সম্মেলনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হইবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের তাহা ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠানলিপি পরে জানানো হইবে।

সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে ইতি—৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১।

প্রদীপকুমার রায়
সভাপতি
বৈদ্যনাথ সিংহরায়
কর্মসচিব, অভ্যর্থনা সমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২৯তম অধিবেশন
c/o চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার
পোঃ+গ্রাম—চকদীঘি, জেলা—বর্ধমান।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২,
কলিকাতা-১৪
(ফোন ৪৪-৮১৬৬)

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। সম্মেলন ২০-২২ ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হইবে। ২০ ফেব্রুয়ারী, রবিবার ৩-৩০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ২২ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার দুপুর ১২-০০টায় সম্মেলন সমাপ্ত হইবে।

২। প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণের কাজ ২০ ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-০০টায় শুরু হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানগত) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের জন্ম চার টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ শ্রীঅনিলকুমার দে, কোষাধ্যক্ষের নামে অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। প্রতিনিধি/দর্শকদের নিজস্ব বিছানা, মশারী ও হাল্কা শীতবস্ত্রাদি আনিতে হইবে। ২০ হইতে ২২ তারিখ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান ও আহারাদির জন্ম জনপ্রতি মোট ·০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান ও আহারাদি করিবেন, তাঁহাদের তাহা অভ্যর্থনা সমিতিকে পূর্বেই জানাইতে হইবে এবং এই জন্ম অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে।

৫। **কলিকাতা হইতে চকদীঘি যাইবার সুবিধাজনক পথ :**

ট্রেনপথ :—হাওড়া হইতে তারকেশ্বর

হাওড়া	তারকেশ্বর
ছাড়িবে সকাল ৭-৫২ মিঃ	পৌছাইবে সকাল ১·-০০ মিঃ
„ „ ৮-৫২ মিঃ	„ ১০-৩০ মিঃ
„ „ ১০-০৫ মিঃ	„ ১১-৩৯ মিঃ
„ „ ১১-০৮ মিঃ	দুপুর ১২-৫৫ মিঃ
„ দুপুর ১২-০০ মিঃ	„ ১৩-৫৪ মিঃ

ভাড়া : প্রথম শ্রেণী ৮·৪২ পয়সা, ৩য় শ্রেণী ১·৬৭ পয়সা।

বাসপথ :—তারকেশ্বর হইতে চকদীঘি।

তারকেশ্বর হইতে 'তারকেশ্বর-বর্ধমান', 'তারকেশ্বর-মেমারী', 'তারকেশ্বর-মসাগ্রাম' বাসে চকদীঘি সারদাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশনে নামিতে হইবে।

অন্যান্য বাসপথ : বর্ধমান, মেমারী ও মসাগ্রাম হইতে বাসে চকদীঘি যাওয়া যায়। চুঁচুড়া হইতে দশঘরা নামিয়াও চকদীঘি যাওয়া যায়।

বাসভাড়া :				
তারকেশ্বর	হইতে	চকদীঘি	·৫০	পয়সা
বর্ধমান	„	„	১·১২	পয়সা
মেমারী	„	„	·৬০	পয়সা
মসাগ্রাম	„	„	·৫০	পয়সা

৬। অভ্যর্থনা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন।

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
২০-২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
উদ্যোক্তা ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ব্যবস্থাপনা ঃ চকদীঘি ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার (বর্ধমান)

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ বিষয়ক আলোচনা ও প্রস্তাব

ভূমিকা ঃ

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে এই মতামত প্রকাশ করছে যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম এবং এই ধরণের একটি অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলী নিরসনের দায়িত্ব জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত।

এই সম্মেলন মনে করে যে, যদিও স্বাধীনোত্তর যুগে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি সুসংবদ্ধ ও সুষম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রশাসনিক, আর্থিক, কর্মী ও সেবামূলক (Service) বিভিন্ন সমস্যার জন্য গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ হচ্ছে না। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সব সমস্যার প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের অবসান হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। এই অবস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২৯তম অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করছে।

১ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

১·১ বর্তমান অবস্থা ও আইনের প্রয়োজনীয়তা ঃ গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে

সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে যেমন শিক্ষার দ্বার জনগণের জন্য খুলে দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি সেই শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার জন্য গ্রন্থাগারের দ্বারও সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল দাবী হল বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক ও সাংগঠনিক সুনিশ্চয়তা, সুষমবিকাশ, সুসংবদ্ধতা ও সংহতি এবং অপচয়রোধের মাধ্যমে

সম্পদ ও সম্ভাবনার সার্থক ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার আইন অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিনা চাঁদায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জনগণের একটি মৌলিক দাবী। চাঁদা ও ডিপোজিটের বাধার জন্য জনগণের অধিকাংশই শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে তা নিশ্চয়ই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্য নয়।

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নবলব্ধ শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে

নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে, যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানের কথা চিন্তা করা হয়। সদ্য সাক্ষরদের সদ্য অর্জিত শিক্ষা ধারা অব্যাহত থাকবে না যদি না সাথে সাথে নিঃশুল্ক সর্বজনীন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে নবলব্ধ শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়।

গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক রাজ্যসমূহ ও পশ্চিমবঙ্গ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের চারটি রাজ্যে যথা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে ইতিমধ্যে এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আজও তা সম্ভব হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়াটি ইতিমধ্যে পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখান হয়েছে যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রাথমিকস্তরে সরকারের আর্থিক দায় দায়িত্ব খুব বেশী নয়, শুধু প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন।

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ

ভারত সরকার নিয়োজিত 'গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি' (১৯৫৯) বিভিন্ন রাজ্যে আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইন রূপায়ণ

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রায় ছয় শতাধিক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ আইন ভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

স্পনসর্ড প্রথায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশ সম্ভব নয়। এই প্রথায় দ্বৈতশাসনের পরিণায় হল সরকার বা জনগণ কোন পক্ষেরই বিশেষ দায়িত্ব নেই। নিয়মানু-বর্তিতা ও সুসংবদ্ধতার অভাব এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও পরিকল্পিত কর্মসূচীর অভাবের ফলে স্পনসর্ড প্রথায় মধ্যে জনগণের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। স্পনসর্ড প্রথার অবসান এবং বর্তমান গ্রন্থাগার-গুলিকে কেন্দ্র করে আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকেও আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

প্রস্তাব ১.১

পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সামগ্রিক উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই সম্মেলন অবিলম্বে নিঃশুল্ক সর্বজনীন আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাচ্ছে।

১.২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির প্রয়োজন

আর্থিক অসঙ্গতির জন্য রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। রাজ্য সরকার শিক্ষা বাজেটের শতকরা এক ভাগেরও অনেক কম গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জন্য ব্যয় করেন। অর্থাৎ রাজ্যের জনগণের জন্য মাথাপিছু ১০ পয়সার কম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হয়। পশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির কথা বাদ দিলেও এশিয়া অফ্রিকার অনেক পিছিয়ে পড়া দেশেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এর চেয়ে অনেক বেশী আর্থিক সাহায্য করা হয়।

আর্থিক অসঙ্গতির ফলে গ্রন্থাগারগুলির সঙ্কট কি ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যে ছয় শতাধিক গ্রামীন গ্রন্থা-গার স্থাপিত হয়েছে সে সব গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ নেই। জেলা শহরের পাঠকদের সেবা করার জন্য এবং জেলার অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক সরবরাহ করার দায়িত্ব যে জেলা গ্রন্থাগারের উপর সে গ্রন্থা-গারের পুস্তক ও পত্রপত্রিকার ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান মাত্র ৩,০০০ টাকা। জনগণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অনুমানিক যে ৩৫০০ গ্রন্থাগার তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বাংলা দেশের জনগণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে আসছে সে সব গ্রন্থাগারগুলির শতকরা দশ ভাগও নিয়মিত ভাবে আর্থিক সাহায্য পায় না। আর সরকারী অনুদান শুধু যে অনিয়মিত বা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী হয় না তাই নয়, অনুদানের পরিমানও অত্যন্ত অল্প। সরকারী উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী ব্যাপক ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সাপেক্ষে এই গ্রন্থাগার-গুলির ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য

দিতে হবে। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আজ এক গভীর সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি এবং সম্প্রসারণও সম্ভব হচ্ছে না। সর্বোপরি বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে চরম অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও হতাশা ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে দাবী তোলা হয়েছে যে রাজ্যের শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে, আর শিক্ষা বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

প্রস্তাব ১·২

এই সম্মেলন গ্রন্থাগার আইন প্রচলন সাপেক্ষে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে যে

(ক) শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং গ্রন্থাগার খাতে ঐ বাজেটে অন্তত শতকরা ২·৫ ভাগ নির্দিষ্ট করতে হবে।

(খ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবহৃত বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান নিয়মিত ভাবে দিতে হবে।

১·৩ সরকার নিয়োজিত কমিশন ও কমিটির রিপোর্টগুলি কার্যকর করা প্রয়োজন

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী উদাসীন্যের আরও একটি দৃষ্টান্ত হ'ল সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা সম্পর্কে উপেক্ষা। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির মূল সুপারিশগুলি আজও কার্যকর করা হয়নি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা উন্নয়নে ইউ. জি. সির সুপারিশগুলির পরিপূর্ণ রূপ অদ্যাবধি দেওয়া হয়নি। শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলিও কার্যকর করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত বেতন কমিশনের সুপারিশগুলিও আদৌ কার্যকর করা হয়নি। এই সুপারিশগুলি সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সরকারের ইচ্ছা ও উৎসাহ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়। এই অবস্থায় অবিলম্বে এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

<u>প্রস্তাব ১৭৩</u>

এই সম্মেলন বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সরকার নিয়োজিত নিম্নলিখিত কমিশন ও কমিটির সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

(১) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ (Library Advisory Committee, 1959)

(২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ (U. G. C.)

(৩) শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত বেতন কমিশনের সুপারিশ।

১.৪ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন

দেশের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিনা তার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যাবতীয় সমস্যাগুলির অনুধাবন এবং সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি কমিশন নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কমিশনকে রিপোর্ট পেশ করতে বলা উচিত। এই কমিশনকে সমস্যা-বলীর অনুধাবন এবং সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করতে বলা প্রয়োজন।

<u>প্রস্তাব ১·৪</u>

দেশের পরিবর্তিত অবস্থার পটভূমিকায় (১) গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা এবং (২) গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা অনুধাবন ও সমুন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের অনুরোধ জানাচ্ছে। সম্মেলন আরও মনে করে যে এই প্রস্তাবিত কমিশনে গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো প্রয়োজন।

১·৫ বৃহত্তর কলকাতার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন

বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর জন্য আজও পর্যন্ত কোন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হয়নি। বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির শোচনীয় অবস্থার ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বৃহত্তর কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাবের ফলে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর সাধারণ গ্রন্থাগারের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে; অথচ জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ গবেষণা ও সহায়ক বা অনুলগ্ন সেবার (Reference Service) জন্য

ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। দিল্লীতে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে 'দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার' ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। এই ধরনের ব্যবস্থার সুযোগ বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীরাই বা পাবেনা কেন? জেলায় জেলায় সরকারের উদ্যোগে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার জন্য এই ধরনের কোন বন্দোবস্ত নেই। বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার (সি, এম, ডি, এ) কর্মসূচীর মধ্যে বৃহত্তর কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন। এই সম্মেলন তাই মনে করে যে অবিলম্বে সি, এম, ডি, এ, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বৃহত্তর কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাব ১·৫

দিল্লীর অনুরূপ বৃহত্তর কলকাতায় জনসাধারণের পাঠস্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য এই সম্মেলন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, সি, এম, ডি, এ কে যুগ্মভাবে সক্রিয় হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

১·৬ পৌর এলাকায় গ্রন্থাগার উন্নয়নে পৌর প্রশাসনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন—

পৌর এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ পৌর এলাকায় পৌর প্রশাসনের উদ্যোগে স্থাপিত কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ পৌর প্রশাসন পৌর এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করেছেন।

প্রস্তাব ১·৬

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং ঐ এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দানের জন্য পৌর-বাজেটের শতকরা ২ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।

২ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ও স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

ভূমিকা :

প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ছয়শতাধিক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার এই রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু যথাযথ আর্থিক সঙ্গতির অভাব, পরিকল্পনার অভাব, সুসংবদ্ধতা ও নিয়মকানুনের অভাব, কর্মীজীবনের হতাশা ও অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের অক্ষমতার জন্য এই গ্রন্থাগারগুলি সম্পদ ও সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে জনসাধারণের সেবায় (Service) নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের একমাত্র পথ হ'ল গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। গ্রন্থাগার

আইন প্রবর্তন সাপেক্ষ এই গ্রন্থাগারগুলির আশু সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করছে।

২·১ বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রস্তাবিত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক স্বরূপ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সদ্য সাক্ষরদের লব্ধ শিক্ষাকে বজায় রাখার একমাত্র উপায় বিনা বাধায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ। মানুষের সহজাত মূল্যবোধ এবং যুক্তিপ্রবণ নৈতিক চেতনাকে উন্মেষিত করার জন্য চাই শিক্ষার সুযোগ। যে শিক্ষা স্কুল কলেজের বাঁধা ধরা প্রণালীতে অর্জন করা যায় না। চাই নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী জ্ঞানার্জনের স্বাধীন সুযোগ। সর্বাত্মক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অধুনা সর্বদেশে গুরুত্ব লাভ করেছে। সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারে মানুষের বাধাহীন প্রবেশাধিকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক।

প্রস্তাব ২·১

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি থেকে অবিলম্বে চাঁদা ও ডিপোজিটের প্রথা তুলে নিলে এই গ্রন্থাগারগুলি আরও জনপ্রিয় ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে চাঁদা ও ডিপোজিটের বাধা তুলে নিলে গ্রন্থাগারগুলি যে আর্থিক অসুবিধায় পড়বে তার সমুদয় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ ঐ অর্থের বিনিময়ে যে সামাজিক সুফল অর্জিত হবে তা অপরিমেয়।

২·২ গ্রন্থাগারগুলিকে পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অনুদান

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যে ছয় শতাধিক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বৎসরে মাত্র ৩০০০ টাকা করে এবং মহকুমা গ্রন্থাগারগুলিকে বৎসরে মাত্র ১২০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে। আর অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কোন অনুদান দেওয়া হয় না। এর ফলে এই গ্রন্থাগারগুলি পাঠকদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। পাঠ্য সামগ্রীর অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীন ও শহর গ্রন্থাগারগুলি চাঁদা থেকে যে সামান্য অর্থ পায় তা থেকে প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এর ফলে জনসাধারণের নিকট গ্রন্থাগারের আকর্ষণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে জেলা সদরের পাঠকদের সেবা করবার জন্য এবং জেলার অন্যান্য

গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক সরবরাহ করার দায়িত্ব যে জেলা গ্রন্থাগারের উপর সে গ্রন্থাগার বার্ষিক অনুদান ৩০০০ টাকাতে কিভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে এই গ্রন্থাগারগুলির পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি করে এই গ্রন্থাগারগুলিকে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করলে বাংলা দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

প্রস্তাব ২·২

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে গ্রন্থাগারের পাঠকদের যথাযথ ভাবে সেবা [Service] দেওয়ার জন্য এবং তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করবার জন্য বর্তমান পর্যায়ে নিম্নলিখিত শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলিকে নিম্নলিখিত হারে পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া উচিত ;

গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	—	বার্ষিক	১০০০ টাকা
সহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	—	বার্ষিক	৫০০০ টাকা
জেলা গ্রন্থাগার	—	বার্ষিক	১০,০০০ টাকা

সম্মেলন আরও মনে করে এই গ্রন্থাগারগুলিতে অনুদান প্রেরণ বাবদ কোন মনি অর্ডার কমিশন কেটে নেওয়া উচিত নয়। সম্মেলন আরও মনে করে যে প্রতি তিন বৎসর অন্তর এই অনুদানের হারের পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

২·৩ স্পনসর্ড প্রথার অবসান প্রয়োজন

স্পনসর্ড প্রথায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশ সম্ভব নয়। এই প্রথায় দ্বৈত শাসনের পরিণাম হল সরকার বা জনগণের কোন পক্ষেরই বিশেষ কোন দায়িত্ব নেই। নিয়মানুবর্তিতা ও সুসংবদ্ধতার অভাব এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও পরিকল্পিত কর্মসূচীর অভাব, সরকারী অনুদানের অভাব, গ্রন্থাগার কর্মীজীবনের হতাশা ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে স্পনসর্ড প্রথার মাধ্যমে জনগণের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সাপেক্ষ স্পনসর্ড প্রথার অবসান করে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা উচিত। এক সংগে সব স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনায় অসুবিধা দেখা দিলে, পর্যায়ক্রমে প্রথম পর্যায় জেলা গ্রন্থাগার, দ্বিতীয় পর্যায় সহর ও মহকুমা গ্রন্থাগার, তৃতীয় পর্যায় গ্রামীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা সম্ভব। ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলিকে জনসাধারণের সেবায় [Service] পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্য অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথার অবসান করে ঐ

গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা উচিত এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মী হিসাবে গণ্য করা উচিত।

২.৪ রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট

রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে [স্পনসর্ড] যে সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ স্থাপিত হয়েছে তা রাজ্য সরকারের শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের অধীনে সমাজ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সমাজ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকলেও সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক নয়। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মসূচী ব্যাপক ও জটিলই শুধু নয় তার প্রয়োজন ও তৎপরতা বহুমুখী। আজকের দিনে গ্রন্থাগারের কাজ কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ সরবরাহ নয় বা শুধুমাত্র সমাজ-শিক্ষায় সাহায্য করা নয়। সমাজের যে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলছে বা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা চলছে, সেই সব উদ্যোগের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করাও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্যতম কাজ। রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক চেতনা ও উন্নতির নানাবিধ বিষয়ের সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের এই ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মক্ষেত্র একটি স্বতন্ত্র ডাইরেক্টরেটের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করে।

গ্রন্থাগারের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমাজশিক্ষা বিভাগের অঙ্গীভূত করার ফলে গ্রন্থাগারগুলির যথোচিত তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা কার্য ব্যাহত হচ্ছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত কুশলী ও অভিজ্ঞ কর্মীরা উদ্যম ও দক্ষতা স্ফুরণের সুযোগ পাচ্ছেনা।

এই মুহূর্তে পৃথক ডাইরেক্টর গঠন করা সম্ভব না হলে শিক্ষা বিভাগের অধীনেই সমাজশিক্ষা বিভাগ থেকে মুক্ত করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য একটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হোক।

প্রস্তাব ২.৪

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটি পৃথক গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট স্থাপন করা হোক।

২.৫ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনা প্রয়োজন এবং ঐ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ণ প্রয়োজন

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কোন সুসংবদ্ধতা (Integration) বা সংযোগ নেই। সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনার যে ভূমিকা পালন করা উচিত, রাজ্য

সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবেই তা পালন করা সম্ভব হয়নি। জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা অদ্যাবধি স্বীকৃত হয়নি। কুচবিহারে কয়েক বৎসর আগে গঠিত উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ও ভূমিকা আজও পর্যন্ত অস্বচ্ছ। অথচ সরকারের উদ্যোগে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছয় শতাধিক গ্রন্থাগার আছে, তাদের মধ্যে অনায়াসে সুসংবদ্ধতা ও সহযোগি সম্পর্ক গড়ে তোলাও যায়। এই ধরণের সুসংবদ্ধতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুললে সরঞ্জাম ইত্যাদির অনাবশ্যক ব্যয়ের দিক নিবারিত হবে, কর্মী, উপকরণ ও সম্পদের সময়োচিত ব্যবহার ও সঞ্চালনের মাধ্যমে আর্থিক উপকার সাধন ছাড়াও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও সার্থক করে তুলবে।

প্রস্তাব ২·৫

২১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে রাজ্য ও জেলাস্তরে যথাক্রমে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক এবং বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম ও ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হোক। এই সম্মেলন আরও প্রস্তাব করে যে উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনার জন্য উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগারের ভূমিকাও অনুরূপভাবে নির্দ্ধারণ করা হোক।

২·৬ সমাজ শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে গ্রন্থাগারগুলিকে যথাযথ ভাবে সমাজশিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত করেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আজ পর্যন্ত যথাযোগ্য সমাজ শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে লাগান সম্ভব হয়নি।

প্রস্তাব ২·৬

২১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজশিক্ষার কাজে গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শুধু লব্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্যই নয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজ শিক্ষার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই কাজে গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় ভাবে ব্যবহার করা হোক।

২·৭ জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা

বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় যে গ্রন্থযান আছে তার ভূমিকা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার থেকে পৃথক। জেলা গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সরবরাহ করা গ্রন্থযানের কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার গ্রন্থের অভাব, পেট্রোলিয়াম ও সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদির ফলে গ্রন্থযানগুলি যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। জেলার দুর্বল এলাকা বা বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলির পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্য কোন ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

প্রস্তাব ২·৭

২১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে বিভিন্ন জেলায় সুসংবদ্ধ ও

মুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্ত এবং বিচ্ছিন্ন এলাকার পাঠকদের চাহিদা পূরণ করার জন্ম জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক

২.৮ স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার বন্দোবস্ত

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার পরিচালন' ক্ষেত্রে নানারকম ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগারের পরিষদগুলি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৎসরের পর বৎসর নির্বাচন হয় না, নিয়মিত সভা হয় না। অনেক গ্রামীন গ্রন্থাগারের পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও স্বৈরাচারী মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন পর্যায়েই গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা যথাযথ ভাবে স্বীকৃত নয়।

প্রস্তাব ২.৮

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে স্পনসর্ড প্রথা অবসান না হওয়া পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সম্মেলন মনে করে যে এই গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগারকর্মী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। সম্মেলন আরও মনে করে যে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলির সম্পাদক গ্রন্থাগারিকের হওয়া উচিত।

২.৯ গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা

যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন সর্বাধিক উপেক্ষিত। বিশেষ করে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা হতে শুধু তাঁরা বঞ্চিত নয়, তাঁদের চাকুরীর নিরাপত্তার প্রশ্নও অবহেলিত। বিগত পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিশনের সুপারিশে কিছু উন্নত ধরণের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সুপারিশ সমূহ কার্যকর হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্য হল বিগত বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে হবে।

প্রস্তাব ২.৯

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের বেতনক্রম প্রবর্তন সাপেক্ষ অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবী-গুলি পূরণ করবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে :

(ক) অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গ্রাচুইটি, সার্ভিস রুল ইত্যাদি চালু করতে হবে।

(খ) এই কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্মীদের অনুরূপ মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা-ভাতা, গাড়ীভাড়া ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধাদি দিতে হবে।

(গ) দার্জিলিং জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে "হিল এল্যাউন্স" প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) যে সব কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই সেই সব কর্মীদের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে সংশোধিত বেতনক্রমের সুযোগ দিতে হবে।

(ঙ) যে সব গ্রন্থাগার সরকারের সাহায্য নিয়ে গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ করেছে সেই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

(চ) স্পনসর্ড কর্মীদের মাসের প্রথমদিনে বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

৩ বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি আমাদের দেশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থিক অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর অভাব, বেতনভুক কর্মী নিয়োগের অক্ষমতা, প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহের অক্ষমতা, স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে দিনের পর দিন এই গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ সরকার বা স্বায়ত্ব শাসিত প্রশাসনের নিকট থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পায় না। সামান্য সংখ্যক যে সব গ্রন্থাগার জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের কাছ থেকে সাহায্য পায় তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ও অনিয়মিত। সাহায্যদানের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিও নেই।

গ্রন্থাগার আইন প্রচলন সাপেক্ষে সরকার এই গ্রন্থাগারগুলিকে যদি ক্রমান্বয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে এদের আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা না করেন বা গ্রন্থসরবরাহের মারফৎ জনসাধারনের চাহিদা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে তুলতে পারেন তবে এগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে যাবে।

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিও এগুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। গ্রন্থাগারভবনের উপর আজও কর নেওয়া হয়ে থাকে এবং পূর্বে যে সামান্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হত তাও আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগারকর্মী যাঁরা এখানে কর্তব্যরত তাঁদের সামান্য ভাতার ব্যবস্থাও আজ পর্যন্ত করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

এইসব গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে :

প্রস্তাব ৩·১

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করে যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সমস্ত বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে আনা প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৩·২

এই সম্মেলন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কালে দেশের বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির মহান ঐতিহ্য ও অবদানের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এই গ্রন্থাগারগুলিকে যথোচিত স্থান এবং ক্রমশ সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবী জানাচ্ছে। এই গ্রন্থাগারগুলিকেই গ্রামীণ, শহর, মহকুমা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে পরিণত করতে হবে।

সরকারী ব্যবস্থায় আনা সাপেক্ষে এই গ্রন্থাগারগুলিতে :

(১) একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিত ও ক্রমবর্ধমান হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে। এই নীতি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা, পাঠক সংখ্যা, পাঠক-সেবার পরিমাণ প্রভৃতি মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট করা উচিত।

(২) জেলা গ্রন্থাগার থেকে এই গ্রন্থাগারগুলিতে জনসাধারণের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রস্তাব ৩·৩

অধিকাংশ পৌর এলাকায় গ্রন্থাগারগুলিকে কোন পৌর অনুদান দেওয়া হয়না বা অনুদান দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পৌর প্রশাসনেরও দায়িত্ব আছে। এই সম্মেলন তাই দাবী করছে যে প্রতিটি পৌর বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক।

প্রস্তাব ৩·৪

এই সম্মেলন দাবী করে যে আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত গ্রন্থাগারগুলির উপর থেকে পৌর কর আদায়ের প্রথার অবসান হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ভবনের উপর থেকে এই ধরনের করের অবসান গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক দিক হতে কিছুটা পরিমাণ সাহায্য করবে। প্রয়োজনবোধে মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাব ৩·৫

অধিকাংশ বেসরকারী গ্রন্থাগার কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগারদরদী কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। আর্থিক দুরবস্থায় জর্জরিত গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এই সব কর্মীদের সামান্য ভাতাও দেওয়া সম্ভব হয়না। এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলি ক্রমশ সরকারী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার সংগে এই সমস্ত কর্মীদেরও যথাযোগ্য পদে ও বেতনে নিযুক্ত করতে হবে।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা সাপেক্ষে এই সম্মেলন রাজ্যসরকার, পৌর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বে-সরকারী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে এই সমস্ত কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট নীতিতে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৪ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ও জে-স্টুডেন্টস হোম গ্রন্থাগার

স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ও জে-স্টুডেন্টস হোম প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের কিছুটা বিস্তার হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলি আজ আর্থিক সমস্যার চাপে জর্জরিত। যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে এই গ্রন্থাগারগুলির সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। আর্থিক সমস্যার ফলে প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ ও যথোচিত বেতনের বন্দোবস্ত করা, স্থানাভাব দূর করা, গ্রন্থাগার পাঠকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সার্ভিসের ব্যবস্থা করা কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। এমত অবস্থায় এই সম্মেলন এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করছে :

৪·১ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা ও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

প্রতিটি শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের জন্য মূল প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ এবং প্রয়োজনবোধে ১০ ভাগ পর্যন্ত ব্যয় করা উচিত। কিন্তু প্রকৃত চিত্র অন্যরূপ। মূল প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ১ ভাগেরও কম থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শতকরা ৪ ভাগও (কেবলমাত্র ১টি ক্ষেত্র ছাড়া) গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করা হয়না। শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের এই শোচনীয় অব্যবস্থার ফলে শিক্ষা ও গবেষণা কার্য ব্যাহত হতে বাধ্য এবং হচ্ছেও। এই প্রসংগে একটি শিক্ষা কমিশনের (রাধাকৃষ্ণন কমিশনের) সুপারিশ অনুধাবন যোগ্য :

'In India, We recommend that Universities and Colleges should work upto an optimum of 6½% of the total budget or Rs 40 per student as the Annual grant for the libraries (The Report of the University Education Commission, 1948-49, v.I, P 111)

বিগত শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) সুপারিশ করেছেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬½ ভাগ হতে শতকরা ১০ ভাগ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন।

<u>প্রস্তাব ৪·১</u>

এই সম্মেলন বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (রাধাকৃষ্ণন, কোঠারী কমিশন প্রভৃতি) মূল প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬·৫ ভাগ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাচ্ছে।

৪·২ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা

অধিকাংশ কলেজ ও পলিটেকনিকগুলি মাত্র ১জন বৃত্তিকুশলী কর্মী দ্বারা পরিচালিত।

অনেক ক্ষেত্রে সহকারী গ্রন্থাগারিকের কোন পদ নেই। গ্রন্থাগারে কোন সহকারীও অনেক ক্ষেত্রে নেই। বৃহদায়তন কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মীর বন্দোবস্ত করা হয় না। কর্মীর অভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি সুসংগঠিত করা সম্ভব হয় নি, প্রয়োজনীয় সেবামূলক কাজগুলিও করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রস্তাব ৪·২

এই সম্মেলন মনে করে যে অবিলম্বে সরকার ও ইউ. জি. সি-র উদ্যোগে শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির কর্মী সমস্যা পর্যালোচনা করা উচিত। সম্মেলনের মতে ক্ষুদ্রতম কলেজ, পলিটেকনিক, ডে-স্টুডেন্টস হোম গ্রন্থাগারে ন্যূনতম ১ জন পিওন থাকা প্রয়োজন। এই ন্যূনতম প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে পাঠক সংখ্যা, পাঠ্য বস্তুর সংখ্যা, কাজের সময়, বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কাজ (Library Services) ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে কর্মী-সংখ্যা নিরূপনের একটি নীতি প্রনয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বিষয় সরকারকে ও ইউ. জি. সিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভাগীয় গ্রন্থাগার-গুলির কর্মীসংখ্যা নিরূপনের নীতি নির্ধারনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউ. জি. সিকে তৎপর হতে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে।

৪·৩ গ্রন্থাগারের স্থান, পাঠকক্ষ ও সময়

অধিকাংশ কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে একটি কক্ষ গ্রন্থাগার হিসাবে নামে মাত্র আছে। সেই কক্ষের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অপ্রশস্ত স্থান, অপ্রতুল পুস্তক সংখ্যা এবং একই কক্ষে পাঠকক্ষের ব্যবস্থা সমস্ত অবস্থাকে এক অস্বাচ্ছন্দ পরিবেশের মধ্যে নিয়ে এসেছে। কোথাও কোথাও পাঠকক্ষেরও ব্যবস্থা নেই। গ্রন্থাগার খোলার কোন নির্দিষ্ট সময়ও নেই। ফলে ঐ সব গ্রন্থাগারে ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করা বা তাদের প্রয়োজন মেটানোর কোন চেষ্টাই করা হয় না, কেবল নামমাত্র গ্রন্থাগারের একটি প্রহসন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রস্তাব ৪·৩

এই সম্মেলন প্রতিটি কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র প্রশস্ত কক্ষ, পাঠকক্ষের জন্য ভিন্ন স্থান এবং গ্রন্থাগার অধিকতর সময় খোলা রাখা ও সব সময়ের জন্য গ্রন্থাগারিকের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাচ্ছে।

৪·৪ পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার (Text book Library)

শিক্ষা মূলক গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তকের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি করে ইউ. জি. সি. Text book লাইব্রেরীর সুপারিশ করেন। বহু দুস্থ ছাত্রছাত্রী পাঠ্য পুস্তকের অভাবে সার্বিক ভাবে পড়াশুনা করতে পারেন না। এমন অবস্থায় প্রতিটি কলেজে গ্রন্থাগারের মধ্যে পৃথকভাবে Text book এর গ্রন্থাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই সম্মেলন প্রতিটি কলেজে ইউ. জি. সির সুপারিশ অনুযায়ী একটি Text book Library গড়ে তোলার দাবী জানাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন একটি Text book Library গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ইউ. জি. সি. কে পূরণ করতে হবে।

এই সম্মেলন অনার্স ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কলেজগুলির পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহের জন্য নিয়মিত সরকারী ও ইউ. জি. সি'র অনুদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

৪·৫ ডে-ষ্টুডেন্টস হোম ব্যবস্থা

ছাত্রছাত্রীদের পাঠের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, গৃহে স্থানাভাব এবং যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক ক্রয়ের অক্ষমতার জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা অপনোদনের জন্য ডে-ষ্টুডেন্টস-হোমের সৃষ্টি। এই ব্যবস্থাতে উপযুক্ত পরিবেশে যথেষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনীয় পুস্তক ব্যবহারের সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকেন। উপরন্তু স্বল্প ব্যয়ে ছাত্রছাত্রীদের আহারের ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়। ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ আরও ব্যাপকভাবে যাতে উপভোগ করতে পারেন এই ব্যাপারে আর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৪.৫

এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে কলকাতায় আরও কয়েকটি এবং প্রতিজেলা ও সদর মহকুমা শহরে একটি করে ডেষ্টুডেন্টস হোম অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে এবং সেই সঙ্গে এই হোমগুলির সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে দূরীকরণের বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৪ ৬ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে টিচার ইন-চার্জ প্রথার অবসান এবং গ্রন্থাগারিকের যথাযথ মর্যাদা দান

টিচার-ইন-চার্জ প্রথার অবসানের জন্য বহুবার দাবী জানানো সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত বহু শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে এই প্রথা চালু আছে। এই প্রথা যে কেবলমাত্র বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের কর্মোদ্যমকে স্তিমিত করে তাই নয়, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রশাসনিক জটিলতারও সৃষ্টি করে।

প্রস্তাব ৪·৬

এই সম্মেলন মনে করে যে:—

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষকই গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা ও সহায়ক শক্তি, কিন্তু গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব সর্বসময়েই গ্রন্থাগারিকের উপর অর্পিত হওয়া উচিত।

(২) বিদ্যায়তনে গ্রন্থাগার কমিটিতে গ্রন্থাগারিকেরই সম্পাদক হওয়া উচিত।

(৩) গ্রন্থাগারের সেবা (Services) শিক্ষার পরিপূরক অঙ্গ। সুতরাং শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট Teachers Council-র সভ্য হিসাবে গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য।

৪·৭ সিকিউরিটি প্রথা

গ্রন্থাগারিকের নিকট থেকে সিকিউরিটি প্রথার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। এই ধরণের প্রথার বিরুদ্ধে ভারত সরকার ও ইউ, জি, সি'র সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি বিদ্যায়তনে গ্রন্থাগারিকের নিকট থেকে সিকিউরিটি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু ঐ সব বিদ্যায়তনে গ্রন্থাদি হারালে গ্রন্থাগারিকদের বেতন থেকে অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। কলেজের অন্য যখন অধ্যক্ষ বা গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিকট থেকে কোন সিকিউরিটি গ্রহণ করা হয়না; সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে এই ধরণের সিকিউরিটি গ্রহণের যৌক্তিকতা নেই।

<u>প্রস্তাব ৪·৭</u>

এই সম্মেলন মনে করে যে, গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে সিকিউরিটি গ্রহণ ভারত-সরকার ও ইউ, জি, সি'র সুপারিশ বিরুদ্ধ, অতএব গ্রন্থাগারিকের নিকট থেকে কোনরূপ সিকিউরিটি গ্রহণ করা নিন্দনীয় ও অনুচিত। সমভাবেই গ্রন্থাদি হারাবার জন্য গ্রন্থাগারিকের বেতন থেকে কোন মতেই অর্থ আদায় করা চলবে না।

৪·৮ গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা

যেকোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হল গ্রন্থাগার কর্মীরা। আর্থিক দুরবস্থায় জর্জরিত গ্রন্থাগার কর্মীরা অদ্যাবধিও নিরলসভাবে গ্রন্থাগারে পাঠকদের সেবা করে চলেছেন। অথচ বিভিন্ন রকমের সুপারিশ ও দাবী জানান সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের কর্মীরা আজও শোচনীয় আর্থিক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

<u>প্রস্তাব ৪·৮</u>

এই সম্মেলন দাবী করে যে:—

(১) ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের সুপারিশের আওতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বৃত্তিকুশলী কর্মীকে আনতে হবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীকে ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের আওতায় আনতে হবে।

(৩) কলেজের ক্ষেত্রে সহকারী/উপ-গ্রন্থাগারিক বা যে সব গ্রন্থাগারকর্মী ১-৪-১৯৬৬ তারিখের পরে কাজে যোগদান করেছেন তাঁদের সকলকেই ইউ, জি, সি'র বেতনক্রমের আওতায় আনতে হবে।

(৪) কলেজে শিক্ষকদের অনুরূপ পুনর্বিন্যস্ত বেতনক্রম (৩০০—৮০০) চালু করতে হবে।

(৫) সরকার পরিচালিত (Govt College) কলেজ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম চালু করতে হবে। এবং অন্যান্য সুবিধাদি দিতে হবে।

(৬) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনাদি দিতে হবে।

(৭) স্টেট-হোমের কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের যে সমস্ত কর্মী ইউ, জি, সি বেতনক্রমের সুবিধাদি পাবেন না এবং পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের অবৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে কর্মীদের কাজ, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ইত্যাদির যথাযোগ্য মূল্যায়ণ ক'রে নতুন বেতন-ক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

৪·৯ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু কার্যতঃ তাঁদের সুপারিশ রূপায়িত হয় নি। মুদালিয়র কমিশন (Secondary Education Commission, 1952) রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য library hour এর ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এমন একজন সুশিক্ষিত শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে যিনি বেতন ও পদমর্যাদায় উচ্চমানের (Senior) শিক্ষকদের সমকক্ষ হবেন।

ভারত সরকার নিয়োজিত কোঠারী কমিশনের (Education Commission 1964-66) রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গ্রামীণ প্রাইমারী স্কুলের জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কমিশন সুপারিশ করেছেন, "School libraries should be integrated in the system of Public libraries and be staked with reading materials of appeal both to Children and neo-literates." বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের বিষয়ে এই কমিশন বলেছেন : "the scales of pay for librarians should also be related to those for teachers in a suitable manner."

ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও বিদ্যালয় গ্রন্থা-

গারের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রকৃত চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গের ২,৫০০ র অধিক উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বড়জোর ১২০টি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার আছে।

প্রস্তাব ৪·১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য ২৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ ও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানায় যে:

ক) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও স্বতন্ত্র প্রশস্ত পাঠকক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে।

খ) সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের দ্বারা পরিচালিত সুনির্দিষ্ট এবং যথোচিত গ্রন্থাগার সার্ভিসের ব্যবস্থাকে বিদ্যালয় মঞ্জুরীর (Recognition) বা আর্থিক অনুদানের অন্যতম সর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট করতে হবে।

গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষকদের সমতুল বেতনে সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে এবং গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকদের সমান সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে।

ঘ) বিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের নির্দিষ্ট একটি অংশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ঙ) ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন ক্লাসগুলির মধ্যে একটি পিরিয়ড গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

চ) ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের চাহিদা পূরণের উপযোগী গ্রন্থ সংগ্রহ প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকা আবশ্যক।

ছ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে অনুদান সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় তা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৫ গ্রন্থাগার পরিচালনা

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের স্বার্থে বেসরকারী ও জনসর্ভ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আজ প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। অনেক গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সম্পদ ও সম্পত্তিকে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থে কাজে লাগানো হয়। সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম কানুনের অভাবে এবং অগনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার ফলে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের সেবায় (Service) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে

পারেনা। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতির কবল থেকে মুক্ত করতে হলে সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যোগ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন উভয়ই প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৫

এই সম্মেলন তাই দাবী করে যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার এবং যে সব গ্রন্থাগারগুলি সরকারের অনুদান পায় সেই সব গ্রন্থাগারগুলি যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয় সে বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৬ গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ

গ্রন্থাগারগুলির গতানুগতিক কর্মধারার (Routine work) সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ কর্মধারা সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা। প্রতিটি গ্রন্থাগারের সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করার সুযোগ গ্রহণ করা এবং পাঠকদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করা।

প্রস্তাব ৬

গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ সম্পর্কে এই সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রন্থাগার কর্মীদের বিবেচনার জন্য পেশ করছে :

(ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থসম্পদের (Documents) সম্মিলিত সূচী (Union Catalogue) প্রণয়ন।

(খ) গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পুস্তক ও পাঠ্য সামগ্রী লেনদেনের (Inter library loan) আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচী (Rules) প্রণয়ন।

(গ) রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত পত্রপত্রিকার তালিকা প্রণয়নের কর্মসূচী গ্রহণ।

৭ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার ইতিপূর্বে বহুবার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ২৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই সম্পর্কে বিস্তৃত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংহতির অভাবে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবিলম্বে অবসান হওয়া প্রয়োজন। ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পুনরায় নিম্নলিখিত সুপারিশ কয়েকটি তুলে ধরছে :

প্রস্তাব ৭·১

এই সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধতা আনা প্রয়োজন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত :

(ক) প্রাথমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স।

(খ) মাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্স (এম. লিব. এসসি.)।

(গ) উচ্চতর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স (এম. লিব. এসসি.) এই বিভিন্ন স্তরের ছাত্রভর্তি, পাঠক্রম, শিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সুসংবদ্ধতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৭·২

ডিগ্রী কোর্সে (বি. লিব. এসসি) ভর্তির বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৭·৩

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রী কোর্সে (এম, লিব, এসসি) ভর্তির অত্যা-বশ্যকীয় শর্ত হওয়া উচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা এবং গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা।

প্রস্তাব ৭·৪

প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সের সময়কাল, পাঠক্রম, শিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি ইউ: জি, সি'র, সুপারিশক্রমে হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৭·৫

কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণকালে পুরাবেতন এবং ছুটিসহ ডেপুটেশন দেওয়া প্রয়োজন।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে রহড়া ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষা গ্রহণকালে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয় অনুরূপ সুবিধাদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রদত্ত ট্রেনিং এর ক্ষেত্রেও দেওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাব ৭·৬

পশ্চিমবঙ্গে বহু গ্রন্থাগারে বিশেষ করে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে অনেক মহিলাকর্মী কর্মরত আছেন। এই সমস্ত কর্মীরা কোনরূপ ট্রেনিংএর সুযোগ পান না। এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে ঐ সমস্ত মহিলা কর্মীদের ট্রেনিংএর সুবন্দোবস্ত করা হোক।

৮ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ

আর্থিক সঙ্গতির অভাবে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু প্রাচীন দলিল, পুঁথিপত্র ও পুস্তকাদি বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐসব মূল্যবান উপকরণের বিলুপ্তির আশংকা দেখা দিয়েছে।

প্রস্তাব ৮

ঊনত্রিংশত্তিতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রস্তাব করে যে, অবিলম্বে এইসব গ্রন্থ ও পুঁথির সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

ঐ সব জাতীয় সম্পদের যথোচিত সংরক্ষণের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে রাজ্য সরকারকে একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। প্রস্তাবিত কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাঁদের দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র ও পুস্তক সংরক্ষণ কার্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য অর্জনে সমর্থ হবেন।

প্রস্তাব ৯

এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তৎপর হবেন।

গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক পদত্যাগ

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জানিয়েছেন যে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ সারদা মহাবিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারিক ও সতেরো জন শিক্ষককে বলপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়েছে।

উপরোক্ত অগনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত ২২ জানুয়ারী কামারপুকুর রামকৃষ্ণ সারদা মহাবিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষের নিকট এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি

৩ মাসের গ্রীষ্মকালীন কোর্সে ভর্তি হবার আবেদনপত্র (মূল্য ২৫ প.) ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত গৃহীত হবে। আবেদনপত্র ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদ কার্যালয়ে (পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম নং ৫২, কলকাতা-১৪) বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ পয়সার ১০টি ডাক টিকিটসহ সঠিকানা লেখা খাম পাঠালে ডাকযোগে পাওয়া যাবে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ—হা. সে./পি. ইউ/ইন্টারমিডিয়েট এবং ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রন্থাগারকর্মী আসন সংখ্যা ৬০।

Bengal Library Association

NOTICE

Members of the Bengal Library Association are hereby informed that in a Special General meeting of the Bengal Library Association held on Sunday, the 22nd August, 1971, some important amendments were made to the Memorandum of Rules & Regulations (Constitution) of the Association. These amendments were confirmed in another Special General meeting held on Sunday, the 7th November, 1971. Procreedings of the Special General meeting were already published in the Granthagar, the monthly organ of the Association. Attention of the members is drawn to some of the important changes in the Constitution.

(A) Amendment of the Constitution

1. **Incorporation of Bengali name in the official name of the Association**—The name of the Society will be "The Bengal Library Association" (Bangiya Granthagar Parishad)
2. **Age of membership**— 18 (in place of 21)
3. **Rate of Subscription**
   - (a) **Donor member**— Rs 500/- (in place of Rs 150/-)
   - (b) **Life member**— Rs 100/- (in place of Rs 75/-)
   - (c) **Institutional member**— Rs 7/- (in place of Rs 5/-)
   - (d) **Personal member**— Rs 5/- (in place of Rs 4/-)
4. **Quorum for the General meeting**— 51 (in place of 35)
5. **Nomination in the Council of the Association**—3 (in place of 5)
6. **Operation of Accounts of the Association**—Cheques to be signedby the Treasurer and Secretary or Joint Secretary (in place of Secretary or Treasurer)
7. **Central organisation & District Branch**
   Distribution of income from membership of a District—
   Central organisation 60%. District Branch 40% (in place of District Branch 60%. Central organisation 40%)
8. **Report of accounts**—To be Submitted to the Executive Committee 'monthly' (in place of periodically)
9. **Year of Functioning**—1st April to 31st March (Financial Year) (in place of 1st January to 31st December

10. **Editor—A** new portion is to be added under Clause 53 under the heading "The Editor", defining his tenture of office and his power and responsibilities

11. **Ex-officio members of the Council**—The entire sub-clause 27 (VIII) be deleted (15 organisations representing govts. institutions and societies were Ex.officio member of the Council. This clause is to be deleted.

12. **Objectives**—(a) The Association will work for the betterment of Service conditions and status of library personnel (In place of improvement of status of Librarians)

   (b) The Association will also Co-operate with kindred organisations engaged in promotion of education for all or any of the objects of the Association

13. Some other Changes—There are some other changes which are minor in nature ; change of some terms, re-numbering of some clauses, re-designation of sub-cluses etc.

(B) Date of effect of new amendments •

It was decided that all these accepted amendments will come into effect from the 1st April, 1972, i.e, from the next new working year of the Association

(C) Life time of the existing Council & Executive Committee

It was decided that the existing council & Executive Committee will function upto 31st March, 1972. It was further decided that the members who have paid subscription for the year 1971 will begiven the benifit of membership upto 31st March, 1972. They have to pay their subscription fees at revised rates with effect from 1st April, 1972.

MEMBERS KINDLY NOTE ALL THESE CHANGES

Association Building　　　　**P. Roychaudhury**

The 20th January, 1972.　　　　Secretary.

পুস্তক পর্যালোচনা

কামিনীকুমার রায়। লৌকিক শব্দকোষ, ২খঃ। কলকাতা, লোকভারতী, ১৩৭৭। ১৫.০০ টাঃ

ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমির মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র নেতৃত্বে পূর্ববংগের জেলাগুলির উপভাষার অভিধান প্রকাশের পর বাংলাভাষার প্রেমিক ও সেবকদের সমগ্র বাংলার কথ্য ও লৌকিক অথবা উপভাষার একটি অভিধানের, জন্য দীর্ঘকালের বাসনাটি তীব্রতর হয়েছে। এবং এ-রূপ অভিধান প্রনয়নের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত একক প্রচেষ্টার মূল্য যৎকিঞ্চিৎ। পরন্তু যথেষ্ট খোঁচা লাগে এ-কথা ভাবলে যে পশ্চিমবংগ নামক এই পোড়া দেশটিতে কেউ শহীদুল্লাহ-র পথ ধরে একবার চেষ্টা করলেন না। কামিনী কুমার রায়ের 'লৌকিক শব্দকোষ' (চল্লিশ বছরের বেশী সময়ের পরিশ্রমের ফল) নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় একটি অনন্য অভিধান তথা কোষগ্রন্থ। যদিও একক প্রচেষ্টা এবং সীমিত। লৌকিক শব্দকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশের তিনবছরের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হল।

এ-খণ্ডটিতে প্রায় পনেরো হাজার শব্দ সংগৃহীত হয়েছে (প্রথম খণ্ডটিতে ছিল প্রায় দশহাজার)। মনুষ্যদেহ, খাদ্য, পানীয়, বসনভূষণ, ব্যবসা ও পেশা, যানবাহন, বিশেষক শব্দ, নৈসর্গিক, বিবিধ শব্দ, দেবদেবীর নাম—বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার উপকরণাদি ও তৎসম্পৃক্ত ধ্যানধারণাজনিত সংস্কৃতি (এক সময়ে নৃতত্ত্ববিদরা যাকে **Material Culture** বলতেন) বিজড়িত এই নটি বিষয়ের অধীনে শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। (প্রথম খণ্ডে আছে ঘরবাড়ি, গৃহসামগ্রী, চাষ-আবাদ উদ্ভিদ, জীবজন্তু, আচার-অনুষ্ঠান এবং সম্বন্ধ সূচক ও ব্যক্তিবাচক নাম বিষয়ক শব্দ-গুলি)। কিন্তু পঁচিশ হাজার শব্দ সংগ্রহের দিকটাই বড় নয়। শব্দতো এখনো অনেক সংগ্রহ করতে হবে শ্রীরায় নিজেই বলেছেন দশভাগের ন'ভাগ কাজ এখনো বাকি। গুণগত দিকটি এখানে গভীর তাৎপর্যময়। প্রত্যেক শব্দের অঞ্চল ভেদে বানান ও উচ্চারণের রূপান্তর; প্রচলনের স্থান (জেলা), ব্যুৎপত্তি, সমার্থক শব্দগুলি, অর্থ ও সংলগ্ন লোকাচার, ইতিহাস ইত্যাদি, উদাহরণসহ সাহিত্যে ব্যবহার দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডে নির্ঘণ্ট না থাকায় যে অসুবিধের সামনে পড়তে হয়েছিল দ্বিতীয় খণ্ডে নির্ঘণ্ট থাকায় আর সেই অসুবিধে নেই। গ্রন্থপঞ্জীটি শ্রীরায় দুভাগে ভাগ করেছেন প্রথম ভাগে তিনি তাঁর দীর্ঘ গবেষণাকালে যে সব রচনার সাহায্য নিয়েছেন সে-গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; দ্বিতীয় ভাগে তাঁর নিজের রচনাগুলি আছে। কিন্তু প্রথম ভাগে বিন্যাসের কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। সম্পূর্ণ তথ্যও দেওয়া হয়নি। অথচ দ্বিতীয় ভাগে তিনি বর্ণানুক্রমে শিরোনাম অনুযায়ী রচনাগুলি সাজিয়েছেন। বিষয়ের সংক্ষিপ্ত টীকাও দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থপঞ্জীটি ভারসাম্য হারিয়েছে ও ব্যবহারের দিক থেকে উপযোগী হয়ে ওঠেনি। ভূমিকাটি সাধারণভাবে বাংলা উপভাষার সম্ভার, শব্দ সংগ্রহের ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীরায়কে ডি. ফিল ডিগ্রীতে ভূষিত করেছেন। কিন্তু অ্যাকাডেমিক সম্মানের, পশ্চিমবংগে অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতিচর্চার অবক্ষয়ের কালে বার্ধক্য সত্ত্বেও লেখকের দরদ, নিষ্ঠা ও মেহনতের জন্যে "লৌকিক শব্দ কোষ" বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতির জগতে স্থায়ী আসন পাবে।

—অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 9 : Dec.-Jan., 1971-72 (Paus, 1378 B.S.)

Editorial : International Book Year

In the general conference of the UNESCO, it was decided that the year 1972 would be observed as 'International Book year.' The Director General of the UNESCO wished that the year would march with the slogan, "Books for all." To make the slogan a reality, the Director General emphasised on the increase of book-production. But actually emphasise should be given on the eradication of illeteracy rather than the production of books.

In the International Book year the Library Associations may also include some of the programmes to make the year a success. The survey of the reading habit of the people and making suggestions to improve the standard of the publications for the interest of the persons concerned, may be considered as two important programmes related to the International Book year.

(P 273) B. C.

Library Movement in Bengal (38) by Gurudas Bondyopadhyay

This instalment contains the speech delivered by Mr. B. S. Kesavan, the President of the Conference. He thanked the organisers and paid his homage to the distinguished children of Bengal for the part they played in various spheres of Indian Society and history. He discussed the nature of Service and the role of the workers in different types of libraries. He critically reviewed the miserable condition that prevailed in the present library system and called for an intensified and co-ordinated effort in this respect. He also referred to the proposal of the Central Government for a countrywide library system as indicated by the Education Minister Maulana Abul Kalam Azad at the UNESCO Seminar held in 1956 and regretted that the miserable standard of printing and condition of the book production industry pose to be one of the main obstacles in implementing the proposal.

Messages from various organisations and distinguished personnel were read out in the confermence.

An exhibition of rare manuscripts, terracotta and stone inscriptions and documents relating to library movement was organised on this occasion.

(P 275). A. G.

SEN B K Universal Decimal classification (7) by B. K. Sen Common auxiliaries of race and nationality.

Common auxiliaries of race and nationality have been described with illustrations. Important subdivisions of the above mentioned auxiliaries have also been provided. (P) B. K. S.

Working paper of the 29th Bengal Library Conference Discussion and Proposals regarding Development and Extension of Library system in West Bengal.

The paper critically reviews the condition that prevails in different category of libraries in the state and their various problems of administration, finance, personnel and service and puts forward suggestions regarding their development and extension. It discusses (1) Public library system, (2) Libraries directly controlled by the Government and the sponsored library system (3) Non-government public library system, (4) Educational library system—University, College, Polytechnic, Day Students' Home & School libraries, (5) Administration, (6) Extension of services, (7) Training and (8) Preservation of rare and valuable books and manuscripts, under different heads and the discussions are accompanied by their consequent proposals. Considering the immense importance of the libraries in the society it thinks it an inescapable social obligation on the part of the state and the people to actively consider the suggestions.

(P 288) A. G.

Book-Review

Loukik Shabdakos, vol. II ; by Kamini Kumar Roy, Calcutta Lok Bharati, 1377 B. S. Rs. 15·00, reviewed by Abhijit Mukhopadhyay.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়   সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১০   ১৩৭৮, মাঘ

সম্পাদকীয়

নির্বাচন ও গ্রন্থাগার আইন

আবারও নির্বাচন এগিয়ে আসছে। আগামী ১১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছে। বিভিন্ন দল তাঁদের মত ও পথ অনুযায়ী নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য বিভিন্ন দফার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসছেন নির্বাচকদের কাছে। নির্বাচনের পূর্বে যেভাবে নির্বাচকদের সামনে নানারকম প্রতিশ্রুতি দেন তা কার্যকরী হলে কি হতো, বা কেনই বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও কর্মসূচীকে কার্যকর করা সম্ভব হয়না, সে আলোচনা রাজনীতিবিদদের। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোন দল বা মতের সমর্থক নয়, তাই তার পক্ষে কোন দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। তা হলেও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে রাজনৈতিক দলের কাছে পরিষদের আবেদন রয়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করবেন।

১৯৩২ সালে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় তৎকালীন বাঙলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু বৃটিশ সরকারের প্রতিভূ বাংলার ভাইসরয় এই আবেদন নাকচ করে দেন। ১৯৩২ সালের পর থেকে বাঙলা দেশে (১৯৪৭ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন আজও চলছে, কিন্তু জনপ্রিয় (?) সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্বিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার আইন কোন সরকারই প্রবর্তন করেন নি। এমন কি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনকে বাদ করতেও কসুর করেননি তথাকথিত জনপ্রিয় সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি। তাই নির্বাচনের পূর্বে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে যে মিথ্যা কথার ভাওতা দিয়ে যাঁরা সাময়িকভাবে জন দরদী

সাজেন, আর উচ্ছিষ্ট সিদ্ধ হলেই বেমালুম ভুলে যান তাঁদের এককালে দেওয়া অঙ্গীকার, তাঁদের এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে চাই দেশের মহামান্য হবু জন প্রতিনিধিগণ, আপনারা কি সত্যিই দেশের কিছু করতে রাজী ? দেশের উন্নতি করতে গেলে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির কথাই যে সর্বাগ্রে মনে আসে, সে সম্পর্কে কি আপনারা নিঃসন্দেহ ? এবং যদি নিঃসন্দেহ হন, তা হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির মাধ্যম যে গ্রন্থাগার, তার দিকে লক্ষ্য রেখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে দীর্ঘ কালীন আন্দোলন গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সম্পর্কে, সে সম্বন্ধে আপনারা কি করবেন ? দেশের অগনিত জন সংখ্যাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখেই কি আপনাদের বিভিন্ন দফার কার্যসূচী সময়ে সময়ে প্রকাশ করবেন, না আবশ্যকীয় কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন ?

মহাকরণের লালবাড়ীতে আর বিধান সভার গেরুয়া বাড়ীতে যাওয়ার আগে নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে আমাদের এইটাই আজ প্রথম প্রশ্ন। বৃটিশ শাসনে ভাইসরয়ের বিরোধিতায় গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়নি ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে জন গণতান্ত্রিক সরকারী ব্যবস্থায় কেন আজও গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়নি এটাও আর এক প্রশ্ন।

নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে তাই পরিষদ আজ প্রতিশ্রুতি চায়, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সুসংবদ্ধতার জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন প্রয়োজন। নিরক্ষরতাদূরীকরণ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণে এবং সদ্য—সাক্ষরদের জ্ঞানার্জনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন গ্রন্থাগারের। সর্বোপরি উন্নতিশীল দেশকে উন্নত করার কাঠামোর মেরুদণ্ড হল শিক্ষার সার্বিক উন্নতি সাধন, আর যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে দাঁড় করাতে পারে সুসম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতেও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন আবশ্যক।

আমরা তাই আশা করছি যাঁরা আজ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তাঁরা ভবিষ্যতেও তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (৮)

বিমলকান্তি সেন

সময়ের আবরণ সহায়িকা ("   ")

ছোটবেলায় ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা প্রথম প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, মুঘল যুগ প্রভৃতি সময় বিভাগের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ইতিহাসের সঙ্গে সময় এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে একজনকে ছাড়লে আর এক জনের অস্তিত্ব কল্পনা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। সময় বিভাগের পরিসীমা কেবলমাত্র ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমায়িত নয়। প্রকৃতির রাজ্যে, বিজ্ঞান জগতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বত্রই আমরা 'সময়' ধারণাটির সাক্ষাৎ পাই। বসন্তের ফুল, মাসিক পত্রিকা, অতীতের পৃথিবী, বৈশাখে প্রকৃতির রূপ, নৈশবিহার, স্থায়ী চাকুরী, সবিরাম জ্বর প্রভৃতি উদাহরণগুলোতে আমরা সময়কে নানাভাবে দেখতে পাই।

সার্বদশমিক বর্গীকরণে " " (উদ্ধরণ চিহ্ন) হচ্ছে সময় সহায়িকার প্রতীক। বিশ্বে খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ প্রভৃতি বহু অব্দের প্রচলন আছে। সার্বদশমিক বর্গীকরণের সময়ের বিভাগগুলি করা হয়েছে খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী। উল্লেখ্য অন্যান্য অব্দের বর্গসংখ্যা গড়ার বন্দোবস্তও আলোচ্য পদ্ধতিতে রয়েছে।

সময়ের বর্গসংখ্যা গঠন

আগেই বলেছি, উদ্ধরণ চিহ্ন সময় সহায়িকার নির্দেশক। তাই উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে সরাসরি খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যা বসিয়ে দিলেই আমরা খ্রীষ্টাব্দের বর্গসংখ্যা পেয়ে যাই। যেমন "1947" = 1947 খ্রীষ্টাব্দ।

খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বেও আমাদের এ বিশ্বে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তাই অনেক বইয়ের বিষয় বস্তু খৃষ্ট পূর্বাব্দের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। খৃষ্ট পূর্বাব্দ বোঝাবার জন্য অব্দের আগে বিয়োগ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন "—325" 325 খৃষ্ট পূর্বাব্দ।

শতাব্দী, দশক এবং সনের বর্গসংখ্যা গঠন করার জন্য যথাক্রমে দুই তিন এবং চার অংক ব্যবহার্য।

যেমন :	"03"	৪র্থ শতাব্দী
	"14"	১৫শ শতাব্দী
	"185"	১৯শ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশক

"194" ২০শ শতাব্দীর ৫ম দশক
"0004" ৪র্থ খৃষ্টাব্দ
"0137" ১৩৭ খৃষ্টাব্দ
"1921" ১৯২১ খৃষ্টাব্দ

আলোচ্য পদ্ধতির সাহায্যে শতাব্দী থেকে সুরু করে সেকেণ্ডের পর্যন্ত বর্গসংখ্যা গঠন করা চলে। বর্গসংখ্যা গড়ার নিয়মগুলো সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি।

মাস—কোন বৎসরের কোন নির্দিষ্ট মাসের বর্গসংখ্যা গঠন করতে গেলে প্রথমে বৎসরের সংখ্যা, পরে বিন্দু, এবং তারপরে মাসের সংখ্যা (জানুয়ারীকে 01 ধরে ক্রমানুযায়ী ডিসেম্বরকে 12 ধরতে হয়) বসাতে হয়। এবং পুরোটাকে উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে বসিয়ে দিতে হয়। যেমন :—

"1971·01„ 1971 সালের জানুয়ারী মাস
"1971·05„ 1971 সালের মে মাস
"1971·11„ 1971 সালের নভেম্বর মাস

দিন—কোন নির্দিষ্ট বৎসরের নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট দিনের বর্গসংখ্যা নিম্নরূপে গঠন করতে পারি। উপরোক্ত পদ্ধতিতে মাসের বর্গসংখ্যা গঠন করে, পরে মাসের সংখ্যার শেষে বিন্দু এবং তারপরে দিনের সংখ্যা বসিয়ে দিতে হবে। দিনের সংখ্যা বসাবার বেলাতেও 1 তারিখ থেকে 9 তারিখের জন্য 01/09 বসাতে হবে, আর বাকী সংখ্যা যেমনকার তেমনি বসবে। উদাঃ

"1947·08·15" 1947 সালের 15 আগষ্ট

ঘণ্টা—কোন নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট ঘণ্টার বর্গসংখ্যা, নির্দিষ্ট দিনের বর্গসংখ্যার শেষে বিন্দু, এবং তারপরে ঘণ্টার সংখ্যা বসিয়ে গড়তে হয়। ঘণ্টার সংখ্যার বেলায় রাত একটাকে 01 ধরে ক্রমান্বয়ে দিন একটাকে 13 এবং রাত এগারোটাকে 23 ধরতে হয়। উদাঃ

"1967·09·17·07" 1967 সালের 17 সেপ্টেম্বরের সকাল 7টা
"1967·09·17·19" 1967 সালের 17 সেপ্টেম্বরের রাত 7টা

মিনিট—নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট মিনিটের বর্গসংখ্যা, নির্দিষ্ট ঘণ্টার বর্গসংখ্যার শেষে, মিনিটের সংখ্যা (01 থেকে 60) বসিয়ে গড়তে হয়। উদাঃ

"1938·08·02·16.30" 1938 সালের 2 আগস্টের বিকেল 4টা 30মিনিট

সেকেণ্ড—নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সেকেণ্ডের বর্গসংখ্যা, নির্দিষ্ট মিনিটের বর্গসংখ্যার শেষে, সেকেণ্ডের সংখ্যা (01 থেকে 60) বসিয়ে গড়তে হয়। উদাঃ

"1857·01·15·14·30·07"
1857 সালের 15 জানুয়ারীর বেলা 2টা 30 মিনিট 7 সেকেণ্ড।

স্থান সহায়িকার মত সময় সহায়িকার ক্ষেত্রেও '+' (যোগ), '—' (বিয়োগ), এবং '/' (তির্যক) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খৃস্ট জন্মের পূর্বেকার সময় বোঝাতে '—' চিহ্ন, পরবর্তী সময় বোঝাতে '+' চিহ্ন এবং সময়ের ধারাবাহিকতা বোঝাতে '/' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তত্ত্বগতভাবে খৃষ্টাব্দের সংখ্যার সংগে + চিহ্ন ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও এ চিহ্নটির ব্যবহার হয় না বললেই চলে। সাধারণ সংখ্যার পূর্বে কোনও চিহ্নের অনুপস্থিতি আমাদিগকে যেমন ধণাত্মক রাশির নির্দেশ দেয়, তেমনি সময় বিভাগের পূর্বে যোগ চিহ্নের অনুপস্থিতি আমাদিগকে খৃষ্টাব্দের নির্দেশ দেয়। উদা:

"—327" 327 খৃষ্ট পূর্বাব্দ
"04/14" মধ্য যুগ
"15/19" আধুনিক যুগ

ধারাবাহিক সময়ের গোড়ারটি যদি বই থেকে না জানা যায়, তাহলে··· (তিনটি বিন্দুর পর শেষোক্ত সময়টি বসাতে হয়। উদা:

"...17" অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

মিশ্র বর্গসংখ্যার সময় সহায়িকার স্থান

মিশ্র বর্গসংখ্যায় মূল বর্গসংখ্যা, স্থান সহায়িকা, রূপ সহায়িকা প্রভৃতির মত সময়ের স্থানও মোটামুটি নির্দিষ্ট। স্থান সহায়িকার পরে এবং রূপ সহায়িকার আগে হচ্ছে সময় সহায়িকার স্থান। যেমন: পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস 5(54) "04/11" (091) প্রয়োজন অনুসারে সময় সহায়িকাকে বর্গসংখ্যার গোড়ায়, মাঝখানে, বা শেষে যে কোন জায়গায় বসানো যেতে পারে স্থান সহায়িকার মতই।

551.7 এবং 571 এর সময় বিভাগ

551·7 (Historical stratigraphy) এবং 571 (Archaeology) তে উদ্ধরণ চিহ্ন সমন্বিত সময় সহায়িকা ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এ দুটি বর্গসংখ্যার সময় বিভাগ আগে থেকেই সম্পাদিত রয়েছে। যেমন:

551·71 আর্কিয়ান
551·72 ইয়োজোইক। অ্যালগনকিয়ান
551.76 মেসোজোইক
551·78 টার্শিয়ারি ইত্যাদি।

571 (11)	প্রাগৈতিহাসিক যুগ
571 (118)	টার্শিয়ারী যুগ
571 (119)	কোয়াটার্ণারি যুগ ইত্যাদি

সময় সহায়িকা ব্যবহারে সতর্কতা

বইয়ের বিষয় বস্তুর সময়ের সঙ্গে বইয়ের প্রকাশিত হওয়ার সময় গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক সময় থাকে। মনে রাখতে হবে, সময় সহায়িকা কেবলমাত্র বইয়ের বিষয় বস্তুর সময়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়, বইয়ের প্রকাশ হওয়ার সময়ের জন্য নয়। যেমন Statistical Abstract of the Indian Union 1970 বইটি প্রকাশিত হয়েছে 1971 যে। বইটি খুললেই দেখা যাবে বইটির বিষয়বস্তু হচ্ছে 1970 কিংবা তার পূববর্তী সময়ের। কাজেই বইটির বর্গসংখ্যা দাঁড়াবে 31 (540) " 1970" 31 (540) "1971" নয়।

সময় বিভাগের তালিকা

"—" প্রাচীন কাল। খৃষ্ট পূর্বাব্দ

খৃষ্ট পূর্বাব্দের বর্গসংখ্যাগুলো অধঃক্রমে (descending order) সজ্জিত হয়। চারটি খৃষ্ট পূর্বাব্দ "—0052", "—0500", "—10,000", "—1000" থাকলে তাদের সজ্জাক্রম হবে "—10,000", "—1,000", "—0500", "0052"।

'+' খৃষ্টাব্দ, খৃষ্ট জন্মের পরবর্তী সময়।

খৃষ্টাব্দের বর্গসংখ্যাগুলো ঊর্দ্ধক্রমে (ascending order) সজ্জিত হয়ে থাকে যেমন "0004", "0173", "1953.., ইত্যাদি

"00"	প্রথম শতাব্দী
"01"	দ্বিতীয় শতাব্দী
"09"	দশম শতাব্দী
"11"	একাদশ শতাব্দী
"18"	ঊনবিংশ শতাব্দী
"19"	বিংশ শতাব্দী
"3/7"	সময়ের অন্যান্য বিভাগ
"31"	অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ
"311"	অতীত, ভূতপূর্ব
"312"	বর্তমান, চলতি
"313"	ভবিষ্যৎ, ভাবী

"32"	ঋতু	
"321"	বসন্ত	
"322"	গ্রীষ্ম	উদাঃ গ্রীষ্মের ফল 634·1/8 "322"
"323"	শরৎ	
"324"	শীত	

লক্ষ্যণীয় সার্বদশমিক বর্গীকরণে বর্ষা এবং হেমন্ত ঋতুর বর্গসংখ্যা অনুপস্থিত। এই দুটি ঋতুর বর্গসংখ্যা তৈরী করে নিতে হবে সংখ্যার সঙ্গে অক্ষর বা শব্দ বসিয়ে। "322" বর্ষা" এবং "323 হেমন্ত" হবে যথাক্রমে বর্ষা এবং হেমন্ত ঋতুর বর্গসংখ্যা।
"33" মাস

"33" য়ের পরে বিন্দু এবং তারপরে 01 থেকে 12 বসিয়ে যথাক্রমে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বরের বর্গসংখ্যা তৈরী করতে হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে, মাসের বর্গসংখ্যা গড়ার একটি নিয়ম ত পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এটি আবার কিসের জন্য? মাসকে যখন কোন সনের অঙ্গ হিসাবে দেখানো হয় তখন পূর্বোক্ত নিয়মে, নতুবা এই নিয়মে মাসের বর্গসংখ্যা গড়তে হবে। যেমন জানুয়ারীর শাকসব্জী। এখানে জানুয়ারী বলতে কোন বিশেষ সনের জানুয়ারীকে বোঝানো হয়নি। তাই বর্গসংখ্যাটি হবে 635·1/·8 "33·01" [635·1/·8 শাকসব্জী, "33·01" জানুয়ারী।

"33·01"	জানুয়ারী
"33 02"	ফেব্রুয়ারী
"33·08"	আগষ্ট
"33·12"	ডিসেম্বর
"339"	মাসের সপ্তাহ (১ম, ২য়, ৩য়, এবং ৪র্থ)
"342"	সপ্তাহের দিন

সপ্তাহে আছে সাতটি দিন। প্রত্যেকটি দিন আবার সোম, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। যেগুলোকে আমরা বলি বার। এই বারের বর্গসংখ্যা গড়তে হয় নিম্নোক্ত উপায়ে "342" য়ের পরে একটি বিন্দু বসিয়ে তারপর যথাক্রমে 1 থেকে 7 বসালেই সোমবার থেকে রবিবারের বর্গসংখ্যা গড়া হয়ে যায়।

"342·1"	সোমবার
"342·2"	মঙ্গলবার
"342·6"	শনিবার
"342·7"	রবিবার
"344"	দিনের ঘন্টা।

"36" যুদ্ধ ও শান্তিকালীন সময়

"362" শান্তিকালীন সময়

উদাঃ শান্তিকালীন সময়ে ছাপার কাজের দাম

676·33 : 338·5 "362"

676·33 ছাপার কাগজ

338·5 দাম

"362" শান্তিকালীন সময়

"364" যুদ্ধকালীন সময়

"37" কাজ ও বিশ্রামের সময়

"372" কাজের সময়

"374" বিশ্রামের সময়

"4" সময়ের স্থিতিকাল

"4" য়ের বিভাগগুলো মানুষ, বস্তু, সংস্থা ইত্যাদির বয়স বা সেই সময় বোঝা-বার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যে সময় কোনও একটা ঘটনার পর অতিবাহিত হয়েছে।

312 (Demography) এবং 658·3 (Personnel) এই দুটি বিভাগেই "4" য়ের উপবিভাগের ব্যবহার বেশী। "4" য়ের উপবিভাগের গুণিতক বোঝাবার জন্য হাইফেনের পর যত গুণ তত বসাতে হয়। যেমন "412" হচ্ছে সেকেণ্ড 7 সেকেণ্ড বোঝাতে গেলে লিখতে হবে "412—7"

"403" স্বল্পস্থায়ী

"405" দীর্ঘস্থায়ী

"41" এক দিনের কম সময়

"411" এক সেকেণ্ডের কম সময়

উদাঃ এক সেকেণ্ডের কম সেকেণ্ডে ঘটে এমন রাসায়ণিক বিক্রিয়া

541·127 "411"

"412" সেকেণ্ড

"413" মিনিট

"414" ঘণ্টা

উদাঃ জন্মের পর দুই ঘণ্টা বেঁচে ছিল এমন শিশুর পরিসংখ্যান

312.2—053·2 "414—2"

312·2 মৃত্যুর পরিসংখ্যান

—053.2 শিশু [বিশেষ সহায়িকা]

"414" ঘণ্টা

"414—2" দুই ঘণ্টা

"414·1" দিনের ঘন্টা
414·1·01/·24" রাত একটা থেকে পরের দিন রাত বারোটা পর্যন্ত সময়
"414·1·06" সকাল ছটা
"414·1·18" সন্ধ্যা ছটা

উদা; সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত কাজ করে এমন কর্মচারী
658·3—05 "414·1·06/·14"
658·3—05 কর্মচারী
"414.1.06/14" সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত

"414·2" ২৪ ঘন্টার দিনের বিভাগ
"414·21" দিবা
"414·211" সূর্যোদয়, সকাল, পূর্বাহ্ন
"414·212" দুপুর
"414·213" বিকাল (দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত)

'414·21" য়ের মত বিভাজ্য "414·22" রাত্রি যেমন : "414·222" মধ্যরাত্রি

"42" দিন
"43" সপ্তাহ
"43—2" পক্ষ
"44" মাস
"44—3" তিনমাস
"45" বৎসর
"45—4" অলিম্পিয়াড
"47" শতাব্দী
"5" পর্যাবৃত্তি (Periodicity)
"512" প্রতি সেকেণ্ডে
"513" প্রতি মিনিটে
"513—30" প্রতি আধ-ঘন্টায়
"514" প্রতি ঘন্টায়
"52" দৈনিক
"52—2" একদিন অন্তর
"53" সাপ্তাহিক
'·53—2" পাক্ষিক
"54" মাসিক
"54—02" দ্বিমাসিক
"54 03" ত্রৈমাসিক
"54—06" অর্ধবার্ষিক
"55" বার্ষিক
"6" অন্যান্য অব্দ

খৃষ্টাব্দ ছাড়াও যে অব্দ পৃথিবীতে চালু আছে, সে সব অব্দের বর্গসংখ্যা "6" য়ের সঙ্গে যে দেশে ঐ অব্দটি চালু আছে, সে দেশের বর্গসংখ্যা বসিয়ে দিলেই হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্গসংখ্যা হচ্ছে (541.2)। অতএব "6 541.2)" হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অব্দ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ। উদা: "6(541.2) 1370" ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

"7" ঘটনা-ক্রিয়া-বৈজ্ঞানিক (Phenomenological division)
"71" বিকাশশীল অবস্থা
"711" পূর্ববর্তী
"712' বর্তমান, যথার্থ
"713" পরবর্তী
"715" নতুন, চটকা, নবীকৃত, পুনরুজ্জীবিত
"72" যুগপৎ বর্তমান
"731" সাময়িক
"735" অসাময়িক
"742" অস্থায়ী
"746" স্থায়ী
"78" অনির্দিষ্ট।

ক্রমশঃ

শ্রীরামপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি

প্রদীপ চৌধুরী

(শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত)

উনিশ শতকের শ্রীরামপুর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমুজ্জ্বল। মিশনারীরা শ্রীরামপুরে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। আর ধর্মপ্রচারের অঙ্গ হিসেবেই তাঁরা মুদ্রণযন্ত্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উন্নতির কাজে লেগে গিয়েছিলেন। 'শ্রীরামপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি'র উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের অবশ্যই তাকাতে হবে সেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তখন শ্রীরামপুর ডেন শাসনাধীন। গভর্নর ক্রেগ সাহেব ও উইলিয়াম কেরীর সহচর মার্শম্যান প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৬ খৃঃ (?) গঠিত হল—'ওয়েলফেয়ার কমিটি'। উদ্দেশ্য ছিল বহু জনহিতকর কাজে, শিক্ষা থেকে শ্রীরামপুরবাসীদের সার্বিক উন্নতিসাধন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পর স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রস্তাবক্রমে কমিটি প্রাচ্যনাম ধারণ করল—'শ্রীরামপুর হিতকারিনী সভা।' "এবং তা সাধারণের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হল। সমিতির পুস্তক সম্ভার এবং প্রাচীন পুঁথি প্রথমে ডাঃ গ্রীণ সাহেবের বাড়ী, সেখান থেকে গ্যাম্বার সাহেবের বাড়িতে উঠে এল। সমিতির অন্যকাজ নষ্ট হয়ে গ্রন্থাগারই মুখ্য হল"...(আনন্দবাজার পত্রিকা ; ৯ই পৌষ, ১৩৭০)। সভা বিশেষভাবে লাইব্রেরি স্থাপনে উৎসাহী হয়ে পড়ল। কেবলমাত্র শ্রীরামপুরে নয় ; উত্তরপাড়া, চন্দননগর, হুগলী ও জনাই প্রভৃতি স্থানেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার দিকে সচেষ্ট হতে দেখা গিয়েছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'হিতকারিনী সভা' আবার নাম পাল্‌টে হল—'শ্রীরামপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি।' সুতরাং শ্রীরামপুর পাব্‌লিক লাইব্রেরি'র জন্ম সাল এ বছর থেকেই ধরা হয়ে থাকে। শ্রীরামপুরের এস, ডি, ও, মিঃ প্রাওডেন সাহেবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি সুপারিশ করল আগের সমিতির সমস্ত সম্পত্তি এই পাব্‌লিক লাইব্রেরি'র আওতায় আসবে। লাইব্রেরি'র জন্য একটি ঘর ছেড়ে দিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট জনহিতকারী শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ও হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়। সাত বছর পর (১৮৭৮ খৃঃ) লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হল বৃন্দাবন চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়িতে। নানা অসুবিধার দরুণ আবার স্থান পরিবর্তন করতে হল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রীচি সাহেবের ব্যবস্থাপনায় মাসিক ১ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে লাইব্রেরিটি স্থানান্তরিত হল গভর্নরের বাস ভবনের বাইরের দিকের একটি অব্যবহৃত বাড়িতে। এখানে এই লাইব্রেরি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় যুবকবৃন্দের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'শ্রীরামপুর মিউচুয়াল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।' এই অ্যাসোসিয়েশন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামপুর পাব্লিক লাইব্রেরি'র সাথে একত্রিত হল আরও ভাল ভাবে জনহিতকর কাজকর্ম করবার জন্য। সংস্থা দুটি একত্রিত হওয়ার পর নাম হল 'শ্রীরামপুর পাব্লিক লাইব্রেরি ও মিউচুয়াল অ্যাসোসিয়েশন।' এবং এ বছরই সংস্থাটি সোসাইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রীকৃত হল। কাজের পরিধি ক্রমাগত বাড়তে লাগল। সাথে সাথে লাইব্রেরি'র পুস্তক সংখ্যাও বেড়ে গেল। ফলে স্থানাভাবের দরুণ এবং বর্তমান বাড়িটি জীর্ণ হওয়ার দরুণ কর্মকর্তারা আবার নতুন ঘরের সন্ধান করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তুলসীচরণ গোস্বামী তাঁর পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে 'রাজা কিশোরী লাল গোস্বামী মেমোরিয়াল' নামক একটি দোতালা বাড়ী তৈরী করেন। এই বাড়িটির নিচের তলার উত্তর দিকের দু'টি ঘরে লাইব্রেরির স্থান হল। এবং উপরের 'হল'টিও ব্যবহার করার অধিকার পাওয়া গেল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে লাইব্রেরি এখানেই সংস্থাপিত।

বাংলাদেশে 'শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি'র নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরিচিত হল একটি উন্নতমানের গ্রন্থাগার হিসেবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মিউনিসিপালিটির পক্ষ থেকে বাৎসরিক ৫০ টাকা অনুদান পাওয়া গেল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্মাইকেল লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন এবং কয়েকটি 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়'র-এর কপি দান করেন। পরবর্তীকালে বর্ধমানের মহারাজা, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী প্রভৃতি বহু দরদী হিতৈষীদের দানে পুষ্ট লাইব্রেরি ক্রমাগত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেলগাঁও-তে যে লাইব্রেরি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি'র পক্ষ থেকে তুলসীচরণ গোস্বামী প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপস্থিতে কনফারেন্সের সভাপতিত্বও করেন। শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলা লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মুখ্য উদ্যোক্তা এবং পরবর্তীকালে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনও (১৯৩৪ খৃঃ) এই পাবলিক লাইব্রেরি দ্বারা সংগঠিত হয়। এই লাইব্রেরি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপদ গ্রহণ করে। এই সব কার্যক্রম থেকে বোঝা যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই লাইব্রেরির ভূমিকা কতখানি।

এবার লাইব্রেরি'র সাম্প্রতিক অবস্থাটা দেখা যাক্।—বর্তমানে লাইব্রেরিতে দশ হাজারেরও বেশি পুস্তক ও প্রায় দু' হাজার পত্র-পত্রিকা আছে। লাইব্রেরিতে ফ্রি রিডিং রুম এবং ছোট্ট একটি রেফারেন্স বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রতিদিন বহু ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ পাঠক ও গবেষকরা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে বিশেষভাবে উপকৃত হন। বর্তমানে (মার্চ, ১৯৭১) এর সভ্য সংখ্যা ৪১২ জন। লাইব্রেরির পক্ষ থেকে প্রতি বছর 'গ্রন্থাগার দিবস,' বিভিন্ন মনীষীর জন্মোৎসব ইত্যাদি বহু অনুষ্ঠানও পালন

করা হয়

অবৈতনিক সম্পাদকের প্রতিবেদনে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিংবা স্থানীয় মিউনিসিপালিটি কর্তৃক বাৎসরিক যে অনুদান দেওয়া হয় তা' খুবই নগন্য। সভ্যদের চাঁদা এবং স্থানীয় উৎসাহী লোকেদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছে এই একশ' বছরের পুরানো মূল্যবান গ্রন্থাগারটি। ভারতবর্ষে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরি আছে তার মধ্যে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি অন্যতম। বহুমূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থের আগার এই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই আরও বেশি পরিমানে সরকারী বেসরকারী অনুদান এবং উৎসাহী কর্মীর সহযোগিতা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি

৬ মাসের গ্রীষ্মকালীন কোর্সে ভর্তি হবার আবেদনপত্র (মূল্য ২৫ প.) ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত গৃহীত হবে। আবেদনপত্র ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরিষদ কার্যালয়ে (পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম নং ৫২, কলকাতা-১৪) বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত লোক মারফৎ অথবা ৫ পয়সার ১০টি ডাক টিকিটসহ সঠিকানা লেখা খাম পাঠালে ডাকযোগে পাওয়া যাবে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা:—হা. সে./পি. ইউ/ইন্টার-মিডিয়েট এবং ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রন্থাগারকর্মী আসন সংখ্যা ৬০।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদর্শনীর ভূমিকা

শিবেন্দু মান্না

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ভূমিকা অথবা গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধাবলীর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা বা তৎ-সম্পর্কিত ইতিহাস রচনার পরিচয় আমরা 'গ্রন্থাগার' এর পাতাতেই দেখেছি।

কিন্তু গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলিতে কেবলমাত্র বিদগ্ধজনের সমাবেশ হয় একথা ভাবলে ভুল হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত এবং অল্পখ্যাত গ্রন্থাগারের গ্রন্থা-গারিকরা যেমন আসেন তেমনি আসেন অনেক সাধারণ লোক। সাধারণ জনগণের মধ্যে আমাদের বাস, তাদের মাঝেই আমাদের কাজ, আমরা এই সব জনগণের সামনে আমাদের বক্তব্য কি ভাবে উপস্থাপন করব? বক্তব্য এমন ভাবে সবশ্রেণীর জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে যাতে তারা অনতিকালের মধ্যেই বক্তব্যটি বিস্মৃত হবে না। আমার মতে মাধ্যম আছে একটাই—তা হ'ল প্রদর্শনী।

গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়ু গড়ে তিনদিন। এই অল্প সময়ের মধ্যে একটি এলাকার জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সচেতন করে তুলতে হ'লে—গ্রন্থাগারের অন্তর্নিহিত রূপকে সকলের সামনে এনে হাজির করতে হবে। এটা কেবল প্রবন্ধ পাঠে সম্ভব নয়—এর জন্য শ্রব্য-দৃশ্য প্রদর্শনীর আয়োজন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এখন ভাবতে হবে প্রদর্শনীর বিষয় বস্তু মোটামুটি কতরকমের হতে পারে কিংবা বক্তব্যটিকে কি ভাবে সব-সমক্ষে উপস্থাপন করব? এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব থাকলে অতি ছোট প্রদর্শনীও চিন্তার খোরাক দিতে পারে। সম্মেলন মণ্ডপে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে :

১) চিত্র, চার্ট, পোস্টার, ফোল্ডার সহযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান গতি প্রকৃতি।

২) প্রাচীন সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে তার যোগ

৩) স্থানীয় মঠ, মন্দির, পুরাবস্তুর চিত্র ও ইতিহাস সহযোগে লোক সংস্কৃতি-মূলক প্রদর্শনী।

৪) স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ সহযোগে

৫) স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারার পরিচয় সহযোগে

৬) প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য অথবা সদ্য প্রকাশিত পুস্তকাদি সহযোগে—"পুস্তক মেলা" বা 'বই মেলা' যাকে বলতে পারি।

আরো নানাভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে, তবে গ্রন্থাগার সচেতনতাকে

জাগাতে হবে—এইটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি গত ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সম্মেলন মণ্ডপে আয়োজিত প্রদর্শনী সমূহের পরিচয় বিবৃত করছি :

	আয়োজকদের নাম	বিষয় বস্তু	স্থান
১৯৬৪	ব্রিটিশ কাউনসিল, কলকাতা,	'বই মেলা'	সিউড়ী, বীরভূম
	ইণ্ডিয়া বুক হাউস কলকাতা,	'বই মেলা'	
	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলকাতা,	চিত্র ও চার্ট সহযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা	
১৯৬৫	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা,	ফটো, চার্ট, সহযোগে প্রদর্শনী	শ্যামপুর, হাওড়া
	হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া,	ফটো সহযোগে প্রদর্শনী—জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা,	
	প্রচার বিভাগ, পঃ বঙ্গ সরকার	চার্ট, পোস্টার ও ডকুমেন্টারী শিল্প সহযোগে প্রদর্শনী	
	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া হাওড়া,	চিত্র ও পোস্টার সহযোগে প্রদর্শনীঃ 'আপনি ও আপনার গ্রন্থাগার'	
	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা	চিত্র ও পোষ্টার সহযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচিতি।	
১৯৬৬	অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলকাতা	"বই মেলা"	আরামবাগ? হুগলী
	মণীষা, কলকাতা	'বই মেলা'	
	ইণ্ডিয়া বুক হাউস, কলকাতা	'বই মেলা'	

	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা	চিত্র ও চার্ট সহযোগে বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতি।	
	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া	"সমাজ ও গ্রন্থাগার" চিত্র ও পোস্টার সহযোগে প্রদর্শনী	
১৯৬৭	ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলকাতা	"বই মেলা."	শ্রীপাট শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান
	বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, কলকাতা	"বই মেলা"	
	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া	"রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরী" চিত্র ও পোস্টার সহযোগে কবিগুরুর প্রবন্ধের ব্যাখ্যা	
	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা	চিত্র ও চার্ট সহযোগে প্রদর্শনী—"আরো বই পড়ুন"	
১৯৬৮	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা,	'বই মেলা'	বালুর ঘাট পশ্চিম দিনাজপুর
	বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, কলকাতা,	'বই মেলা	
	ব্রিটিশ কাউনসিল, কলকাতা,	'বই মেলা'	
	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা	চিত্র ও চার্ট সহযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি	
	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া হাওড়া	"অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার"—চিত্র ও পোস্টার সহযোগে প্রদর্শনী	
১৯৬৯	বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, কলকাতা	'বই মেলা'	উত্তরপাড়া হুগলী
	শান্তি বুক স্টোরস, কলকাতা	'বই মেলা'	
	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া	"সভ্যতা ও গ্রন্থাগার:" চিত্র ও পোষ্টার সহযোগে প্রদর্শনী	

১৯৭০	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলকাতা	গ্রন্থাগার আন্দোলন	বড় আন্দুলিয়া,
	বৃটিশ কাউন্সিল, কলকাতা	পুস্তক প্রদর্শনী	নদীয়া
১৯৭১	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া	"গ্রন্থাগার আপনার জন্য কি করতে পারে"	পুরুলিয়া

১৯৭১ সালে পুরুলিয়া শহরে অনুষ্ঠিত "আপনার জন্য গ্রন্থাগার কি করতে পারে" শীর্ষক প্রদর্শনীটির ব্যয় বাবদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দুইশত টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছেন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান নিজবালিয়ার (হাওড়া) সবুজ গ্রন্থাগারকে। বলা বাহুল্য, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বিগত সাত বছরের প্রদর্শনীর তালিকা বা বক্তব্য থেকে দেখতে পাচ্ছি: আধুনিক ধারার গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগারের সঙ্গে বর্তমান সমাজের যোগ অথবা দেশী বিদেশী পুস্তকাদি সহযোগে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। "বই মেলা"য় বই শুধু দেখতে পাওয়া নয়—বই বেচাকেনারও সুযোগ ছিল। গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এটা একটা অপূর্ব সুযোগ—এবং অনেকেই বই মেলার যথোচিত সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং সবুজ গ্রন্থাগার (নিজবালিয়া, হাওড়া)—এঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের যোগ সর্বোপরি গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বই পড়াকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছেন বর্ণাঢ্য ও তথ্যমূলক প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

গ্রন্থাগার সম্মেলনে আয়োজিত প্রদর্শনীগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও একটি বেদনাদায়ক চিত্র বারবার আমার সামনে ভেসে উঠছে। বিগত কয়েক বছরে একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ব্যতীত বাংলাদেশের আর কোন প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রন্থাগার তাঁদের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। তাছাড়া আমরা আশা করব: যে জেলায় বা শহরে গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, সেই জেলার গ্রন্থাগারগুলি (বা শহরের এবং তার আশেপাশের গ্রন্থাগারগুলি) সম্মিলিত ভাবে এমন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন যেখান থেকে ঐ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমরা পাব। জেলার বৈশিষ্ট্যমূলক বস্তু সহযোগেও প্রদর্শনী করা যেতে পারে—যার দ্বারা জেলার একটি পরিচ্ছন্ন সার্বিক চিত্র আমরা পেতে পারি, কিন্তু এ ধরণের প্রদর্শনী গত পাঁচ/সাত বছরে একটিও দেখলাম না, সামান্য একটু ব্যতিক্রম শ্রীপাট শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান) এ পেলাম। আদিবাসীদের 'বোলান' নাচ সহযোগে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান তাঁরা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। আমরা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের একটি পরিচয় ক্ষণিকের জন্যও পেয়েছিলাম।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, গত কয়েক বছরে প্রদর্শনীর আয়ো-

অকদের মধ্যে নতুন মুখ বিশেষ দেখা যায় নি। তবে কি ধারণা করতে হবে : প্রদর্শনী বিহীন গ্রন্থাগার সম্মেলন ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হবে? অবশ্য প্রদর্শনীর ধারা যাতে রুদ্ধ না হয় তার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন হাওড়া জেলার নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার। শুধু চিত্র, চার্ট অথবা পোস্টার সহযোগে প্রদর্শনী নয়—ফিল্ম স্লাইড ও ম্যাজিক লণ্ঠন বা প্রোজেক্টার সহযোগে প্রদর্শনীর আয়োজন এরা করছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার সম্মেলন কর্তৃপক্ষ যেদিন সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনের আয়োজন করবেন সেদিন প্রদর্শনীর ধারাটিও ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে আশা করতে পারি।

Bengal Library Association

Certificate Course in Library Science

Final Examination 1972

NOTICE

Non-collegiate students who have not submitted or got plucked in the Project papers on Bibliography (practice) and Reference (practice) in the last Final Examinations, are hereby informed that inorder to be digible to sit for the Final Examination, 1972, they have to register their names as a non-collegiate students at the time of commencement of summer session (April 1972), to complete the project works on the subjects concerned.

A Basu
For Secretary
Library Science Training Committee

পরিষদ কথা

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পরিষদ ভবনে গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার প্রারম্ভে গত ২৯ নভেম্বর ও ৯ ডিসেম্বরে আলোচিত প্রস্তাবসমূহ পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সভায় স্থির হয় যে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সংশোধিত পাঠক্রম ১৯৭২ সাল থেকেই অনুসৃত হবে এবং ১৯৭২-৭৩ সালের শিক্ষা বর্ষ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫·০০ (পনর টাকা) করে নেওয়া হবে। সভায় পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাঠক্রমের পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিশদভাবে পর্যালোচনা করার জন্য সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার সেন, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও হিরণকুমার দত্তের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংশোধিত পাঠক্রমটি মুদ্রনেরও সিদ্ধান্ত হয়।

১০ জানুয়ারী, ১৯৭২

গত ১০ জানুয়ারী পরিষদ ভবনে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কার্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই শ্রীচঞ্চলকুমার সেনের প্রস্তাবক্রমে স্বর্গত সম্মানিত সদস্য যোগেশচন্দ্র বাগলের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পূর্ববর্তী সভার (৩০. ১২. ৭১) কার্যবিবরণী পেশ করেন কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়-চৌধুরী এবং আলোচনার পর তা' অনুমোদিত হয়। এরপর 'ইউনিয়ন ক্যাটালগ অব্ সোশ্যাল সায়েন্স পিরিয়ডিক্যাল্স্' সংকলনের দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মসচিব সভাকে অবহিত করান এবং এই কার্যসূচী সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তী আলোচ্য বিষয় ছিল হিসাব পরীক্ষকের পদে নিয়োগের জন্য শ্রীপ্রিয়ব্রত সেনগুপ্তের আবেদন; আবেদন বিবেচিত হয় এবং তাঁকে অস্থায়ীভাবে ২ মাসের নিয়োগ করা হবে, তবে এই পদে স্থায়ী নিয়োগের আগে 'গ্রন্থাগারে' বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এরপর সভা, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীশুভাংশু মিত্রকে মনোনীত করেন। উনত্রিংশতিতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাভিত্তিক প্রস্তাবের খসড়া সভায় পঠিত হয় এবং সেটিকে পূর্ণরূপ দেবার দায়িত্ব শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহের উপর অর্পিত হয়। এছাড়া সভায় ১৯৭২ সালের জন্য উপস্থাপিত তালিকানুযায়ী ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভা

২৯ জানুয়ারী, ১৯৭২

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত ২৯ জানুয়ারীতে পরিষদ ভবনে কার্য-নির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে গত ১০ জানুয়ারী সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সভায় স্থির হয় যে পরিষদের গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট পুস্তকই রাখা হবে, অন্যান্য পুস্তক বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দান করা হবে। এই সম্পর্কিত তালিকা সম্বন্ধে শ্রীফণিভূষণ রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত খরচ গত বৎসরের হার অনুযায়ী হবে এবং শ্রীমতী বাণী বসু সংকলিত 'বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী' সংক্রান্ত প্রাপ্য লভ্যাংশ শ্রীমতী বসুকে দিয়ে দেওয়া হবে। পরিষদের কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি সম্পর্কে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে বলে স্থির হয়।

সভায় স্থির হয় যে আগামী গ্রন্থাগার সম্মেলনে কে কোন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন তা শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী স্থির করবেন। সভায় আগামী সম্মেলনের মুখ্য প্রতিবেদক নির্বাচিত হন শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সম্মেলনের কার্যালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্রীঅরুণকুমার রায়কে।

সমাজ বিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কিত সাময়িক পত্রের সম্মিলিত সূচীকরণ প্রকল্প সম্পর্কে স্থির হয় যে শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর সম্মতি সাপেক্ষে, পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সভায় আরও স্থির হয় যে তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে মনোনীত সদস্য নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত এই সম্পর্কে কার্যনির্বাহক সমিতিকে অবগত করবেন এবং সমস্ত কাজের পূর্ণ অধিকার কার্যনির্বাহক সমিতির উপর বর্তাবে।

গৃহ নির্মাণ কার্য আরম্ভ করার জন্য শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার রায়কে অনুরোধ করা হয়। অতঃপর সভাপতি ও সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

সংকলনে : অজয় ঘোষ।

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

নারী শিল্প নিকেতন, কলকাতা—১৫

২০শে ডিসেম্বর নারী শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে স্থানীয় মহিলাদের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্তা বাণী দাশ। পশ্চিমবঙ্গে গণশিক্ষার বিস্তার কল্পে রাজ্যের সর্বত্র সরকারী আর্থিক সাহায্যে অবৈতনিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চব্বিশ পরগণা

যতীন দাস সেবা সমিতি, মাঝের পাড়া, ইছাপুর

গত ২৯-১২-৭১ তারিখে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে প্রকাশ যে ৬০ জন সভ্য/সভ্যা পাঠাগার ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দানস্বরূপ পাওয়া যায়। বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থাজনিত কারণে পাঠাগার বিভাগের প্রতি নজর দেওয়া যাচ্ছে না বলে সম্পাদক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন।

নদীয়া

কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদ, পোঃ ফুলিয়া-বয়ড়া

কবি কৃত্তিবাস স্মৃতি ভবন তথা সংগ্রহশালায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১০-১০-৭১ তারিখে কবি কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে সম্পাদক করে এই সভার বাৎসরিক কমিটি গঠিত হয় এবং শীঘ্রই একটি কবি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফরোয়ার্ড লাইব্রেরী, নবদ্বীপ

গত ২৯শে অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনী সভায় শ্রীমোহিতকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে সভাপতি, শ্রীনিতাইচন্দ্র পোদ্দারকে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীমনতোষ চন্দকে গ্রন্থাগারিক হিসাবে নির্বাচিত করে এগার জন সদস্যবিশিষ্ট এক কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

বর্দ্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম।

গত ২৪শে ডিসেম্বর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের উদ্যোগে পাঠাগার ভবনে আঞ্চলিক গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার দিবস' উৎসব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগার

দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি শ্রী দে ও শিক্ষক জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারিক কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

রামকৃষ্ণ সংঘ, শিশুরাম, বর্ধমান

গত ৯-১১-৭১ তারিখে সংঘের পল্লীবেতার আলোচনা বিভাগ নাটক, প্রদর্শনী আলোচনাচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে দ্বাদশ বার্ষিক পল্লীবেতার গোষ্ঠির উৎসব পালন করেন। ১৪-১১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় শিশু দিবস—শিশুদের খেলাধুলা, কুচকাওয়াজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। ৬-১২-৭১ তারিখে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' বিভাগ সারা ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস পালন করেন আলোচনাচক্র ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

গত ২৩শে ডিসেম্বর 'পাঠাগার' ও 'সমাজশিক্ষা' বিভাগের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। শ্রীকালশশী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন ও পরিষদের দাবী সমূহ প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন, সিউড়ী

গত ৭ই জানুয়ারী, '৭২ তারিখে সন্ধ্যায় সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রামরঞ্জন পৌরভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে পৌরোহিত্য করেন বেলেঘাটা দেশবন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী শ্রীশ চন্দ্র নন্দী। সঙ্গীত পরিবেশনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বিমলানন্দ, সঙ্গীত বিশারদ ভোলানাথ ভাণ্ডারী ও ও কুমারী আভা নন্দী।

শহীদ পাঠাগার, পোঃ চৈতন্যপুর

গত ২২শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শহীদ পাঠাগারের পরিচালনায় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হয়। স্থানীয় পন্ডিত পার্ব্বতী বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী ভবকালী মিশ্র মহাশয়ের পৌরোহিত্যে প্রথম দিনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় জনগণ এই সভায় যোগদান করে। উক্ত সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দাবীগুলি আলোচিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বামী কৃষ্ণানন্দের পৌরোহিত্যে দ্বিতীয় দিনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়। ২৫শে ডিসেম্বর পাঠাগারের কেন্দ্রীয় সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশান (ব্রাঞ্চ) লাইব্রেরী, শিবপুর

গত ২০শে ডিসেম্বর শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশান (ব্রাঞ্চ) লাইব্রেরী হলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুদর্শন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সভাপতির ভাষণে তিনি ছাত্র ও শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন জানা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার দিবসের জন্য গৃহীত প্রস্তাবগুলি সভায় পাঠ করেন ও উহার ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য বক্তাগণ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের উপর জোর দেন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সমর স্মৃতি পাঠাগার, বালী

গত ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে পাঠাগারের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্থানীয় বর্ষীয়ান নাগরিক শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের কর্ম সচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠাগারের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি শ্রীরায়-চৌধুরী পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে শুধু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলে এবং নিজস্ব ভবন তৈরী করলেই চলবেনা। পাঠাগারকে স্থানীয় প্রতিটি পাঠোৎসুক মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী এবং সমাজের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। পরিষদের বিভিন্ন দাবী ব্যাখ্যা করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থদরদী জনসাধারণ তাঁদের ভূমিকা পালনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গী হবেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী তাপসী দাসগুপ্ত।

সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা

২০শে ডিসেম্বর চাকপোতার ঐতিহ্যশালী সংস্থা সংস্কৃতি (গ্রন্থাগার বিভাগ) গ্রন্থাগার দিবস পালনে ব্রতী হয়। গ্রন্থাগার বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী নির্মল পাত্র, অরূপ মান্না ও আরও অনেকে। সভায় সভাপতিত্ব করে শ্রীনিমাই মান্না মহাশয়। সভাপতির ভাষণে তিনি দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকার প্রভৃতি প্রশংসা করেন। এই দিনের সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবগুলি আলোচিত ও সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সবুজ গ্রন্থাগার, গ্রাম—নিজবালিয়া, পোঃ পাঁচিয়াল

গত ২৩।১২।৭: তারিখে সবুজ গ্রন্থাগার ভবনে নৃসিংহ মুরারী মাইতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। সভার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গড়বালিয়া আর. এস. মান্না. ইনসটিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীভবানী শঙ্কর মান্না।

সভার প্রারম্ভে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে সব জওয়ান আত্মবলি দিয়েছেন তাঁদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নতমস্তকে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গ্রামীন গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রধান অতিথি, গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আনীত প্রস্তাবগুলি সর্বতোভাবে সমর্থন পায়। এছাড়া অতিরিক্ত প্রস্তাবে দাবী করা হয়েছে—হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দ্বিতীয় তদ্রূপ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এবং জেলা গ্রন্থাগার থেকে ভ্রাম্যমান পুস্তক যান মারফত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত পুস্তক সরবরাহ করতে হবে।

সভায় আগামী বৎসরের জন্য একটি কার্যসূচী গৃহীত হয়। সভান্তে গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল মাইতি উপস্থিত অনুরাগীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলন, পোঃ উত্তরপাড়া

গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের কার্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের তালিকা গৃহীত হবার পর একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই কার্যকরী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েছেন যথাক্রমে সর্বশ্রী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

ত্রিবেনী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, পোঃ ত্রিবেনী

২০শে ডিসেম্বর ত্রিবেনী হিতসাধন পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে পাঠাগারের সহকারী সভাপতি শ্রীগণেশ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এছাড়া সর্বস্তরের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী জানান। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, "শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগারগুলকে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এ জন্য চাই সরকারী সাহায্য"। এ ছাড়া গোপালকেশ মজুমদার, নিমাই নাথ, সন্তোষ সাহা, নীলমনি মোদক, অসীম বিশ্বাস প্রমুখ সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, পোঃ জামকুঁড়ি

গত ১৯শে ডিসেম্বর মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীবিজনকুমার দত্ত, সহ সভাপতি—প্রকাশচন্দ্র নন্দী, সম্পাদক—শ্রীশিবনাথ গুপ্ত এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীকালীপদ দাস। অপর আরও পাঁচজন সভ্য নিয়ে এই কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, রিষড়া

গত ২০শে নভেম্বর গ্রন্থাগারে পরলোকগত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ তারক নাথ ঘোষ। সভায় গ্রন্থাগার অনুরাগী ও স্থানীয় সাহিত্যিকগণ যোগদান করেন এবং প্রয়াত সাহিত্যিকের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বার্তা-বিচিত্রা

বয়স্ক শিক্ষার পাঠক্রমের পরিবর্তনের জন্য ইউনেস্কোর আলোচনা

গত ১৭ই জানুয়ারী হায়দ্রাবাদে বয়স্ক শিক্ষার অর্থনৈতিক দায়তার সম্পর্কে ইউনেস্কোর ছদিনব্যাপী এক আলোচনা সভা হয়। এই সভায় স্থির হয় বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় যা সাধারণভাবে একীভূত পাঠক্রমের ভিত্তিতে রচিত তা বর্তমানে কাজে আসছে না। অর্থনীতি ও চলতি সমাজের সঙ্গে সম্পর্করহিত যে কোন ধরণের পাঠক্রম বন্ধ হওয়া উচিত বলে সভা মনে করে।

তাই বয়স্ক শিক্ষার জন্য চলতি পাঠক্রম নির্মমভাবে ছাঁটাই করা প্রয়োজন। আলোচনা সভা আরও মনে করে, সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম গঠিত হলে, তা অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িয়ে সেটা সমাজেরই উপকার সাধন করবে এবং অধিকতর নিয়োগের সুযোগ করে দিয়ে তা সামাজিক ন্যায়াধিকারের ব্যাপকতর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব সেটা সমাজেরই নেওয়া উচিত বলে আলোচনা সভা মনে করে।

গুজরাতী গ্রন্থ প্রকাশের সমীক্ষা (১৯৬৯-৭০)

বিগত কয়েক বছরের ন্যায় ১৯৬৯-৭০ সালেও গুজরাতী প্রকাশন শিল্পের ধারা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। এখানে ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের পরেই উপন্যাসের প্রাচুর্য বেশি। সমালোচনা সাহিত্য কিছু কিছু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে 'গুর্জর গ্রন্থরত্ন কার্যালয়' এক ব্যতিক্রম। কারণ তারা আর্থিক লাভ লোকসানের কথা না ভেবে সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'গুজরাত বিদ্যা সভা' বোম্বাইয়ের 'ভারতীয় বিদ্যাভবন।' এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রাস্ট আছেন। 'নবজীবন সংঘের' প্রকাশনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা গান্ধী সাহিত্য ও বিশেষ ধরনের গ্রন্থ ছাড়া অন্য জাতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন না।
১৯৬৯-৭০ সালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হলো বল্লভ বিদ্যানগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জ্ঞান গঙ্গোত্রী' সিরিজের প্রকাশ ব্যবস্থা। প্রথিতযশা ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত নির্বাচক সমিতি এই গ্রন্থমালার জন্য পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। জ্ঞানকোষ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা এদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ১৯৬৯-৭০ সালে তাঁরা 'বাস্তু দর্শন' 'গণিত দর্শন' 'রসায়ন দর্শন' এবং 'সাহিত্য দর্শন' প্রকাশ করেছেন। এবং 'বিশ্ব সাহিত্য দর্শন' প্রকাশের পথে। আর একটি প্রচেষ্টা হলো বোম্বাইয়ের 'আর আর শেঠ এণ্ড কোং' কর্তৃক 'লোকপ্রিয় প্রকাশন' গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা

আলোচ্য বর্ষে 'সাহিত্য আকাদেমি' কতিপয় উত্তম পুস্তক প্রকাশ করেছেন। সোফিয়াক্লেসির 'প্রিল' এবং গুজরাতী প্রবন্ধের সংকলন 'অনুপলব্ধ নিবন্ধ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য আকাদেমির পাশাপাশি 'ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট' ও গুজরাতী প্রকাশনের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। গত দু'বছরে ট্রাস্ট তাঁদের 'ভারত-দেশ ও মানুষ' ইংরাজী গ্রন্থমালার তিনটি বইয়ের গুজরাতী অনুবাদ করেছেন। অনুবাদক বিজয়গুপ্ত মৌর্য।

খ্যাতনামা মনীষী অধ্যাপক বি, কে, ঠাকুরের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুজরাতী বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রফেসর বি, কে, ঠাকুর অধ্যয়ন গ্রন্থ' অন্যতম। আর একখানি সমগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো আর, আর, শেঠ এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত 'কবিতা বিচার।'

আলোচ্য বর্ষের শেষের দিকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্যে 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ নির্মান পর্ষদ' গঠন। বল্লভ বিদ্যানগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীঈশ্বরভাই প্যাটেল এই পর্ষদের সভাপতি। এঁদের পরিকল্পনা সম্ভাবনাময়। পর্ষদের 'কিশোর ভারতী' গ্রন্থমালা সমাজের যথেষ্ট উপকার করবে মনে হয়।

'গুজরাতী সাহিত্য পরিষদ' চারখণ্ডে গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পথে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বই চুরি

ইউ. এন. আইয়ের খবরে জানা যায় যে জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের তালিকা মেলাতে গিয়ে ৪,১৫,১৪৫ খানি বইয়ের মধ্যে ৩০,৭৫১০ খানি বই কম পাওয়া যায়। ফিজিক্স, এ্যাষ্ট্রোফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি বিভাগে রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচের দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বিভাগের ডুপ্লিকেটিং পেপারেও এই ঘাটতি দেখা যায়।

লাইব্রেরী কংগ্রেসে আন্দোলনকারী তেরজন নিগ্রো কর্মচারী গুলিবিদ্ধ

১০০ জন নিগ্রো কর্মচারী যখন তাদের দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করছিলেন এবং আন্দোলনের তৃতীয় দিনে আরও ২৫০ জনের উপস্থিতিতে লাইব্রেরী কংগ্রেস সেই বিক্ষোভকারীদের বেতনের দাবী অগ্রাহ্য করে। আন্দোলনকারী পাঠকক্ষ দখল করে স্লোগান ও বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ঐ স্থান ত্যাগ করতে অস্বীকার করলে তাদের ১৩ জনকে গুলিবিদ্ধ করা হয় এবং আরও কিছুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাদা ও কালো কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য তারা আন্দোলন করছিলেন।

ইণ্টার ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার

UNESCO ১৯৭১-৭২ সালে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করবার জন্য এবং গ্রন্থসত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য এক আন্তর্জাতিক গ্রন্থসত্ত্ব তথ্য কেন্দ্র চালু করবে।

রবিশঙ্কর ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, রায়পুর

৪ঠা অক্টোবর ১৯৭১-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. এলসি ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। ২২ জন ছাত্র/ছাত্রী এখানে ভর্তি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের শাখা হিসাবে এইটি আরম্ভ হয়েছে।

শেখ মুজিবর রহমানের গ্রন্থাগার ধ্বংস

গত ১১ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু মুজিবর বলেন "পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমার সব বই নষ্ট করে দিয়েছে। আমার গ্রামের ও ঢাকার বাড়ীতে পড়ার মতন একটি বইও নেই।" গত ২৫ বৎসর ধরে তিনি যে লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। আজ তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর গভীর বেদনা ব্যক্ত করেন। কলকাতার প্রেস ক্লাব বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং মুজিবের আসন্ন কলকাতা সফর উপলক্ষে তাঁকে সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী উপহার দিবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

দিল্লী থেকে বাংলা বই প্রকাশের উদ্যোগে

ইন্টার ন্যাশনাল কালচারাল সেন্টার নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে বাংলা বই প্রকাশের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অনেকদিন ধরেই দিল্লীতে বাংলা বই প্রকাশের এক চেষ্টা চলছে। এর কারণ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে কলকাতার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য কলকাতায় প্রকাশন ব্যবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক। যদিও বাংলাদেশে লেখকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ করতে তাঁরা যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করছেন এবং বই বিক্রীর বাজার ও বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের আবির্ভাবের ফলে এখন বাংলা বই এর বিক্রীর বাজার বিশেষ বৃদ্ধি পাবে। বই প্রকাশের এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি ১,৫০০টি সভ্য নিয়ে একটি বুক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং প্রত্যেক সভ্যের চাঁদা হবে ২৫টাকা। প্রতিটি সভ্য চারটি নতুন বই প্রতি বছর পাবেন তার মধ্যে তিনটি হবে উপন্যাস। বই বিখ্যাত সাহিত্যিক ও নব্য লেখক উভয়দের দিয়ে লেখান হবে। এরা অবশ্যই প্রচুর সংখ্যায় বাংলা বই এর 'পেপার ব্যাক' সংস্করণও প্রকাশ করবেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকার যদি বাংলায় প্রকাশন সংস্থা গুলিকে ঋণ দেওয়ার ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং গ্রন্থাগার গুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতেন এবং গ্রন্থাগারের কর্পোরেশনের সাহায্য বন্ধ না করতেন তা হলে বই এর বাজারে এত সঙ্কট দেখা দিত না।

সরকারী গ্রন্থ প্রকাশন সম্পর্কে শ্রীএস, আর, রঙ্গনাথনের একটি পত্র

অমৃত বাজার পত্রিকায় ২৭শে নভেম্বর ১৯৭১এ একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রে তিনি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বিক্রয় তালিকা থাকার যে

অসুবিধা ভোগ করতে হয় সে সম্পর্কে তার মত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকার লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের ডঃ জেমস বাইন্ড এই অসুবিধে দূর করে যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন তার জন্য তাঁকে Gilber Muege (১৯৭১) পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। অথচ তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের ৭০ বছর কার্যকালে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি বলে দুঃখ করে বলেছেন এই কাজ জাতীয় গ্রন্থাগারের করা উচিত।

ভারতের জাতীয় পাঠ-সমীক্ষা

পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভারতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র যাঁরা পড়েন তার সংখ্যা ১৩·১০/০। এরমধ্যে দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতেই সংখ্যা বেশী। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ এডভারটাইজার্স, এডভারটাইজিং এজেন্সী এবং অপারেশান রিসার্চ গ্রুপের পরিচালনায় ডঃ ডি. এন. পাটনকারের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষা করা হয়। চোদ্দটি ভাষায় ১৫০খানি দৈনিক এবং ২০০টি সাময়িক পত্রের উপর ২৫৮টি শহরে ৩৯,০০০ জনের ও ৫৬৭টি গ্রামে ১৫.০০০ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

পুস্তক-তালিকা প্রকাশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক প্রেসনোটে জানিয়েছেন গ্রন্থ রেজিষ্ট্রী আইনানুসারে মুদ্রিত পুস্তকের একটি তালিকা সূচী প্রকাশ করবে। তাতে বইয়ের সম্পূর্ণ বিবরণগুলি যেমন—বিষয়, লেখক, মুদ্রক, প্রকাশক, প্রকাশের তারিখ, সংখ্যা, মূল্য প্রভৃতি থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থ রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে অনুরোধ করা হয়েছে বইয়ের কপি প্রেস থেকে বেরোবার পরের মাসের প্রথমেই দেবার জন্য সদর সাব-ডিভিসনের মুদ্রিত কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং সাব-ডিভিসনের কপি এস. ডি. ওর কাছে কাছে দিতে হবে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্তি

সাধারণ তন্ত্র দিবসে ভারত সরকার যাঁদের পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আয়াঙ্কি ভেঙ্কট রামাণায় অন্যতম। অন্ধ্র প্রদেশে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিনি ছলেনি অন্যতম পথ প্রদর্শক।

বিয়োগপঞ্জী

গত ২৫শে নভেম্বর ৭১ বুধবার রাত ৮-১৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ সেবা সদনে দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে গ্রন্থাগার দরদী স্বামী পুণ্যানন্দের মৃত্যু হয়।

তিনি ছিলেন রহড়াস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম ও উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তিনি রেঙ্গুনস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানে ওর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারটি এখন বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার রহড়ার যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রটি জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গত দশ বৎসর যাবত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাও তাঁর ঐকান্তিক গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উৎসাহের ফলে। বালকাশ্রমের অধীন উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় ও দু'টি কলেজের সঙ্গে যুক্ত যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তাও স্বামী পুণ্যানন্দের গ্রন্থাগার-সম্পর্কিত উদার চিন্তার ফল।

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 10 : Jan.-Feb., 1972 (Magh, 1378 B.S.)

Editorial : The Election & the Library Legislation

At the verge of Election in West Bengal, the candidates of different parties come out with their election manifestoes, as usual. The manifestoes are of many folds but those keep a very narrow pace in implementing the programmes to eradicate the illeteracy, to keep a high tide im spreading of education, the library playes a pivotial role and to play the pivotial role ably, library legislation is essential. But inspite of fully aware of the facts, people of the ruling arena pay a little heed to them.

The Bengal Library Association with its pioneer Kumar Munindra Dev Roy Mahashay, started the movement in the year 1932, and has been Continuing. So the people of the election feats are to face the truth whether they are eager to implement the library legislation in West Bengal, or they would just push on the commitments. as usual.

(P 313) B.C.

SEN B K : Universal Decimal Classification (8) Common auxiliaries of time.

Describes how Class nos. for a specific century, year, month date etc. are to be built. Application of plus, minus and oblique signs in auxiliaries has been described. In addition, place of time auxiliary in a compound class number, precaution that has to be taken while using such auxiliaries have also been pointed out. A list of important Common auxiliaries of time has deen given at the end with explanation and examples at avrious places. (P. 315)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়　　সহযোগী-সম্পাদক—অজয় ঘোষ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১১-১২　　১৩৭৮, ফাল্গুন-চৈত্র

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আইন

গত ২৪ মার্চ, রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি ঊনবিংশতিতম সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে কেবলমাত্র শহরেই নয় গ্রামেও সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বলেছেন। শ্রী গিরি শিল্পপতি, জনকল্যানমূলক সংস্থা ও ধর্মীয় সংস্থা সমূহকে গ্রন্থাগার স্থাপন ও তার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত 'আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিলের' সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রপতি প্রতিটি রাজ্য সরকারকে রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথাও বলেন।

১৯৩২ সালে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় তৎকালীন বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয়ের বিরোধিতায় ঐ খসড়া বিল আইন সভায় গৃহীত হয়নি। তারপর থেকে ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের আন্দোলন চলেছে সমানে, অথচ আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য ৪টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়েছে।

UNESCO'র ডাকে এই বছরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসাবে পালন করার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতও এ ডাকে সাড়া দিয়েছে ব্যাপকভাবে, এমন কি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার প্রদর্শনীও দিল্লীতে শুরু হয়েছে ১৮ মার্চ থেকে। এই গ্রন্থবর্ষকে স্মরণ করে বিভিন্ন কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে। ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচীকে কার্যকর করতে কেবলমাত্র মৌখিক আশ্বাস বা বিভিন্ন দফাওয়ারী কার্যসূচী শোনালেই কোন কাজ হবে না, এখন প্রয়োজন কাজ করার সত্যিকার আগ্রহ।

নির্বাচনের পূর্বে আমরা যে প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলাম নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে, আজকে দিন এসেছে নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছ থেকে আমাদের কাছে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত কাজ আদায়ের। বছরের পর বছর আমরা প্রতীক্ষা করেছি। বাংলার মানুষ শিক্ষার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে জিইয়ে রাখতে বা নতুনতর শিক্ষার আশায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সুসংবদ্ধতার কথা বলে আসছেন বার বার। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের দাবী তাই আজ সোচ্চার।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা আজ কেবলমাত্র এক বিশেষ অংশের দাবী নয়, এ দাবী সর্বজনীন, সর্বকালীন, এমন কি এই দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ভারতের রাষ্ট্রপতিও আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে, রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের। এই অবস্থায় আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাবের প্রতি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষকে স্মরণীয় করতে তথা রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সাড়া দিতে আশা করি রাজ্য সরকার তৎপর হবেন।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে ঊনত্রিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশ সরকারের দৃষ্টিগোচর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়েছে। ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনও আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ পালন ও ভারতের ২৫তম বার্ষিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন।

সরকারী ও বেসরকারী সর্বস্তরেই আজ সকলে উপলব্ধি করছেন গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা। এই সার্বিক গ্রন্থাগার চেতনা বা উপলব্ধিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। কেবলমাত্র মৌখিক প্রতিশ্রুতিই নয়, প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা। উপযুক্ত নাগরিক করে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রসারও প্রয়োজন কারণ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ঊনত্রিংশত্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২০-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

চকদীঘি সারদাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন, চকদীঘি, বর্ধমান

উদ্বোধন অধিবেশন

২০ ফেব্রুয়ারী, অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটে কুমারী আলপনা চতুর্বেদী ও কুমারী ভক্তি ঘোষের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করেন। সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে শ্রীফণিভূষণ রায় সভায় প্রত্যেককে সম্মেলন মণ্ডপে বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ধমান শাখা কর্তৃক আয়োজিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনালেখ্য সম্পর্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উপভোগ করতে অনুরোধ করেন। শ্রীরায় জানান সম্মেলনের উদ্বোধক ডঃ সুকুমার সেনের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রদত্ত টেপরেকর্ডে গৃহীত ভাষণ সম্মেলনে শোনান হবে।

অতঃপর সভাপতিকে মাল্যদান করা হয় এবং উদ্বোধক ডঃ সুকুমার সেনের ভাষণটি শোনান হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধকের ভাষণ

"মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ,

"বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই ঊনত্রিংশ সাংবৎসরিক অধিবেশনে আমাকে কার্যারম্ভ সূচনা করতে আমন্ত্রণ করে আমাকে যে সম্মানটুকু দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

"আমাদের দেশের প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুসারে শাস্ত্রীয় শুভকার্যের অনুষ্ঠানে যে স্বস্তিবাচন করতে হয় আমার আজকের কাজ তারই মতো। কর্মকর্তা অথবা তাঁর প্রতিনিধি পুরোহিত সমবেত সকলের অনুমোদন চাইতেন তিনবার এই বলে—"স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রবন্তু" অর্থাৎ আপনারা অনুকূল সদিচ্ছা জ্ঞাপন করুন। সমবেত ব্যক্তিরা তিনবারই এই বলে জবাব দিতেন—"ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" অর্থাৎ হাঁ বেশ, হাঁ বেশ, হাঁ বেশ। এ অতি সুন্দর ও সহজ রীতি। কিন্তু এখন চলতে পারে না, কেননা আমরা সবাই কোন একটি কাজে সাধারণত অনুকূল মনোভাব নিয়ে যোগ দিই না। এখন আমরা আর প্রিমিটিভ নই, এখন আমরা কালচার্ড পলিটিশিয়ান। যাক্ সে কথা।

"গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান গৌরবের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থের গ্রন্থবন্ধনের মধ্যে দিয়েই মানুষের মনীষা ঊর্ধ্বগামী। আর গ্রন্থাগার হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ আমাদের ইতিহাসে চিরপরিচিত বলতে পারি। যতদূর জানি বই বোঝাতে গ্রন্থ শব্দটির ব্যবহার প্রথম পাণিনির সূত্রেই পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ভাষায়—সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, আধুনিক ভাষায়—গ্রন্থাগারের (লাইব্রেরির) কোন প্রতিশব্দ ছিল না। (ইংরেজী লাইব্রেরী কথাটিও খুব পুরাণো নয়, এসেছে ফরাসী librairie "বইয়ের দোকান" থেকে।) প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যাঁরা বিদ্যাচর্চা করতেন তাঁরা তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন (১) ব্রাহ্মণ্যপন্থী পণ্ডিত, (২) বৌদ্ধভিক্ষু, (৩) জৈন আচার্য। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা জোট বেঁধে বিদ্যাচর্চা করতেন, স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের ঘরে থেকে কাজ করতেন, ছাত্ররা গুরুদের কাছে থেকে বা দূরে থেকে পাঠ নিত, বই কপি করত। অপর দু শ্রেণীর পণ্ডিতেরা সাধারণত বিহারে অথবা মঠে থেকে সমবেত ভাবে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো, লেখাপড়া করতেন। বৌদ্ধ-বিহারে ও জৈন-মঠে গ্রন্থালয় বা লাইব্রেরি অর্থাৎ পুস্তকসংগ্রহ ছিল, এখন যেমন আছে রাজপুতানায় ও গুজরাটে কোন কোন জৈনমন্দিরে ও মঠে এবং তিব্বতে লামাদের মঠে। কিন্তু সাহিত্যে লাইব্রেরীর কোন নাম নেই। তবে আশ্চর্যের বিষয় লাইব্রেরিয়ানের প্রতিশব্দ আছে। গুপ্তদের আমলে বিশিষ্ট এক রাজকর্মচারীর পদের নাম ছিল "পুস্তপাল"। কিন্তু তিনি ঠিক লাইব্রেরিয়ান ছিলেন না কেন না তখনকার রাজা বা শাসনকর্তাদের বইয়ের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। পুস্তপাল ছিলেন রেকর্ড-কীপার এবং একাউন্ট্যান্ট। 'পুস্ত' থেকে যখন 'পুস্তক' হয়েছে তখন "পুস্তপাল" পদবী লুপ্ত। অনেক পরবর্তী কালে, ঠিক কখন বলা যায় না, রাজভাণ্ডারের পুথিপত্র যিনি তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর পদবী হয়েছিল 'গ্রন্থাধিকৃত'। মল্লভূমির বৈষ্ণব-রাজারা এবং তাঁদের অন্তঃপুরিকারা লেখাপড়ার চর্চা করতেন। মল্লরাজসভায় 'গ্রন্থাধিকৃত' ছিল। এই পদবীটি পরে বংশমর্যাদাসূচক পদবীতে পরিণত হয়ে এখন 'গাঁথাইত' হয়েছে। যেমন হয়েছে, 'সেবাধিকৃত' থেকে 'সেবাইত', 'ঘোটকাধিকৃত' থেকে 'ঘোড়াইত' ইত্যাদি। গ্রন্থাধিকৃত শব্দটি বাংলা পরিভাষায় গৃহীত হলে ভালো হত।

"আপনাদের এই সংস্থা ১৯২৫ সালে স্থাপিত। খবরের কাগজের মধ্য দিয়ে এ সংস্থার ইতিহাস আমার অবিদিত নয়। আপনাদের এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা ও উৎসাহী সদস্য স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের কাছেও আপনাদের সংস্থার কথা শুনেছিলুম। আজ এ সংস্থা দৃঢ়মূল হয়েছে। সেজন্যে আমি আনন্দজ্ঞাপন করি।

"গভর্ণমেন্টের অর্থানুকূল্যে আমাদের দেশে এখন লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাতে সংস্কৃতির বিশেষ প্রসার হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আগেকার

ভর বাঙালী বই কিনত সাধ্যমত, এবং যা সাধ্যের বাইরে অথবা অপ্রাপ্তব্য সেই বইয়ের জন্তে লাইব্রেরীতে যেত। এখন অধিকাংশ পাঠক লাইব্রেরীতে যায় গল্পের বই পড়তে। প্রয়োজনীয় বই কিছু পড়েন ছাত্রেরা। কিন্তু তাঁরাও পারতপক্ষে পাঠ্য বই কেনেন না। তাই কলেজীয় পাঠ্যপুস্তক দিয়ে লাইব্রেরী ভরাতে হয়। তার উপর বিপদ পাতা কেটে নেওয়া। এর ফলে মূল্যবান রিসার্চ ও ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীগুলি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। তার উপর বই চুরি তো আছেই। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। যে দেশে প্রত্যহ তার কেটে নিয়ে রেল চলাচল বন্ধ হচ্ছে, মালগাড়ি ভেঙে হরির লুট চলছে সে দেশে লাইব্রেরীর দুচারখানি দামি বই চুরি যাওয়া এমন কিছু ভাববার কথা নয়। তবে আপনাদের ভাবতে বলি।

"আমার এই স্বল্প ভাষণ মধুরেণ সমাপয়েৎ হল না তার কারণ আমার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র মধুক্ষরণ হচ্ছে না দেশের গতিক দেখে। আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।"

ডঃ সেনের টেপরেকর্ডিকৃত ভাষণ শেষ হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রদীপকুমার রায় তাঁর ভাষণ দেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

"শ্রদ্ধেয় অতিথিবর্গ,

প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিপূত: এই চকদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাইতেছি।

"দানশীল এবং শিক্ষানুরাগী চকদীঘি সিংহরায় পরিবারের সুসন্তান সারদাপ্রসাদের বদান্যতার প্রমাণ স্বরূপ এই উচ্চ বিদ্যালয় তাঁহার পুণ্যনাম ললাটে ধারণ করিয়া, দীর্ঘ একশত বৎসরের উপর এই অঞ্চলে শিক্ষার আলোক বিতরণ করিতেছে। আজও এই বিদ্যালয় ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন গ্রহণ না করিয়া বিদ্যা বিতরণ করিতেছে। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত সারদাপ্রসাদের কীর্তিমন্দির স্বরূপ এই বিদ্যালয়ে আজ গ্রন্থাগার পরিষদের ২৯তম সম্মেলন সত্যই এক অতি পুণ্যস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। পার্শ্ববর্তী চকদীঘি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সম্মুখবর্তী চকদীঘি-মেমারী রোড মহাত্মা সারদাপ্রসাদের অপর দুই কীর্তির স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

"এই চকদীঘি গ্রামটি জামালপুর ব্লক এলাকার মধ্যে অবস্থিত। সমগ্র জামালপুর থানাই আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই এলাকায় আজ অন্যূন কুড়িটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহস্র সহস্র পরিবারে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

"শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনও ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পার্শ্ববর্তী আড়গ্রামে অবস্থিত মাখনলাল স্মৃতি পাঠাগারের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্তি উৎসব এই বৎসরেই প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রায় তেরহাজার পুস্তক সম্বলিত এই গ্রন্থাগারটি এই অঞ্চলে প্রাচীনতম এবং বর্ধমান জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। চারিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার সহ অন্যূন কুড়িটি উচ্চমানের গ্রন্থাগার এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি মানুষের আন্তরিকতা এবং উৎসাহের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। জ্ঞানের আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় এলাকার সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

"এই জামালপুর ব্লক এলাকার অন্তর্গত চকদীঘি গ্রামের সারদাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় ভবন প্রাঙ্গণে আমি আপনাদের পুনর্বার স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। বর্ধমান জেলার একটি প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র পল্লী হয়তো আপনাদের যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। হয়তো আহার, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় সহস্র রকমের ত্রুটি প্রতি পদে পদে আপনাদের সহস্র অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। তথাপি, আমাদের পল্লী এলাকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা স্মরণ রাখিয়া, আপনারা আমাদের সর্বপ্রকার ত্রুটি মার্জনা করিবেন এবং এই সম্মেলনকে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন, আপনাদের নিকট আন্তরিকভাবে আমি এই প্রার্থনা জানাইতেছি। জয় হিন্দ।"

অতঃপর সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথনের কাছ থেকে পাওয়া শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-কর্মসচিব শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভেচ্ছাবাণী

প্রতিষ্ঠান সমূহ : (১) বাংলাদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক আবুল কালাম মুহম্মদ সামসুল আলম লিখেছেন, "দীর্ঘকাল শাসন, শোষণ ও জুলুমের অবসানে বাংলাদেশে আজ স্বাধীনতার অরুণোদয় ঘটেছে। এতে আমাদের যে মূল্য দিতে হয়েছে তা আপনাদের আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আমাদের সংগ্রামকালে আপনাদের যে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেয়েছি তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্নতার পর আবার আমাদের দুই বাংলার মানুষের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ এসেছে। আমরা মনে করি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে আমরা অনেক কাজ করতে পারি।"

(২) বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি মুহম্মদ সিদ্দিক খান লিখেছেন, "নূতন নূতন পদ্ধতির বিনিময়, আলোচনার মাধ্যম, এবং গ্রন্থাগারিকগণের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সম্মেলনের মূল্য অত্যধিক। ইহা নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত

দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষে যেমন অপরিহার্য, সমভাবে উন্নয়নমুখী দেশ হিসাবে ভারতের জন্য প্রয়োজনীয়। উভয় দেশ বর্তমানে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনে নব যুগের সূচনা করিবে ইহাই কামনা করি।"

(৩) 'অ্যাসলিবে'র ডিরেক্টর লেসলি উইলসন, (৪) ইউনেস্কোর ডিভিশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব ডকুমেন্টেশন, লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড আর্কাইভস্ এর ডিরেক্টর কেনেথ এইচ রবার্টস, (৫) ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ বি. ডি. আর. রাও (৬) 'ইফ্লা'র সাধারণ সম্পাদিকা মারগ্রিট উইজনস্ট্রুম (৭) 'ইয়াসলিকে'র সভাপতি ডঃ বি মুখার্জি, (৮) ওয়েষ্ট বেঙ্গল পলিটেকনিক টিচার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত রায়, (৯) কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারের সম্পাদক কানাইলাল পাল (১০) জাপান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল সিয়ুকে কানোকাওয়া (১১) নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় (১২) পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আর, এন. ভট্টাচার্য (১৩) বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৪) ব্রিটিশ মিউজিয়মের ডিরেক্টর জন উলফেনডেন (১৫) লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার শর্মন (১৬) লাইব্রেরীয়ান অব কংগ্রেসের এল, কুইন্সি মামফোর্ড ও (১৭) স্কুল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডনের সেক্রেটারী ই, এস, মূর।

ব্যক্তিগত : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন লিখেছেন, "...... I have therefore to repeat my annual request that the Association should not rest on its oars until it has a public Libraries Act in West Bengal. This is with reference to the Public Library System Your ambitious programme for the conference seems to cover all these subjects [University Libraries, Reference Libraries, College Libraries, School Libraries and Special Libraries , though, each of these subjects will require a full Conference for itself. However, you must be able to achieve something during this Conference."

শুভেচ্ছাবাণী সমূহ পাঠ শেষ হলে চকদীঘি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী আদিত্যপ্রসাদ চতুর্বেদী সভায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অভাব রয়েছে সর্বত্র। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার আন্দোলন কর্মসূচীকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেন অবসর সময়ে কোন কাজ না থাকায় ক্রমে ছাত্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে. এ কারণে ছাত্রদের গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তুলতে পারলে এই অসন্তোষ দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সংগঠনে অর্থাভাবের কথা জানান এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার যাতে সঠিকভাবে গড়ে ওঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন।

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ চতুর্বেদীর ভাষণ শেষে পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রীকালীপদ রায় বলেন ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তোলা প্রয়োজন। পলিটেকনিক শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি বলেন গ্রন্থাগারে এমন সব বই থাকা প্রয়োজন যার দ্বারা ভবিষ্যতে পাঠক্রম শেষ করার পর ছাত্ররা হাতে কলমে কাজ শিখতে আগ্রহী হয়। বর্তমান ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানে সাধারণ গ্রন্থাগারেও কারিগরী শিক্ষার বই থাকা বাঞ্ছনীয় বলে শ্রীরায় মনে করেন।

জামালপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চন্দ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য সরকারী অনুদানের রীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন অর্থাভাবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ১০,০০০ (দশ হাজার) পুস্তকের সংগ্রহ না থাকায় পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে পারে না।

উড়িষ্যা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন বুদ্ধি কুশলীদের সম্মেলনে তিনি উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দিত। তিনি বলেন উড়িষ্যা রাজ্যে কোন জেলা গ্রন্থাগার নেই, নেই সেখানে কোন গ্রন্থাগার আইন; তিনি এ সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীদাস উড়িষ্যা রাজ্যে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ও সমুন্নতির উপায় নির্ধারণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভার পক্ষ থেকে শ্রীসুধাংশু সরকার উপস্থিত প্রত্যেককে সম্মেলন প্রাঙ্গণে আয়োজিত বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভার পুস্তক প্রদর্শনী দেখতে অনুরোধ করেন। গ্রন্থাগারকে তিনি জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে স্বীকার করে বলেন মেরুদণ্ড যত দৃঢ় হয় ততই জাতির মঙ্গল, তাই প্রয়োজন গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতি।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহরায় সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি চকদীঘির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক মূল্য সম্পর্কে সভায় সকলকে অবহিত করান। বর্তমান বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে শ্রী সিংহরায় জানান যে সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের দানেই বর্তমান অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১৫ মাইল দীর্ঘ রাজপথ নির্মিত হয়। এই স্থানে চৈতন্যদেবের কীর্তনমঞ্চ, হরিদাসের আখড়া, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গরুড় মূর্তি, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে। পরিশেষে শ্রী সিংহরায় মূল্যবান মূর্তি, মুদ্রা ও পুঁথির সমন্বয়ে নির্মীয়মান রাঢ় প্রত্নতত্ত্বাগারকে স্থানীয় ব্যক্তিদের সংগ্রহে যে সব মূর্তি, মুদ্রা ও পুঁথি রয়েছে তা দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করতে অনুরোধ করেন। তিনি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই গ্রন্থাগার ভিত্তিক করে তোলার জন্য আবেদন করেন।

অতঃপর ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণ দেন।

সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ

"আজকের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। ভারতবর্ষের সকল আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সবচেয়ে সক্রিয়, নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এই পরিষদ গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। সুতরাং এমন একটি কর্তব্য-সচেতন, প্রাণবন্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে কিছু বলবার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। এজন্য আপনাদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

"সমস্যায় পড়েছি আপনাদের সামনে আজ কি বলব, তাই নিয়ে। গত আটাশ বছরের অধিবেশনে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সকল দিক নিয়েই আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে এমন কোনো কথা আপনাদের বলতে পারব না যা নতুন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছি তারই আলোচনা করা যাক। অবশ্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনায় ফল কি হয় জানি না। কারণ গ্রন্থাগার একটি সজীব সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সক্রিয় সেবাতেই তার সার্থকতা। দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগার কর্মীদের, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে, এই সক্রিয় সেবা নিয়ন্ত্রণের কোনো অধিকার নেই বললেই চলে। সুতরাং সভায়-সমিতিতে সর্বত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত সব আলোচনাই হয়ে পড়ে তাত্ত্বিক এবং পুঁথিগত। ব্রিটেনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সে দেশের লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের কতখানি তা আপনারা জানেন।

"১৯২৫ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার প্রসার ও উন্নয়নের পথ সম্বন্ধে নানা সুচিন্তিত প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টায় ফল যে কিছু হয় নি, তা নয়। কিন্তু কত সামান্য! বে-সরকারী উদ্যোগে যতটুকু করা যায়

ততটুকু কৃতিত্বই পরিষদের। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজ করবার সুযোগ পরিষদ পায়নি।

"পরিষদের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলার অনেক খ্যাতনামা মণীষী। গত পাঁচ দশকে ধীর গতিতে হলেও সাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে, বইয়ের চাহিদাও কিছুটা বেড়েছে নিশ্চয়। তবু গ্রন্থাগার প্রসারের কাজে আমরা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারিনি কেন? এর উত্তরে তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের পথে এই তিনটি বাধার কথাই আজ আপনাদের কাছে বলব।

"এক. গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে গ্রন্থাগারের জন্য চাহিদা নেই বলেই আমাদের এতদিনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অভাববোধ জাগ্রত হলেই তা পূরণের জন্য সমাজ উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

"দুই, সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তার সংস্থান আমাদের নেই।

"তিন, সকল বিষয়ের উপর উপযুক্ত মানের যথেষ্ট বাংলা বইয়ের অভাব।

"এদের একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

"আমাদের সমাজে শিক্ষিত লোক তো অনেক আছেন। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে। তবু গ্রন্থাগারের জন্য তাঁরা দাবী জানাচ্ছেন না কেন? উত্তরটা এই ভাবে দেওয়া যায়। —সাধারণ গ্রন্থাগার কি ভাবে যে সমাজের সেবা করতে পারে তার কোনো সুস্পষ্ট ধারনা তাঁদের নেই। কারণ, আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ দেশে গড়ে ওঠেনি। পাবলিক লাইব্রেরি বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় তার একটিমাত্র নিকটতম উদাহরণ পাওয়া যায় দিল্লীতে। যার পরিচয় জানি না, যার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করিনি, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দাবী তুলব কেমন করে?

"স্বাধীনতার এই পঁচিশ বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর-সংলগ্ন গ্রন্থাগারের। কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত নয়। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, দপ্তরের যাঁরা কর্মী—তাঁরাই গ্রন্থাগারের সুযোগ পান। অবশ্য অধিকাংশ রাজ্যেই এর মধ্যে কেন্দ্রীয়, জেলা, মহকুমা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে পাবলিক লাইব্রেরির আদর্শ থেকে এখনো এরা অনেক দূরে। সুতরাং পাবলিক লাইব্রেরির সেবা কি ধরণের,—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে সমাজ-মানসে তার উপলব্ধি জাগ্রত হয় নি। গণতন্ত্র সমাজের দাবীকেই সমীহ করে। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করুন, কিংবা অন্য যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করুন, সমাজ জোরের সঙ্গে তার দাবী না জানালে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।

"পাবলিক লাইব্রেরির জন্ত দাবী সোচ্চার হয়ে উঠলেও টাকার অভাব এক দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গ্রন্থাগার আকর্ষণীয় করতে হলে ক্রমাগত নতুন বই কিনতে হবে, গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে এবং সংগ্রহ করতে হবে কিছু অত্যাবশ্যক আধুনিক সাজ সরঞ্জাম। তাছাড়া বাড়ী-ঘরের পেছনে খরচা তো আছেই। গ্রেট ব্রিটেন পাবলিক লাইব্রেরির জন্ত বছরে ১০০ কোটির বেশী টাকা ব্যয় করে। মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বাইশ টাকারও বেশী। প্রায় পঞ্চান্ন কোটি দেশবাসীর জন্ত মাথাপিছু এক টাকাও কি আমরা ব্যয় করতে পারি? ১৯৭১-৭২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা-খাতের মোট বরাদ্দ ছিল ৮৯ কোটি টাকা।

"দেশের আর্থিক উন্নতি যদি টাকার অভাব মেটায় তবু কিন্তু গ্রন্থাগার প্রসারের বাধা দূর হবে না। অভাব থাকবে বইয়ের। দেহের পক্ষে যেমন রক্ত, গ্রন্থাগারের পক্ষে তেমনি বই। উপযুক্ত বাংলা বইয়ের অভাবে সমাজের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। ইংরেজী বইয়ের সরবরাহ আছে যথেষ্ট। কিন্তু ইংরেজী বই দিয়ে সমাজের সকল স্তরের দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষায় বইপত্রের চাহিদা মেটায়। কিন্তু বিদেশী ভাষা যাদের আয়ত্ত নয়, অথচ জ্ঞানচর্চা করতে যারা উৎসুক, তাদের জন্ত বাংলা বই কোথায়? পূর্বে ধারণা ছিল চিত্তবিনোদনের জন্ত গল্প-উপন্যাস-নাটক-রম্য-রচনা প্রভৃতি সরবরাহ করাই পাবলিক লাইব্রেরির কাজ। কিন্তু সে ধারণা এখন বদলে গেছে। লাইব্রেরি আজকাল নাগরিকদের আত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করে। বিশেষ করে জীবিকার্জনে সাহায্য করতে গ্রন্থাগার এক মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বই সুলভ হবার পূর্ব পর্যন্ত গুরু ছিলেন বিদ্যার পুঁজিপতি। তাঁকে তুষ্ট করতে না পারলে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচীন ভারতে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রত্যেক শিষ্যকেই কাঠ কাটা, জল টানা, চাষ করা ইত্যাদি সব কাজই করতে হতো গুরুর জন্ত। একলব্য নিজের আঙুল কেটে গুরু দক্ষিণা দিয়েছিলেন। আরুণি গুরুর শস্ত রক্ষা করবার জন্ত আলের উপর শুয়ে জলস্রোত রোধ করেছিলেন। এমনি কত দৃষ্টান্ত আছে! বিদ্যাদান করতে গিয়ে গুরু জাতি কুল ইত্যাদিও বিচার করতেন। ঠিক এই কারণে জাবালার পুত্র সত্য-কামকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তাছাড়া গুরুর শিক্ষা ছিল মুখে মুখে। পাণ্ডুলিপি কাউকে বড় একটা পড়তে দেওয়া হতো না। যদি বা হতো, নকল করা ছিল বারণ। রঘুনন্দন নকল করবার অনুমতি না পেয়ে মিথিলা থেকে কণ্ঠস্থ করে এনেছিলেন স্মৃতিশাস্ত্র। জীবিকার ক্ষেত্রেও দীর্ঘকাল গুরুর কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখে কোনো বৃত্তি অবলম্বন করতে হতো। এই জন্ত আমাদের দেশের বৃত্তিগুলি ছিল সাধারণতঃ বংশপরম্পরাগত। এখন গুরুবাদ আর নেই, বই প্রায় সবটাই অধিকার করেছে

গুরুর স্থান। আমরা একবার ত্যাগ করেছি, কিন্তু তার বদলে বই পাচ্ছি না,—বাংলা বই।

"বছরে গড়ে বারো তেরোশ' বাংলা বই (টাইটেল্) বের হয়। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই সাহিত্য বিষয়ক বইপত্র। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। সে সব বই বৃত্তি কুশলীদের কাজে সহায়ক হবার মতো নয়। জাপান তার নিজের ভাষায় সকল কাজকর্ম চালায়। বাংলাকে যদি জাপানী ভাষায় সমকক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করতে হয়, তা হলে বর্তমান অপেক্ষা সাত আটগুণ বেশী বই আমাদের মাতৃভাষায় ছাপতে হবে। বিভিন্ন মানের বই,—শিশুপাঠ্য, ছাত্র-পাঠ্য, বয়স্কপাঠ্য ইত্যাদি কত শ্রেণীর বই! এতো হলো বার্ষিক পুস্তক উৎপাদনের কথা। বিগত দু'শ আড়াইশ বছর যাবৎ ইংরেজী ভাষায় আমাদের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জোন্স, ম্যাক্সমুয়েলার, স্মিথ, প্রিন্সেপ, গ্রিয়ারসন, যদুনাথ, ইত্যাদি মনীষীরা যা লিখে গেছেন তার বাংলা অনুবাদ না হলে ইংরেজী-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে স্বদেশের ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ অনুবাদের কাজ এমন বিরাট এবং ব্যয়বহুল যে এমন একটি কাজের কথা এখনো ভাবাই হয় নি।

"মাতৃভাষায় বইয়ের স্বল্পতা এবং ইংরেজীর আধিপত্য গ্রন্থাগারিকদের নিকট এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ইংলণ্ডের পাবলিক লাইব্রেরিকে এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। শুধু ইংরেজী বই দিয়েই সেখানকার পাঠকের চাহিদা মেটানো যায়। কিন্তু আমাদের শহরাঞ্চলের পাবলিক লাইব্রেরিতে ইংরেজী বই থাকবে না, এ কথা ভাবাই যায় না। বাংলাও রাখতে হবে, ইংরেজীও থাকবে। ইংরেজী বই দিয়ে আমরা যে-সব অভাব মেটাতে পারি, বাংলা বই দিয়ে যদি তা পারতাম তাহলে অবশ্য বিদেশী বইয়ের আধিপত্য দূর করা সম্ভব হতো।

"এই অস্বাভাবিক অবস্থা গ্রন্থাগারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বই কেনার জন্য যে স্বল্প বরাদ্দ থাকে তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। বড় ভাগটা স্বভাবতঃই জোটে ইংরেজী বইয়ের ভাগ্যে। তাছাড়া মাতৃভাষায় অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের বই না থাকায় বাঙালী পাঠককে সন্তুষ্ট করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। জনমানসে পাবলিক লাইব্রেরির সেবা সম্বন্ধে একটি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে ওঠা এই কারণেই বিলম্বিত হচ্ছে।

"নিরক্ষরতাকে গ্রন্থাগার প্রসারের বাধা হিসাবে কেন উল্লেখ করিনি সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা যে তেত্রিশ জন সাক্ষর আছে তাদেরই আমরা এখনো বই দিতে পারছি না। নিরক্ষরদের জন্য পরে ভাবলেও চলবে। অবশ্য বিপুল সংখ্যক নিরক্ষরের জন্য লাইব্রেরির পরিচালনায় খাখানিক্ষু ব্যয় থেকে

যায়। একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার নেই এলাকার শতকরা ৩৩ জনকে সেবা করবার সুযোগ পায়, যদিও বাড়ী, আসবাব পত্র, কর্মী প্রভৃতি সামান্য একটু বাড়ালে স্থানীয় সব বাসিন্দার সেবা করাই সম্ভব।

"গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও প্রসারের পথে যে-সব বাধার কথা বলেছি তা দূর হবার পর গ্রন্থাগার কর্মীদের যথেষ্ট দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এর আগেও তাঁদের দায়িত্ব থাকবে, —তা হলো অন্তরায়গুলি দূর করবার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া।

"উপযুক্ত পরিমাণ টাকা ও বই পেলেই গ্রন্থাগার তার আদর্শ রূপায়িত করতে পারে না। তার ভার দিতে হবে দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীর উপর। স্বভাবতঃই এই কাজ যাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা যেতে পারে তার জন্য কর্মীদের যোগ্য বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে। যে বৃত্তিতে মর্যাদা নেই তার প্রতি যোগ্য প্রার্থী কখনো আকৃষ্ট হতে পারে না। পরিণামে গ্রন্থাগার বইয়ের গুদামে পরিণত হবার আশঙ্কা থাকে।

"গ্রন্থাগারিকের মর্যাদার প্রশ্নটা কিছুকাল যাবৎ পরিষদের সভায় আলোচিত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারত গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেনি। আমাদের ভবিষ্যপুরাণে আছে, যিনি পাঠকের ব্যবহারের জন্য মঠে বা মন্দিরে পুঁথিপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন তিনি গাভী, জমি অথবা স্বর্ণ দানের পুণ্য অর্জন করেন। সেদিন মর্যাদার প্রশ্ন ছিল বড়, অর্থ ছিল গৌণ। যেমন ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বেলায়। কিন্তু এখন আমরা দুই-ই সমান জোরের সঙ্গে চাই। আর না চাইলে চলবে কেন? সমাজে সকলের মতো ভদ্রভাবে বাঁচতে গেলে উপযুক্ত বেতন অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে অবহেলা দেখলে গ্রন্থাগারিকরা স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হতে পারেন। শুধু আমাদের দেশেই যে এমনটি ঘটে তা নয়। গত জুন মাসে লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের কর্মীরা বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির দাবীতে চারদিন ধরে এমন আন্দোলন চালিয়েছিল যে রীডিং রুমে পড়াশুনা করা বা অন্য কোথাও কোনো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডাকতে হয়েছিল যদিও কর্মীদের দাবীও মানা হয়েছিল।

"আমরা যে মর্যাদার কথা বলি তা নিশ্চয়ই পদমর্যাদা। আমার মনে হয় পাবলিক লাইব্রেরিতেই গ্রন্থাগারিক পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন গ্রন্থাগার একটি বৃহত্তর সংগঠনের অংশমাত্র। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের স্থান স্বভাবতই প্রথম সারিতে হতে পারে না। পাবলিক লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগার-কর্মীই প্রধান, অন্য শ্রেণীর প্রতিযোগীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। পাঠকের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ; তিনি তাদের উপদেষ্টা, বন্ধু এবং গ্রন্থজগতের পথ প্রদর্শক। দক্ষতার পরিচয় পেলে সমাজই মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসবে।

"এই দক্ষতার প্রথম শর্তই হলো বইয়ের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। বই নিয়েই গ্রন্থাগারকর্মীর কারবার। সুতরাং গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পাঠককে সাহায্য করা সম্ভব হয় না। ক্যাটালগিং ক্লাসিফিকেশান কিছু দূর সহায়তা করতে পারে, তার পরে নয়। তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন লাইব্রেরিয়ানকে কি পণ্ডিত হতে হবে? ডঃ জনসনের কথা দিয়ে এর উত্তরটা দিতে পারি। তিনি বলতেন, Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. লাইব্রেরিয়ানকে হতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানের অধিকারী।

"পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানকে শুধু বইয়ের খবর রাখলেই চলবে না, পাঠকদের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করবার ক্ষমতাও তাঁর থাকা চাই। ধৈর্যের সঙ্গে এমন অনেক প্রশ্ন শুনতে হবে, উত্তর দিতে হবে যার সঙ্গে হয়তো লাইব্রেরির সরাসরি কোনো যোগ নেই।

"পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যা একজন গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিতে বিচার করলে উপলব্ধি করতে পারি যে পুস্তক প্রকাশন এবং পুস্তকের ব্যবহার অবহেলা করবার পরিণামে শাস্তির অংশ অনেক বেড়েছে আমাদের। যদি সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাহায্যে জনসাধারণের নিকট বই পৌঁছে দেওয়া যেত তাহলে হয়তো সামাজিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতাম। বাংলার গৌরবের যুগ ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই শতকে কত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও গড়ে তুলেছিলেন বহু সম্পন্ন পরিবার। শিক্ষিত সম্প্রদায় যেন বইপাগল হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৫ সালে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। এর সুষ্ঠু পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে অনেক বিদেশী শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন যে, এমন লাইব্রেরি য়ুরোপের পক্ষেও গৌরবের বিষয়। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির কাউন্সিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, কর্পোরেশনের পরিচালনায় তাঁদের গ্রন্থাগারকে ফ্রী পাবলিক লাইব্রেরিতে পরিণত করা হোক। ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকায় এক পাই কর আদায় করা যেতে পারে। নিঃশুল্ক পাবলিক লাইব্রেরির পরিকল্পনা কলকাতা থেকেই প্রথম হয়েছিল। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টাও করেছিলাম আমরা। ভারতে সর্বপ্রথম Abstracting journal বের করবার কৃতিত্বও কলকাতারই। আগে শুরু করেও আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

"বাঙালী অতীতে ভারতের সর্বত্র যে মর্যাদা পেয়েছে তার মূলে ছিল জ্ঞানচর্চা। ঐশ্বর্যের জন্য নয়, বাঙালী কখনো ধনী ছিল না। বইয়ের সমাদর করতে ভুলেছি বলেই আমাদের মর্যাদার আসন টলে উঠেছে। অন্যান্য অনেক রাজ্যে মাতৃভাষায় বই লেখার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে হিন্দীভাষী এলাকায়। ইংরেজী

বিভায় গিলেও সেখানকার পাঠকরা মাতৃভাষায় বই পড়বার সুযোগ পাবে। কিন্তু বাঙালী পাঠক তা পাবে না, আর তার ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাকে পিছিয়ে পড়তে হবে। পাশ্চাত্যের ছোট ছোট দেশগুলি বড় দেশগুলির তুলনায় মাথাপিছু অনেক বেশী বই ছাপে। কারণ সে সব দেশের লোক মূলতঃ শিল্পনির্ভর, চাষাবাদের সুযোগ কম। পশ্চিমবঙ্গও ছোট রাজ্য, জনবসতি, চাষাবাদ প্রসার করবার সুযোগ তত নেই। শিল্প-বাণিজ্যই এ রাজ্যের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করতে পারে। শিল্প-বাণিজ্যের সফলতার জন্য আজকাল বইয়ের সহায়তা অপরিহার্য। ছোট বা মাঝারি শিল্পের যাঁরা পরিচালক ও কর্মী তাঁদের জন্য চাই বাংলা বই। বইয়ের দুর্ভিক্ষ যে আমাদের অর্থনীতিকে প্রভাবান্বিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

"প্রাথমিক শিক্ষার খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার এক বৃহৎ অংশের অপচয় ঘটছে বইয়ের অভাবে। প্রাথমিক স্তরেই যাদের পড়া শেষ করতে হয় তারা লাইব্রেরিতে বই পড়বার সুযোগ না পেয়ে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে যায়। হয়তো সেই জন্যই পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের হার বাড়ছে শ্লথ গতিতে। অনেক রাজ্যে সাক্ষরের হার বাড়ছে খুব দ্রুত। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১—এই দশ বছরের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির সর্বভারতীয় হার শতকরা ২২.১০। পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হার ১২.৮৮। আমরা শুধু আসাম ও বিহারের উপরে, আর সকল রাজ্যের নীচে। জম্মু ও কাশ্মীরে, নাগাল্যাণ্ডে, এবং হিমাচল প্রদেশে দশ বছরে সাক্ষরের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৬৫·৯১, ৫২·৬০, ৪৭·৩২ শতাংশ।

"পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের হার যদি এই হয়, এবং প্রকাশন শিল্পের প্রসার যদি না ঘটে, তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন দ্রুত হবার সম্ভাবনা নেই। নিকট ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারছি না বলে আমি নিজেই দুঃখ অনুভব করছি। কিন্তু তাই বলে আপনাদের হতাশ করছি না। এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি হিসাবে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চারপাশটা ভালো করে জেনে নিতে হয়। আমিও গ্রন্থাগার প্রসারের প্রশ্নটি বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম এই আশায় যে বাধার কথা জানা থাকলে তা দূর করবার জন্য আমরা উদ্যুক্ত হবো।

"পশ্চিমবঙ্গে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাতে কার্যকর হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হবে এখন আমাদের প্রধান কাজ। কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে তার একটা আভাস দিচ্ছি।

(১) বই ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার যা পরিষদ করে আসছে তাকেই জোরদার করা।

(২) মফস্বল অঞ্চলে খুব অল্প ব্যয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনার পরিকল্পনা করা। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে একথা ভেবেছিলেন। তাঁর মিনিটসের মধ্যে স্কুল-কলেজের লাইব্রেরি সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেবার কথা আছে। আমাদের পরিষদই

এ ব্যাপারে এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। নিজস্ব আবাস এবং আসবাবপত্র ছাড়াই পরিষদ দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। তেমনি ছোট ছোট গ্রন্থাগার স্কুল-কলেজ ভবনে যদি স্থাপিত হয় তাহলে অনেক টাকা বেঁচে যেতে পারে।

(৩) কলকাতা শিল্পাঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখানে বিপুল সংখ্যক পাঠক বই পড়বার জন্য উৎসুক, কিন্তু বই পায় না। দিল্লীতে যদি সরকারী ব্যয়ে পাবলিক লাইব্রেরি চালানো যেতে পারে, তবে এখানেই বা তা সম্ভব হবে না কেন?

"কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি আমাদের রাস্তা-ঘাট পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ ইত্যাদির জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবে। কিন্তু শুধু এতেই কি নাগরিকদের জীবন পূর্ণ হবে, কলকাতা নতুন জীবন লাভ করবে? বই যদি নাগরিকদের মানসিক দৈন্য দূর করতে না পারে তাহলে কলকাতার সমৃদ্ধি কি করে সম্ভব হবে? মেট্রোপলিটান অথরিটির বাজেট থেকে কিছু টাকা কি লাইব্রেরির জন্য ব্যয় করা যায় না? কলকাতা অঞ্চলের পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবস্থা সফল হলে অন্য অঞ্চলের জনসাধারণ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হবে।

(৪) প্রায় পৌনে দু'শ বছর যাবৎ বাংলা বইয়ের প্রকাশন শুরু হয়েছে। কিন্তু তার সংগ্রহ কোথাও নেই। শুধু বাংলা বই কেন? বাংলাদেশ সম্বন্ধে, এবং বাঙালী মনীষীদের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা ইংরেজী বইয়ের সংগ্রহও কোথাও নেই। ঐতিহাসিক দলিল সংরক্ষণের জন্য স্টেট আর্কাইভ্‌স্ আছে, বাঁকুড়ার ঘোড়া, মেদিনীপুরের মাদুর এবং মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজ সংরক্ষণের জন্য মিউজিয়াম আছে, কিন্তু বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা-ইতিহাস-সংস্কৃতি যে সব বইয়ের মধ্যে বিধৃত আছে তাদের সংরক্ষণের জন্য একটি কপিরাইট লাইব্রেরি এখনো স্থাপিত হয়নি। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে দোষারোপ করা চলত। কিন্তু স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর পার হতে চলেছে, আমরা এ বিষয়ে কিছু করিনি। করবার কোনো আভাসও দেখছি না। আমাদের ঔদাসীন্যে এই যে গ্রন্থ-সম্পদগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি আমাদের ক্ষমা করবেন?

"অথচ কপিরাইট লাইব্রেরির জন্য বিরাট পরিকল্পনা অথবা বিপুল ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। বইগুলি তো সব বিনামূল্যে আসছে প্রকাশকদের কাছ থেকে। সেগুলি এক জায়গায় গুছিয়ে রাখবার এবং প্রয়োজনে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা দরকার।

"শুধু যে সমকালীন প্রকাশনগুলিই কপিরাইট লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হবে তা-ই নয়, পুরনো বইপত্র যা-কিছু পাওয়া যায় তা-ও সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তেমন বইপত্র আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ইংরেজরা যখন এদেশে প্রথম এসেছিল তখন আমাদের পুঁথিপত্র এবং সভ্যতার অন্য নিদর্শনগুলি জাহাজ বোঝাই করে দেশে নিয়ে গেছে। স্বাধীনতার

পরে ভারতকে জানবার জন্য নতুন করে কৌতূহল জাগল আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে। সেই কৌতূহলের তাগিদে তারা এই পঁচিশ বছর যাবৎ ভারত থেকে পুরনো বইপত্র নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের চরম ঔদাসীন্যের ফলে এই আড়াই দশকে সকল দুষ্প্রাপ্য বইপত্রের সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। অসহায় দর্শকের মতো দেখেছি হিকির গেজেটের এক চমৎকার অক্ষত খণ্ড পাড়ি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া; জন পত্রিকার পুরো সেট গেছে আমেরিকা; জার্মানীতে সংগঠিত সুভাষচন্দ্রের প্রথম আজাদহিন্দ ফৌজের মুখপত্র এদেশে দেড়শ টাকায় ক্রেতা পেল না, সমাদরে এখন আছে বিদেশের কোনো গ্রন্থাগারে। বিগত চার পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বাইরে চলে গেছে। একটি গেছে আমেরিকা—অষ্টাদশ থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত নানা মূল্যবান বই ছিল এই সংগ্রহে। ডঃ সুশীল দে'র লাইব্রেরি গেছে পুনা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত গ্রন্থের অমূল্য সংগ্রহ এখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। দু'জন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এবং একজন কলারসিকের মূল্যবান সংগ্রহ নিয়েছে সিমলার ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডিস্। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাইরে থেকে কোনো মূল্যবান গ্রন্থসম্পদ সংগ্রহ করে আনেনি। এমনি আরও কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে! শুধু ইংরেজী নয়, বাংলা বইও চলে গেছে। পরাধীন যখন ছিলাম তখন লণ্ডনে যেতে হতো বাংলা বই পড়তে, আর এখন যেতে হবে আমেরিকা। বই যদি ভালোবাসতাম, নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে এমন সব দুষ্প্রাপ্য বই আমরা বিদেশে যেতে দিতাম না। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা বইপত্রের জন্য বছরে ব্যয় করে। কিন্তু তার মধ্যে পুরনো বই দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের জন্য ব্যয় করে ক'টাকা?

(৫) বাংলা যাতে জীবনের ভাষা হয়ে উঠতে পারে তার জন্য আমাদের প্রচার চালাতে হবে। অর্থাৎ, সকল কাজের বাহন হবে বাংলা, শুধু চিত্তবিনোদনের উপকরণ যোগাবে না। শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার ভাষা ছিল সংস্কৃত, মুসলমান আমলে হলো ফার্সী, ইংরেজ আমলে ইংরেজী। এখনো বাংলাকে আমরা পূর্ণ মর্যাদা দিই নি। এর সঙ্গে সর্বস্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিস্তারের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

গ্রন্থাগারিকরা অন্ততঃ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই বাংলায় লেখা আরম্ভ করতে পারেন।

(৬) এবার একটি নতুন কথা ভাববার সময় এসেছে। বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৭) আমাদের গ্রন্থাগারবিদ্যাকে ভারতীয়করণের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। বরাবরই কি আমরা বিদেশী গ্রন্থাগারিকদের নির্দেশ অনুযায়ী লাইব্রেরি পরিচালনা করব? লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কলকাতার মতো নয়। এখানকার আবহাওয়া, বইয়ের পোকা, কাগজ, ছাপার কালি, ইত্যাদি সবই আলাদা। সুতরাং আলাদা করে এ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন। বিদেশের জ্ঞান এবং সাজ-সরঞ্জামের উপর নির্ভর করলে

স্থানীয় সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় না। এই ধরনের উনবিংশ শতকের যে-সব বিদেশী ভারতে এসেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, তেঁতুল বীচির শাদা শাঁস গুঁড়ো করে বইয়ের মধ্যে রাখা হতো পোকা তাড়াবার জন্ত। ছেলে বেলায় আমরাও দেখেছি যে পাত্রে চাল মজুদ করা হতো তাতে থাকত কতগুলি তেঁতুল বীচি। একই উদ্দেশ্যে রাখা হতো। লাল খেরোর কাপড় আপনারা সকলেই দেখেছেন। কাশীতে একটা পাড়া আছে যেখানে শুধু এই কাপড় নির্মাতারাই বাস করে। আমি বিখ্যাত পুথি সংগ্রহের অধ্যক্ষদের কাছে শুনেছি খেরোর কাপড়ে জড়ানো পুথি দু'তিনশ' বছরেও পোকায় আক্রমণ করেনি এটা তাঁরা জানেন। সুতরাং কীটঘ্ন পদার্থ এই কাপড়ে নিশ্চয়ই আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে সেই পদার্থের স্বরূপ জানতে পারলে দেশীয় জিনিস দিয়েই পুস্তক সংরক্ষণে ব্যবস্থা হতে পারবে। এ ধরনের গবেষণা আমরা কেন করব না? সার্টিফিকেট কোর্স থেকে এম-লিব পর্যন্ত কি সেই বর্গীকরণ আর সূচীকরণের বৃত্তে কেবলই আমাদের ঘুরপাক খেতে হবে?

"আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় আমার কয়েকটি প্রস্তাবের চুম্বক শুধু আপনাদের নিকট উপস্থিত করলাম। প্রত্যেকটি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। এর সঙ্গে আপনাদের মিলিত ভাবনা যোগ করে, পরিবর্জন ও সংযোজন করে, এমন একটি কর্মসূচী গ্রহণ করুন যা পশ্চিমবঙ্গে আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে এবং যা রূপায়ণে গ্রন্থাগারিকরাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আমরা যেন এই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করি।"

সভাপতির ভাষণের পর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনী উদ্বোধন করার জন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রধান শ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানান। শ্রী রায় চৌধুরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মেলনের উদ্বোধক, সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, বঙ্গীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা, বিভিন্ন বক্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বিভাগ, লোকরঞ্জন শাখা, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন প্রতিনিধি, দর্শক ও অভ্যর্থনা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রভৃতির বিভিন্নভাবে সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

অতঃপর বইয়ের মেলা' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, এইধরনের বইয়ের মেলার এক প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি মনে করেন এই ধরণের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা বিভিন্ন গ্রামে প্রতি বছরেই করা দরকার। প্রায় দুইশত প্রতিনিধি ঐ দিন প্রদর্শনীটি পর্যবেক্ষণ করেন। অপরাহ্নে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী সত্যব্রত সেনের সভাপতিত্বে সভায় বার্ষিক

বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে আগামী ২৯ মার্চ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে স্পনসর্ড কর্মীদের দাবী দাওয়া নিয়ে যোগাযোগ করা হবে, এবং ১ মে (মে দিবসে) কলকাতায় এক জন সমাবেশ হবে এবং ২ মে গণডেপুটেশন ও প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণ অনশন সংগঠন করা হবে। সভায় আগামী ৭২-৭৩ সালের নতুন কার্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচন হয়। সর্বশ্রী সত্যব্রত সেন, সভাপতি, সুশান্ত হাজরা কার্যকরী সভাপতি, বিশ্বনাথ কোলে ও সত্য চট্টোপাধ্যায় সহঃ সভাপতি, অনন্ত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, নগেন সামন্ত, সহকারী সম্পাদক, মনোরঞ্জন দে, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মল্লিক আঞ্চলিক সম্পাদক, অনিল দত্ত, কোষাধ্যক্ষ এবং ১৮ জন সদস্য নিয়ে কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

সন্ধ্যা ৭ টায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনালেখ্য নিয়ে এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশের চরিত্রের দানশীলতা, মহানুভবতা ও গ্রন্থাগারমনার দিকে আলোকপাত করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইউনিট 'বাঙলা দেশ', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ' ও 'বাংলার লোক নৃত্যের' উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভা

রাত্রি ১০ ঘটিকায় পরিষদের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রী ফণিভূষণ রায়ের সভাপতিত্বে। সভায় গত কাউন্সিল সভার বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। অতঃপর সম্মেলন উপলক্ষে প্রাপ্ত নাসিগ্রাম জয়হিন্দ সংঘ সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী নিমাইচাঁদ রায়, পারহাট যুবক শিক্ষা পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, দক্ষরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর সহ সম্পাদক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, কোলাঘাট দেশপ্রাণ রুর‍্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক, পল্লীবান্ধব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারিক শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র গুহরায়, এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মালদহ শাখার কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুবোধকুমার গোস্বামী কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব সমূহ পর্যালোচনার পর স্থির হয় যে যেহেতু প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহ পরিষদের মূল প্রস্তাবের অন্তর্গত সেই জন্য এই সব প্রস্তাব নতুন করে আলোচনা করা হবে না কিন্তু সমাপ্তি অধিবেশনে এই প্রস্তাবকদের নাম উল্লেখ করা হবে।

শ্রী সুধীর ঘোষ প্রদত্ত প্রস্তাবটি যথা সময়ে পেশ করা হয় নি বলে তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সভায় সম্মেলনের মূল সভাপতির ২১ তারিখ থেকে অনুপস্থিতিতে শ্রীফণিভূষণ রায়কে সভাপতির কার্য পরিচালনায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শ্রী রায়ের অনুপস্থিতি কালে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য সভার কার্য

পরিচালনা করবেন বলে স্থির হয়। অতঃপর সভাপতি ও সভায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন

২১শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার,

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়

আলোচ্য বিষয় : সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রস্তাবক : শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী ; সমর্থক : শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়

সভা আরম্ভের প্রাক্কালে সভাপতি শ্রী ফণিভূষণ রায় সম্মেলনের সংগঠন ও আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর সম্মেলনে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়গুলির পটভূমি এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার সমূহের বিন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে কর্মসচিব শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করবে, বিশেষতঃ নবনির্বাচিত বিধান সভা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর সামনে যে পরিকল্পনা উপস্থিত করতে চায়, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং সমর্থন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রারম্ভিক আলোচনার পর শ্রী রায় চৌধুরী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচ্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেগুলি একটি মূল দাবীতে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। সে দাবী হচ্ছে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন, কারণ সব সমস্যাই এই এক দাবীর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। সুসম গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ এবং পরিকল্পিত কর্মসূচীর অভাব পূরণের জন্য এই দাবীকে বাস্তবায়িত করা দরকার। এরপর তিনি বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রস্তাব রাখেন।

প্রস্তাব সমূহ সমর্থন করতে উঠে শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রস্তাবকের মূল দুটি প্রস্তাব অর্থাৎ নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শিক্ষা বাজেটের অন্যূন শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন, এই প্রস্তাবের সঙ্গে গ্রন্থাগারের জন্য সামাজিক চাহিদার মূল্যায়নেরও প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

অতঃপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রী বিভূতি ভট্টাচার্য প্রস্তাব নং ১·১ এ সরকারী, বেসরকারী ও আধাসরকারী কথা কয়টি সংযোজনের জন্য প্রস্তাব রাখেন এবং প্রস্তাব নং ১·২ এর খ এবং গ-তে অনুদানের পরিবর্তে 'আইন মোতাবেক সাহায্য'র কথা ব্যবহার করতে বলেন। শ্রী গুরুশরণ দাশগুপ্ত বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন,

তাই বর্তমানে তাঁর আশু সমালোচনার প্রয়োজন। শ্রী সত্যব্রত সেন সমাজশিক্ষাধিকারিকদের কার্যের সমালোচনা করে বলেন, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ব্যতীত সরকারী আমলাদের কার্যধারায় কোন পরিবর্তন হবে না। তিনি স্পনসর্ড প্রথার সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন। শ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে Report of the working group of planning commission এর সুপারিশের কথা প্রস্তাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 'নিঃশুল্ক' হওয়ার দাবী অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। শ্রীসেনগুপ্ত মনে করেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে কলকাতায় কতকগুলি জেলা গ্রন্থাগার ও 'ফিডার লাইব্রেরী' স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রী অববুদ্ধ রায় সরকারী ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় ও নীতিহীন এককালীন পুস্তক ক্রয়ের সমালোচনা করে বলেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তক উদ্দিষ্ট গ্রন্থাগারকেই ক্রয় করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তিনি বলেন যে দার্জিলিং জেলায় নেপালী ভাষাভাষী জনগনের উপরে বাংলা বই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। শ্রী নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহত্তর কলকাতার পৌরসভাকেও দিল্লীর অনুরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ ১.৫ নং প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। শ্রী অনিল পাল রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

আলোচনার উত্তর দিতে উঠে প্রস্তাবক শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী বিভিন্ন বক্তার প্রশ্নের উত্তর দেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রী অমলাংশু সেনগুপ্তের প্রস্তাব অনুযায়ী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয়তার কথায় জানান যে পরিষদ শুধু আইন চায় না, পরিষদ চায় আইনের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দিতে এবং নিঃশুল্ক কথা বাদ দিলে পরিষদকে অনেক পিছিয়ে যেতে হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের সংশোধন সমূহ তিনি গ্রহণ করেন। (সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ অন্যত্র প্রকাশিত)

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন

২১শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার,

সভাপতি : শ্রী ফণিভূষণ রায়

আলোচ্য বিষয় : প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রস্তাবক : সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক : শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে শ্রী সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের সাবিদ

উন্নতির জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইন। এই আইনের ফলে গ্রন্থাগারের প্রতি সমাজ-চেতনাও বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তিনি বিভিন্ন প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন এবং প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য সম্মেলনে পেশ করেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থাপিত প্রস্তাব সমূহের সমর্থন করতে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বলেন স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ছে। স্থানীয় পরিচালক সমিতি ও সরকারী কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে গ্রন্থাগারগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থার অবসান হওয়া আশু প্রয়োজন।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীশুভ্রাংশু মিত্র বলেন গ্রন্থাগারে 'ডিপোজিট' প্রথা থাকা ভাল, অন্ততঃপক্ষে পাঠকের আত্মতুষ্টির জন্য হলেও। শ্রীবিভূতি ভট্টাচার্যও অভিমত পোষণ করেন যে গ্রন্থাগারের বই চুরি বন্ধ করতে 'ডিপোজিট' প্রথা থাকা বাঞ্ছনীয়। বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে শ্রীভট্টাচার্য বলেন 'প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনক্রম' কথাটির ব্যবহার প্রয়োজন। তিনি গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে আলাদা হিসাবে অনুদানের প্রস্তাব করেন। শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন যে অনুদানের যে পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে, তা বৃদ্ধি করে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে ৫,০০০ টাকা, সহর/মহকুমা গ্রন্থাগারে ১০,০০০ টাকা এবং জেলা গ্রন্থাগারের জন্য ৩০,০০০ টাকা বরাদ্দ হওয়া উচিত। তিনি বলেন স্পনসর্ড প্রথার অবসান হওয়া অবিলম্বে দরকার, তা না হলে সমাজশিক্ষাও ব্যাহত হবে। শ্রীগৌরমোহন গোপ বলেন গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন জনগনকে গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থযানের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং সমাজশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীঅশোক দে বলেন বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অধীনে যে সব গ্রন্থাগার আছে তার পুস্তক ক্রয়ের অনুদানের পরিমান বৃদ্ধি করা উচিত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য জেলা গ্রন্থাগারের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে আঞ্চলিক বা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অবিলম্বে সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার কথা বলেন।

শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় বলেন প্রস্তাবের ভাষায় 'উচিত' কথার পরিবর্তে 'করা হোক' বলে লেখা প্রয়োজন। শ্রীঅনিল দত্ত বলেন অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথার অবসান করা হোক। এই প্রস্তাবে যে পর্যায়ক্রমে স্পনসর্ড প্রথার অবসানের কথা বলা হয়েছে তার পরিবর্তে 'অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথার অবসান হোক' বলে প্রস্তাব রাখা হোক। শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায় স্পনসর্ড প্রথার অবসানের জন্য গণ স্বাক্ষর সংগ্রহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন গ্রন্থযান অচল হলেও বাক্সে পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই যোগান দেওয়া যায়

তার ব্যবস্থা করা দরকার। শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন জেলায় জেলায় গ্রন্থাগারের জন্য সরকারী কর্মচারীদের খাতে যে ব্যয় হয় তা বন্ধ করে গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য ব্যয় করা উচিত। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগারের হিসাবের দায়িত্ব যেন যৌথভাবে সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের উপর দেওয়া হয়।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ বলেন যে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহার্য গ্রন্থযান অন্য কোন কাজে বা কারও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হওয়া ঠিক নয়। তিনি গ্রন্থাগারিকের বেতনের সঙ্গে পেনসনের দাবীও উল্লেখ করতে বলেন। শ্রীমতী উষা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থযানগুলিকে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকতে না দিয়ে অবিলম্বে সেগুলিকে সারানোর ব্যবস্থা করা দরকার। শ্রীশিবানীকুমার রাহা বলেন সমাজশিক্ষাধিকারিকগণ নিজেরাই গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনা করেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সম্পাদক বা গ্রন্থাগারিককে আলোচনায় ডাকা হয়না। শ্রীমদনমোহন মল্লিক বলেন কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিক ও লাইব্রেরী অ্যাটেনড্যান্ট দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দেয়, একজন লাইব্রেরী অ্যাসিসট্যান্টও নিয়োগ করা প্রয়োজন। শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবিলম্বে সরাসরি পাঠকদের বই লেনদেনের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন গ্রন্থাগারে 'ডিপোজিট' প্রথা তুলে দেওয়াই কাম্য, তাতে সর্বসাধারণের পাঠের সুবিধা হবে। তিনি বলেন গ্রন্থাগারগুলির নিরক্ষরতা দূরীকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ভানুপ্রকাশ সিংহরায়, দীনেশচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী। শ্রীসুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে পঠিত হবে।

অতঃপর বিভিন্ন বক্তার আলোচনার প্রসঙ্গে উত্তর দিতে উঠে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্যই সাহায্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি বলেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও পুস্তক ক্রয়ের খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গ্রন্থযান কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের কাজেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন, এবং কোন অবস্থাতেই গ্রন্থযানগুলিকে অকেজো অবস্থায় ফেলে রাখা ঠিক নয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনহারের এক সামঞ্জস্য এনে বেতনহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মহিলাকর্মী সম্পর্কে শ্রীরায়চৌধুরী বলেন পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেক মহিলাকর্মীর বেতনের উপর বার্ষিক 'ইনক্রিমেন্ট' দেওয়া প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অবিলম্বে সরকারী কর্মী হিসাবে স্বীকার করতে হবে এবং তাঁদের প্রয়োজনভিত্তিক পৌনঃপুনিক বেতনক্রমের প্রবর্তন করতে হবে।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন : প্রথম পর্যায়

২১শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়।

আলোচ্য বিষয় : বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রস্তাবক : শ্রীসত্যব্রত সেন, সমর্থক : শ্রীঅজয় ঘোষ

প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে শ্রীসত্যব্রত সেন পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেসরকারী গ্রন্থাগার সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন এবং এই স্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে মুমূর্ষু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আনার প্রস্তাব করেন।

প্রস্তাব সমর্থন করে শ্রীঅজয় ঘোষ বলেন যে এটা ভুললে চলবে না যে বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহই মূলতঃ গ্রন্থাগার সেবার দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়ে এদের সেবার যথার্থ মূল্যায়ন করে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য বলেন বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির প্রতি আজও সরকারী দৃষ্টি পড়েনি, অবিলম্বে এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী আওতায় আনা প্রয়োজন। তিনি পৌরকর্তৃপক্ষ ও গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট নীতিতে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। তিনি বলেন জেলা গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত বইয়ের তালিকা প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পাঠাতে হবে এবং প্যাকেটের মধ্যে ছেঁড়া বই দিয়ে পরে তারজন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়া চলবে না। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগারের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব আছে গ্রন্থাগার-গুলিরও দায়িত্ব রয়েছে নিরক্ষরদের সাক্ষর করার।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন চার হাজার বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে। যদিও এইসব বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তবুও সরকারী দৃষ্টি এদিকে মোটেই পড়েনি। এই সব গ্রন্থাগারই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এইজন্য প্রয়োজন এই সব গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের। এর জন্য ।ই গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন। গ্রন্থাগার আইনই এই সব গ্রন্থাগারকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তিনি বলেন অবিলম্বে গ্রন্থাগারের উপর থেকে পৌরকর মকুব করা প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সুনির্দিষ্ট নীতিতে বেতন ও পদমর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গো-পাধ্যায় বলেন কেবলমাত্র টাকার সংস্থানই শেষ কথা নয়, গ্রন্থাগারের প্রতি সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধিরও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। শিশুকাল থেকে পাঠাভ্যাস থাকলেই ভবিষ্যতে

গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে ওঠে। তাই গ্রন্থাগারের প্রতি জন চেতনা বৃদ্ধি করতে গ্রন্থাগারেরও দায়িত্ব রয়েছে। শ্রীগুরুশরণ দাসগুপ্ত বলেন আর্থিক অসুবিধা থাকলেও গ্রন্থাগারকে সমাজের কাজে প্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। শ্রীরথীরঞ্জন রায়ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার উত্তর দিতে যেয়ে শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন সংঘবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে কোন সংস্থাই তার দাবী আদায় করতে পারে না। জেলা গ্রন্থাগার থেকে যেভাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সাহায্য করা হয় তার বেশী তার কিছু করার ক্ষমতা নেই, কারণ অর্থের অভাবে ইচ্ছা থাকলেও কাজ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন : দ্বিতীয় পর্যায়

২১শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়

আলোচ্য বিষয় : শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রস্তাবক : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : সমর্থক : শ্রীকিরণ ভট্টাচার্য

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব রাখতে যেয়ে শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন দেশের শিক্ষার দুর্গতির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী, কারণ শিক্ষাকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তোলার চেষ্টা হয়নি। আজ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে তাকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করে তোলা প্রয়োজন। বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন কিন্তু গ্রন্থাগারের বই হারালে গ্রন্থাগারিকের কাছে ক্ষতি পূরণ দাবী করা ঠিক নয়। শ্রীকিরণ ভট্টচার্য প্রস্তাব সমূহ সমর্থন করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীসুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্লাশ হয় (যেমন প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সান্ধ্যকালীন) কিন্তু সেই সব কলেজে একজনই গ্রন্থাগারিকের উপর দায়িত্ব থাকে গ্রন্থাগারগুলির। এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা প্রয়োজন। শ্রীঅরুণ রায় বলেন U. G. C. বেতনক্রম প্রবর্তনে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের চেয়েও অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তিনি U. G. C. কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থাগার বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে একত্রীভূত করে বিজ্ঞান শাখার একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী সম্পর্কে যে সুপারিশ আছে তা অনেক পুরানো, এই সম্পর্কে নতুন করে সমীক্ষা করা প্রয়োজন। শিক্ষায়তন সমূহের গ্রন্থাগার যাতে আরও অধিক

সময় খোলা রাখা হয় তার জন্য সম্মেলনে প্রস্তাব রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে রকম Book Bank আছে, পলিটেকনিক গ্রন্থাগারেও অনুরূপ Book Bank খোলা হোক বলে শ্রীসিংহ প্রস্তাব রাখেন।

শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন U.G.C. র সুপারিশ অনেক পুরানো তাই এই সম্পর্কে এক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। শ্রী রামকৃষ্ণ সাহার প্রস্তাবের উত্তরে তিনি বলেন কোন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের লিখিত আবেদন পেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি বলেন কলেজ গ্রন্থাগারে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ অবিলম্বে সৃষ্টি করা প্রয়োজন, এই সম্পর্কে ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা নিরূপণের জন্য সুপারিশ অনুসরণ করা প্রয়োজন। ডে-ষ্টুডেন্টস হোম সম্পর্কে শ্রী রায়-চৌধুরী বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অত্যধিক ছুটির ফলে ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান না এজন্য ডে-ষ্টুডেন্টস হোম এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন ডে-ষ্টুডেন্টস হোম সমূহ যাতে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনানুযায়ী জেলায় জেলায় যাতে আরও ডে-ষ্টুডেন্টস হোম খোলা হয় সেদিকে সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। শ্রী শিবাণীকুমার রাহা বলেন অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকরা গ্রন্থাগারের পুস্তক রেখে দেন, একারণে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজন মত পাঠ্য পুস্তকের সংগ্রহ রাখা প্রয়োজন। শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধানে গ্রন্থাগারগুলির কার্যের এক সামগ্রিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। শ্রী সত্যব্রত সেন বলেন ডে-ষ্টুডেন্টস হোমের সুযোগ অনেকে নিতে পারেন না, কারণ শহরে সামান্য সংখ্যক এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। সর্বস্তরে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ব্যাপক করে তুলতে আরও বেশী করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। শ্রী অশোক দে প্রস্তাব করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সারা বৎসরে জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুরূপ তিনদিন খোলা রাখা হোক। শ্রী সুবীর ঘোষ বলেন প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েই Book Bank খোলা প্রয়োজন। ডে-ষ্টুডেন্টস হোম সম্পর্কে তিনি বলেন আর্থিক অসুবিধার জন্যই অনেক ছাত্রছাত্রী ডে-ষ্টুডেন্টস হোমের সাহায্য নেয়, এ অবস্থায় ঠিকমত কাজ হচ্ছেনা বলে ডে-ষ্টুডেন্টস হোম তুলে দেওয়া ঠিক নয়। শ্রী ফণিভূষণ রায় বলেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য কেবলমাত্র ডে-ষ্টুডেন্টস হোমই একমাত্র উপায় নয়। শ্রী হিরণকুমার দত্ত বলেন যে 'শিক্ষক গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা ও সহায়ক শক্তি' এই কথা তুলে দিয়ে সরাসরি গ্রন্থাগার কমিটিতে গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করা উচিত বলে প্রস্তাব সংশোধিত হোক। শ্রী সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবের ৩.৮ অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন U. G. C. বেতনক্রম প্রবর্তনে ১.৪.১৯৬৬ তারিখের 'আগে' কথাটিও বসাতে হবে। শ্রী বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত প্রস্তাবের একস্থানে 'সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীদের

U.G.C বেতনক্রম দিতে হবে' অংশে সর্বাধিক সংখ্যকের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দিতে বলেন। তিনি বলেন সর্বাধিক সংখ্যক বলতে কোন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মী থেকে U.G.C. বেতনক্রম চালু হবে বা কোন সুপারিশ অনুসরণ করা হবে তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সর্বশেষে আলোচনার উত্তর দিতে উঠে প্রস্তাবক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন সম্মেলনে আলোচিত অতিরিক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোন মৌল প্রভেদ নেই। আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব সমূহ সম্পর্কে এক পরিষ্কার ধারণা সকলের হয়েছে আশা করা যায়। (আলোচ্য বিষয়ের গৃহীত প্রস্তাবাবলী অন্যত্র মুদ্রিত)

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন : তৃতীয় পর্যায় :

২১ ফেব্রুয়ারী, সোমবার

সভাপতি : শ্রীফণিভূষণ রায়

আলোচ্য বিষয় : বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রস্তাবক : শ্রীচঞ্চলকুমার সেন, সমর্থক : শ্রীহিরণকুমার দত্ত

প্রস্তাবক শ্রীচঞ্চলকুমার সেন প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে বলেন, বিভিন্ন বিদ্যালয় বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে, কিন্তু তাতে গ্রন্থাগারিকদের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিতে নিয়োগ করা হয়না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর তিনি বিভিন্ন প্রস্তাব সভায় আলোচনা ও গ্রহণের জন্য পাঠ করেন। শ্রীহিরণকুমার দত্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপ দান করতে প্রতিটি বিদ্যালয়েই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশ বলেন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন গ্রন্থাগারিকদের অনেক সময়েই বিদ্যালয়ের ক্লাশ নিতে হয়, এই ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। শ্রীবিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত বলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম প্রচলিত; তিনিও প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে বলেন। শ্রীঅশোক দে বলেন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্পর্কে কোন সরকারী নির্দেশ নেই, এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন বিদ্যালয়ে কোন অবস্থাতেই Part time গ্রন্থাগারিকদের দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনা কাম্য নয়। সরকারী অনুদান সাপেক্ষে নয়, যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণসময়ের গ্রন্থাগারিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন শিক্ষাকে গ্রন্থাগারকেন্দ্রীক করে তোলা প্রয়োজন। এছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সত্য চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন ও পূর্ণেন্দু প্রামাণিক। পরবর্তী অধিবেশনে গৃহীত

প্রস্তাবসমূহ পাঠ করা হবে জানিয়ে তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। (গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অন্যত্র মুদ্রিত)

চতুর্থ কার্যকরী অধিবেশন

২২ মার্চ, মঙ্গলবার

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার পরিচালনা

প্রস্তাবক : শ্রীঅরুণকুমার রায় : সমর্থক : শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক

প্রস্তাবক শ্রীঅরুণকুমার রায় প্রস্তাব উত্থাপন করতে যেয়ে বলেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বেসরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিচালনায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। এই সমস্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যে সব স্বজন-পোষণ নীতি চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতির পরিবর্তন করতে হবে এবং এই জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক বলেন গ্রন্থাগার পরিচালনায় কোনরূপ স্বজনপোষণ নীতির প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না। অতঃপর তিনি শ্রীঅরুণরায় কর্তৃক পেশ করা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীশিবানীকুমার রায় ও শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য বলেন গ্রন্থাগার পরিচালনায় বেসরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের যৌথ উদ্যোগ না থাকলে পরিচালন ব্যবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব নয়। অতঃপর সম্মেলনে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। (গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ অন্যত্র মুদ্রিত)

পঞ্চম কার্যকরী অধিবেশন

২২ মার্চ, মঙ্গলবার

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ

প্রস্তাবক : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সমর্থক : শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ অর্থে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ কার্যাবলী ছাড়াও গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে গ্রন্থাগারের চাহিদার মূল্যায়ন তথা জন-মানসে গ্রন্থাগারের চাহিদা বৃদ্ধি করতেও সম্প্রসারণ কার্যের প্রয়োজন। এছাড়া জনসংযোগ

ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্কোকে অনুষ্ঠিত UNESCO সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাব তথা গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কার্য প্রণালীতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ভূমিকার উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ডকুমেন্টেশন, পত্র-পত্রিকার সন্নিবিষ্ট সূচীকরণ ইত্যাদি কাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের কর্মসূচীকে প্রসারিত করতে হবে। প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বলেন যে জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগারের আদর্শ আরও ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলিকেও উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে পেশ করা প্রস্তাবটি অসম্পূর্ণ কারণ এতে নিরক্ষরদের শিক্ষিত করার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। তিনি এই সম্পর্কে প্রস্তাব রাখতে বলেন। শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কার্যের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। আলোচনার উত্তর দিতে উঠে প্রস্তাবক বলেন মূল প্রস্তাবের সঙ্গে আরও একটি প্রস্তাব সংযোজন করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহের প্রস্তাব অনুসারে গ্রন্থাগারকে সর্বস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার আগার করে তুলতে হবে। (সংশোধিত প্রস্তাব সমূহ অন্যত্র মুদ্রিত)

ষষ্ঠ কার্যকরী অধিবেশন

২২ মার্চ, মঙ্গলথার

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা

প্রস্তাবক : শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ : সমর্থক : শ্রীঅশোক বসু

প্রস্তাব উত্থাপন করতে যেয়ে শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা যেগুলি আছে সেগুলির মধ্যে কোন সুসংবদ্ধতা নেই। এই সুসংবদ্ধতার অভাবে শিক্ষণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। প্রস্তাবসমূহের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে যেয়ে শ্রীঅশোক বসু বলেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়ন করে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভব। তিনি বলেন বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার প্রত্যেক দেশই গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে, একমাত্র ব্যতিক্রম ভারত। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় বলেন, M. Lib. Sc. পড়ার যোগ্যতা হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে Degree or Diplon:a সহ গ্রন্থাগারে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। শ্রীসুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে একমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদেরই B. Lib পাঠক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। শ্রীভানুপ্রকাশ সিংহরায় বলেন সার্টিফিকেট পাশ

না থাকলেও যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ এবং দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারে কাজ করছেন তাঁদেরও B. Lib পাঠক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা রাখা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা এবং শ্রীকিরণ ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় B. Lib পাঠক্রমে Certificate Course এ পাশ ছাত্র ছাত্রীদের কোনরূপ অগ্রাধিকার না দেওয়ায় এই সম্মেলনে বিশেষ প্রস্তাব রাখা হোক। এ ছাড়াও সর্বশ্রী দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর আলোচনার উত্তর দিতে উঠে শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ বলেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পাঠক্রম ও Pre-medical course কে একই পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব না। এছাড়া তিনি বলেন B. Lib পাঠক্রমে ভর্তির ব্যাপারে Certificate পাশ আবশ্যকীয় যোগ্যতা বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা সম্ভব নয় এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করাও অসুবিধাজনক কারণ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই সার্টিফিকেট পাশ আবশ্যকীয় যোগ্যতা বলে মনে করেন না। শ্রীসিংহ কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের B. Lib পাঠক্রমে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে স্বীকার করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Lib পাঠক্রমে ভর্তির নিয়মাবলীর উল্লেখ করেন। (গৃহীত প্রস্তাবাবলী অন্যত্র মুদ্রিত)

সপ্তম কার্যকরী অধিবেশন

২২ মার্চ, মঙ্গলবার

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয় : দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ

প্রস্তাবিকা : শ্রীমতী গীতা মিত্র : সমর্থক : শ্রীঅসীম ঠাকুর

প্রস্তাবিকা শ্রীমতী গীতা মিত্র আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করে বলেন দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণই শেষ কথা নয়, এই সকলের জন্য এক সম্মিলিত সূচী প্রণয়নেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত মূল্যবান পুস্তক ও পুঁথিপত্র রয়েছে তার সঠিক কোন হদিস না পাওয়ায় অনেক সময়েই গবেষকদের অসুবিধায় পড়তে হয় এই জন্যই সম্মিলিত সূচী প্রণয়ন আবশ্যক। এছাড়া শ্রীমতী মিত্র বলেন ভারতের অনেক মূল্যবান পত্র পত্রিকা ও পুঁথি বিদেশে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত ক্রেতার অভাবে তা অনেক সময়েই বিদেশে আদৃত হওয়ায় ভারত বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সেই সব মূল্যবান দলিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি অবিলম্বে এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সরকারকে সচেষ্ট হতে বলেন। অতঃপর তিনি মুদ্রিত প্রস্তাব ছাড়াও নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন :

৮.২ দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্রের সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করতে হবে।

৮.৩ গবেষক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে এই সকল প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে।

৮.৪ সরকারী উদ্যোগে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও বিদেশে বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শ্রীফণীন্দ্র ঠাকুর উল্লেখিত প্রস্তাব সমূহ সমর্থন করেন।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীবিভূতি ভট্টাচার্য বলেন যে প্রতিটি জেলায় একটি করে পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্রের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা প্রয়োজন। শ্রীশিবানী কুমার রাহা বলেন কেবলমাত্র গ্রন্থই নয় ঐতিহাসিক ও মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষণের দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। উপরোক্ত আলোচনার উত্তরে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন ঐতিহাসিক দলিলকে Museum—এ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থভাণ্ডাগারের ভূমিকা ভিন্ন। আর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের জন্য জেলায় জেলায় না করে একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীদ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত বলেন কেবলমাত্র সংগ্রহই নয়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি পত্রের সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা দরকার।

অতঃপর আলোচনার উত্তর দিতে উঠে শ্রীমতী গীতা মিত্র বলেন জেলায় জেলায় পুঁথিপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেও সব কয়টি সংগ্রহশালার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা প্রয়োজন। জেলায় জেলায় সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন জেলার সমাজশিক্ষাধিকারিকদের অর্থের সংস্থানের জন্য তৎপর হতে অনুরোধ করা হবে। (সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ অন্যত্র মুদ্রিত)

সমাপ্তি অধিবেশন

২২ মার্চ, মঙ্গলবার

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিবেশনের প্রারম্ভে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী পূর্ব ঘোষিত নির্দেশানুযায়ী গত ১০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যে সমস্ত প্রস্তাব পরিষদে পৌঁছেছে, সেগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। চাকুরিয়া আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের শ্রীক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, কোলাঘাট গ্রামীণ গ্রন্থাগারের শ্রীনির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের (তমলুক) শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, দক্ষরপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়, পারহাট বয়স্ক শিক্ষা গ্রন্থাগারের শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং নাসীগ্রাম গ্রামীণ গ্রন্থাগারের শ্রীনিমাইকুমার রায় প্রেরিত প্রস্তাব সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীপ্রবীর রায়-চৌধুরী বলেন যেহেতু কেবলমাত্র শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যের পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব ব্যতীত বাকী সমস্ত প্রস্তাবই পরিষদের মূল প্রস্তাবের অন্তর্গত হয়েছে, সেই জন্য ঐ সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

অতঃপর শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন আইনসভায় যেহেতু গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় কোন প্রতিনিধি থাকে না সেইজন্য আইনসভায় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন

প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন দেশের নির্বাচন সাধারণতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত নয়, এজন্য আইনসভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোন প্রতিনিধি প্রেরণের কোন অবকাশ নেই। অতঃপর শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য তাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

অতঃপর সম্মেলনে আলোচিত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি সংযোজন ও সংশোধনসহ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ অন্যত্র মুদ্রিত)

অতঃপর সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করে তোলার জন্য শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী প্রস্তাব করেন এবং উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহরায় মহাশয় সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং বর্ধমান অঞ্চলে রাঢ় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীপ্রদীপকুমার রায়। উপস্থিত সকলের বিপুল সমর্থনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রদীপ কুমার রায় মহাশয় তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে সরকারী উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যকারীতার কিছু কিছু বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে এই সম্পর্কে কিছু কিছু প্রস্তাব রাখেন বিশেষ করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সংগঠনের সাহায্য করার জন্য তিনি বিশেষ জোর দেন। পরিষদের কর্মসচিব সভাপতির প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, এই অঞ্চলে Camp training এ কোন পরিকল্পনা করা হলে পরিষদ এ ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবে।

এরপর তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে সম্মেলনের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও প্রতিটি সভা, সারদাপ্রসন্ন ইনষ্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবক বন্ধুগণ এবং স্থানীয় জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া সম্মেলনের সভাপতি ও উদ্বোধক এবং সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক টিচার্স ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সভা এবং উড়িষ্যা থেকে আগত ছাত্র প্রতিনিধিদের, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় ও শিক্ষা অধিকার, সমাজশিক্ষা অধিকার, লোকরঞ্জন শাখা ও প্রচার অধিকর্তা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাঁরা স্মারক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করেছেন—সকলকে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

এরপর অধিবেশনের সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের আগামীদিনে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে দৃঢ়তর করতে আহ্বান জানান।

সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতের পর সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশ

ভূমিকা :

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বক্তব্য পেশ করেছে। ১৯২৫ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত এই পরিষদ দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারব্যবস্থার কথা বলে আসছে। বিগত ২৫ বছরে এই রাজ্যে গ্রন্থাগারব্যবস্থার কিছু অগ্রগতি হলেও মূল সমস্যাগুলির সমাধান আজও হয়নি। প্রতিটি সমাজ সচেতন ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এই দেশের একটি অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলীর নিরসনের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত।

ঊনত্রিংশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (চকদীঘি, বর্ধমান, ২০-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন, স্পনসর্ড, বেসরকারী) এবং শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক, স্কুল, স্টুডেন্টস হোম ইত্যাদি) সমস্যাবলী বিস্তারিতভাবে পুনরায় আলোচিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সুচিন্তিত সুপারিশগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করা হল।

উল্লিখিত গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্য যে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) এই রাজ্যের জনগণের জন্য বিনাচাঁদার (free) আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ (integrated) গ্রন্থাগারব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তন করতে হবে। বর্তমান স্পনসর্ড প্রথার অবসান করতে হবে।

(খ) রাজ্যের শিক্ষাবাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং গ্রন্থাগার খাতে ঐ বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২.৫ ভাগ নির্দিষ্ট করতে হবে।

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী বর্ধিত হারে নিয়মিত আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

(চ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য এবং গ্রন্থাগারব্যবস্থার সমস্যাবলী অনুধাবন ও সমাধানের পথ নির্দেশের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি গ্রন্থাগার কমিশন নিয়োগ করতে হবে।

(ছ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ, বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কাজের দায়িত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

উপরোক্ত মূল সাতটি প্রস্তাব এবং অন্যান্য প্রস্তাবগুলি নিয়ে উল্লেখ করা হল। এই প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সুপারিশগুলি করা হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি রূপায়ণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার ছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পৌর ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সি, এম, ডি, এ, এবং এই রাজ্যের গ্রন্থাগারকর্মীদেরও এই প্রস্তাবসমূহ রূপায়ণে কিছু করণীয় আছে। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে এই প্রস্তাবগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করুন।

পরিশেষে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে অনুরোধ যে কোন বিক্ষিপ্ত দাবীর উপর ভিত্তি না করে উপরোক্ত সুপারিশগুলিকে ভিত্তি করে শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলুন।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

সুপারিশসমূহ

১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে বক্তব্য

যদিও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি সুসংবদ্ধ integrated) ও সুষম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাধারণ মানুষের জন্য বিনা চাঁদায় আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন আজও সম্ভব হয়নি। প্রশাসনিক, আর্থিক, কর্মী ও সেবামূলক (Service) বিভিন্ন সমস্যার জন্য গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। স্বাভাবিক-ভাবেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ হচ্ছে না। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এইসব সমস্যার প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের অবসান হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি বিবেচনার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রস্তাব ১.১—গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক সমুন্নতির জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে এই রাজ্যে নিঃশুল্ক বিনা চাঁদার সার্বজনীন আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন।

প্রস্তাব ১.২—গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির প্রয়োজন

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সাপেক্ষে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারকে :

(ক) শিক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং গ্রন্থাগার খাতে ঐ বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২.৫ ভাগ নির্দিষ্ট করতে হবে।

(খ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে।

(গ) জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবহৃত বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে দিতে হবে।

প্রস্তাব ১.৩—সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটিগুলির রিপোর্ট কার্যকর করা প্রয়োজন

বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সরকার নিয়োজিত নিম্নলিখিত কমিশন ও কমিটির সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে :

১ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিষয়ক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ (Report of the Advisory Committee for Libraries, 1959)।

২ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (U.G.C.) সুপারিশ।

৩ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ, মুদালিয়র এবং কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি।

৪ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত বেতন কমিশনের সুপারিশ।

৫ ভারত সরকারের যোজনা কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লাইব্রেরীজের সুপারিশ।

প্রস্তাব ১.৪—পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ প্রয়োজন

দেশের পরিবর্তিত অবস্থার পটভূমিকায় (১) গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের চাহিদা পূরণে সক্ষম কিনা এবং (২) গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা অনুধাবন ও সমুন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়নের

জন্ত একটি কমিশন নিয়োগ করতে হবে। এই প্রস্তাবিত কমিশনে গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিদের নিতে হবে।

প্রস্তাব ১.৫—বৃহত্তর কলকাতার জন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন

দিল্লীর অনুরূপ বৃহত্তর কলকাতার জনসাধারণের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্ত একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্ত রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও সি, এম, ডি, এ-কে যৌথভাবে দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রস্তাব ১.৬—পৌর এলাকায় গ্রন্থাগার উন্নয়নে পৌর প্রশাসনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ এবং ঐ এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহকে নিয়মিত সাহায্যদানের জন্ত পৌর বাজেটের শতকরা ২ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে।

২ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রন্থাগার এবং ছয় শতাধিক স্পনসর্ড গ্রন্থাগার এই রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু যথাযথ আর্থিক সঙ্গতির অভাব পরিকল্পনার অভাব, সুসংবদ্ধতা ও নিয়মকানুনের অভাব, কর্মীজীবনের হতাশা ও অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের অক্ষমতার জন্ত এই গ্রন্থাগারগুলির সম্পদ ও সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে জনসাধারণের সেবা (Service) নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের একমাত্র পথ হ'ল গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সাপেক্ষে এই গ্রন্থাগারগুলির আশু সমস্যা সমাধানের জন্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব ২.১—বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন

রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রন্থাগার ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি থেকে অবিলম্বে চাঁদা ও ডিপোজিটের প্রথা তুলে নিলে এই গ্রন্থাগারগুলি আরও জনপ্রিয় ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এই গ্রন্থাগার-গুলি থেকে চাঁদা ও ডিপোজিটের বাধা তুলে নিলে গ্রন্থাগারগুলি যে আর্থিক অসুবিধায় পড়বে তার সমুদয় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের গ্রহণ করতে হবে। কারণ ঐ অর্থের বিনিময়ে যে সামাজিক সুফল অর্জিত হবে তা অপরিমেয়।

প্রস্তাব ২.২—গ্রন্থাগারগুলির পাঠ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্ম অনুদান বৃদ্ধি প্রয়োজন

(ক) গ্রন্থাগারের পাঠকদের যথাযথভাবে সেবা (Service) করার জন্ম এবং তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করার জন্ম বর্তমান পর্যায়ে নিম্নলিখিত শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলিকে নিম্নলিখিত হারে পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্ম সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে :

গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার—	বার্ষিক	২,০০০ টাকা
শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার—	বার্ষিক	১০,০০০ টাকা
জেলা গ্রন্থাগার—	বার্ষিক	৩০,০০০ টাকা

(খ) এই গ্রন্থাগারগুলিতে অনুদান প্রেরণ বাবদ কোন মনি অর্ডার কমিশন কাটা বন্ধ করা হোক এবং প্রতি তিন বছর অন্তর এই অনুদানের হারের পর্যালোচনা করা হোক।

(গ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্ম আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করা হোক।

(ঘ) গ্রন্থাগারগুলিতে বর্তমান সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা বাতিল করা হোক এবং গ্রন্থাগারিকদের পুস্তক ক্রয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

প্রস্তাব ২.৩—স্পনসর্ড প্রথার অবসান প্রয়োজন

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে জনসাধারণের সেবায় (Service) পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্ম অবিলম্বে স্পনসর্ড প্রথার অবসান করে ঐ গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হোক এবং এই গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের সরকারী কর্মী হিসাবে গণ্য করা হোক।

প্রস্তাব ২.৪—রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ম পৃথক ডাইরেক্টরেট প্রয়োজন

এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্ম এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটি পৃথক গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট স্থাপন করা হোক।

প্রস্তাব ২.৫—গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনা প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ ভূমিকার মূল্যায়ণ প্রয়োজন।

রাজ্য ও জেলাস্তরে যথাক্রমে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক এবং বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম ও ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হোক। উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনার জন্ম উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগারের ভূমিকাও অনুরূপভাবে নির্ধারণ করা হোক।

প্রস্তাব ২.৬—সমাজশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজশিক্ষার কাজে গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শুধু নবলব্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্যই নয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজশিক্ষার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই কাজে গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হোক।

প্রস্তাব ২.৭—জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন। গ্রন্থযানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুব্যবহার প্রয়োজন।

বিভিন্ন জেলায় সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং বিচ্ছিন্ন এলাকায় পাঠকদের চাহিদা পূরণ করার জন্য জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে গ্রন্থযান আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিতভাবে বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হোক। জেলা গ্রন্থযানকে একমাত্র গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা চলবে না।

প্রস্তাব ২.৮—গ্রন্থাগারগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন সাপেক্ষে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগারকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হোক। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কমিটিগুলির সম্পাদক গ্রন্থাগারিককে করা হোক এবং এই গ্রন্থাগারগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী নিয়মিতভাবে কাজ করুক।

প্রস্তাব ২.৯—গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দান প্রয়োজন

যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার প্রশ্ন সর্বাধিক উপেক্ষিত। বিশেষ করে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে শুধু তাঁরা বঞ্চিত নন, তাঁদের চাকুরীর নিরাপত্তার প্রশ্নও অবহেলিত। বিগত পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিশনের সুপারিশে কিছু উন্নত ধরণের বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছিল; কিন্তু ঐ সুপারিশসমূহ কার্যকর করা হয়নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্য হল বিগত বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে হবে।

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের বেতনক্রম প্রবর্তন সাপেক্ষে অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবীগুলি রাজ্য সরকারের পক্ষে পূরণ করা হোক:

(ক) অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, পেন্সন ফন্ড ইত্যাদি চালু করা

(খ) এই কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্মীদের অনুরূপ মহার্ঘভাতা, চিকিৎসা-ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া

(গ) দার্জিলিং জেলায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে 'হিল এ্যালাউন্স' প্রবর্তন করা

(ঘ) যে সব কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই সেই সব কর্মীদের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে সংশোধিত বেতনক্রমের সুযোগদান

(ঙ) যে সব গ্রন্থাগার সরকারের সাহায্য নিয়ে গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ করেছে সেই সব গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনক্রম প্রবর্তন করা

(চ) স্পনসর্ড কর্মীদের মাসের প্রথম দিনে বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা

(ছ) যেহেতু স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত মহিলা কর্মীদের ট্রেনিং-এর কোন বন্দোবস্ত অদ্যাবধি সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয়নি সেহেতু এই কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে অবিলম্বে তাঁদের সংশোধিত বেতনক্রমের সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া।

৩ বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি আমাদের দেশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থিক অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর অভাব, বেতনভুক কর্মী নিয়োগের অক্ষমতা, প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহের অক্ষমতা, স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে দিনের পর দিন এই গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এই গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ সরকার বা স্বায়ত্বশাসিত প্রশাসনের নিকট থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পায় না। সামান্য সংখ্যক যে সব গ্রন্থাগার জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদের কাছ থেকে সাহায্য পায় তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ও অনিয়মিত। সাহায্যদানের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিও নেই।

গ্রন্থাগার আইন প্রচলন সাপেক্ষে সরকার এই গ্রন্থাগারগুলিকে যদি ক্রমান্বয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে এদের আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা না করেন বা গ্রন্থসরবরাহের মারফৎ জনসাধারণের চাহিদা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে তুলতে পারেন তবে এগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে চলে যাবে।

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিও এগুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। গ্রন্থাগারভবনের উপর আজও কর দেওয়া হয়ে থাকে এবং পূর্বে যে সামান্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হত তাও আজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগারকর্মী যাঁরা এখানে কর্মরত তাঁদের সামান্য ভাতার ব্যবস্থাও আজ পর্যন্ত করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

এই গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য

প্রস্তাব ৩.১—বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনা প্রয়োজন

গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সমস্ত বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কালে দেশের বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির মহান ঐতিহ্য ও অবদানের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এই গ্রন্থাগারগুলিকে যথোচিত স্থান দান এবং ক্রমশঃ সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগারগুলিকেই গ্রামীণ, শহর, মহকুমা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে পরিণত করতে হবে।

প্রস্তাব ৩.২—বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান এবং জেলা গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থসরবরাহ প্রয়োজন

এই গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আনা সাপেক্ষে এই গ্রন্থাগারগুলিতে :

(১) একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিত ও ক্রমবর্দ্ধমান হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে। এই নীতি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা, পাঠক সংখ্যা, পাঠক-সেবার পরিমাণ প্রভৃতি মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট করা উচিত।

(২) জেলা গ্রন্থাগার থেকে এই গ্রন্থাগারগুলিতে জনসাধারণের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য গ্রাম ও শহরের পাঠকদের প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে যে পুস্তক সরবরাহ করা হয় তার তালিকা গ্রন্থাগারগুলিকে সরবরাহ করতে হবে। এই গ্রন্থাগারগুলিতে জেলা গ্রন্থাগার থেকে বিনা চাঁদায় পুস্তক সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

প্রস্তাব ৩.৩—গ্রন্থাগারগুলিকে পৌর অনুদান দেওয়া প্রয়োজন

অধিকাংশ পৌর এলাকায় গ্রন্থাগারগুলিকে কোন অনুদান দেওয়া হয় না বা অনুদান দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য পৌর প্রশাসনেরও দায়িত্ব আছে। প্রতিটি পৌর বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক।

প্রস্তাব ৩.৪—গ্রন্থাগার ভবনের উপর থেকে পৌরকরের অবসান প্রয়োজন

আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত গ্রন্থাগারগুলির উপর থেকে পৌরকর আদায়ের প্রথার অবিলম্বে অবসান হোক। গ্রন্থাগারভবনের উপর থেকে এই ধরণের করের অবসান গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক দিক হতে কিছুটা পরিমাণ সাহায্য করবে। এই কাজে প্রয়োজন-বোধে মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন করতে হবে।

প্রস্তাব ৩.৫—বেসরকারী গ্রন্থাগারের কর্মীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন

অধিকাংশ বেসরকারী গ্রন্থাগার কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগারদরদী কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। আর্থিক দুরবস্থায় জর্জরিত গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে এই সব কর্মীদের সামান্য ভাতা দেওয়াও সম্ভব হয় না। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলি ক্রমশঃ সরকারী সুসংবদ্ধ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কর্মীদেরও যথাযোগ্য পদে ও প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনে নিযুক্ত করতে হবে।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা সাপেক্ষে রাজ্য সরকার, পৌর কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফে এই সমস্ত কর্মীদের একটি নির্দিষ্ট নীতিতে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

৪ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ও ডে-ষ্টুডেন্টস হোম গ্রন্থাগার

স্বাধীনতা-উত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ও ডে ষ্টুডেন্টস হোম প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের কিছুটা বিস্তার হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারগুলি আজ আর্থিক সমস্যার চাপে জর্জরিত। যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে এই গ্রন্থাগারগুলির সম্প্রসারণ ও সমুন্নতি সম্ভব হয়নি। আর্থিক সমস্যার ফলে প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ ও যথোচিত বেতনের বন্দোবস্ত করা, স্থানাভাব দূর করা, গ্রন্থাগার পাঠকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সার্ভিসের ব্যবস্থা করা কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বিবেচনা করা হোক :

প্রস্তাব ৪.১—শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (রাধাকৃষ্ণন, কোঠারী কমিশন প্রভৃতি) মূল প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬.৫ ভাগ থেকে ১০ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রস্তাব ৪.২—শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় কর্মীসংখ্যা নির্দ্ধারণ প্রয়োজন

অবিলম্বে সরকার ও ইউ, জি, সি র উদ্যোগে শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির কর্মীসমস্যা পর্যালোচনা করা উচিত। ক্ষুদ্রতম একটি কলেজ, যেখানে কোন অনার্স বিষয় পড়ান হয় না বা একটি ক্ষুদ্র পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে ন্যূনতম একজন গ্রন্থাগারিক, একজন গ্রন্থাগার কর্মী এবং একজন পিওন থাকা প্রয়োজন। এই ন্যূনতম প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে পাঠকসংখ্যা, পাঠ্যবস্তুর সংখ্যা, কাজের সময়, বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কাজ (Library Services) ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে কর্মীসংখ্যা নিরূপনের একটি নীতি প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে সরকার ও ইউ, জি, সি-কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির কর্মীসংখ্যা নিরূপণের নীতি নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ইউ. জি. সি-কে তৎপর হতে হবে।

প্রস্তাব ৪.৩—শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের ন্যূনতম প্রয়োজন: স্থান, পাঠকক্ষ, অধিকতর সময় ও সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিক

প্রতিটি কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র প্রশস্ত কক্ষ, পাঠকক্ষের জন্য ভিন্ন স্থান, গ্রন্থাগার অধিকতর সময় খোলা রাখা এবং সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রস্তাব ৪.৪—পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ প্রয়োজন

প্রতিটি কলেজে ইউ. জি. সি-র সুপারিশ অনুযায়ী একটি Text Book Library গড়ে তোলা হোক। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন একটি Text Book Library গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ইউ. জি. সি-কে পূরণ করতে হবে। ইউ. জি. সি-র অর্থানুকূল্যে Book Bank স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনার্স ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কলেজগুলির পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহের জন্য নিয়মিত সরকারী ও ইউ. জি. সি-র অনুদানের বন্দোবস্ত করা হোক। পলিটেকনিক গ্রন্থাগারগুলিতেও সরকারী সাহায্যে Text Book Library স্থাপন করতে হবে।

প্রস্তাব ৪.৫—ডে-ষ্টুডেন্টস হোম ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমস্যাবলীর দূরীকরণ প্রয়োজন

রাজ্য সরকারকে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে কলকাতায় আরও কয়েকটি এবং প্রতি জেলা ও সদর মহকুমা শহরে একটি করে ডে-ষ্টুডেন্টস হোম অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এই হোমগুলির বিবিধ পর্যালোচনা করে তা দূরীকরণের বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রস্তাব ৪.৬—শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারে টিচার-ইন-চার্জ প্রথার অবসান এবং গ্রন্থাগারিকের যথাযথ মর্যাদা দান প্রয়োজন

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষকই গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা, কিন্তু গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব সব সময়েই গ্রন্থাগারিকের উপর অর্পণ করতে হবে। শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার থেকে টিচার-ইন-চার্জ প্রথার অবসান প্রয়োজন।

(২) বিভাগজনে গ্রন্থাগার কমিটিতে গ্রন্থাগারিককেই সম্পাদক করতে হবে।

(৩) গ্রন্থাগারের সেবা (services) শিক্ষার পরিপূরক অঙ্গ। সুতরাং শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট Teachers' Council-এর সভ্য হিসাবে গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য।

প্রস্তাব ৪.৭—সিকিউরিটি প্রথার অবসান প্রয়োজন

গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে সিকিউরিটি গ্রহণ ভারত সরকার ও ইউ, জি, সি-র সুপারিশ বিরুদ্ধ। অতএব গ্রন্থাগারিকের নিকট থেকে কোনরূপ সিকিউরিটি গ্রহণ করা নিন্দনীয় ও অনুচিত। সমভাবেই গ্রন্থাদি হারাবার জন্য গ্রন্থাগারিকের বেতন থেকে কোনমতে অর্থ আদায় করা চলবে না।

প্রস্তাব ৪.৮—গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দান প্রয়োজন

যে কোন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল গ্রন্থাগার কর্মীরা। আর্থিক দুরবস্থায় জর্জরিত গ্রন্থাগার কর্মীরা অদ্যাবধি নিরলসভাবে গ্রন্থাগারে পাঠকদের সেবা করে চলেছেন। অথচ বিভিন্ন রকমের সুপারিশ ও দাবী জানান সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের কর্মীরা আজও শোচনীয় আর্থিক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন :

(১) ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের সুপারিশের আওতায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীকে আনতে হবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার কর্মীকে ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের আওতায় আনতে হবে।

(৩) কলেজের ক্ষেত্রে সহকারী/উপ-গ্রন্থাগারিক, যে সব গ্রন্থাগার কর্মী ১-৪-১৯৬৬ তারিখের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ সময়ের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন এবং যে সব গ্রন্থাগার কর্মী ১-৪-১৯৬৬ তারিখের পরে কাজে যোগদান করেছেন, তাঁদের সকলকেই ইউ, জি, সি-র বেতনক্রমের আওতায় আনতে হবে।

(৪) গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষেত্রে কলেজে শিক্ষকদের অনুরূপ সুসংবদ্ধ বেতনক্রম (টাঃ ৩০০—৮০০) চালু করতে হবে।

(৫) সরকার পরিচালিত (Govt. College) কলেজ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম এবং অন্যান্য সুবিধাদি দিতে হবে।

(৬) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনাদি দিতে হবে।

(৭) স্টেট-স্টুডেন্টস্ হোমের কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের যে সমস্ত কর্মী ইউ, জি, সি, বেতনক্রমের সুবিধাদি পাবেন না এবং পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের অবৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষেত্রে কর্মীদের কাজ, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ইত্যাদির যথাযোগ্য মূল্যায়ণ করে নতুন বেতনক্রম প্রবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.১ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : বর্তমান অবস্থা

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু কার্যতঃ তাঁদের সুপারিশ রূপায়িত হয়নি। মুদালিয়র কমিশন (Secondary Education Commission,1952) রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য library hour-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য এমন একজন সুশিক্ষিত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে যিনি বেতন ও পদ-মর্যাদায় উচ্চমানের (Senior) শিক্ষকদের সমকক্ষ হবেন।"

ভারত সরকার নিয়োজিত কোঠারী কমিশনের (Education Commission. 1964 66) রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রুর্যাল প্রাইমারী স্কুলের জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কমিশন সুপারিশ করেছেন, "School libraries should be integrated in the system of Public libraries and be stacked with rea-ding materials of appeal both to children and neo-literates." বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনের বিষয়ে এই কমিশন বলেছেন, "the scales of pay for librarians should also be related to those for teachers in a suitable manner."

ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রকৃত চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গের ২,৫০০-র অধিক উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সড়জোর ১২০টি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার আছে।

প্রস্তাব ৪.১—বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ, রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ ও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে :

(ক) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও স্বতন্ত্র প্রশস্ত পাঠকক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে

(খ) সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের দ্বারা পরিচালিত সুনির্দিষ্ট গ্রন্থাগার এবং যথোচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বিদ্যালয় মঞ্জুরীর (Recognition) বা আর্থিক অনুদানের অন্যতম সর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট করতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পৃথকভাবে রাজ্য সরকারকে অনুদান দিতে হবে।

(গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষকদের সমতুল বেতনে সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে এবং গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকদের সমান সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের নির্দিষ্ট একটি অংশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন ক্লাসগুলির মধ্যে একটি পিরিয়ড গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

(চ) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের চাহিদা পূরণের উপযোগী গ্রন্থ সংগ্রহ প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকা আবশ্যক।

(ছ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে অনুদান সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় তা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৫ গ্রন্থাগার পরিচালনা

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের স্বার্থে বেসরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আজ প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। অনেক গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ। বহুক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সম্পদ ও সম্পত্তিকে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজে লাগানো হয়। সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম-কানুনের অভাবে এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনার ফলে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের সেবায় (Service) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও পক্ষপাতদুষ্ট নীতির কবল থেকে মুক্ত করতে হলে সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যোগ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন উভয়ই প্রয়োজন।

প্রস্তাব ১—গ্রন্থাগারগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার এবং যে সব গ্রন্থাগারগুলি সরকারের অনুদান পায় সেই সব গ্রন্থাগারগুলি যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয় সে বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৬ গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ

গ্রন্থাগারগুলির গতানুগতিক কর্মধারার (Routine work) সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ কর্মধারা সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা। প্রতিটি গ্রন্থাগারের সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করার সুযোগ গ্রহণ করা এবং পাঠকদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করা।

প্রস্তাব ৬—গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ প্রয়োজন

গ্রন্থাগারগুলির কার্যধারা সম্প্রসারণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিবেচনা করা প্রয়োজন :

- ক আঞ্চলিক পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসম্পদের (Documents) সম্মিলিত সূচী (Union Catalogue) প্রণয়ন।
- খ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পুস্তক ও পাঠ্যসামগ্রী লেনদেনের জন্য আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কর্মসূচী (Inter Library Loan Rules & Regulations) প্রণয়ন।
- গ রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রণয়নের কর্মসূচী গ্রহণ।
- ঘ যোগাযোগের মাধ্যম ও তথ্যকেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে গ্রন্থাগারকে সর্বস্তরের মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে বহুবার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ২৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই সম্পর্কে বিস্তৃত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংহতির অভাবে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবিলম্বে অবসান হওয়া প্রয়োজন। ২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পুনরায় নিম্নলিখিত বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরছে

প্রস্তাব ৭·১—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে সুসংবদ্ধতা প্রয়োজন

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত :

- ক প্রাথমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স;
- খ মাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্স (বি লিব্ এস সি) এবং
- গ উচ্চতর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স (এম লিব এস সি)।

এই বিভিন্ন স্তরের ছাত্রভর্তি, পাঠক্রম, শিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সুসংবদ্ধতা আনা হোক।

প্রস্তাব ৭·২—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা

ডিগ্রী কোর্সে (বি লিব এস সি) ভর্তির বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী ও কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রস্তাব ৭·৩—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে (এম লিব এস সি) ভর্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হওয়া উচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা এবং কর্মরত গ্রন্থাগারকর্মী।

প্রস্তাব ৭·৪—প্রস্তাবিত মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স ইউ, জি, সির সুপারিশ অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সের সময়কাল, পাঠক্রম, শিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি ইউ, জি, সি-র সুপারিশ অনুযায়ী করা হোক।

প্রস্তাব ৭·৫—গ্রন্থাগার কর্মীদের ট্রেনিংকালীন সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া প্রয়োজন

কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণকালে পুরা বেতন এবং ছুটিসহ ডেপুটেশন দিতে হবে।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে রহড়া ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষা গ্রহণকালে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয় অনুরূপ সুবিধাদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রদত্ত ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রেও দিতে হবে।

প্রস্তাব ৭.৬—মহিলা কর্মীদের শিক্ষণের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গে বহু গ্রন্থাগারে বিশেষ করে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে অনেক কর্মরত মহিলা কর্মী আছেন। এই সমস্ত কর্মীরা কোনরূপ ট্রেনিং এর সুযোগ পান না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কোন কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা কর্মীদের ট্রেনিং-এর সুবন্দোবস্ত করা হোক।

৮ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ

আর্থিক সঙ্গতির অভাবে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু প্রাচীন দলিল, পুঁথিপত্র ও পুস্তকাদি বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐসব মূল্যবান উপকরণের বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

প্রস্তাব ৮—দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণ প্রয়োজন

(ক) অবিলম্বে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথিপত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

ঐসব জাতীয় সম্পদের যথোচিত সংরক্ষণের জন্ত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে রাজ্য সরকারকে একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রস্তাবিত কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাঁদের দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র ও পুস্তক সংরক্ষণ কার্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য অর্জনে সমর্থ হবেন। জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সংরক্ষণ কাজে সমাজ শিক্ষা অধিকার থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) সমস্ত গ্রন্থাগারের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকাদির সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন করতে হবে।

(গ) বিদেশে ও অন্যপ্রদেশে এই রাজ্যের ব্যক্তিগত সংগ্রহের দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি যাতে স্থানান্তরিত ও হস্তান্তরিত না হয় তার জন্য সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

৺কুমুদ বন্ধু দত্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু বই পরিষদের প্রতিষ্ঠানগত সদস্য গ্রন্থাগারগুলিকে দান করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পরিষদের কর্মসচিবের নিকট আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পরিষদ ভবন
১২ই এপ্রিল, ১৯৭০

কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা

কলকাতা

অজয়কুমার ঘোষ, বেলগাছিয়া ; অনিলকুমার চক্রবর্তী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : অনিলচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ; অনুপ সেন, রিজেন্ট ষ্টেট ; অবরুদ্ধ রায়, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ; অমরকৃষ্ণ ঘোষ, বিধান সরনী ; অমল সরকার, ন্যাশনাল লাইব্রেরী : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্টালী ; অরুণকুমার রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : অশোককুমার দে গ্রীণ এ্যাভেনিউ : অশোককুমার হাজরা, নিমচাঁদ কাঁড়ার রোড : অশোককুমার বসু, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেলঘরিয়া, অসীম ঠাকুর, চেতলা রোড : উষা গুহঠাকুরতা, ব্যারাকপুর : কিরণকুমার ভট্টাচার্য, কাঁকুলিয়া রোড : কৃষ্ণা দত্ত, কেয়াতলা, গীতা মিত্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজ রোড, গুরুশরণ দাশগুপ্ত, বেলঘরিয়া, গৌরমোহন ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : চঞ্চলকুমার সেন, কালিঘাট : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আলিপুর : জলি নাকচী, ব্রড ষ্ট্রীট : জীতেন্দ্র নাথ ভাণ্ডারী, গৌরীশঙ্কর ঘোষ লেন, তপন সেনগুপ্ত, বৃটিশ কাউন্সিল, তিমির সেনগুপ্ত, রিজেন্ট এষ্টেট : দীপক চক্রবর্তী, যাদবপুর : দীপ্তিময় রায়, বৃটিশ কাউন্সিল : দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত, এশিয়াটিক সোসাইটি : ননীগোপাল বসাক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : নীলিমা সেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, একডালিয়া : পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, মনসাতলা লেন : প্রতিমা সেনগুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবীর রায়চৌধুরী, শহীদ দীনেশগুপ্ত রোড : প্রাণগোপাল দত্ত, রসারোড সাউথ : ফণিভূষণ রায়, মহারাজ নন্দকুমার রোড ; বাণী বসু, ফরডাইস লেন : বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিজয় সেনগুপ্ত, বেলভেডিয়ার ; বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আকাশবাণী : বোধিসত্ব দত্ত, রিজেন্ট এষ্টেট : মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, যাদবপুর, মঞ্জু ঘোষদস্তিদার, যাদবপুর : মিনতি চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; রঞ্জনকুমার দাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : রণেন্দ্র নাথ ঘোষ, লেক রোড : রমা সেনগুপ্তা, লরেটো কলেজ : রাধানাথ রায়, যাদবপুর : রাণু মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট ; রামকৃষ্ণ সাহা, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট : শীলা চক্রবর্তী, যাদবপুর : শোভা ঘোষ, পদ্মপুকুর রোড : সমীর বসু, বালীগঞ্জ : সুচিত্রা গাঙ্গুলী, ভূপেন বোস এ্যাভেনিউ : সুদেব চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বসু ঘাট লেন : সুধীর রক্ষ, জাতীয় গ্রন্থাগার : সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নাকতলা সুনীতি মজুমদার, যাদবপুর : সুবীর ঘোষ, মতিঝিল কলেজ : সুরঞ্জন ঘোষরায়চৌধুরী, চণ্ডীতলা লেন ; সৌমেন্দ্রনাথ সেন, তোতার লেন : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী : হিরণকুমার দত্ত, রাধানাথ মল্লিক লেন।

কুচবিহার

সর্বশ্রী কানাইলাল দে, বাণেশ্বর; জগদীশ সরকার, মাথাভাঙ্গা; জীবতোষ দাস, ঘুঘুমারী; দীনেশচন্দ্র সেন, গুড়িয়াহাটী; ধীরেন্দ্রনাথ দাস, শালমারা; পরেশচন্দ্র কর, শীতলখুচী; মনোরঞ্জন দে, খোক্‌সার ডাঙ্গা; মনোরঞ্জন পাল, তেটাগুড়ি; রমেশচন্দ্র দেবনাথ, পেটলা।

চব্বিশ পরগণা

সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিদ্যানগর; অশোককুমার নাগ, ইছাপুর; আশালতা সামন্ত, নিশ্চিন্তপুর; গোবিন্দচন্দ্র দেবনাথ, গাইঘাটা; চণ্ডীচরণ ঘোষ, তারাগুনিয়া; দীনবন্ধু বেরা, ব্রজবল্লভপুর; দীপককুমার মণ্ডল, রাজারহাটী; নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, নিশ্চিন্তপুর, নির্ভীক ঘোষ, ব্যারাকপুর; পরেশনাথ বিশ্বাস, গোপালপুর; রাসবিহারী মিত্র, ব্যারাকপুর; শ্যামলশঙ্কর নাগ, মণ্ডলপাড়া; সত্যব্রত সেন, রহড়া; সুকুমার দত্ত, দেবীপুর; হৃষীকেশ ঘোষ, ইছাপুর।

জলপাইগুড়ি

সর্বশ্রী দিলীপ রায়চৌধুরী, জলপাইগুড়ি; দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চালসা; নীতিশচন্দ্র বসু, নাথোয়াহাট; ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম, নাথোয়াহাট; সমীরেন্দুপ্রসাদ তালুকদার, কামাখ্যাগুড়ি; সুধীররঞ্জন ঘোষ, আলিপুরদুয়ার।

দার্জিলিং

সর্বশ্রী জ্যোতির্ময় রায়, রাজা রামমোহনপুর; নিমাই চন্দ্র হরি, কার্শিয়াং; ধীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, শিলিগুড়ি; রমেন মুন্সী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; স্বপন বাগচী, শিলিগুড়ি।

নদীয়া

সর্বশ্রী কেশবলাল চক্রবর্তী, ফুলিয়া; জনার্দন নাহা, কৃষ্ণনগর; তিমিরবরণ সিংহ, বড় আন্দুলিয়া; নবকুমার বন্দোপাধ্যায়, ধর্মদা; মদনমোহন মল্লিক, কৃষ্ণনগর; সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া; রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, দেবগ্রাম; সত্য চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদা।

পশ্চিম দিনাজপুর

শ্রী গোপাল প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, তরঙ্গপুর।

পুরুলিয়া

সর্বশ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুর; বিশ্বনাথ কোলে, পুরুলিয়া; সন্তোষ হাজরা, পুরুলিয়া।

বর্ধমান

সর্বশ্রী অমলকান্তি সরকার, জাড়গ্রাম ; অরবিন্দ ঘোষ, চকদীঘি ; কালিপদ রায় ; কৃষ্ণবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, জোড়শ্রীরাম ; গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আম্বাপুর ; জয়দেব চন্দ্র চকদীঘি ; দিলীপকুমার বশ, বিহারপুর ; দীনবন্ধু ঘোষ, চকদীঘি ; ধনপতি সামন্ত, মন্তেশ্বর ; ধনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বড়বেলগোনা ; ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায়, রসুলপুর ; নবগোপাল হাজরা, মন্তেশ্বর ; নিমাইচন্দ্র ঘোষ, জাড়গ্রাম , নিমাইচরণ কর, নূতনহাট ; নিমাইচাঁদ বসু, জামালপুর ; নেপালচন্দ্র মণ্ডল, বাহাদুরপুর ; প্রদীপকুমার রায়, জামালপুর ; বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, জাড়গ্রাম ; বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, চকদীঘি ; বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, পাড়হাট ; বিমানচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যনাথপুর ; বিশ্বনাথ হালদার, সিঙ্গি ; বৃন্দাবনচন্দ্র দাস, শ্রীখণ্ড ; বৈদ্যনাথ সিংহরায়, চকদীঘি ; মদনমোহন শেঠ, গুড়েকালনা ; মন্মথ চক্রবর্তী, ভিড়িঙ্গী ; মহাম্মদ ঈশা, তুল ; মুক্তিপদ মণ্ডল, বৈদ্যনাথপুর ; মোহিনীমোহন দাসচৌধুরী, কান্দরা ; রঘুপতি সিংহরায়, চকদীঘি ; রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মসাগ্রাম , লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, সাটিনন্দী ; শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, অকালপৌষ ; শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য, রতনপুর ; সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, পারহাট ; সুবলচন্দ্র চৌধুরী, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মানকর ; সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা ; সেখ সামসুদ্দীন, চাণ্ডুল ; হরিপদ মোদক, রসুলপুর ; হীরালাল বসু, জ্যোৎশ্রীরাম ।

বাঁকুড়া

গোপালচন্দ্র পাল, বাল্সী ; ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, গোপীকান্তপুর ; ভবগোপাল দত্ত, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ; সুখেনকুমার দাস, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ; স্ফটিকচন্দ্র গোস্বামী, খাতড়া ।

বীরভূম

অবধূত সরকার, খয়রাশোল ; উমা গাঙ্গুলী, সিউড়ী জেলা গ্রন্থাগার ; তরুণকুমার রায়, বেড়গ্রাম ; রথিরঞ্জন রায়, বাহিরি ; শান্তিকুমার রায়, সিউড়ি জেলা গ্রন্থাগার ; শিশিরকুমার সেন, মাধাইপুর ।

মালদহ

খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, গাজোল , টুনবুনি মালী, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ; সুশীলকুমার কৌশিক, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ।

মুর্শিদাবাদ

চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, রঘুনাথপুর ; ব্রজদুলাল গোস্বামী, জগতাই ; যদুনাথ সরকার, গাজিন , শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কন্দুনপুর ; শিবানীকুমার সাহা, বহরমপুর, শ্যামাকান্ত চৌধুরী, মরজাবাদ ; শ্যামাপদ প্রামাণিক, কন্দুনপুর ; হরেন্দ্রনাথ দাস, গাজিন ।

মেদিনীপুর

অনিলকুমার দাস, বাবত্তারহাট; গোষ্ঠবিহারী খাটুয়া, তমলুক; চিত্তরঞ্জন রায়, মাদপুর: নন্দলাল পাঁজা, ঈশ্বরদহ; নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলাঘাট; প্রকাশকুমার দাস, দাঁতন; ব্যোমকেশ ঘোষ, রাধাবল্লভপুর; রবীন্দ্রনাথ মোদক, কোলাঘাট; রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, তমলুক; শিবপদ জানা, চৈতন্যপুর।

হাওড়া

অজিতপ্রসাদ জানা, মানকুর; অমরেন্দ্রনাথ নন্দী, কানপুর; জহরলাল বেরা, মাজু; দিবাকর শেঠ, কানপুর; দেবনারায়ণ মান্না, নন্দমুখার্জী লেন; নির্মল মণ্ডল, খলিশানী; বলরাম মণ্ডল, বৃন্দাবনপুর; মৃন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দফরপুর; শম্ভুচরণ পাল, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড; শুভেন্দু মান্না, বৃন্দাবন মল্লিক লেন; নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার।

হুগলী

অজিতকুমার মাজী, দেউলপাড়া; অনঙ্গ ভট্টাচার্য, পাণ্ডুয়া; অনিলকুমার দত্ত, হুগলী; অনিলকুমার হালদার, গুড়াপ; কুমারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গুড়াপ; দাশরথি ভট্টাচার্য, জীরাট; দীপককুমার মুখোপাধ্যায়, জীরাট; ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী; নিত্যগোপাল গোস্বামী, আঁইয়া; পাঁচুগোপাল দে, ভদ্রেশ্বর; প্রদ্যোৎকুমার বসু, দশঘরা; বাসুদেব দে, জেজুর; বিমলচন্দ্র দে, মগরা; বিশ্বনাথ চিত্তা, দেউলপাড়া; ভানুপ্রকাশ সিংহরায়, খারহাট্টা; মদনমোহন পাল, মায়াপুর; মহাদেব জানা, রাজহাটখান; রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাকুলিয়া গ্রাম; শঙ্কর ঘোষ, মালিপাড়া; শুভ্রাংশু মিত্র, শ্রীরামপুর, শৈলেন্দ্রনাথ পাল, মগরা; সুকুমার রায়, সেনহাটি, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।

দর্শকবৃন্দের তালিকা

গোপীনাথ সেনগুপ্ত, বর্দ্ধমান জেলা গ্রন্থাগার; যুগলকিশোর প্যাটেল, লাইব্রেরী সাইন্স ছাত্র, যাদবপুর ইউনিভারসিটি; যতীন্দ্রনাথ দাস, লাইব্রেরী সাইন্স ছাত্র, যাদবপুর ইউনিভারসিটি; ভজবিহারী মিশ্র, লাইব্রেরী সাইন্স ছাত্র, যাদবপুর ইউনিভারসিটি; নরহরি সাউ, লাইব্রেরী সাইন্স ছাত্র, যাদবপুর ইউনিভারসিটি; গোকুলানন্দ দাস, লাইব্রেরী সাইন্স ছাত্র, যাদবপুর ইউনিভারসিটি, শান্তিকুমার রায়, চকদীঘি; সতীরঞ্জন আদক, গুড়েঘর; সুজয়চন্দ্র পাল, গুড়েঘর; সুনীলকুমার ঘোষ, চকদীঘি; শেখ আবদুল অহেদ, মানশ্রী ও আদিত্যপ্রসাদ চতুর্বেদী, চকদীঘি।

।। আন্তর্জাতিক-গ্রন্থবর্ষ, ১৯৭২ ঃ ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষের চিন্তা ।।

—এস, আর, রঙ্গনাথন।

• শুভ পূর্বাভাষ

১৯৭২ সালকে Unesco আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আমি এর মধ্যে একটা শুভ পূর্বাভাষ পাচ্ছি, কারণ ১৯৭২ সাল হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের রজত জয়ন্তী বছর। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অগ্রগতির হার অত্যন্ত মন্থর। ১৯৭২ সালে সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মাতৃভূমির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির গতিকে দ্রুততর করার জন্য আমাদের চিন্তা নিয়োজিত করা উচিত। সুবর্ণ-জয়ন্তীর আগে, এমনকি সম্ভব হলে তারও আগে, আমরা যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারি তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। ১৯৭২ সালে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের প্রতিমুহূর্তের চিন্তা হওয়া উচিত কিভাবে বিনা চাঁদায় সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

১ গণতন্ত্রের ডাক

১১ সর্বসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

গত ৯ই নভেম্বর ১৯৭০ এ অনুষ্ঠিত Unesco'র ষোড়শতম সাধারণ সম্মেলনে ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষেরও উচিত এই কার্যক্রমে সর্বান্তকরণে সামিল হওয়া। সর্বসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা বর্তমান শতকের অবদান। এই পরিকল্পনা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে গৃহীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিপূরক। প্রতিটি নাগরিকের বিনা বাধায় তার প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু পাওয়ার অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এই অধিকারের ভিত্তিতেই প্রতিটি নাগরিকের এই দাবীর ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া উচিত। দেশের প্রতিটি নাগরিককে সঠিক এবং নবতম বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন না করতে পারলে গণতন্ত্রকে সার্থক ও সুরক্ষিত করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমঝোতা ও শান্তির জন্য এবং 'বিশ্ব-রাষ্ট্রের' মহান পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকের কাছে পৃথিবীর অপরাপর দেশ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পৌছে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এটা যেমন বিগত কয়েকশত বছর ধরে সাংস্কৃতিক নিষ্ক্রিয়তা ও সুষুপ্তিতে নিমগ্ন দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনই অত্যন্ত কর্মচঞ্চল দেশগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১২ ভারতের প্রচেষ্টার গোড়ার কথা

১২১ বরোদা

বরোদার শ্রীসয়াজি রাও গাইকোয়াড় ভারতে পূর্বোক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথিকৃৎ। এমনকি স্বাধীনতা লাভের ৫০ বছর আগেই তিনি এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের রাজ্যে স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট হন।

১২২ অন্ধ্রদেশ

বরোদার মহারাজার কর্মপ্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে অন্ধ্রবাসীরা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে দেশব্যাপী এক আওয়াজ তোলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীভি, ভি, গিরি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই সমসাময়িক ছাত্রবন্ধুদের জন্য একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। সেই গ্রন্থাগারটি বর্তমানে সহরের মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে।

১২৩ অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব

৪০ বছর আগে অবিভক্ত ভারতের লাহোরে অবস্থিত Foreman Christian College পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সক্রিয় করে তোলে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্বল্পমেয়াদী পাঠক্রম প্রবর্তনের ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে।

১২৪ সংযুক্ত মাদ্রাজ রাজ্য

১৯২৮ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ সংযুক্ত মাদ্রাজের প্রতিটি জেলায় ও তালুকে ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং গ্রন্থাগার আইনের দাবী জানাতে উৎসাহিত করে।

১৩ গ্রন্থাগার আইনের সূচনা

১৩১ আদর্শ গ্রন্থাগার আইন

১৯৩০ সালে বেনারসে সারা এশিয়া শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের ও সারা এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিভাগের সম্পাদক হিসেবে আমি সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া উপস্থাপিত করি। এই আইনটি অনুমোদিত হয় এবং এটিকে কার্যকর করে তোলার জন্যে সব প্রদেশগুলিতে পাঠানো হয়।

১৩২ বাংলায় অকালপ্রসূ প্রচেষ্টা

কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই আইনটিকে বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩০ সালেই তাঁর অনুরোধে আমি আদর্শ গ্রন্থাগার আইনটি বাংলাদেশের অবস্থার উপযোগী একটি গ্রন্থাগার বিলের আকারে প্রস্তুত করেছিলাম। তিনি এই বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু, সম্ভবত অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত কয়েকটি আবশ্যিক ধারা থাকায় বিলটি সরকারের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ১৯৭২ সালেও বাংলাদেশ (পশ্চিমবঙ্গ) গ্রন্থাগার আইনের ব্যাপারে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে।

১৩৩ সংযুক্ত মাদ্রাজে অকালপ্রসূ প্রচেষ্টা

কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে শ্রীবাসিদ আমেদ সৈয়দ 'shall' এর পরিবর্তে 'may' শব্দটি ব্যবহার করে একই ধরনের একটি বিল মাদ্রাজ বিধান সভায় উপস্থাপিত করেন ; কিন্তু তৎকালীন সরকার ভিন্ন উপায়ে এটিরও বিরোধিতা করেন।

২ ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ

২১ দক্ষিণ ভারতীয় প্রদেশগুলিতে গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৪৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅবিনাশলিঙ্গমের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়। অন্ধ্রদেশ তামিলনাদ থেকে পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনটি গ্রহণ করে এবং অন্ধ্রদেশের অন্তর্গত সমস্ত অঞ্চলে উক্ত আইন সংশোধিত আকারে চালু করে। মাদ্রাজে গৃহীত আইনে যে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তা এই সুযোগে সংশোধিত হয়। আশা করা যায় যে তামিলনাদেও আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে আইনটির সংশোধন হবে। আমি ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে মাদ্রাজ সরকারের কাছে একপ্রস্থ প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছি। যদি তামিলনাদের জনসাধারণ ও সরকার চান তবে আমি সানন্দে সেগুলি আবার পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করে তুলতে চেষ্টা করবো। মহীশূর ও মহারাষ্ট্রেও গ্রন্থাগার আইন প্রচলিত রয়েছে। ক্রমাগত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন না হলে কেরলেও বহু আগে, এমনকি ১৯৪৮ সালেই হয়তো এই আইন চালু হয়ে যেত। যাহোক মালাবার অঞ্চলের জেলাগুলি মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইনের আওতায় আছে।

২২ অন্যান্য রাজ্যের প্রতি আবেদন

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে নিজ নিজ গ্রন্থাগার আইনের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেরও উদ্যোগী হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কাজকে ত্বরান্বিত করার

জন্য রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিশেষ করে সর্বস্তরের জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালান উচিত। বিভিন্ন রাজ্য-সরকারেরও উচিত নিজ নিজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন পাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষকে সম্মানিত করা।

২৩ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আবেদন

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, সমাজতত্ত্ব, মানবিকবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান বিষয় এবং ফলিত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, অরণ্যবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগের জন্য একটি করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা। কেন্দ্রীয় আইনের আওতায় একটি কেন্দ্রীয় কপিরাইট গ্রন্থাগার এবং চালু গ্রন্থাগারগুলি কর্তৃক অপ্রয়োজনীয়বোধে পরিত্যক্ত কিন্তু সংরক্ষণযোগ্য গ্রন্থের জন্য একটি ডরমিটরি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই ধরনের ডরমিটরি গ্রন্থাগার স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থানুরাগী এবং দেশের ঐতিহাসিক বিষয়ের গবেষকদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৩ অন্যান্য প্রকার গ্রন্থাগার

৩১ শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার

২৫ বছর হোল আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সৃজনশীলতা বিকাশের সহায়ক করে তোলার পক্ষে ঐ দীর্ঘ ২৫ বছর যথেষ্ট সময়। সৃজনশীল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ছাত্রমুখীন এবং গ্রন্থাগারমুখীন হতে হবে, কেবল শিক্ষককেন্দ্রিক ও পাঠ্যপুস্তক-কেন্দ্রিক হলে চলবে না। এক একটি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা উচিত সেখান থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে নতুন গ্রন্থ সঞ্চালিত হতে পারে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় চিরায়ত ও রেফারেন্স গ্রন্থসমৃদ্ধ একটি করে গ্রন্থাগার থাকা উচিত। কলেজ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রয়োজনীয় চিরায়ত ও রেফারেন্স গ্রন্থ ছাড়া কলেজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণামূলক গ্রন্থাদি উপযুক্ত সংখ্যায় থাকা উচিত। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিজ নিজ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের উচ্চতর স্তরোপযোগী পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স গ্রন্থ ও উচ্চমানের পত্র পত্রিকায় সমৃদ্ধ হওয়া উচিত এবং এই সমস্ত গ্রন্থের মান কেবলমাত্র প্রাক্-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রদের প্রয়োজনানুগ হলে চলবে না, অধ্যাপক ও গবেষকদের চাহিদা-ভিত্তিক হতে হবে। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মধ্যেই যাতে এই ধরনের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তার জন্য প্রতিটি রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ ও সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

৩২ বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার

বর্তমানে ভারতবর্ষে শিল্পায়নের কাজ অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী কখনই অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না যদি না দেশের বিভিন্ন শিল্প সংস্থা নতুন প্রযুক্তি পদ্ধতি উদ্ভাবন, নতুন নতুন পণ্যসামগ্রী তৈরী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নতুন কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত বিষয়ে গবেষণার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে নতুন করে অনুসন্ধান চালানোর অর্থ আমাদের গবেষণা শক্তির অপচয় করা। এই ধরণের অপচয় যতদূর সম্ভব কমানোর চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে গবেষণা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি আমাদের গবেষকদের সামনে তুলে ধরা অবশ্য কর্তব্য, কারণ এই ভাবেই আমরা আমাদের গবেষণাশক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারি। নিজ নিজ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিটি শিল্পসংস্থাকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে এই ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

৩৩ শিল্পগুলির প্রতি সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তব্য

নিজ নিজ এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পসংস্থাগুলির প্রতি প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারের কিছু করণীয় আছে। প্রত্যেক এলাকার বিভিন্ন শিল্পসংস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এক ধরনের ক্ষুদ্রায়তন বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারের শাখা গড়ে তোলার প্রথা আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় থাকা উচিত। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন এই জন্য যে বৃহদায়তন শিল্পগুলির মত নিজ নিজ গ্রন্থাগার চালানো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব নয়। যে সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন আছে সেখানে যাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির জন্য উপরোক্ত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তার জন্য শুভ আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে কাজ শুরু করা দরকার।

৪ গ্রন্থগুলিকে কাজে লাগানো

৪১ অনুলয় সেবা

গ্রন্থ হচ্ছে নির্বাক ও নিশ্চল বস্তু, সে পাঠককে বলতে পারেনা, "আমিই তোমার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, আমায় পড়।" সুতরাং প্রচারক ও ব্যাখ্যাকারী ছাড়া গ্রন্থগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। যাঁরা গ্রন্থের প্রচারক ও ব্যাখ্যাকারীর কাজ করেন তাঁদেরই আমরা বলি রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এবং পাঠকদের সেবামূলক এই কাজকেই বলা হয় অনুলয় সেবা। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের দেশে এমনকি শতকরা ১০টি গ্রন্থাগারেও এই ব্যবস্থার সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে যাতে প্রতিটি গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবা চালু হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতি ৫০ জন চিন্তাশীল

তথ্যানুরাগী পাঠকের জন্য একজন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক থাকা উচিত। আমি জাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাঁচজন উৎসাহী ও তথ্যাভিজ্ঞ স্নাতক রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের সাহায্যে এই ধরণের একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। এতে ছাত্র ও গবেষকদের কাছে সঠিক তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে সুফল পাওয়া গিয়েছিল এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল।

৪২ মুক্তদ্বার প্রথা

গ্রন্থগুলি যদি সংগ্রহকক্ষে কিংবা আলমারিতে বন্ধ করে রাখা হয় তাহলে অনুলয় সেবা নিরর্থক হয়ে পড়ে। সংগ্রহকক্ষে গ্রন্থসমূহের মধ্যে ও বিচরণের এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন গ্রন্থ নেড়েচেড়ে দেখার অবাধ অধিকার যদি পাঠকের না থাকে তাহলে তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কি গ্রন্থ আছে এবং কোন গ্রন্থ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর কাজে লাগবে তা নির্ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এর অর্থ এই যে সংগ্রহকক্ষের এবং আলমারির দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে কারণ কেবলমাত্র তখনই পাঠকেরা গ্রন্থগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে পারবেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ খুঁজে নিতে পারবেন। এই প্রথাকেই বলা হয় 'মুক্তদ্বার প্রথা'। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে 'মুক্তদ্বার প্রথা' চালু আছে কেবল সেখানেই একজন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, কারণ সেখানে অগণিত গ্রন্থের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি একজন পাঠকের সঙ্গে তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন। কোনো গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলিকে কাজে লাগাতে হলে গ্রন্থ, পাঠক ও রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের মধ্যে অবাধ ভাববিনিময় একান্ত প্রয়োজন। মুক্তদ্বার প্রথা চালু করতে হলে অবশ্য গ্রন্থাগার গৃহে কতকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিবরণ আমার কয়েকটি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া এগুলির মানজ্ঞাপক বিবরণ, Indian Standard Institution কর্তৃক প্রকাশিত "Code of practice relating to primary elements in the design of library buildings, IS : 1553-1960." শীর্ষক পুস্তিকায় দেওয়া আছে। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে মুক্তদ্বার প্রথা প্রচলিত নেই সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলন করা।

৪৩ তথ্য পরিবেশন ও তথ্যসংরক্ষণ

বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারগুলিতে অনুলয় সেবাকে 'তথ্যপরিবেশন' এবং গ্রন্থসূচী প্রণয়নকে 'তথ্যসংরক্ষণ' বলা হয়, তথ্যসংরক্ষণ ও তথ্যপরিবেশন ব্যবস্থার সুযোগ না থাকলে শিল্প-সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো গ্রন্থাগার তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। আমাদের শিল্পসংস্থাগুলির কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে তথ্যসংরক্ষণ ও তথ্যপরিবেশনের কাজ এখনই শুরু করা উচিত। কি সামরিক, কি অসামরিক, সকল প্রকার গবেষণাকেন্দ্রের

কাজের বাস্তবায়নের জন্য তথ্যসংরক্ষণ ও তথ্যপরিবেশনের কাজ শুরু করা দরকার। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মধ্যেই আমাদের এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই ১৯৬২ সালে বাঙ্গালোরে Documentation Research and Training Centre স্থাপিত হয়েছিল। গবেষণাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কাজে লাগতে পারে এমন ৫০০টি প্রবন্ধ ও প্রায় ১০০টি বর্গীকরণ অনুসূচী এই গবেষণাসংস্থা থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। DRTC'র কার্যাবলী মূল্যায়ণ করতে গিয়ে Classification Research Group of the International Federation for Documentation'র সভাপতি বলেছেন যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ বা এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য গবেষণাকেন্দ্র। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে কয়বছরের মধ্যেই বেশকিছু শিল্পসংস্থা DRTC'র কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন। প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদকে জনসংযোগমূলক কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তারা আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মধ্যেই DRTC'র কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য নেবার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়।

৫ পুস্তক প্রকাশনা

৫১ ভারতে প্রথম বাধা

কয়েক শতকের সাংস্কৃতিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে ভারতীয় ভাষাগুলি নতুন চিন্তার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। ভাষাগুলি অব্যবহারে অকেজো হয়ে পড়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষাও গড়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে ভাবোন্মাদনা জাগানো যেতে পারে বটে কিন্তু এর পরিণাম আত্মপ্রবঞ্চনাকর, এটা একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যা এবং এর সমাধান কেবলমাত্র দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতাদের দ্বারাই সম্ভব। অপরিণামদর্শী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে কোন প্রচেষ্টাই পরিশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

৫২ ভারতে দ্বিতীয় বাধা

আমাদের রাষ্ট্রনেতারা যদি দীর্ঘমেয়াদী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন কেবলমাত্র তখনই কোন ভারতীয় ভাষাকে নতুন ও উন্নত ভাব প্রকাশের উপযোগী ও প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব। ঐতিহাসিক কারণে আজকে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার ভাষা হচ্ছে ইংরাজী এবং তাঁরা ইংরাজীতেই তা প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞ চিন্তা এবং কোন বিষয়ের পরিভাষার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কাসিরার এই সম্পর্কের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ* করেছেন। চিন্তা ও ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কাজেই কোন

বিশেষজ্ঞ কমিটি যদি ভোটের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্বাচন করে কোন বিষয়ের পরিভাষা গঠন করতে চেষ্টা করেন তা অফলপ্রসূ হতে বাধ্য। বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা তখনই সুস্পষ্ট ও সঠিক রূপ নেবে যখন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় চিন্তা করতে আরম্ভ করবেন। ১৯২০'র আমলে কমিটির সাহায্যে পরিভাষা গঠনের একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল, স্বভাবতই সেটা ফলপ্রসূ হয়নি। ৩০ বছর পরে, অভিধানের সাহায্যে ইংরাজী থেকে অনুবাদ করে হিন্দিতে বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা গঠনের আর একবার চেষ্টা হয়েছিল, এটিও ব্যর্থ হয়।

৫৩ একটি সম্ভাব্য উপায়

এটা মনে রাখা দরকার যে প্রায় এক শতক ধরে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠ অংশ শুধু প্রশাসনিক কাজকর্মেই যোগদান করেছেন, মৌলিক চিন্তার কাজ খুব সামান্যই হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ইংরাজী ভাষায় মৌলিক চিন্তার সুযোগ করে দিতে হবে, কারণ তাঁরা ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষালাভ করেছেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশে যথেষ্ট সংখ্যক মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি হবে। বর্তমান নবজাগরণের ফলে দেশে বহু তরুণ ও সম্ভাবনাপূর্ণ বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা বহু মৌলিকচিন্তার জনক এবং সেগুলি প্রয়োগের ব্যাপারেও এঁদের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যেহেতু এই বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছেন সেইজন্য ইংরাজী ভাষায় চিন্তা করা এবং তার মাধ্যমে সেই চিন্তা প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে এঁদের সাহায্য করতে হবে। তাঁরা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করবেন সেগুলি দেশের মধ্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশের প্রকাশকদের পক্ষে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাপ্রসূত ফলকে কাজে লাগাবার সুযোগ না দিয়ে বিদেশী গ্রন্থ আমদানী বা সেগুলি পুনর্মুদ্রণের নীতি গ্রহণ করার অর্থ দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের সৃজনীশক্তির অবদমন। যদি আমরা এই ক্ষতিকারক নীতি বর্জন করি তবে একপুরুষের মধ্যেই আমরা উপযুক্ত সংখ্যক মৌলিক চিন্তা সমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে পারবো। ইতিমধ্যে এই সমস্ত গ্রন্থ আঞ্চলিক ভাষায় রচনার জন্য একটা সামাজিক দাবীও গড়ে উঠবে। এর ফলে বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছুদিন ইংরাজী ও আঞ্চলিক, এই উভয় ভাষার মাধ্যমেই ভাবপ্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন। এইভাবে কয়েক বছর চললে স্বভাবতই আমাদের ভাষাগুলি সজীব ও বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

৫৪ পর্যায় ক্রমিক রূপায়ণ

পূর্বোক্ত অংশে নিম্নলিখিত ছয়দফা কার্যসূচী তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থবর্ষের মধ্যে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে :

১ গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ;

২. সর্বস্তরের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা ;

৩ সর্বপ্রকার শিল্প সংস্থার জন্য বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা ,

৪ সর্বপ্রকার গ্রন্থাগারে উপযুক্ত অন্তর্লয় সেবার ব্যবস্থা করা ;

৫ মুক্তদ্বার প্রথার প্রবর্তন এবং

৬ ভারতীয় ভাষাগুলিতে সর্ববিষয়ে সকলস্তরের পুস্তক প্রকাশন।

এই ছয়দফা কার্যসূচীর মধ্যে ১ থেকে ৫ অবধি এখনই শুরু করা সম্ভব যদি জনসাধারণ ও সরকার আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষকে বৃথা বাগাড়ম্বরে নষ্ট না করে এ ব্যাপারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। ষষ্ঠ বিষয়টি আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এই বিষয়টির জন্য আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের উচিত যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা। এইভাবেই পূর্বোক্ত প্রস্তাবগুলি পর্যায়ক্রমিক-ভাবে বাস্তবে রূপায়ণ করতে হবে। কোন রাজনৈতিক তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ষষ্ঠ প্রস্তাবটিও আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে শেষ করার চেষ্টা হবে ক্ষতিকারক, কারণ এর ফলে আজকের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক চিন্তাধারা ব্যাহত হবে এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ আমাদের ভাষাগুলিও নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এই বিপর্যয় এড়ানোর জন্যই ষষ্ঠ বিষয় কার্যকর করা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা দরকার, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে পরিকল্পনাটি যেন দীর্ঘসূত্রীতার শিকার না হয়।

৬ গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা

৬১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকার মূল্যায়ন

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে রূপায়নের জন্য যে কার্যসূচীর উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে তার মধ্যে সবকটি গ্রন্থাগারবৃত্তির আওতায় পড়ে না, বরং প্রথম চারটি বিভাগ ও উপ-বিভাগে বর্ণিত কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার সমিতি থেকে আরম্ভ করে সরকার পর্যন্ত বৃত্তিবহির্ভূত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকাই প্রধান। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা হচ্ছে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিচার বিবেচনার জন্য কার্যসূচী প্রণয়ন করা, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা এবং তাঁদের উৎসাহী করে তোলা। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক সমুন্নতির এক বিরাট সুযোগ আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ আমাদের এনে দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে এই সুযোগের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আর একটি কর্তব্য।

৬২ গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কার্যসূচী

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের উদ্যোগে কি করতে পারেন, এই অংশে আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করবো :

১ বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষামূলক ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

২ একটি নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক অবস্থা, গ্রন্থসংখ্যা, পাঠকদের দৈনিক উপস্থিতির হার, সকালিত গ্রন্থের সংখ্যা, M. Lib. Sc., B. Lib. Sc., ডিগ্রী সম্পন্ন ও আধাবৃত্তি কুশলী কর্মীর সংখ্যা, বর্গীকরণ পদ্ধতি ও গ্রন্থসূচী প্রণয়নের জন্য অনুসৃত রীতি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারের নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে। ১৯৫১ সালে আমি কয়েকজন সহকর্মীর সাহায্যে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত এই ধরণের একটি গ্রন্থাগার নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছিলাম। এই নির্দেশিকার নাম 'Indian Library Directory' এই ধরণের কাজ প্রাদেশিক ও জাতীয়স্তরে গ্রন্থাগার নির্দেশিকা প্রণয়নের সহায়ক হবে।

৩ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গ্রন্থের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে।

৪ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সর্বশেষ সংস্করণের সাহায্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে ১৯৩৮ সালে শ্রীএস্ রামভদ্রন এই ধরনের কাজ করেছিলেন এবং এটি ১৯৪০ সালে পরিষদের স্মৃতি কথায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে আমিও শিশু-গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য তামিল ভাষায় প্রকাশিত শিশু সাহিত্যের একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করি। এটিও উক্ত পরিষদ প্রকাশ করেছিলেন।

৫ চতুর্থ দফায় বর্ণিত গ্রন্থসমূহ কোলোন বর্গীকরনের বিষয়ানুসারে ছকের আকারে সাজাতে হবে। এর ফলে যে সমস্ত বিষয়ে এখনও গ্রন্থ রচিত হয়নি সেগুলির দিকে আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবো।

৬ কোলোন বর্গীকরণে বর্ণিত প্রধান বিষয়গুলির ওপর সাম্প্রতিক কোন একটি বছরে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে বুদ্ধি-জীবীরা দুর্বল বিষয়গুলি সম্বন্ধে আগ্রহী হবেন।

৭ INSDOC কর্তৃক প্রকাশিত চলতি বছরের Science Abstract'র সাহায্যে কোলোন বর্গীকরণে বর্ণিত প্রধান বিষয়গুলির উপর প্রকাশিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে আমরা বুঝতে পারবো কোন্ কোন্ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন।

৮ বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকদের জন্য প্রকাশিত তথ্যসূচী ও ঐ জাতীয় অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই ধরণের তথ্যসম্বলিত সাময়িকী আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার পক্ষে সহায়ক হবে।

৬ বিভিন্ন গ্রন্থাগার নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে সে বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

যখনই কোন গ্রন্থাগারের প্রকৃত পাঠক সংখ্যা উল্লেখিত হবে, সম্ভব হলে, সেই সঙ্গে সম্ভাব্য পাঠক সংখ্যাও উল্লেখ করা দরকার। এতে তথ্যের মূল্যায়নের অনেক সুবিধা হবে।

৬৩ সহযোগিতামূলক কার্যাবলীর সংগঠন

জাতীয়স্তরে এই ধরণের সহযোগিতামূলক কাজ সাধারণত গ্রন্থাগারানুরাগী স্বেচ্ছা-সেবীরা করে থাকেন। সেই জন্য যাতে এই ধরণের কাজে কোন পুনরাবৃত্তিজনিত অপচয় না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৭ আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের কার্যক্রম

৭১ নিরক্ষরদের জন্য কার্যসূচী

আমাদের দেশের অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিই নিরক্ষর। নিম্নলিখিত তিনটি মাধ্যমের সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

১ সচিত্র পোস্টারের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহের সংবাদ নিরক্ষরদের মধ্যে পরিবেশন করতে হবে। যে সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন আছে সেখানে প্রতিটি শহরে ও জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একজন করে চিত্রশিল্পী নিয়োগ করতে হবে এবং সেখান থেকে অন্যান্য শাখা গ্রন্থাগারে সচিত্র পোস্টার পাঠাতে হবে। দিল্লীতে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় আমি এইভাবে কাজ করে বেশ ভাল ফল পেয়েছিলাম। যে সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন নেই সেখানেও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এই ধরণের কাজ করা যেতে পারে।

২ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার এলাকার নিরক্ষর জনসাধারণকে পড়ে শোনাতে হবে।

৩ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাষ্যসমেত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য জাতীয়স্তরে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করতে হবে যার কাজ হবে বিভিন্ন বিষয়ের চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা বা নির্মাণ করা, সেগুলির জন্য একটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা এবং দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সেগুলি পরিবেশন করা।

৭২ গ্রন্থাগার-বান্ধব সমিতি

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে প্রতিটি গ্রন্থাগারে একটি করে গ্রন্থাগার-বান্ধব সমিতি গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণকে অধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগারমুখীন করে তোলার ব্যাপারে এই সমিতির সাহায্য নিতে হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, কলেজ ও ধর্মীয়সভা প্রভৃতি জায়গায় যাতে এই সমিতির সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য সম্ভাব্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে

পারেন তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচারের ব্যবস্থাও করতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের জনসংযোগমূলক কাজের পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। প্রতি মাসে এই সমিতির কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ বিবরণী স্থানীয়ভাবে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭৩ গ্রন্থাগারবিষয়ক প্রদর্শনী

যে সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রচলিত আছে, সেখানে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের তালিকা, ছক প্রভৃতির সাহায্যে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। প্রতিটি জেলা ও শহরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলি জেলা ও শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রদর্শনীর বিষয়টি ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার এবং সম্ভব হলে, প্রতিটি প্রদর্শনীর সঙ্গে গ্রন্থাগার বিষয়ে আলোচনাসভার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরণের প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা সংগঠন ও সফল করে তোলার কাজে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিও এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই প্রদর্শনীগুলি মামুলী ছোঁয়া বাঁচানো গোছের হলে চলবে না। এই গ্রন্থমেলাগুলিতে দর্শকদের গ্রন্থ নেড়েচেড়ে দেখার অধিকার দিতে হবে এবং সেখানে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থানুরাগীরা ব্যাখ্যাকারীর কাজ করবেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত একটি শিশুগ্রন্থমেলার উল্লেখ করতে চাই। প্রদর্শনী কক্ষে এক একটি টেবিলে এক একটি বিষয়ের গ্রন্থ সাজানো হয়েছিল। ভিন্ন ধরণের পোষাকে আমাকে দেখে একটি ছেলে সেখানে উপস্থিত একজন গ্রন্থাগারিকের কাছে গিয়ে ভারত ও ভারতের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে গ্রন্থ চাইলো। সেই মেলায় এই ধরণের একটি গ্রন্থই পাওয়া গেল। ছেলেটির সেটি দেখা হয়ে যাওয়ার পর সেই গ্রন্থাগারিকটি তাকে জানালেন যে তাঁর গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে এই ধরণের গ্রন্থ আরও আছে। এরপর তিনি ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। জার্মান ছেলেমেয়েরা ইংরাজীতে কথা বলতে পারে, তাই ছেলেটি প্রায়আধঘন্টা আমার সঙ্গে কথা বললো। কথা বলার সময় সে বারবার আমার পোষাকে হাত দিয়ে দেখছিল এবং ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় আমায় জিজ্ঞাসা করছিল।

৭৪ ইংরাজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ

গ্রন্থাগারিকরা আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখতে পারেন। এর ফলে তাঁরা গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি ও জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে পারবেন। Library Herald, Herald of Library Science, IASLIC

Bulletin & Annals of Library Science and Documentation, ইংরাজী ভাষায় এই চারটি পত্রিকা বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, সেই জন্য এই চারটি পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একই ভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাতেও প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭৫ অন্যান্য বিষয়ের বিদগ্ধ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ

গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অন্যান্য বিষয়ের বিদগ্ধ পত্রপত্রিকাতেও আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন। এই সমস্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁরা গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের আরও বেশী মাত্রায় তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের আবেদন জানাতে পারেন।

৭৬ ইংরাজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ

গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখীন করার জন্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের উপযোগী বিভিন্ন প্রবন্ধ ইংরাজী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৭৭ জনসভা

আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের মধ্যে প্রতিটি শহরে অন্ততঃ তিনটি বড় আকারের জনসভার আয়োজন করতে হবে। এর প্রথমটি হবে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে জানুয়ারীতে, দ্বিতীয়টি হবে বছরের মাঝামাঝি এবং এর কাজ হবে সাফল্যের হিসাব-নিকাশ করা এবং তৃতীয় তথা শেষ জনসভাটি হবে বিদায় সম্ভাষণজ্ঞাপক এবং এই সভা আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে কার্যকর করার আবেদন জানাবে।

৭৮ রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ

এই প্রবন্ধে উল্লেখিত কার্যক্রম প্রতিটি রাজ্যে সার্থকভাবে রূপায়ণ, রাজ্যের বিভিন্ন কার্যসূচীর সমন্বয়সাধন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবীকে সমগ্র রাজ্যব্যাপী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করার জন্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে সচেষ্ট হতে হবে।

৭৯ আলোচনা সভা

৭৯১ প্রথম নিখিল ভারত আলোচনা সভা

১৯৭২'র গোড়ার দিকে স্বল্প সংখ্যক সভ্য নিয়ে প্রথম নিখিল ভারত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই সভায় আলোচ্য বিষয় হবে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে গ্রহণযোগ্য অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম।

৭৯২ রাজ্যস্তরে অনুবর্তী আলোচনা সভা

প্রথম নিখিল ভারত আলোচনা সভার অনুবর্তী হিসাবে প্রতিটি রাজ্যে আলোচনা

সভার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সভার কাজ হবে নিখিল ভারত আলোচনা সভার সিদ্ধান্তগুলি সক্রিয় সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

৭১৩ স্থানীয় আলোচনা সভা

রাজ্যস্তরের পরবর্তী পর্যায় হিসাবে স্থানীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং এই ভাবেই সমস্ত স্তরের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

৭১৪ চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা সভা

বছরের শেষে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে দ্বিতীয় নিখিল ভারত আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয় নিখিল ভারত আলোচনা সভার কাজ হবে সারা বছর ধরে যে সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে সেই সম্বন্ধে একটি সুসংহত বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করা।

৭১৫ রূপায়ণের কার্যক্রম

৭১৪ উপবিভাগে বর্ণিত সিদ্ধান্তগুলি যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় তার জন্য দ্বিতীয় নিখিল ভারত আলোচনা সভায় দিকনির্দেশসহ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৮ আগামী দিনের আশা

৮১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি আজকে আর বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নয়। ১৯৩১ সাল থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্রের উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির কাজ হয়ে আসছে। সেই পাঁচটি সূত্র হল :

১ গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য
২ প্রতিটি গ্রন্থের জন্য পাঠক
৩ প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থ
৪ পাঠকের সময় অমূল্য
৫ গ্রন্থাগার চিরবর্দ্ধিষ্ণু

৮২ আমার ধারণা

আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে গত ৪০ বছরে আমরা উপরোক্ত সূত্রের তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। অবশ্য গত দু'দশকে তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নতুন দিকে সূত্রগুলিকে রূপায়নের চেষ্টা হয়েছে। এর ফলে আজকে পাঠকের সেবার উপকরণ হিসাবে একটি সমগ্র গ্রন্থের পরিবর্তে তার বিচ্ছিন্ন অংশ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারণের

এই দিকটির সামাজিক মূল্য আজ অনেক বেশী মাত্রায় স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা এই যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র যথাযথভাবে কাজে লাগাবার এছাড়া আরও অনেক সম্ভাব্য উপায় আছে।

৮৩ আমার বিশ্বাস

আমার বিশ্বাস, আজকে আমাদের দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তিকুশলী ও তরুণ গ্রন্থাগারিক রয়েছেন যাঁরা নবজাগ্রত দেশের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এঁরা উৎসাহের সঙ্গে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে প্রস্তুত এবং এর জন্ম প্রয়োজন হলে গ্রন্থাগারের চার দেওয়ালের বাইরেও কাজ করতে কুণ্ঠিত নন। আমি আশা করি আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রতিটি পত্রপত্রিকা এবং দৈনিক সংবাদপত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে ভারতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাঁদেরকে তথা দেশকে সমৃদ্ধতর করার কাজে সাহায্য করবেন।

৮৪ আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে কাজে লাগাবার অন্যান্য উপায় ভেবে দেখবার জন্ম আমি তরুণ চিন্তাশীল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। তাঁরা এই কাজ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে করতে পারেন। আমি আশা করি তরুণ গ্রন্থাগারিকেরা প্রতি সপ্তাহে অথবা ১৫ দিন অন্তর একত্র মিলিত হয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন এবং এগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন। তরুণ গ্রন্থাগারিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নতুন উপায় উদ্ভাবিত হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। গ্রন্থাগারকে সমাজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে এই সাফল্যের জন্ম তাঁদের নাম গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

অনুবাদ : কিরণ ভট্টাচার্য

জাতীয় গ্রন্থাগারে ডিরেক্টর

সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর বেরিয়েছে যে জাতীয় গ্রন্থাগারে অধিকর্তার পদে একজন আই, এ, এস অফিসারকে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রকাশিত খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই ধরণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনুরুল হাসানকে এক পত্র দিয়েছেন। এই পত্রে দাবী জানান হয়েছে যে দেশে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে নিযুক্তদের মধ্যে থেকেই জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে। পত্রের অনুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগার পত্রিকাসমূহে পাঠান হয়েছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইনস্টিটিউট—৪৩, কাশীপুর রোড, কল-৩৬।

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ৭২ তারিখে শ্রী জে. কে. মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে কাশীপুর ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন, সভান্তে উপস্থিত সদস্যগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী অ্যাণ্ড ফ্রি রিডিং রুম—৪সি, প্রভুরাম সরকার লেন, কল-১৫।

গত ২২।১।৭২ তারিখে শ্রীশচীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের ৪৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺বিহারীলাল ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সভার কাজ সুরু হয়। সভায় সর্বশ্রী নিতাই চন্দ্র বসু, মনোরঞ্জন সেন, দুর্গাপদ ঘোষ, হারাধন কুণ্ডু, দিলীপ বসু, মিহির মুখার্জী, বিনয় নাগ, রবীন কর্মকার প্রভৃতি বিশিষ্ট সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রীনিতাই চন্দ্র বসু সময়োপযোগী ভাষণ দেন। সভান্তে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী তপন চ্যাটার্জী, প্রতিমা বসু, শিখা দেবী, মুন্নালাল তেওয়ারী, শিপা ঘোষ, সুধাংশু মণ্ডল, অংশ গ্রহণ করেন। আবৃত্তিতে অংশ নেন সর্বশ্রী মিহির মুখার্জী, বাদল সরখেল, রবীন কর্মকার, বাসুদেব মল্লিক চৌধুরী ও কুমারী কবিতা সিংহ।

বিগত ২৩।১।৭২ তারিখে গ্রন্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে নেতাজী জন্মোৎসব পালিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীমনোরঞ্জন সেন এবং আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী মিহির মুখার্জী, বিশ্বনাথ ঘোষ, দিলীপ বসু ও অসীম বসু। সভান্তে উপস্থিত বালক বালিকাদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন সম্পাদক শ্রীমিহির মুখার্জী। বিগত ২৬।১।৭২ তারিখে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমনোরঞ্জন সেন, আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী অসীম বসু, বিশ্বনাথ ঘোষ, মনোরঞ্জন সেন প্রভৃতি সভ্যগণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীদিলীপ কুমার বসু।

সাধারণ পাঠাগার—অশোকগড়, কল-৩৫।

বিগত ১৯।১১।৭১ তারিখে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৭১-৭২ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীশরৎচাঁদ ঘোষ, সহ-সভাপতি—শ্রীরূপেন্দু গোস্বামী ও শ্রীহরিপদ ঠাকুর। সম্পাদক—শ্রীসুধাময় সেনশর্মা, সহসম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রমোহন পাল, গ্রন্থাগারিক—

শ্রীগগনবিহারী বসু, সদস্যগণ—সর্বশ্রী সুনীলকুমার রায়, রণজিৎ সান্যাল, তিমিরবরণ রায়চৌধুরী, সুধাংশুবিমল সেনগুপ্ত, মনোজিৎ কুণ্ডু, জীবন কৃষ্ণ পাল।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগার—পোঃ তারাগুনিয়া।

বিগত ২৩।১।৭১ তারিখে পাঠাগার ভবনে বাদুড়িয়া ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার শ্রীহিমাংশু চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়। সভান্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ বিধান করা হয়। এ ছাড়া ঐ দিন সকালে পাঠাগারের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ হতে একশত খানি পুস্তক পাঠাগারে দান স্বরূপ গৃহীত হয়।

বর্দ্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার—পোঃ জাড়গ্রাম।

গত ১৯।১২।৭১ তারিখে জামালপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার শ্রীপ্রদীপকুমার রায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহসম্পাদক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় পাঠাগারের ১৯৭০-৭১ সালের কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। পাঠাগারের বর্তমান পত্রপত্রিকার সংখ্যা ১১,১৫৬। বিগত বৎসরে পুস্তকাদি ইস্যুর সংখ্যা ৩,৩৭০ এবং সভ্য সংখ্যা ১৫৪। বিগত বৎসরে মোট আয় টাঃ ৬,৬৭০.৯১পঃ এবং মোট ব্যয় টাঃ ৫,৫০০.১৩পঃ। সভায় নিম্নলিখিত নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী তিন বৎসরের জন্য পরিচালক সমিতি গঠিত হয়।

(:) সভাপতি—শ্রীপ্রদীপকুমার রায়, বি, ডি, ও, জামালপুর ব্লক। (২) সহ-সভাপতি সর্বশ্রী বীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ দেব। (৩) সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়। (৪) যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীনিমাইচাঁদ ঘোষ। (৫) সহ-সম্পাদক—শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক পদাধিকার বলে)। (৬) কোষাধ্যক্ষ—শ্রীশক্তিআরাধ্য চট্টোপাধ্যায়। সদস্যগণ—সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ সিংহরায়, কিরণময় গাঙ্গুলী, শৈলেন্দ্রনাথ সাহা, ই, ও, এস, ই, জামালপুর ব্লক, সত্যনারায়ণ পণ্ডিত ও দিলীপকুমার ঘোষ। সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

বিগত ২৩।১।৭২ তারিখে জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার এবং জাড়গ্রাম পরিবার ও শিশু কল্যাণ সমিতির কর্মীবৃন্দের যুগ্ম উদ্যোগে, গ্রামসেবক শ্রীমহাদেব দে মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নেতাজী জন্মজয়ন্তী সোৎসাহে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সর্বশ্রী মহাদেব দে, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, বসন্ত মুখার্জী, বিজলী গাঙ্গুলী, অনিল পণ্ডিত ও গ্রামসেবিকা কুমারী বাণী চক্রবর্তী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বৈদ্যনাথপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি (সাধারণ পাঠাগার)—পোঃ পাণ্ডবেশ্বর।

২১।১।৭২ তারিখে বাণী বন্দনা উপলক্ষ্যে পল্লীমঙ্গল মহিলা সমিতি কর্ত্তৃক আয়োজিত একটি সূচীশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বাণী বন্দনায় সোলার সরস্বতী প্রতিমা পূজিত হয়।

২৩।১।৭২ তারিখে নেতাজী জয়জয়ন্তী সোৎসাহে পালিত হয়। ২৬।১।৭২ তারিখে সাধারণতন্ত্র দিবস ও বাণী প্রতিমা বিসর্জন উৎসব বিরাট উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

সুভাষ পাঠাগার—কালনা।

গত ২৩।১।৭২ তারিখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস ও পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস সোৎসাহে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং জগদীশ চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার—পোঃ + গ্রাম সাটিনন্দী।

বিগত ২৩।১।৭২ তারিখে বেলা দুই ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় আহূত বর্দ্ধমান জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন শ্রীশিব জীবন ভট্টাচার্য (প্রধান অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি পদে বৃত হয়েছিলেন শ্রীফকির চন্দ্র রায় মহাশয়।

সভার প্রারম্ভে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীজীবন কৃষ্ণ রায়।

সভার শুরুতে শ্রীজীবন কৃষ্ণ রায় মহাশয় এই সভা আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গ্রাম্য সংগঠন, পাঠাগার ও পাঠাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপন অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য (গ্রন্থাগারিক, পারহাট বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র) বলেন : স্কুল বোর্ডের ন্যায় জনশিক্ষা বোর্ড বা লাইব্রেরী বোর্ডের ব্যবস্থা করলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নতি সাধিত হবে।

শ্রীলক্ষীনারায়ণ রায় (গ্রন্থাগারিক, যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার) আপন বক্তব্য পেশ করে বলেন : তিনটি দৈনিক এবং পাঁচটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি দেবার পরও আজকের সম্মেলনে গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের সংখ্যা অনুল্লেখ্য। এ ব্যাপারে যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগারিকদের দাবী ও যথাযথ সম্মান আদায় ব্যাহত হবে।

শ্রীসত্যব্রত সেন (যুগ্মসম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা) গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি যদি এই পাঠাগারের মত পাঠাগারকে ঘিরে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও জনসংযোগের মাধ্যম গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তাহলে গ্রামের উন্নতির সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিও গ্রামের প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। সেই সাথে শিক্ষার হার বাড়বে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন সহজে সম্প্রসারিত হবে।

প্রধান অতিথি শ্রীফকির চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন : স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই সব প্রতিষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক ছিল। কিন্তু সে কথা আজকের মানুষ এবং সরকার ভুলে গেছেন। দেশে শিক্ষিতের হার বাড়াতে গেলে, গ্রাম জীবনে সুখ সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে হলে বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিহার্য।

সভাপতি শ্রীশিবজীবন ভট্টাচার্য মহাশয় ভাষণ দানকালে বলেন : গ্রন্থাগারকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করতে হলে শিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং তার জন্ম শিক্ষা সম্প্রসারণের দিকে নজর দিতে হবে।

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্দ্ধমান জেলা শাখা গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগারিক, পারহাট বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, পোঃ মাহাচান্দা। সম্পাদক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়, গ্রন্থাগারিক, যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার। সদস্য—সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ সিংহ রায়, (চকদিঘী পাঠাগার), শিবসাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক, দৃষ্টি পত্রিকা, বর্দ্ধমান), পি, বকসী (গ্রন্থাগারিক, গুসকরা সাধারণ পাঠাগার) এবং আনোয়ার হোসেন (চাণ্ডুল চয়নিকা সজ্ঞ পাঠাগার)।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায় কর্তৃক সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশনান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল—সিউড়ী।

বিগত ২৩।১।৭২ তারিখে সিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নেতাজী জন্মদিবস ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেন কুমারী আভা নন্দী, কুমারী কৃষ্ণা দাস ও শ্রীঅভয় শঙ্কর দে।

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার—পোঃ তমলুক।

বিগত ১৪।১১।৭১ তারিখে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর

জন্মদিবস ও বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। এতদুপলক্ষ্যে গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ একটি শিশু সমাবেশ ও আবৃত্তি এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শিশু পাঠ্য পুস্তকাবলীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীভট্টাচার্য মহাশয়।

গত ১।১২।৭১০তারিখে তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে সভানুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমাজ শিক্ষা দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়।

গত ২০।১২।৭১ তারিখে গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার দিবস সভানুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেন। সভায় উন্নত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সরকারী অর্থ সাহায্য দান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক সাহায্য দান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদার দাবী জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীটি ৩১শে ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত চালু থাকে।

পল্লীজ্যোতি পাঠাগার—পোঃ কুকড়াহাটী।

বিগত ১০।১২।৭১ তারিখে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক প্রদত্ত ১২৫ জোড়া নূতন জামা ও প্যান্ট নিঃস্ব ও দরিদ্র পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় বিতরিত হয়। অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী রাজরাজেশ্বর প্রধান, ত্রিলোকেশ সামন্ত, বঙ্কিমবিহারী বেরা, পতিতপাবন চক্রবর্তী, বিমল কুমার ভট্টাচার্য এবং পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক শঙ্করকুমার সান্যাল উপস্থিত থেকে পাঠাগার-সদস্যদের সমাজসেবার কাজে উৎসাহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে পাঠাগার সদস্য এবং এ বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র শ্রীপ্রণবকুমার প্রধানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভান্তে সম্পাদক শ্রীশঙ্করচাঁদ দাস উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও পাঠাগারের উন্নতিকল্পে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গী কিশোর সঙ্ঘ পাঠাগার—পোঃ জলঙ্গী।

বিগত ২০শে ডিসেম্বর '৭১ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাদিখাঁর দেয়াড় বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ দাস মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বাংলা দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মহঃ মুজিবর রহমান

সাহেব। সভায় প্রায় পাঁচশত উৎসাহী দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়। গ্রন্থাগার দিবস ও তার তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী ভক্তদাস সাহা, গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রণব কুমার কুণ্ডু এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়। সভান্তে বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া

অমর পল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ—গদাধরপুর।

বিগত ২৬।১২।৭১ তারিখে শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ডোমজুড় কয়াল লাইব্রেরী ভবনে সোৎসাহে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় প্রধান ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ শম্ভুচরণ পাল, সম্পাদক হাওড়া বার্তা ও শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

সভারম্ভে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী মুক্তিসেনানী ও ভারতীয় জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের কার্যাবলী দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলা পাঠাগার সঙ্ঘের কার্যাবলী পুনরায় শুরু করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

সারস্বত লাইব্রেরী—মাকড়দহ।

গত ২৩।১।৭২ তারিখে নেতাজী জন্ম জয়ন্তী এবং ২৬।১।৭২ তারিখে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ তরুণ সঙ্ঘ—পোঃ কামারপুকুর।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৮ সাল, বুধবার হতে পরবর্তী তিন দিন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৭তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের মন্দির প্রাঙ্গনে, রামকৃষ্ণ তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে ও রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের পরিচালনায় তিথিপূজা, হোম ও নামসংকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

সঙ্কলক: দিবেন্দু মান্না।

পরিষদ কথা

বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

সম্প্রতি পরিষদের পক্ষ থেকে বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

১ রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারীদের বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা অদ্যাবধি এই অর্থনৈতিক সুযোগ না পাওয়ায় উপসমিতি দাবী করেছেন, তাঁদের অবিলম্বে উক্ত সুযোগের অংশীদার করা হোক।

২ যে সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদসৃষ্টি হয়নি এবং যে সব সহকারী গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারিকের কাজ চালিয়ে আসছেন, ১-৪-৬৬ তারিখ বা তার আগে থেকে উক্ত কাজে নিযুক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ইউ, জি, সি বেতনক্রম প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত বাধা অপসারণ করা হোক—উপসমিতি এই মর্মে রাজ্য সরকারের নিকট দ্বিতীয় স্মারকলিপিটি পেশ করেছেন।

৩ উপসমিতি রাজ্য সরকারের কাছে আরো দাবী করেছেন, যে সমস্ত কলেজ গ্রন্থাগারিক শিক্ষকের অনুরূপ বেতন পাচ্ছেন, তাঁদের মহার্ঘ ভাতার হারও শিক্ষকদের অনুরূপ করা হোক।

৪ দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব্ কালচার কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক বুলেটিনে ইনষ্টিট্যুটের সংগে যুক্ত ডে-ষ্টুডেন্টস্ হোমটি বন্ধ করে দেবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উপসমিতি এই ঘটনাকে দুঃখজনক আখ্যা দিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন, যাতে করে এই ছাত্রকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

৫ পরিষদের পক্ষ থেকে কুচবিহার সুভাষ স্মৃতি পাঠাগারের (গ্রামীণ গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তীর incrementএর সম্পর্কেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন প্রার্থনা

পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা, প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার চালু করা এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনা করবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ডেপুটেশন চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারে কর্মরত উপগ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ, জি, সি বেতনক্রম চালু করবার দাবী জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৪ঠা জুন, রবিবার, বিকাল ৪ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আলোচ্য বিষয় :

(১) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

(২) সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি দাবীর উপর ভিত্তি করে এক ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করা : (ক) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন (খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন (গ) মাথা পিছু এক টাকা করে গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়।

বিঃ দ্রঃ—এতদিন পর্যন্ত পরিষদের পক্ষ হতে রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫% ভাগ দাবী করা হয়েছে। উক্ত দাবীর পরিবর্তে মাথাপিছু ১ টাকা করে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করা হবে কিনা সে সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমতসহ সভ্যদের সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিষদ ভবন
৪ মে, ১৯৭২

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

শ্রীবিপ্রদাস দত্তের সম্বর্ধনা

মধ্য কলকাতার প্রখ্যাত গ্রন্থাগার শান্তি ইনস্টিটিউটের সংগে দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্ট কর্মী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীবিপ্রদাস দত্তকে উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান হয়। শ্রীদত্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরে উক্ত সংস্থার সংগে যুক্ত থেকে গ্রন্থাগারের অগ্রগতি অব্যাহত রাখেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে নিজেকে যুক্ত রেখে এই আন্দোলনকে সমৃদ্ধশালী করেন। বিশিষ্ট এই গ্রন্থাগার দরদীকে গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও সহকর্মসচিব শ্রীসুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীমৃগাঙ্ক মোহন সুর সহ বিশিষ্ট নাগরিক ও গ্রন্থাগার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বিয়োগ পঞ্জী

যোগেশচন্দ্র বাগল

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ইতিহাসের একজন সার্থক গবেষক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বাগল মহাশয় ছিলেন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের একজন একনিষ্ঠ পূজারী। তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মধ্যে। এই দুটির প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। বহু বিদগ্ধ ও বিখ্যাত সাহিত্যিক দেখা যায় যাঁরা গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থপাঠে তাদের সময় অতিবাহিত করেছেন কিন্তু গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা তাঁরা বিশেষ করেন নি। কিন্তু যোগেশবাবু ছিলেন সত্যিকারের গবেষক। তাই তাঁর ধ্যান ধারণায় গ্রন্থ, গবেষণা, গ্রন্থাগার একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর রচনাদি বিশেষ করে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে জড়িত যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সব প্রবন্ধাদির মধ্যে বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও ইতিহাস সম্পর্কিত বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। বাগল মহাশয়কে এই কারণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন সহযোগী বলা যেতে পারে। ১৯৬৬ সালে ১৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভায় বাগল মহাশয়কে পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করে আমরা আমাদের গৌরবান্বিত করেছি। ১৩৭৩ সালে গ্রন্থাগার পত্রিকায় আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় এই উপলক্ষে তাঁর জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়।

যোগেশচন্দ্র বাগলকে বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি কোন গ্রন্থ বলা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত দিকেই তিনি তাঁর লেখনী চালনা করেছেন। ১৯২৯ সালে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্য সাধক ও সাহিত্য গবেষকের সংস্পর্শ থেকে তাঁর গবেষণার কাজে বিশেষ উৎসাহ জাগে। এখানেই গবেষণার রীতিনীতিগুলি তাঁদের সহায়তায় আয়ত্ত করেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যাঁরা পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন ও সাংবাদিকতার কাজে নিজের সাহিত্য চর্চা নিয়োজিত করেন তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যবহুল লেখা রচনা থেকে বিরত হতে বাধ্য হন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে 'যদি ভাল লেখক হতে চাও তবে পত্রিকার সম্পাদক হয়ো না'। কিন্তু যোগেশ বাবু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি "ফুটো বাঁশ" ছিলেন না। তিনি লোকরঞ্জনের জন্য শুধু জনপ্রিয় লেখা লিখতেন না। তিনি তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ বিশেষ অনুশীলন করে ও প্রাচীন পুঁথি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে প্রভূত অনাবিষ্কৃত তথ্য ও নতুন মতামত দিয়ে পূর্ণ করে রচনা করতেন। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ তাই শুধু পাঠকের জ্ঞান পিপাসা মেটায়নি,

তার থেকে যে কোন গবেষক লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং নতুন চিন্তার খোরাকও সংগ্রহ করেছেন। সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ সংরক্ষণ ও অনুশীলন ছিল তাঁর একান্ত প্রিয় কাজ। বহু দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রিকা অনুসন্ধান করে তার থেকে বহু অজ্ঞাত ও অবহেলিত তথ্যাদি তিনি ঐতিহাসিক ও গবেষকদের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন। "গ্রন্থাগার ও গবেষণা" (মন্দিরা ১৩৭২) পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থাগার ১৩৭৬ "সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থাগার" এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভারতবর্ষে ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ সালে তাঁর রচিত রুস্তমজি কাওয়াসজি ও ১৩৩৯ সালে প্রবাসীতে "রাধানাথ শিকদার" প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হন। তাঁর প্রথম রচিত গ্রন্থ "মুক্তির সন্ধানে ভারত" যা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ১৩৫৬ সালে "সংকল্প ও সাধনা" নামে একটি কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় গত বছর 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা—(পুস্তক পর্যালোচনা—গ্রন্থাগার অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থটি মূলতঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসের প্রবন্ধ সঙ্কলন। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তাঁর রচনা, 'জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্মকথা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে, ১৩৫৭ সালে। সাহিত্য সাধক চরিত মালায় তিনি অনেকগুলি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন—সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ "সরলাদেবী চৌধুরানী'। এই সব জীবনীগ্রন্থ রচনায় তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর রচনা ও ব্রজেনবাবুর রচনার মধ্যে মূল্যায়ণে কোন পার্থক্য করা যায় না। এই সব জীবনীগ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৯টি। এ ছাড়া তাঁর ৪টি ইংরাজী গ্রন্থ ও ৬টি সম্পাদিত গ্রন্থ আছে।

তাঁর প্রথম ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হয় Insurance World এ "Light on the Eearliest Indian Insurance (1931) ভারতীয় ইন্সুরেন্স সংক্রান্ত বহু লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, দেশ ও আনন্দ বাজার পত্রিকার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া অমৃত, আর্থিক প্রসঙ্গ, ঊষা, কথাসাহিত্য; কালান্তর, খাদ্য উৎপাদন; চলন্তিকা, জয়শ্রী; জ্ঞান ও বিজ্ঞান, দীপায়ন, পাথেয়, পুষ্পপাত্র, পূরবী, পূর্বাচল, প্রবর্তক, বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গশ্রী, বন্ধু, বসুধারা, বাংলার শিক্ষক, বাণী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বেতার জগৎ; মন্দিরা, শনিবারের চিঠি, শিক্ষা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, হিন্দুস্থান, Bengal Past and Present, Calcutta Municipal Gazette, The Free Lance, Hindusthan Standard, ইত্যাদি বহু পত্রিকা ও স্মারক গ্রন্থে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে যে কোন গবেষক ও সাহিত্য পাঠকের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় হবে। জীবনের শেষে তিনি "জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে" নামে একটি আত্মজীবনী লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। আশা করা যায় তার এই আত্মজীবনী এবং

অন্যান্য অপ্রকাশিত রচনা কোন সাহিত্য-সেবক প্রকাশক প্রকাশ করে বাংলার সাহিত্যে একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেবেন।

তিনি আরোগ্য লাভ করে উঠলে এবং তাঁর দুটি চোখ অন্ধ না হলে আমরা সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ পূজারীর নিকট আরও অনেক কিছু পেতাম। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তার জন্ত তার মূল্য আমরা খুব কমই দিতে পেরেছি। কয়েকটি পুরস্কার দিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করা যায় না। সস্তা হাততালি দেওয়া রচনা তিনি লিখতে পারেন নি বলে বাংলায় সাহিত্য জগত যাদের কুক্ষিগত তাদের কাছে তিনি পরিত্যক্ত। একদিন সাক্ষাৎকারে তিনি এই দুঃখ করেছিলেন এবং তাঁর মত সাহিত্য জগত থেকে কক্ষচ্যুত ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করতে যাওয়ায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে গবেষনার কাজে বা যে কোন রচনার কাজে হতাশ হলে চলবে না। অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে—একদিন হঠাৎ 'ইউরেকার' মতনই রচনার তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। সমস্ত বিষয়েরই রচনার উপাদান কোথাও না কোথাও আছেই—তাকে অনলস সাধনার দ্বারা খুঁজে সংগ্রহ করতে হবে। জীবদ্দশায় যে মনীষীকে আমরা যোগ্য সম্মান দিতে পারিনি আশা করব তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা গ্রন্থাকারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত করে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

—গীতা মিত্র।

হরিহর শেঠ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মানিত সদস্য, সুখ্যাত সাহিত্যিক, বিদ্যোৎসাহী ও সমাজসেবী হরিহর শেঠের গত ১০ই মার্চ তারিখে তাঁর চন্দননগরের বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর চন্দননগরে শ্রীশেঠ জন্মগ্রহণ করেন। বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা হিসাবে তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। পুরানো কলকাতা সমাজে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস' এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির পাঠাগার সুখ্যাত তাঁর উদ্যোগেই বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়। এছাড়া বহু বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ফরাসী শাসনাধীনে চন্দননগর কর্তৃপক্ষ তাঁকে নাইটহুডের সমতুল 'সেভালিয়ে দ্য লেজিয়ঁ দ্যনার' সম্মানে ভূষিত করেন এবং তিনিই ছিলেন 'স্বাধীন শহর চন্দননগরের' অ্যাডমিনিসট্রেটিভ কাউন্সিলের প্রথম সভাপতি।

রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

—অজয় ঘোষ।

কুমার বিনয়েন্দ্র দেব রায় মহাশয়

গত ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য কুমার বিনয়েন্দ্র দেব রায় মহাশয় শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিনয়েন্দ্রও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম, এ পাশ করেন এবং পরবর্তীকালে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করবার আগে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপনা করেন।

কলকাতা পৌরসংস্থার সদস্য হিসাবে কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বহুমুখী কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট এবং অনুপ্রেরণাস্বরূপ। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

—অজয় ঘোষ।

গ্রন্থাগার পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশন সংক্রান্ত বিবরণী

(ফর্ম নং ৪, নিয়মাবলী—৮)

১ প্রকাশ স্থান : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

২ প্রকাশ কাল : মাসিক

৩ মুদ্রাকরের নাম : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১০০।১, ভূপেন্দ্রমোহন বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪

৪ প্রকাশকের নাম : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১০০।১, ভূপেন্দ্রমোহন বসু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪

৫ সম্পাদকের নাম : শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জাতি : ভারতীয়
ঠিকানা : ১০০০।১, ত্রিপুরা সুন্দরী রোড, পোঃ বোড়াল, ২৪ পরগণা

৬ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ঠিকানা : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক।

তারিখ : ১৪ মার্চ, ১৯৭২।

শিক্ষা চায় দেশ জোড়া ভূমিকা

"শিক্ষার আলোর জন্য উঁচু লন্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুল কলেজে, কিন্তু সেটা যদি কক্ষ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পট জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্য শিক্ষা চায় দেশ জোড়া ভূমিকা।"

শিক্ষার সংকট সম্পর্কে কবিগুরুর এই উদ্বেগ প্রকাশের পর ৪১ বছর কেটে গেছে। শিক্ষা আজও, তার দেশ জোড়া ভূমিকা পায়নি। আজও ভারতবর্ষে ৩৮ কোটি মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ২,৯৭,৫১,৩৫০। ভারতবর্ষের সাক্ষরতা মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বাদশ।

এ' লজ্জা আপনার, আমার—সকলের। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করতে হলে, প্রত্যেক শিক্ষানুরাগী মানুষকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযান। নয়তো ক্রমবর্দ্ধমান নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমশই আমাদের পশ্চাদাপসরণের পথ প্রশস্ত করবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি গত কয়েক বছর ধরে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত আছে। সম্প্রতি সমিতির পরিচালনায় এই রাজ্যের পাঁচটি জেলায় ৬০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ১৮,০০০ নিরক্ষর মানুষকে কার্যকরী সাক্ষরতা দান করা হয়েছে। বর্তমান বছরের জন্যও কলকাতা শহরাঞ্চলে এবং বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক সাক্ষরতা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এই অভিযানকে সফল করতে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি এ কাজে আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করছে।

- এই রাজ্যের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ নিন।
- পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির সভ্য হোন।
- সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সাক্ষরতা আন্দোলনের একমাত্র পাক্ষিক পত্রিকা বর্ণপরিচয় পড়ুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

আশুতোষ ভবন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

GRANTHAGAR

Volume 21 : Number 11/12 : March-April, 1972 (Fal.-Chaitra, 1378 B.S.)

Editorial : Library Legislation

The President of India, Mr. V. V. Giri, at the inaugural ceremony of the 19th All India Library Conference, stressed on the enactment of the Public Library legislation in the states. This year is also observed as the 'International Book Year'. To memorise the International Book Year and to give the proper weightage to the suggestions of the President of India, the Library legislation should be implemented in the states, specially, in West Bengal, for which the people of the state have been demanding from a long time.

[P. 342] B.C.

29th Bengal Library Conferance : 20-22 February, 1972, Chakdighi, Burdwan.

The 29th Bengal Library Conference was held at Chakdighi, Burdwan from 20th to 22nd. February, 1972. At the Inaugural session, Mr. Chittaranjan Banerjee presided. In the absence of the inangurator, Dr. Sukumar Sen, his recorded speech was played. While inangurating the conference, he thanked the organizers and hoped that the delegates of the conference would ponder over the various problems of libraries. The chairman of Reception Committee, Mr. Pradip Kr. Roy welcomed the delegates to a village which holds a very important place in the socio cultural history of the district and hoped that despite various odds, the conference would be a grand success. Messages of good wishes for the conference from individuals & organisations of the country and abroad were read out.

The President, Mr. C. R Banerjee, thanked the sponsorers of the conference and hailed the activities of the Bengal Library Association in the library movement in West Bengal. He pointed out that though the Association has been doing its best for the development of Library system but for the proper weightage from the government level, a little has so far beem achieved. The president emphasised on the publication of text books in Bengali for the development of the literature as well as of the level of education. Mr. Banerjee focused on the carelessness of both the Public and Private sector to preserve the valuable publications. Most of such publications are sold in different states and countries. He also emphasised on the Indianisation of Library Science, to keep pace with the socio-cultural development of the country.

In the conference premises, a 'Book fair' was organised by the West Bengal Publishers and Book-Sellers Association, and the fair was inangurated by Shri Subodh Kumar Mukhopadyay, Head of the Dept. of Library Science, Calcutta University.

The evening was devoted to the memory of Desabandhu Chittaranjan Das, Mr. Gurudas Bandyopadhyaya spoke about Desbandhu as a man of charity and benevolence and his role in organising library movement. The Sponsored Library workers also met to discuss their problems and to elect the new office-bearers. The Council of the Bengal Library Association held its meeting at 10 p.m.

On the 21st, the delegates met to discuss the problems of (a) Public Library system, (b) Libraries dirctly administered by the Govt. and the Govt. Sponsored Libraries, (c) Non-Government Public Libraries (d) Educational Libraries and e) School Libraries in three sessions, with Mr. P. B. Roy on the chair. They spent four more sessions with Mr. G. Bandyopadhyay on the chair to discuss (e) Library Administration, (f) Library Extension Service, (g) Library Science Training and (h) Rare and valuable books and manuscripts · their preservation.

The Concluding session was presided over by Mr. G. Bandyopadhyaya. Mr. P. Roy Choudhury, on behalf of the association thanked all who helped in making the conference a success.

The resolutions recommending various measures regarding different problems of administration, finance etc. and for the betterment and extension of library services in the state were taken up for tse consideration of authorities concerned. (P. 343)

International Book Year

In this article Dr. S. R. Ranganathan in an inimitable way brings into focus the library movement in India in retrospect and suggests ways and means for its furtherance on the august occasin of International Book Year. (P. 393) K.B.

News from the Libraries :

Birbhum : Vivekananda Library and Ramranjan Town Hall; Burdwan : Baidyanathpur Palli Mangal Samity, District Library Conference, Jaragram Makhanlal Pathagar ; Calcutta : Cossipore Institute, Sadharan Pathagar, Asokegarh, Salkeswar Library & Free Reading Room ; Hooghly : Kamarpukur Ramkrishna Tarum Sangha; Howrah : Sadar Palli Granthagar Parishad, Saraswat Library; Midnapur : District Library, Tamluk, Pallijyoti Pathagar; Murshidabad : Jalangi Kishore Sangha Pathagar ; 24-Parganas : Taragunia Binapani Pathagar. (P. 408)

Obituaries :

(1) Binayendra Deb Roy Mahasaya, (2) Harihar Seth, (3) Joges Chandra Bagal. (P.)